রামদীননামক এক জন অযোধ্যাবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ এই দুঃসময়ে ইংরেজদিগের যথোচিত সাহায্য করেন। ইনি রাস্তার ওবারসিয়রের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বিপ্লবপ্রযুক্ত ইঁহার কর্ম্ম বন্ধ হয়। ইনি ছয় জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন। ইঁহাদিগকে পদাতিসৈন্যের শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা হয়। এই কর্ম্মে ইঁহারা যথোচিত সাহস, উদ্যম ও রণ-কৌশলের পরিচয় দেন। রাত্রিতে ইঁহারা কামানরক্ষার আয়োজন করিতেন। দিবসে ইঁহারা বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। যুদ্ধে রামদীন এবং তাঁহার দুই জন আত্মীয় নিহত হয়েন। অবশিষ্ট আত্মীয়েরা জীবিত থাকেন। গবর্ণমেণ্ট পেন্সন দিয়া, ইঁহাদের অসামান্য রাজভক্তির গৌরব রক্ষা করেন। রামদীন এবং তাঁহার আত্মীয়গণ ব্যতীত পিরাণ নামক একজন মিস্ত্রী দ্বারা এই বিপত্তির সময়ে অনেক কাজ হয়। গাবিন্স্ সাহেব ইহার বিষয়ে লিখিয়াছেন—"এই ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট কারিকর ছিল। ইহার এবং রামদীনের সাহায্য না পাইলে, আমরা যে সকল গাঁথনির কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় কখনও সম্পন্ন হইত না। আমি দেখিয়াছি, পিরাণ যেমন একখানি ইট হাত তুলিয়া বসাইতেছিল, অমনি বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে উহা তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়াছে।" * অবরোধের পূর্ব্বে গোলাপ নামক একজন কারিকর ইঞ্জিনিয়রের কার্য্যবিভাগে নিয়োজিত ছিল। উক্ত বিভাগের কর্ত্তা ইহাকে ইহার ইচ্ছানুসারে কর্ম্মস্থলে থাকিতে বা গৃহে যাইতে কহিয়াছিলেন। গোলাপ গৃহে না গিয়া, বিপত্তিময় কর্ম্মস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি বিপদে কাতরতা প্রকাশ করে নাই। কোন সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে ইহার ঔদাস্য দেখা যায় নাই। গুরুতর বিপত্তিকালে কর্ম্মকুশল ও প্রভুভক্ত গোলাপ আপনার প্রভুর উপকারের জন্য কর্ম্মশীলতার একশেষ দেখাইয়াছিল। যে দিন লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে ইংরেজসৈনিকদল রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করে, সেই দিন গোলার আঘাতে এই পরমবিশ্বস্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর মৃত্যু হয়। † এইরূপে ভারতবাসিগণ ধীরভাবে ইংরেজের জন্য

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, pp. 190-91.*

† *Ibid, p. 191.*

আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। তাহারা বিদেশী প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য স্বদেশবাসীর হস্তে প্রাণবিসর্জ্জনেও কাতর হয় নাই।

ইংরেজেরা যখন এইরূপে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, ভারতবাসিগণ যখন এইরূপে আপনাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইতেছিলেন, তখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিদারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যে ইংরেজদিগের যার পর নাই কষ্ট হয়। তাঁহারা প্রবল বিপক্ষের পরাক্রমনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির পরাক্রম নিরোধ করিতে পারেন নাই। জুন মাসের প্রারম্ভে ও মধ্যভাগে বৃষ্টি না হওয়াতে রেসিডেন্সিতে বসন্ত ও বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মহিলারা ও বালকবালিকাগণ এই রোগে পীড়িত হইয়া পড়ে। স্থানের অল্পতা হেতু অনেককে এক ঘরে অবস্থিতি করিতে হইত, এই জন্য রোগ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। সৌভাগ্যক্রমে ২৮শে জুন বৃষ্টি হওয়াতে রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায়। ইংরেজেরা যখন দুরন্ত রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তখন স্থানান্তরের দুঃসংবাদে তাঁহারা দুর্ভাবনায় একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠেন। কাণপুরের ইংরেজ সেনাপতি স্যার্ হিউ হুইলারের আত্মসমর্পণের পর বহুসংখ্যক সিপাহী দলবদ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌর কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী নবাবগঞ্জ বড়বাঁকি নামক স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থান হইতে তাহারা লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করে। ২৯শে জুন প্রধান কমিশনরের নিকটে সংবাদ উপস্থিত হয় যে, সিপাহীদিগের অগ্রগামী দল লক্ষ্ণৌর ৮ মাইল দূরে চিনহাট নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। অবিলম্বে এই সংবাদের সত্যতানিরূপণ এবং সমাগত সিপাহীদিগের সংখ্যানির্দ্ধারণের জন্য একদল অশ্বারোহী প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহারা যথাযথ সংবাদ দিতে পারে নাই। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ প্রকৃত সংবাদ না জানিয়া, স্বয়ং অল্প মাত্র সৈন্য লইয়া, বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে উদ্যত হয়েন। ৩০শে জুন বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৬টার সময়ে ইংরেজসৈন্য লক্ষ্ণৌ হইতে প্রস্থান করে। চিনহাট একটি বৃহৎ পল্লী। উহা একটি বিস্তীর্ণ ঝিলের পার্শ্বে অবস্থিত। লক্ষ্ণৌ এবং চিনহাটের মধ্যে কোক্রইল নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। লক্ষ্ণৌ হইতে ফৈজাবাদের পথে কোক্রইলের সেতু অতিক্রম করিলে চিনহাটে উপস্থিত হওয়া যায়। ইংরেজসৈন্য এই সেতুর নিকটে উপনীত হয়। কুক্ষণে স্যার্ হেন্‌রি

লরেন্স্ ইহাদিগকে বিপক্ষের সম্মুখে যাইবার জন্য আদেশ দেন। সেনাপতির আদেশে সৈনিকেরা বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। চিনহাট পল্লীর বামভাগে বিপক্ষদিগের শিবির ছিল। ইংরেজসৈন্য যে পথে চিনহাটের দিকে অগ্রসর হয়, সেই পথের বামপার্শ্বে ইস্‌মাইলপুর নামে একটি পল্লী অবস্থিত। এই পল্লীতে সিপাহীদিগের সহিত ইংরেজসৈন্যের যুদ্ধ ঘটে। সিপাহীরা ইংরেজদিগের গন্তব্যপথের মধ্যে কামানগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। ইংরেজসৈন্য দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবা মাত্র বিপক্ষেরা এই সকল কামান হইতে তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার পর অশ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, ইংরেজদিগের উভয় দিকে আসিয়া পড়িল। ইংরেজসৈন্য এইরূপে দুই দিকে বিপক্ষদিগের দুইটি প্রবল দলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িল। তাহারা কিছুতেই সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। যে সকল ইউরোপীয় আপনাদের ইচ্ছায় সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা অধিনায়কের আদেশে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু সৈনিকের কর্ম্মে তাহাদের পারদর্শিতা ছিল না। শিখেরাও এই সময়ে রণস্থলে স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। ব্রিটিশ পদাতিগণ বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের অধিনায়ক বিপক্ষের গুলিতে ভূপতিত হইলেন। তাহারা আপনাদের অধ্যক্ষের পতন দেখিয়া, সহসা একটি তরঙ্গভঙ্গীবৎ উচ্চ ভূমির অন্তরালে গিয়া আশ্রয় লইল। বিপক্ষদিগের পরাক্রমে ইংরেজসৈন্য চারি দিকে এইরূপ শৃঙ্খলাশূন্য হওয়াতে, তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেওয়া হইল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের আদেশে লেফ্‌টেনেণ্ট বন্‌হাম কামান লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কামান যে হস্তী দ্বারা লইয়া যাওয়া হইতেছিল, উহা গোলাবর্ষণে ভীত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বন্‌হাম্‌ও বিপক্ষের গুলিতে আহত হইলেন। ইংরেজের কামান শত্রুপক্ষের হস্তগত হইল। এ দিকে ইংরেজ বীরপুরুষগণের অনেকেই রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ যুদ্ধের সময়ে সকলের পুরোভাগে থাকিয়া, উৎসাহ দিতেছিলেন, যেখানে বলক্ষয় ঘটিতেছিল, সেই খানেই তাঁহার আবির্ভাব হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ উদ্যম, এইরূপ সাহসেও কোন ফল হইল না। বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যে অল্প মাত্র ইংরেজসৈন্য

হতোদ্যম হইয়া, উদ্‌ভ্রান্তভাবে লক্ষ্ণৌর অভিমুখে ধাবিত হইল। আহতদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোন সুবিধা ছিল না ; যেহেতু ডুলীর বাহকদিগের কয়েক জন নিহত হওয়াতে সকলেই পলায়ন করিয়াছিল। জললাভেরও কোন সুযোগ ছিল না ; যেহেতু যাহারা জল দিবার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারাও রণস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিল। এ দিকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তাপে ও নিদারুণ গ্রীষ্মে ইউরোপীয় সৈন্য একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত হইতে যাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছিল, নিদারুণ পিপাসায় তাহাদেরও প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই ঘোর বিপত্তিকালে এতদ্দেশীয় পদাতি দ্বারা ইংরেজপক্ষের সবিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। ইহারা দুঃসহ আতপতাপেও বিচলিত হয় নাই, স্বদেশীয়দিগের ভয়ঙ্কর আক্রমণেও পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবমাননা করে নাই। ইহাদের যত্নাতিশয়ে আহত ইউরোপীয় সৈনিকগণ শান্তি লাভ করে। ইহারা আপনাদের স্বদেশীয় সৈনিকদিগের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের শুশ্রূষায় মনোযোগী হয়। এক সময়ে ইহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ করা হইয়াছিল, এখন এই সন্দেহ সর্ব্বাংশে তিরোহিত হয়। এই সৈনিকগণ আপনাদের স্বদেশের উত্তেজিত সিপাহীদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিয়া, অপরিসীম বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দেয়।

প্রাতঃকালে কোক্রেইলের সেতু হইতে ইংরেজসৈন্য উৎসাহের সহিত বিপক্ষদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, এখন তাহারা নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া, একান্ত অবসন্নভাবে সেই সেতুর সমীপবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইল। সেতুর নিকটে বিপক্ষ অশ্বারোহিদল গমনপথ নিরোধ করিয়াছিল। অতিকষ্টে এই পথ উন্মুক্ত হইল। পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত সৈনিকেরা লক্ষ্ণৌর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে স্থানীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ধনী, নির্ধন, সমভাবে প্রত্যাবর্ত্তিত ও আহত সৈনিকদিগের নিকটে আসিয়া, সুশীতল জল দিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রেসিডেন্সিরক্ষার জন্য সৈনিকদল নিতান্ত অল্প ছিল। চিনহাটের যুদ্ধে এই অল্পসংখ্যক সৈনিকদিগের মধ্যেও এক শত উনিশ জন বিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘাতে বা মার্ত্তণ্ডের মারাত্মক তাপে দেহত্যাগ করে। এখন সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিবার কোন উপায় রহিল না। সিপাহীদিগের

সমক্ষে আত্মরক্ষা করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। চিনহাটের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে উত্তেজিত সিপাহীরা দলে দলে গোমতীর তটে উপস্থিত হইতে লাগিল।

লৌহময় সেতুর পথে কামান স্থাপিত ছিল। প্রস্তরময় সেতুও কামান দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। গোমতী পার হইবার এই দুই পথ ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্রের বলে অবরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সেতু ব্যতীত নদী পার হইবার অন্য উপায় রহিয়াছিল। সিপাহীরা এই উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা নৌকা সংগ্রহ পূর্ব্বক নদী পার হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ইংরেজদিগের আশ্রয়-স্থল, ফৈজাবাদ, সীতাপুর, সুলতানপুর প্রভৃতি স্থানের উত্তেজিত সিপাহীগণ-কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। লোকারণ্যের কোলাহল না থাকাতে কোন কোন লেখক লক্ষ্ণৌকে একটি প্রধান নীরব নগর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন কামানের গভীর গর্জ্জনে, বন্দুকের কঠোর শব্দে, যুদ্ধের ভৈরব রবে এই নগরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। সিপাহীদিগের সাহস পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তাহা-দের আগমনপথ কোন অংশে অবরুদ্ধ রহিল না। তাহারা ওয়াজিদ আলির চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, ইংরেজদিগের বাসস্থল রেসিডেন্সি ও মচ্ছিভবনের নিকটবর্ত্তী গৃহ সকল অধিকার করিল, এবং ঐ সকল গৃহ হইতে এরূপ তীব্রবেগে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল যে, রাত্রিদিন কিছুতেই উহার বিরাম হইল না।

স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এখন সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় স্থানান্তরে আপনাদের দুরবস্থার সংবাদ পাঠাইলেন। বারাণসীর কমিশনরের নিকট ব্রিগেডিয়ার হাবেলকের নামে একখানি পত্র প্রেরিত হইল। উক্ত পত্রে স্যার্ হেন্‌রি এই ভাবে আপনাদের দুর্দ্দশার বর্ণনা করিলেন,—"আমরা অদ্য প্রাতঃ-কালে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আট মাইল দূরে গিয়াছিলাম। আমরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি। এতদ্দেশীয় গোলন্দাজদিগের অসঙ্গত ব্যবহারে আমাদিগের পাঁচটি কামান বিপক্ষদিগের হস্তগত হইয়াছে। বিপক্ষগণ এই স্থান পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিয়াছে। চারি ঘণ্টা কাল হইল, তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রিতেই আমরা চারি দিকে অবরুদ্ধ হইব। বিপক্ষগণ সাতিশয় সাহসসম্পন্ন। আমাদের ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। গত কল্য আমাদের যে অবস্থা ছিল, আজ তাহার দশ

গুণ মন্দ দেখিতেছি।* * * আপনি যদি শীঘ্র অর্থাৎ পনর বা কুড়ি দিনের মধ্যে উপস্থিত না হয়েন, তাহা হইলে আমাদের আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।" স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। জুলাই মাস আসিতে না আসিতে ইংরেজেরা চারি দিকে সিপাহীগণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ৩০শে জুন চিনহাটে তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ১লা জুলাই তাঁহাদের অধিকৃত নগরের এরূপ দশান্তর ঘটিল যে, মচ্ছিভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রেসিডেন্সিতে সকলের সমবেত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিল। এক দিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌতে ইংরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিতপ্রায় হইল।

মচ্ছিভবনে বিবিধ যুদ্ধোপকরণ ছিল। উহার রক্ষার জন্য ইউরোপীয় সৈনিকগণ ত্রিশটি কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। গোলাগুলি প্রভৃতি অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া অসাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধোপকরণ নষ্ট করিবার প্রস্তাব হইল। অনেক কৌশলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। রেসিডেন্সি ও মচ্ছিভবনের মধ্যভাগে বিপক্ষ সিপাহীগণ রহিয়াছিল। রেসিডেন্সি হইতে মচ্ছিভবনে লোক পাঠাইলে সম্ভবতঃ ঐ লোক সিপাহীদিগের হাতে পড়িত এবং ইংরেজদিগের প্রস্তাব তাহাদের গোচর হইত। কিন্তু ইঞ্জিনিয়রেরা মচ্ছিভবনস্থিত স্বদেশীয়দিগকে আপনাদের প্রস্তাব জানাইতে উদাসীন রহিলেন না। তাঁহারা রেসিডেন্সির ছাদের উপরে উঠিয়া, একরূপ সঙ্কেতের উদ্ভাবন করিলেন। এই সঙ্কেত অনুসারে মচ্ছিভবনের লোকে বুঝিতে পারিল যে, বারুদ প্রভৃতি উড়াইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে রাত্রিকালে বিপক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে রেসিডেন্সিতে যাইতে হইবে। সঙ্কেত অনুসারে কার্য্য হইল। রেসিডেন্সির ইংরেজেরা উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত মচ্ছিভবনের দিকে উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, স্তম্ভের আকারে উপরে উঠিতেছে। পরমুহূর্ত্তেই গভীর শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। তৎসঙ্গে ধূমস্তূপে দৃশ্যমান আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া, রেসিডেন্সির ইংরেজেরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্কেত অনুসারে কার্য্য হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ এবং প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মচ্ছিভবনের ইংরেজেরা অক্ষতশরীরে রেসিডেন্সিতে সমাগত

হইলেন। রেসিডেন্সির লোকে পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিয়া, ইঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল করিয়া তুলিল।

চিনহাটের যুদ্ধে ইংরেজসৈন্যের পরাজয়ের পর হইতে সিপাহীগণ প্রভূত বিক্রম ও সাহসের সহিত লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে। সিপাহীরা চিনহাটে ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে, যখন এই সংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইল, তখন দুর্বৃত্ত লোকে অসংসাহসিককার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। এ দিকে সিপাহীরা ইংরেজদিগের আবাসগৃহের দিকে গোলাবর্ষণে নিরস্ত থাকিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৩০শে জুন চিনহাটের যুদ্ধে তাহারা জয়লাভ করে। ১লা জুলাই হইতে ইংরেজেরা লক্ষ্ণৌতে অবরুদ্ধ এবং সিপাহীদিগের আগ্নেয় অস্ত্রের বিষয়ীভূত হয়েন। এক দিন অতীত হইতে না হইতে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায়* এরূপ বিপদ ঘটে যে, উহাতে সমগ্র ইংরেজজাতি কাতর হইয়া পড়ে। ১লা জুলাই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে মচ্ছিভবনের যুদ্ধোপকরণের ভাণ্ডার বিনষ্ট হয়। ২রা জুলাই প্রাতঃকালে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সৈন্যসন্নিবেশ ও কামানস্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন। সূর্য্যের উত্তাপ যখন প্রখর হয়, তখন তিনি বহির্দ্দেশ হইতে রেসিডেন্সিতে আসিয়া, আপনার বসিবার ঘরে একখানি কৌচে শয়ন করেন। আর একখানি কৌচে তাঁহার পার্শ্বে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শয়ানভাবে ছিলেন। স্যার্ হেন্‌রির একজন সহকারী এক হাঁটু তাঁহার কৌচে রাখিয়া, তাঁহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একখানি সরকারী কাগজ পড়িতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত একটি এতদ্দেশীয় ভৃত্যও ঐ ঘরে ছিল। এমন সময়ে একটা ভারিদ্রব্য ভাঙ্গার শব্দের মত আওয়াজ হইল। পরক্ষণে ধূম ও বালুকায় সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য গৃহের কিছুই কাহারও পরিদৃষ্ট হইল না। প্রধান কমিশনরের সহকারী ঘরের মেঝেতে পড়িয়া গেলেন। পরক্ষণেই তিনি উঠিয়া, চীৎকার করিয়া কহিলেন—"স্যার্ হেন্‌রি! তুমি কি আঘাত পাইয়াছ?" প্রথমে কোন উত্তর শুনা গেল না।

* এই গোলার ইংরেজী নাম শেল্। উহার অন্তর্ভাগ ফাঁপা। উহাতে নানা দাহ্য পদার্থ থাকে। এই গোলা কামান হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে ফাটিয়া যায়, এবং উহার অন্তর্ভাগের দাহ্য পদার্থ চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এই সকল পদার্থের আঘাতে গৃহাদি ভগ্ন এবং লোকের জীবন নষ্ট হয়।

কিছুক্ষণ পরে প্রধান কমিশনর অতিক্ষীণস্বরে কহিলেন—"আমি মরিলাম।" যখন ধূমরাশি তিরোহিত হইল, তখন দেখা গেল যে, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের কোচ তদীয় দেহনিঃসৃত শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। সিপাহীরা চিনহাটে ইংরেজপক্ষের যে হাউইট্‌জার নামক কামান অধিকার করিয়াছিল, সেই কামানের একটা গোলা স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের গৃহে পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং উহার এক খণ্ডে তাঁহার বাম উরুর উপরিভাগ আহত হয়।

অবিলম্বে ডাক্তার ফেরারকে আনা হইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, আঘাত সাঙ্ঘাতিক হইয়াছে। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ যেরূপ রুগ্ন ও ক্ষীণ ছিলেন, তাহাতে উরুদেশ কাটিয়া ফেলিলে কোন ফল হইত না। সুচিকিৎসকের চিকিৎসাকৌশলে যাহা হইতে পারে, স্যার্ হেন্‌রির অন্তিম সময়ের যাতনা দূর করিবার জন্য তাহা হইল। আঘাতপ্রাপ্তিমাত্রেই স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুসময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহার যার পর নাই যাতনা হইয়াছিল। রুধিরস্রাবে তাঁহার ক্ষীণ দেহ অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই দুঃসহ যাতনাতেও ধীরতায় বিসর্জ্জন দিলেন না। মেজর ব্যাঙ্ক্‌স্ তাঁহার স্থলে প্রধান কমিশনর হইলেন। কর্ণেল ইংলিস্ প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া, ইঁহাদিগকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলেন। তিনি যে গৃহে ছিলেন, উহা বিপক্ষদিগের কামানের সম্মুখে থাকাতে তাঁহাকে অতিযত্নে এবং অতিধীর-ভাবে রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে ডাক্তার ফেরারের বাসগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। এই স্থানে তিনি সর্ব্বদর্শী ভগবানে নির্ভর করিয়া, অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্তিমকালে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার সমাধিস্তম্ভে এই কথা যেন ক্ষোদিত হয়—"এই খানে হেন্‌রি লরেন্স্ রহিয়াছেন, যিনি আপনার কর্ত্তব্যসম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন"। ইহার পর তিনি কহিলেন যে, তাঁহার সমাধিকালে যেন কোনরূপ আড়ম্বর না হয়। এইরূপে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, সকলের নিকটে প্রীতির সহিত, স্নেহের সহিত বিদায় লইয়া, ৪ঠা জুলাই প্রাতঃকালে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন।

এইরূপে লক্ষ্ণৌর বিপন্ন ইংরেজদিগের আশার অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ রক্ষক-

শ্রেষ্ঠের দেহাত্যয় হয়। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের মৃত্যুসংবাদ কয়েক দিন গোপনে রাখা হইয়াছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন, এই সংবাদই রেসিডেন্সিতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত সংবাদ দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না। অবিলম্বে এই শোচনীয় ঘটনার বিষয় রেসিডেন্সির লোকের পরিজ্ঞাত হইল। যে এই সংবাদ শুনিতে লাগিল, সেই আপনাকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিয়া, গভীর শোকে, দুঃসহ দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের চরিত্র অপরের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মানবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্যার্ হেন্‌রি তাঁহাদের সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। তাঁহার চরিত্রের যতই প্রশংসা করা যাউক না কেন, কিছুতেই সে প্রশংসা পর্য্যাপ্ত বোধ হয় না। স্যার্ হেন্‌রি কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কর্ত্তব্যসম্পাদনেই আপনার অমূল্য জীবনের উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের যোগ্যতাসম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হয়েন নাই। কোম্পানির ডিরেক্টরেরা স্যার্ হেন্‌রির মৃত্যুসংবাদ জানিতে না পারিয়া, ২২শে জুলাই এই প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছিলেন যে, লর্ড কানিঙের মৃত্যুতে বা পদত্যাগে গবর্ণর-জেনেরলের পদ শূন্য হইলে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সেই পদে নিয়োজিত হইবেন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ এইরূপে আপনার কর্ম্মক্ষমতায় ও সদাশয়তায় ভারতের নিম্নতন অধিবাসী হইতে বিলাতের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের বরণীয় হইয়াছিলেন। টড যেমন রাজপুতদিগের, মাক্‌ফার্সন যেমন খন্দদিগের, আউট্রাম যেমন ভীলদিগের, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ সেইরূপ শিখদিগের এমন কি সমগ্র ভারতবাসীর ছিলেন। কি শোণিতময় যুদ্ধস্থলে, কি শান্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে স্যার্ হেন্‌রি সর্ব্বত্র আপনার মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। দুর্দ্দশাগ্রস্ত, পরাধীন জাতির প্রতি কিরূপে সমবেদনা দেখাইতে হয়, তাহা বোধ হয়, স্যার্ হেন্‌রির মত কেহই জানিতেন না। এই চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ আপনার সমাধিস্তম্ভে স্বয়ং যে কথার বিন্যাস করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই কথা চিরকাল তাঁহার উদার প্রকৃতির পরিচয় দিবে। স্যার্ হেন্‌রি কেবল কর্ত্তব্যসম্পাদনচেষ্টাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন নাই, যথারীতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াও, অতীতদর্শী ঐতিহাসিকদিগের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির অদ্বিতীয় পাত্র হইয়াছেন।

স্যার্ হেনরি লরেন্স দেহত্যাগ করিলেন। এ দিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ অধিকতর উৎসাহের সহিত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। লক্ষ্ণৌ এখন সিপাহী-গণের প্রধান কর্ম্মস্থল হইয়াছিল। ইংরেজদিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র রেসি-ডেন্সি এখন সিপাহীদিগের মারাত্মক অস্ত্রের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। নগরের শান্তি তিরোহিত, শৃঙ্খলা বিনষ্ট, পারিপাট্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজপথে জনসমাগম ছিল না। লোকে সভয়চিত্তে রেসিডেন্সি হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। ঘোড়াগুলি আরোহিশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। হাতী ও উটগুলিকে উহাদের পরিচালকগণ তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে লইয়া গিয়া-ছিল। নদীস্থিত নৌকাগুলি রেসিডেন্সি হইতে অপসারিত হইয়াছিল। এইরূপে রেসিডেন্সির নিকটবর্ত্তীর স্থানে লোকের দৈনন্দিন কর্ম্ম প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবরোধকারী সিপাহীদিগের গোলাবৃষ্টি প্রতিদিন অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। গোলাবৃষ্টিতে রেসিডেন্সির লোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের বাসস্থলে গোলযোগের একশেষ ঘটিল। কুলমহিলা ও বালকবালিকারা প্রাণ রক্ষার জন্য রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইয়াছিল। এ দিকে যে সকল ভৃত্য ইউরোপীয়দিগের পরিচর্য্যা করিত, তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। যাঁহারা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া অপরের পরিচর্য্যায় পরিতোষিত হইতেন, গৃহকর্ম্মে অপরের উপর নির্ভর করিয়া, সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেন, তাঁহারা এখন স্বহস্তে আপনাদের গৃহ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, কূপ হইতে আপনাদের জল তুলিয়া লইতে লাগিলেন, আপনাদের খাদ্য দ্রব্য পাক করিতে লাগিলেন, এবং বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয়ই তাঁহারা নিজে করিতে লাগিলেন। রেসিডেন্সিতে লোকসংখ্যা অনুসারে অবস্থিতিগৃহের সংখ্যা অধিক ছিল না। অনেকে একঘরে একত্র বাস করিতে লাগিল। অনেককে আস্তাবল আশ্রয় করিতে হইল। এ দিকে হাসপাতালের দৃশ্য সাতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। ইংরেজেরা এক সময়ে যে বিস্তৃত গৃহে আহারপানে পরিতৃপ্ত হইতেন, তাহাই এখন হাসপাতাল হইল। উক্ত গৃহ সহসা আহতগণে পরিপূর্ণ হওয়াতে, উহা ইংরেজের সাতিশয় মর্ম্মপীড়ার উদ্দীপক হইয়া উঠিল। কুলমহিলারা সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহত-

দিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবদিগকে সুশীতল পানীয় দিতে লাগিলেন, পাথার বাতাস দিয়া ইহাদের শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন, আহতস্থানে পটি বাঁধিয়া, যথানিয়মে ঔষধ দিয়া, শান্তিবিধানে যত্নবর্ত্তী হইলেন এবং স্নেহশীল আত্মীয়ের ন্যায়, প্রীতিময় পরিজনের ন্যায় অপরিসীম স্নিগ্ধভাব দেখাইয়া, সন্তুষ্টিসাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।*

এদিকে সিপাহীদিগের অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজদিগের আশ্রয়স্থল ভেদ করিবার জন্য যে কোন স্থানে কামান স্থাপিত হইতে পারে, সেই স্থলেই উক্ত মারাত্মক অস্ত্র সন্নিবেশিত হইল। মসজিদের চূড়া, বাড়ীর ছাদ ও প্রাচীর প্রভৃতি উন্নত স্থলে লক্ষ্য-ভেদকুশল বিপক্ষগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। যখনই শ্বেতকায়গণ তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখনই তাহারা ঐ সকলের অন্তরালে থাকিয়া, আপনাদের অভ্রান্ত কৌশলের পরিচয় দিতে লাগিল। সিপাহীদিগের কামান হইতে মারাত্মক গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের পর তিন ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত তাহারা অবিরত গোলাগুলির বৃষ্টি করিত। মধ্যাহ্নকালে উহার প্রভাব কিয়দংশে শিথিল হইত। অপরাহ্নকালে আবার উহার তীব্রতা বাড়িয়া উঠিত।†

এ দিকে ইংরেজেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কর্ম্মকুশল ও অধ্যবসায়সম্পন্ন মানবের চেষ্টায় এ সময়ে যাহা হইতে পারে, তাহার কিছুই অসম্পন্ন রহিল না। গুলিবৃষ্টিনিরোধের জন্য ইংরেজেরা বিপক্ষের সম্মুখে প্রাচীর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাচীর প্রস্তুত করিবার উপকরণ না থাকিলেও, তাঁহাদের উত্তমভঙ্গ হইল না। মেহগনি কাঠের টেবিল্ ও অন্যান্য আসবাব, বাক্স, সিন্দুক, বগী, গোযান, আফিসের রাশীকৃত কাগজপত্র, অধিক কি কাপ্তেন হে সাহেবের পুস্তকালয়স্থিত বহুমূল্য হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক এখন অবরুদ্ধ-দিগের আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীর প্রস্তুত করিবার উপকরণ হইল। এক সময়ে তাঁহারা যে সকল দ্রব্যে আমোদিত হইতেন, যে সকল দ্রব্যে আবশ্যক কর্ম্ম

* *Rees, Siege of Lucknow, p. 92.*

† *Lucknow and its Memorials &c. p. 2.*

সম্পাদন করিতেন, যে সকল দ্রব্যে পরিতৃপ্ত থাকিতেন, এখন সেই সকল দ্রব্য বিপক্ষদিগের সম্মুখে স্থাপিত হইল।

অন্যান্য স্থানে বিপন্ন ইংরেজদিগের মধ্যে যেরূপ উদ্যমের নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছিল, লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতেও তাহা পূর্ণ মাত্রায় পরিদৃষ্ট হইল। দেওয়ানি-বিভাগের কর্ম্মচারীরা সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারীর ন্যায় বিপক্ষের আক্রমণ-নিরোধে, অস্ত্রপ্রয়োগে, আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বনে উৎসাহ ও একাগ্রতার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। দিন অতিবাহিত, রাত্রি সমাগত হইতে লাগিল, ইঁহাদের সৈনিকব্রতের উদ্যাপন হইল না। ইঁহারা দিন রাত্রি আপনাদের অবলম্বিত কর্ম্মসম্পাদনের জন্য বিপত্তিময় কর্ম্মক্ষেত্রে সমান উদ্যম, সমান উৎসাহ ও সমান একাগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদের সম্মুখে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিল, দুরন্ত রোগও তাঁহাদের মধ্যে সেইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। ওলাউঠা, জ্বর, অতিসার, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে তাঁহারা একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের একান্ত অভাব হইল। অনেক সময় তাঁহাদিগকে আপনাদের প্রতিপালিত এবং আপনাদের শকটসংযোজিত বৃষগুলির মাংসে উদরাগ্নির নির্ব্বাপণ করিতে হইল। প্রখর উত্তাপে, গতাসু অশ্বের দেহনিঃসৃত পূতিগন্ধে, দৌরাত্ম্যা-কর মশামাছিতে তাঁহারা নিরতিশয় আকুল হইয়া পড়িলেন। অবরোধ-কারিগণ তাঁহাদের উপর প্রতিদিন গোলাগুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল; তাঁহারাও নিত্যদৃষ্ট ও নিত্যসঙ্ঘটিত বিষয় মনে করিয়া, প্রতিদিন উহাতে ভয়শূন্য হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন ঐ ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টিতেও উপেক্ষা করিয়া, স্থিরভাবে আপনাদের কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিলেন। গোলা সকল তাঁহাদের পদ-দেশের সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। গুলি সকল তাঁহাদের কেশাগ্রের উপর দিয়া যাইতে লাগিল, ঐ বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি রহিল না। আসন্ন মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ এরূপ সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইল যে, উহাতে মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগেরও মনোযোগ রহিল না। জুলাই এবং আগষ্ট মাসে জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই সমভাবে অবরুদ্ধদিগের মর্ম্মপীড়ার কারণ হইয়া উঠিল। এই সময়ে অনেক শিশুসন্তানের মৃত্যু হইল। অনেকে জন্মগ্রহণ

করিল।* কিন্তু বিপক্ষগণ নিরন্তর ভয়াবহ কর্ম্মসাধনে ব্যাপৃত থাকাতে প্রসূতির ও সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের পরিচর্য্যার একান্ত ব্যাঘাত ঘটিল। কাহারও স্বামী নিহত হইয়াছিল। নবপ্রসূত সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য দুগ্ধের সংস্থান ছিল না। প্রসূতি কাতরভাবে অপরের নিকটে দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে লাগিল।† কোন সময়ে অবরুদ্ধদিগের শান্তি ছিল না। তাঁহারা প্রশান্তভাবে ঈশ্বরের আরাধনাতেও অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না। এ সময়েও তাঁহাদের গৃহদ্বারে গোলা পড়িয়া ফাটিয়া যাইত, উহার ভয়ঙ্কর শব্দে তাঁহাদের প্রশান্তভাব তিরোহিত হইত।‡ একদিন গোলার আঘাতে রেসিডেন্সির ছাদের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়াতে ছয় জন সৈনিক চাপা পড়িল। ইহাদের মধ্যে কেবল দুই জনকে জীবিত অবস্থায় বাহির করা হইল।§ খাদ্য ও পানীয় এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, মূল্যের দিকে কাহারও দৃক্পাত ছিল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দ্রব্যাদিবিক্রয়কালে এক ডজন ব্রাণ্ডি দুই শত টাকায় এবং চারিখানি ছোট পিষ্টক পঁচিশ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।¶ এক একটি ডিম আট আনা বা এক টাকার কমে পাওয়া যাইত না। কাপড় পরিষ্কার করিবার কোন সুবিধা ছিল না। ধোপা বার খানি মাত্র কাপড় কাচিতে দশ টাকা চাহিত।‖

এইরূপে সকল দিকেই অবরুদ্ধদিগের যাতনার একশেষ ঘটিল। বিপক্ষেরা গোলাগুলিবৃষ্টি ব্যতীত ইহাদের বসতিস্থলের বিধ্বংসের জন্য কুল্যা খনন করিতে লাগিল। ইঁহারা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিকুল্যা খনন করিতে লাগিলেন। এইরূপে জুনের পর জুলাই, জুলাইর পর আগষ্ট মাস অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রে বা দুরন্ত রোগে প্রায় প্রতিদিনই ইংরেজদিগের লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রধান ইঞ্জিনিয়র নিহত হইলেন। তাঁহাদের প্রধান কমিশনরের পতন হইল। তাঁহাদের প্রধান গোলন্দাজ—

* *Mrs. Case, Day by day at Lucknow. pp. 144, 171.*
† *Ibid. p. 152.*
‡ *Ibid, p. 133.*
§ *A Lady's Diary of the Siege of Lucknow, p. 99.*
¶ *Mrs. Case, Day by day &c. p. 172.*
‖ *Ibid, p. 187.*

সিক্রোরার প্রসিদ্ধ অধিনায়ক আহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এ সময়ে পুরুষমাত্রেই সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। তথাপি তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। রেসিডেন্সিরক্ষার জন্য ১,৬৯২ জন নিয়োজিত ছিল। ইহার মধ্যে ৯২৭ জন ইউরোপীয় এবং ৭৬৫ জন ভারতবর্ষীয়। অবরোধের কালে ৩৫০ জন ইউরোপীয় এবং ১৩৩ জন ভারতবর্ষীয় হত ও আহত হয়।* এতদ্ব্যতীত রোগে বহুসংখ্যক বালকবালিকা দেহত্যাগ করে।† ২৩০ জন ভারতবর্ষীয় পলাইয়া যায়। বহুসংখ্যক বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে এই অল্পসংখ্যক লোকের সামর্থ্য রহিল না। ইহারা আশান্বিত-হৃদয়ে স্থানান্তর হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইল। কিন্তু সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগম হইল না। এই সময়ে অঙ্গদ নামক একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ইহাদের চরের কর্ম্মে নিয়োজিত ছিল। অঙ্গদ দীর্ঘকাল সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম করিয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির নিকটে পেন্সন পাইতেছিল। বিশ্বস্ত অঙ্গদ এখন অতিগোপনে স্থানান্তর হইতে সংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল। উপস্থিত সময়ে অপরে বুঝিতে না পারে, এই জন্য গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় পত্রাদি লিখিত হইত। কিন্তু সকলের মধ্যে এই প্রাচীন ভাষার আলোচনা ছিল না। এজন্য ইংরেজেরা অতি ক্ষুদ্র কাগজে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে স্বদেশীয় ভাষায় পত্র লিখিতেন। চরেরা এই পত্র অতিগোপনে নির্দ্দিষ্ট স্থলে লইয়া যাইত। কোন কোন সময়ে হাঁসের পেনের ভিতরে এই পত্র পূরিয়া দেওয়া হইত। পত্রবাহক উহা কাণে গুঁজিয়া বা অন্য কোন স্থানে গোপন করিয়া, লইয়া যাইত। লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইংরেজেরা বিশ্বস্ত চর অঙ্গদের নিকটে অবগত হইলেন যে, সেনানায়ক হাবেলক কাণপুর হইতে লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদে লক্ষ্ণৌর ইংরেজেরা উৎফুল্ল হইলেন, উৎফুল্লভাবে—আশ্বস্তহৃদয়ে প্রতিদিন হাবেলকের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে তাঁহাদের আশা ফলবতী হইল। প্রায় তিন মাসের পর, তাঁহারা দূর হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগমচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে সমগ্র নগর

* *Lucknow and its Memorials of the Mutiny, p. 3.*

† *Lieut. Innes, Rough Narrative of the Siege of Lucknow, p. 13.*

বায়ুসন্তাড়িত সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। লোকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। অনেকে আপনাদের বাঞ্ছনীয় দ্রব্য লইয়া, পলায়নের উদ্যোগ করিল। অবরোধকারী সিপাহীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্রভাবে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। এদিকে হাবেলকের সৈন্য নগরের পথে পথে বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রেসিডেন্সির সম্মুখে উপস্থিত হইল।* ইহাদের বন্দুকের শব্দে, ইহাদের উৎসাহব্যঞ্জক আনন্দধ্বনিতে অবরুদ্ধ ইংরেজেরা উৎফুল্লভাবে রেসিডেন্সির চারি দিক হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিবে, তৎপ্রতি দৃক্‌পাত নাই। বিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘাতে প্রাণান্ত ঘটিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা নাই। তাঁহারা কামানের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে, ভগ্ন গৃহের অন্তরাল হইতে, প্রাচীরের অন্তর্ভাগ হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। মহিলারা রেসিডেন্সির সঙ্কীর্ণ কুঠরী, তয়খানা এবং আত্মগোপনের অন্যান্য স্থল হইতে বাহিরে আসিলেন। আহতগণ হাসপাতাল হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইল। উত্থানশক্তি-রহিত পীড়িতগণ আপনাদের শয্যায় উদগ্রীব হইয়া রহিল। সমগ্র রেসিডেন্সি যেন অপূর্ব্ব যাদুমন্ত্রবলে আপনার সমগ্র অংশ হইতে সজীব মূর্ত্তি বাহির করিতে লাগিল। হাবেলক এবং আউট্রাম ২৫শে সেপ্টেম্বর আপনার সৈনিকদল লইয়া অবরুদ্ধদিগের সম্মুখে সমাগত হইলেন। হাইলাণ্ডার সৈনিকগণ সবেগে মহিলাদিগের সমক্ষে উপনীত হইয়া, করমর্দ্দনপূর্ব্বক তাঁহাদের পরমস্নেহের ধনগুলিকে ক্রোড়দেশ হইতে ছিনাইয়া লইল, এবং উহাদিগকে আপনাদের বাহুদেশে রাখিয়া, প্রগাঢ় প্রীতিভরে মুখচুম্বন করিতে লাগিল। এইরূপে শিশুগুলি এক সৈনিকের বাহুদেশ হইতে আর এক সৈনিকের বাহুদেশে যাইতে লাগিল।† অবরুদ্ধগণ উৎফুল্লভাবে করমর্দ্দন পূর্ব্বক সমাগত অধিনায়কদিগের সম্বর্দ্ধনা করিল এবং সর্ব্বলোকপালক ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া, এই ঘোর বিপত্তিকালে আপনাদের সাহায্যকারীদিগের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

* ২৫শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নকালে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের আগমনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বেলা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় এই সৈনিকেরা রেসিডেন্সির পুরোবর্ত্তী পথ দিয়া উপস্থিত হয়। সেনানায়ক নীল এই পথে নিহত হয়েন। এখন এই পথের নাম নীল-রোড্ হইয়াছে।—*Lucknow and its Memorials of the Mutiny, p.* 3.

† *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p. 414.*

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

দিল্লী।

দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের সৈন্যের সমাগম—নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত—সেনাপতির ঘোষণা-পত্র—নগর আক্রমণ—সিপাহীদিগের পরাক্রম—ইংরেজসৈন্যের উচ্ছৃঙ্খলভাব—রাজপ্রাসাদ অধিকার—মোগল ভূপতির স্থানান্তরে প্রস্থান—তাঁহার অবরোধ—শাহজাদাদিগের নিধন—কাপ্তেন হড্‌সনের কার্য্যের সমালোচনা—দিল্লীর অধিবাসীদিগের ফাঁসী—নিকল্‌সনের দেহত্যাগ।

সেনাপতি হাবেলক যে দিন স্যার্ জেম্‌স্ আউট্রামের সহিত লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থে সমাগত হয়েন, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে সেনাপতি উইল্‌সন্‌কর্ত্তৃক মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী অধিকৃত হয়। আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজসৈন্য দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। যুদ্ধোপকরণেও তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। তাহারা দিল্লী অবরোধ করিতে গিয়া, আপনারাই বিপক্ষগণকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল। শেষে তাহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। যুদ্ধোপকরণেও তাহারা অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়া উঠে। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর তাহাদের সাহায্যার্থে সৈন্য ও কামান ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন। প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর নিকল্‌সন্ তাহাদের উদ্ধারার্থে আত্মজীবনের উৎসর্গ করিবার জন্যই যেন, দিল্লীতে উপস্থিত হয়েন। সাহসী সেনানায়ক নিবিলি চেম্বারলেন্ যদিও আহত হইয়াছিলেন, তথাপি এখন সঙ্কল্পিত কার্য্যসাধনের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহযুক্ত এবং পূর্ব্বের ন্যায় শ্রমপরায়ণ হয়েন। ৬ই সেপ্টেম্বর মিরাট হইতে একদল সৈন্য আগমন করে। রাজা গোলাপ সিংহ জম্মু হইতে যে সৈন্য পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা তদীয় তনয়কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। মিরাটের সৈনিকদলের উপস্থিতির দুই দিন পরে ঐ সাহায্যকারী সৈনিকগণ ইংরেজের শিবিরে পদার্পণ করেন। এইরূপে সহায়সম্পন্ন হইয়া, সেনাপতি

দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজন করেন। সৈন্য, গোলাগুলি, বন্দুক, কামান প্রভৃতির যাহা কিছু এ সময়ে স্থানান্তর হইতে প্রেরিত হইতে পারে, সমুদয়ই ইংরেজের শিবিরে পহুঁছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে এইরূপে যাবতীয় বাঞ্ছনীয় বিষয়ের সমাগম হয়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভেই ইংরেজসৈন্য প্রকৃতরূপে মোগলের রাজধানী অবরোধ করে।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বেয়ার্ড্ স্মিথ নগর আক্রমণের সমুদয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; প্রধান সেনাপতি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, সৈনিকদিগের প্রতি আদেশপত্র প্রচার করিলেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, এখন সৈনিকদিগের যথোচিত সাহস, কর্ম্মক্ষমতা ও বীরত্বপ্রকাশের সহিত ধীরতাপ্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সৈনিকেরা যেন আপনাদের এই সকল অভ্যস্ত গুণ হইতে বিচ্যুত না হয়। তাহারা যেন সর্ব্বদা ইঞ্জিনিয়ারদিগের সাহায্য করে। পরিখাখননেই হউক, কামানসন্নিবেশেই হউক, প্রাচীরনির্ম্মাণেই হউক, কোন বিষয়েই যেন তাহাদের কোনরূপ ঔদাস্য না জন্মে। গোলন্দাজেরা ইতঃপূর্ব্বে সবিশেষ পরিশ্রম ও কৌশলের সহিত আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে, এখনও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রমসাধ্য এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কৌশলময় কর্ম্মসম্পাদনে প্রস্তুত থাকে। ইহার পর তিনি সৈনিকদিগকে এই ভাবে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তাহারা যেন কোন সময়ে উত্তেজনায় অধীর না হয়। বিপক্ষগণ সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে নরহত্যা প্রভৃতি করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মনে করিয়া, তাহারা যেন অসহায় নারী ও বালকবালিকার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করে এবং কোনরূপে যেন তাহাদের জীবননাশে উদ্যত না হয়।

অতঃপর ইংরেজ আপনাদের অভ্যস্ত কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে সামরিক প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বিজ্ঞান এ বিষয়ের উন্নতিসাধনের প্রধান সহায় হইয়াছিল। যাঁহারা সভ্য ও পণ্ডিত বলিয়া জগতে আদর লাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞান আজ্ঞাবাহক পরিচারকের ন্যায় নানা বিষয়ে তাঁহাদের অভীষ্টকর্ম্মসাধনে সাহায্য করিতেছে। জগতের যাবতীয় উন্নতিসাধক কর্ম্মের ন্যায় সভ্য মানব আপনাদের স্বশ্রেণীর সংহারেও বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। উপস্থিত সঙ্কটকালে ইংরেজ, বিপক্ষের

বলক্ষয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক কৌশলের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দলে ৬,৫০০ জন সৈনিক ছিল। ইহার মধ্যে তাঁহাদের সজাতির সংখ্যা ১,২০০। এই সৈনিকদল প্রায় ৩০,০০০ হাজার বিপক্ষের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইল।*

পূর্ব্বে দিল্লীর যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উহার অবস্থিতিস্থল, উহার প্রাচীর, উহার ভিন্ন ভিন্ন তোরণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। † ইংরেজ ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে কামানস্থাপনে উদ্যত হইলেন। কাশ্মীর এবং মোরী দরওয়াজা তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে কামান সন্নিবেশিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। ঐ দিন সেনাপতি উইল্‌সন্ সৈনিকদিগের মধ্যে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় পূর্ব্বোক্ত আদেশপত্র প্রচার করিলেন। ঐ দিন সায়ংকালে ইঞ্জিনিয়ারেরা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ‡ রাত্রিকালে কামানস্থাপনের সরঞ্জাম উটে বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। গোরুর গাড়িতে গোলা বারুদ ইত্যাদি প্রেরিত হইল। পশ্চাতে বৃহৎ কামানসমূহের এক একটি চল্লিশটি বলদে পরিচালিত হইতে লাগিল। কামানের গাড়ির শব্দে, চালকদিগের কোলাহলে অতিশয় গোলযোগ ঘটিল। বিপক্ষেরা এই গোলযোগেও আক্রমণকারীদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না। তাহাদের কামান সকল নীরবে রহিল। তাহাদের বন্দুক নিশ্চেষ্টভাবে থাকিল। তাহাদের পরিচালকগণ যেন কিছুই হয় নাই ভাবিয়া, সর্ব্বপ্রকার ঔদাস্যের পরিচয় দিল। বিপক্ষের এইরূপ নিশ্চেষ্টভাব দেখিয়া, ইংরেজেরা উৎসাহযুক্তহৃদয়ে চারি স্থানে কামান স্থাপন করিলেন। এই সকল কামান হইতে নগরের দিকে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বরের অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এরূপ তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি হইল যে, উহাতে প্রাচীরের দুই স্থান ভগ্ন হইয়া গেল। অতঃপর ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া, সৈনিকদলের অভিযানের প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে বিলম্ব ঘটিল না। সৈনিকগণ পাঁচ দলে বিভক্ত হইল। চারি দলের চারি জন অধিনায়ক আপনাদের সৈন্য লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা করিলেন। সর্ব্বশেষ অর্থাৎ পঞ্চম দল প্রথম দলের সাহায্যার্থে রহিল।

* *Major-General Handcock, Siege of Delhi in 1857, p. 20.*

† উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দেখ।

‡ *Handcock, Siege of Delhi, p. 18.*

বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক ছিল। অস্ত্রাদিতেও তাহারা শক্তিসম্পন্ন ছিল। তাহাদের অধিনায়ক বখত্ খাঁও সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না। বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। ইংরেজসৈন্য অপেক্ষা নানা বিষয়ে হীনবল হইলেও, সিপাহীরা যুদ্ধ-স্থলে আপনাদের যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানের উত্তেজিত সিপাহীদলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিল। আমন্ত্রণপত্রে তাহাদের কবিত্বের নিদর্শনও পরিব্যক্ত হইয়াছিল। ভাবুক কবির ন্যায় তাহারা বিভিন্ন স্থানের সিপাহীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল যে, বসন্ত ব্যতিরেকে যেমন গোলাপ বিকশিত হয় না, দুগ্ধ ব্যতি-রেকে যেমন শিশুর উৎফুল্লভাব থাকে না, তোমাদের সমাগম ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ উৎফুল্ল হইতেছে না।* এইরূপ কবিত্বময়ী গাথা রচনা করিয়া, তাহারা স্থানান্তরের ভিন্ন ভিন্ন দলকে মোগলের প্রসিদ্ধ রাজ-ধানীতে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় মহিমান্বিত মোগলের সমক্ষে বিশাল সৈন্যসাগরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই সৈনিকেরা আপনাদের শিক্ষাদাতা ইংরেজের সমক্ষে শিক্ষার সবিশেষ পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। ইংরেজ ইহাদের সাহস, ইহাদের রণকৌশল, ইহাদের বীরত্ব দেখিয়া পুলকিত হয়েন এবং ইহাদের পরাজয়েও গুণের প্রশংসা করিয়া, বীরপুরুষোচিত উদার প্রকৃতির পরিচয় দেন। †

১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি তিনটার সময়ে ইংরেজের ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল প্রস্তুত হইল। উষাকালে ইহারা নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষের পার্শ্বে তেজস্বী শিখ, সাহসী সিপাহী, দৃঢ়কায় গুর্খা আপনাদের সমরকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য স্থান পরিগ্রহ করিয়া-ছিল। যাহারা এক সময়ে চিনিয়াবালার চিরপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারাও এখন ইংরেজের রাজ্যশাসনগুণে সেই শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া, ইংরেজের জন্যই আত্মজীবনের উৎসর্গ করিতে দৃঢ়-

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 216.*
† *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 610.*

প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল।* ইংরেজ এইরূপে স্বদেশের ন্যায় বিদেশের বীরপুরুষগণে বলসম্পন্ন হইয়া, পরাক্রান্ত বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। †

সেনানায়ক নিকল্‌সনের আদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় দল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সিপাহীরা এমন তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ করিল, এমন পরাক্রমের সহিত ইট ও পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে ইংরেজসৈন্য পরিখার নীচে মই রাখিয়া প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে উঠিতে প্রথমে সমর্থ হইল না, শেষে তাহাদের প্রয়াস সফল হইল। দুই তিন খানি মই ফেলিয়া সাহসিক সৈনিকদিগের কেহ কেহ প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। সিপাহীদিগের গুলিতে ইহাদের একজনের পতন হইলেও অপরে নিরস্ত হইল না। ইহারা কাশ্মীর তোরণের নিকটবর্ত্তী এই ভগ্ন স্থান অধিকার পূর্ব্বক মেইনগার্ডে উপস্থিত হইল।

* *Twelve Years of a Soldier's Life in India, p. 289.* খাঁ সিংহ নামক এক জন শিখসর্দ্দার চিনিয়াবালায় ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইনি দিল্লীতে ইংরেজের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন।—*Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 610, note.*

† দিল্লীর যুদ্ধে যে সকল শিখ সৈনিক দেহত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে সুবাদার রতন সিংহ সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রতন সিংহ পাতিয়ালাবাসী শিখ। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ইনি গবর্ণমেণ্টের সৈনিকদল হইতে অবসর লইয়াছিলেন। যখন পঞ্জাবের প্রথম পদাতিদল দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন উক্ত দলের অধিনায়ক দেখিলেন যে, বৃদ্ধ রতন সিংহ দুইখানি তরবারি হস্তে লইয়া, পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রতন সিংহ সৈনিকদলের সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। অধিনায়ক প্রথমে সম্মত হইলেন না। রতন সিংহ কহিলেন—"কি! আমার পুরাতন দল আমাকে ফেলিয়া দিল্লীতে যুদ্ধ করিতে যাইবে? আশা করি, আপনি আমার পুরাতন শিখদিগের পরিচালনার জন্য আমাকে পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে দিবেন। আমি আপনাদের জন্য এই দুইখানি তরবারি ভাঙ্গিব।" অধিনায়ক বৃদ্ধ শিখের এইরূপ তেজস্বিতা ও প্রভুভক্তি দেখিয়া, তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এই বৃদ্ধ সুবাদার যুদ্ধে যার পর নাই সাহস দেখাইয়াছিলেন। ১লা ও ২রা আগষ্ট যখন সিপাহীরা অবিশ্রান্তভাবে গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে, সুবাদারের দলের ইংরেজ অধিনায়ক যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বৃদ্ধ সুবাদার সেই গুলিবৃষ্টির মধ্যে এক লম্ফে প্রাচীরে উঠিয়া, বিপক্ষদিগকে কহিয়াছিলেন:—"যদি কেহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সে কাপুরুষের ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া গুলিবৃষ্টি না করিয়া, এই স্থানে উপস্থিত হউক। আমি পাতিয়ালার রতন সিংহ।" ইহা কহিয়া তিনি প্রাচীর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, আপনার দলের লোকের সহিত বিপক্ষদিগের মধ্যে গিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ তৎকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াছিল।

যে দিন প্রাতঃকালে দিল্লী আক্রান্ত হয়, সেই দিনেও বৃদ্ধ সুবাদার একদল আক্রমণকারী সৈনিকের পুরোভাগে ছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি সাজ্বাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার দলের জমাদার দয়াল সিংহ তাঁহার পার্শ্বে দেহত্যাগ করেন।—*Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 254, note.*

দ্বিতীয় দল এই সময়ে কাবুল দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া ফেলিল। এই স্থানে ইংরেজসৈন্য যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সিপাহীরা এরূপ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে, তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলির পর গুলির আঘাতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকদিগের অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তথাপি শেষে ইংরেজসৈন্য অভীষ্ট স্থান অধিকার করে।

কাবুল দরওয়াজা অধিকৃত হইলে, নিকল্‌সন্ লাহোর দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হয়েন। এই দরওয়াজার পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। উক্ত পথে যাইবার সময়ে সাহসী যুদ্ধবীরগণের অনেকেই দেহত্যাগ করিল। সেনানায়ক নিকল্‌সন্‌ও সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহাকে সৈনিকনিবাসের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া হইল।

এদিকে তৃতীয় দল বারুদে কাশ্মীর দরওয়াজা উড়াইয়া দিবার আয়োজন করিল। হোম, স্মিথ, কারমাইকেল, হাবিলদার মধু প্রভৃতি সাহসী সৈনিকেরা বারুদের বস্তা দরওয়াজার নীচে রাখিল। এই কার্য্যে কারমাইকেল নিহত এবং হাবিলদার মধু আহত হইল। অতঃপর সল্‌কেল্ড্ নামক একজন সৈনিক-পুরুষ সন্নিবেশিত বারুদস্তূপে আগুন দিবার জন্য দেশলাই হাতে লইয়া, প্রস্তুত হইল। কিন্তু উহা প্রজ্বালিত হইতে না হইতে সেও সাঙ্ঘাতিক আঘাত পাইল। ভূপতিত হইবার সময়ে এই সাহসী সৈনিক পুরুষ আর একজনের হাতে দেশলাই দিল। এই সৈনিকের নিকটে অন্য একজন দাঁড়াইয়াছিল, গুলির আঘাতে তাহার পতন হইল। যাহার হাতে দেশলাই দেওয়া হইয়াছিল, বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহারও প্রাণান্ত হইল। অন্য সৈনিক দেশলাই জ্বালাইয়া বারুদে দিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দরওয়াজা নষ্ট হইল। বারুদের আগুনে অনেক সিপাহী দেহত্যাগ করিল। সল্‌কেল্ডের পার্শ্বে হাবিলদার তিলক সিংহ আহত হইয়াছিল। রামহেত নামক একজন সৈনিক দেহত্যাগ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্য ছয় জন ভারতবাসী সৈনিক আপনাদের সাহসের একশেষ দেখাইয়াছিল। এই কার্য্যসাধনে ইংরেজসৈনিকের পার্শ্বে ভারতবর্ষীয় সৈনিকেরাও স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়াছিল, কেহ কেহ সেই যুদ্ধস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল।*

* *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 442.*

কিন্তু চতুর্থ দল তৃতীয় দলের ন্যায় কৃতকার্য্য হয় নাই। ইহারা নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী কৃষ্ণগঞ্জ নামক স্থান হইতে বিপক্ষদিগকে তাড়িত করিয়া লাহোর দরওয়াজা অধিকার করিতে অসমর্থ হয়। জম্মুর সৈনিকদল সর্ব্বপ্রথম এই স্থানের আক্রমণে নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। সেনানায়ক রীড গুর্খাদিগের সহিত কামান লইয়া, বিপক্ষদিগের সম্মুখে আগমন করেন। কিন্তু তিনিও আহত ও পরাজিত হয়েন। নীবিলি চাম্বার্লেন স্বয়ং আহত হইয়াও এই সময়ে সিপাহীদিগকে বাধা দিবার আয়োজন করেন। তাঁহার আদেশে সশস্ত্র রক্ষকেরা হিন্দুরাওর গৃহের ছাদে সন্নিবেশিত হয়। অনেক আহত সৈনিক বন্দুক হস্তে করিয়া, ঐ স্থানে থাকে। সিপাহীগণ রীড্‌কে পরাজিত করিয়াছে, এমন সময়ে অন্যতম সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্ট সেনাপতি উইল্‌সনের আদেশে কয়েক শত শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েন। বিপক্ষ সিপাহীরা আপনাদের সাহস ও পরাক্রমের একশেষ প্রদর্শন করে। সুশিক্ষিত ইংরেজ বীরপুরুষেরা ইহাদের অসামান্য সাহস ও অদ্ভুত রণকৌশল দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। ক্রমে সিপাহীদিগের কামান হইতে গোলাবৃষ্টি কমিয়া আইসে। শেষে তাহারা ইংরেজপক্ষের চতুর্থ দলকে বাধা দিতে নিরস্ত হয়।

এইরূপে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজসৈন্যের প্রয়াস অনেকাংশে সফল হয়। তাহারা প্রাচীর ভেদ পূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করে। সেনাপতি উইল্‌সন্ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক এক হস্তে দিল্লীর মানচিত্র লইয়া নগরে সমাগত হয়েন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ারও উৎফুল্লভাবে নগরে গমন করেন। সেনাপতি এবং তাঁহার সহচরবর্গ নগরমধ্যবর্ত্তী স্কিনারের গৃহে সেই রাত্রি যাপন করেন।

পরদিন যুদ্ধের গোলযোগ—কামানের গর্জ্জন, বন্দুকের শব্দ, ধূমজনিত অন্ধকার, গোলাগুলিবৃষ্টির ভয়াবহ দৃশ্য প্রায় অন্তর্হিত হয়। এই দিনে ইংরেজের সৈনিকেরা অন্যরূপে আপনাদের জিগীষার তৃপ্তিসাধন করে।*

* স্কিনারনামক একজন ফিরিঙ্গী কর্ত্তৃক এই গৃহ নির্ম্মিত হয়। স্কিনার প্রথমে মোগল সম্রাটের দরবারে কর্ম্ম করিতেন। লর্ড লেক দিল্লী অধিকার করিলে, স্কিনার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে ইঁহার পদোন্নতি হয়।—*Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 241, note.*

মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী অনেক বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, বস্ত্র, প্রভৃতি মূল্যবান্ পদার্থে উহার সমৃদ্ধি বহুকাল হইতে লোকসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই সমৃদ্ধি বিজয়ী সৈনিকদিগের পক্ষে লোভনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু রজত, কাঞ্চন প্রভৃতি অংশতঃ স্থানান্তরিত বা সংগোপিত হইয়াছিল। যাহারা দিল্লী হইতে পলায়নে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা উহা সঙ্গে লইয়াছিল। কেহ কেহ পুনঃপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় উহা মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অন্য এক পদার্থের সংগোপনে ইহাদের তাদৃশ মনোযোগ হয় নাই। কাল, সাদা বা সবুজ রঙ্গের সুরাপূর্ণ বোতল অধিবাসীদিগের অনাদরণীয় হইলেও ইংরেজপক্ষের সৈনিকদিগের সাতিশয় লোভনীয় ছিল। যে পানীয়ে এক সময়ে তাহাদের অবসাদ অন্তর্হিত, উদ্যম উদ্দীপিত ও সাহস সংবর্দ্ধিত হইত, অন্য সময়ে তাহাতেই তাহারা সর্ব্বাংশে নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িত। ১৫ই সেপ্টেম্বর মহানগরী দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকদলের এই দশা ঘটিল। দিল্লীর কিয়দংশ অধিকার করিয়াই, এই সকল সৈনিক দোকানপাট লুঠ করিতে লাগিল এবং বিলুণ্ঠিত সুরা আগ্রহসহকারে উদরস্থ করিয়া, উহার তীব্রতেজে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। ইংরেজ সৈনিকদিগের ন্যায় পঞ্জাবের দৃঢ়কায় শিখেরাও সুরাপানে প্রমত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা রহিল না, অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে আগ্রহ দেখা গেল না। সুরাপানে সকলেই উচ্ছৃঙ্খল, সকলই স্বপ্রধান, সকলই নীতিজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। এক জন ইংরেজ অধিনায়ক (কাপ্তেন হড্‌সন) লিখিয়া গিয়াছেন—"আমার জীবনে এই প্রথম বার ইংরেজসৈনিকদিগকে বারংবার তাহাদের অধিনায়কের অনুসরণে অসম্মত হইতে দেখিয়াছি।"* অন্য একজন সদাশয় ইংরেজ এ সময়ে স্বয়ং সুরা-প্রমত্ত ইংরেজদিগের উচ্ছৃঙ্খলভাব দেখিয়া, ঘৃণা ও লজ্জার সহিত উহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† সেনাপতি উইল্‌সন্ সৈনিকদিগের মধ্যে এইরূপ শৃঙ্খলা-হানি দেখিয়া চিন্তিত হয়েন। সেনাপতি হাবেলক কাণপুরে আপনার সৈনিক-দিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিবার জন্য মদের বোতল সকল কমিশরিয়েটের

* *Twelve years of a Soldier's Life in India, p. 296.*
† *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 444.*

কর্ম্মচারীদিগের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি উইল্‌সন্ ইহা না করিয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর যাবতীয় সুরা নষ্ট করিতে আদেশ দিলেন। দিল্লীর রাজপথে সুরাস্রোত প্রবাহিত হইল। সুরাপূর্ণ শত শত বোতল ভগ্ন হইয়া রহিল। উহার মধ্যস্থিত তরল পদার্থে পথ কর্দ্দমাক্ত হইল। যে দ্রব্য চিকিৎসালয়ে রুগ্ন ও আহতদিগের নিরতিশয় আবশ্যক ছিল, তাহা পথের ধূলি-রাশিতে বিলীন হইল।*

১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের সৈনিকদল উত্তেজক মদিরার প্রভাবে এইরূপ প্রমত্তভাবে ছিল। বিপক্ষ সিপাহীগণ যদি সুযোগ বুঝিয়া, অভীষ্টসাধনে উদ্যত

* রবার্টস্ নামক এক জন সৈনিক (পরে লর্ড রবার্টস্; ইনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন) এই সময়ে দিল্লীর সৈনিকদলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ উত্তাপে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, সুরা পান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি এই দিন কাহাকেও সুরপানে প্রমত্ত হইতে দেখেন নাই।—*Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 243, note.* কিন্তু অপর লেখকেরা সাধারণতঃ সৈনিকদিগের প্রমত্তভাবেরই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর নগরের অত্যল্প অংশ ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। অস্ত্রাগার রাজপ্রাসাদ, সেলিমগড় এবং নগরের অন্যান্য জনবহুল স্থান সিপাহীদিগের অধিকারে ছিল।—*Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 240-241.*

বৃদ্ধ মোগল ভূপতির একজন কর্ম্মচারী (ইহাঁর বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত হইবে) এই সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজসৈন্য কাশ্মীর তোরণ দিয়া, নগরে প্রবেশ করে। তাহারা কোতওয়ালি এবং জুম্মা মস্‌জিদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। কতিপয় সওয়ার কোতওয়ালি হইতে ইংরেজপক্ষের অগ্রগামী সৈনিকদিগের মধ্যে গোলা চালাইয়াছিল। উহাতে তাহাদের পঞ্চাশ জন হত ও আহত হয়। সিপাহীরা জুম্মা মস্‌জিদে থাকিয়া, ইংরেজসৈন্যের গতিরোধ করে। ইহাতে উক্ত সৈনিকগণ কাশ্মীর তোরণে ফিরিয়া যায়।—*Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi, p. 70.* জুম্মা মস্‌জিদ নগরের মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট্ শাহ জাহান কর্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। ইংরেজসৈন্য কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইলে এক ব্যক্তি অসন্তোষের সহিত উক্ত মস্‌জিদের প্রাচীরে চক্ দিয়া এই ভাবে একটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছিল।—

"আহবঘোষণাপরে দেখি ঘোর রণ,
ভগবানে, সৈন্যগণে ডাকে ঘন ঘন।
কিন্তু শেষে জয়লাভ হ'লে যুদ্ধস্থলে,
না স্মরে ঈশ্বরে নাহি মানে সৈন্যদলে।"

এই সুদৃশ্য মস্‌জিদ অতঃপর বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড লরেন্সের চেষ্টায় এই অসঙ্গত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।—*Address on Ancient Buildings in India by Lord Curzon, at the Annual meeting of the Asiatic Society of Bengal, 7th February, 1900.*

হইত, যদি ইংরেজপক্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কিছু বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিত, তাহা হইলে ১৫ই সেপ্টেম্বর তাহাদের অভিলষিত কর্ম্মসম্পাদনের সুযোগ ঘটিত। তাহাদের এই সুযোগে ইংরেজকে যার পর নাই বিপদাপন্ন হইতে হইত। কৃষ্ণগঞ্জ এখনও তাহাদের অধিকারে ছিল। লাহোরতোরণ এবং মহানগরীর মধ্যবর্ত্তী বহুসংখ্যক বাড়ী তাহাদের হস্তে রহিয়াছিল। পাহাড়ের উপরিস্থিত সৈনিকনিবাসে ইংরেজের অতি অল্পমাত্র সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ পীড়িত ছিল। এদিকে নগরের মধ্যভাগে ইংরেজের সৈনিকদল বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছিল। উপযুক্ত সেনাপতির প্রতিভাবলে পরিচালিত হইলে, সিপাহীগণ ইংরেজের সমগ্র সৈনিকদলকে বিপন্ন করিয়া বৃদ্ধ মোগলের জয়পতাকাস্থাপনে বোধ হয়, অসমর্থ হইত না। ফলতঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীস্থিত ইংরেজের সম্মুখে করালকাদম্বিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই মেঘমালা হইতে অশনিপাত হওয়া অসম্ভব ছিল না। ইংরেজের ভাগ্যবলে এই কাদম্বিনীর করাল ছায়ার বিলয় হয়। বিপক্ষ সিপাহীদিগের জয়লাভ শেষে তাহাদেরই পরাজয়ের সোপানস্বরূপ হইয়া উঠে।

১৫ই সেপ্টেম্বর বিনা বিপত্তিতে অতিবাহিত হইল। সেনাপতি উইল্‌সন্ অপর সাহায্যকারী সৈনিকদল ব্যতিরেকে দিল্লীর অন্যান্য স্থান আক্রমণ করিবেন কিনা, ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগীরা পশ্চাদ্‌গমনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এক শত বৎসর পূর্ব্বে লর্ড্ ক্লাইব্ ভারতে ইংরেজের আধিপত্যস্থাপনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"এক স্থানে স্থিরভাবে থাকা বিপত্তিজনক, পশ্চাদ্‌গমন সর্ব্বনাশের কারণ।" দিল্লীর ইংরেজ সেনাপতি এখন এই কথার গুরুত্ব বুঝিলেন, সুতরাং তিনি সৈনিকদিগকে অভীষ্টকর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বরের প্রভাতকাল ইংরেজের সমক্ষে প্রশান্তভাবে দেখা দিল। দিল্লীর ইংরেজেরা এই দিনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্বস্ত হইলেন। দুই দিন পূর্ব্বে বিপক্ষ সিপাহীগণ ইংরেজের চতুর্থ সৈনিকদলকে পরাজিত করিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। কৃষ্ণগঞ্জ ইংরেজের অধিকৃত হইল। উহার নানাবিধ অস্ত্রপূর্ণ অস্ত্রাগার ইংরেজের অধিকারে আসিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর সায়ংকালে ইংরেজসৈন্য দিল্লীর

পথে পথে যুদ্ধ করিতে করিতে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিপাহীরা ইহাদিগকে বাধা দিতে নিরস্ত থাকিল না। গৃহের ছাদ, জানালা, দরওয়াজা প্রভৃতি হইতে ইহাদের উপর তীব্রবেগে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৮ই লাহোর দরওয়াজা অধিকার করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু সিপাহীগণ বাড়ীর উপর হইতে অলক্ষ্যভাবে গুলিবৃষ্টি করাতে ইউরোপীয় সৈন্য এরূপ ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। ইহাতে সেনাপতি উইল্‌সন্ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের প্রত্যেক ভাগ, ধমনীর প্রত্যেক অংশ, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল। এক দিন পরে তাহার এইরূপ অবসাদ, এইরূপ অশান্তির অবসান হইল। ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ লাহোর দরওয়াজা, জুম্মা মস্‌জিদ, আজমীর দরওয়াজা অধিকার করিলেন। ঐ দিন সম্রাটের প্রাসাদে তাঁহাদের জয়-পতকা উড্ডীন হইল।

যদিও দিল্লীর স্থানে স্থানে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথাপি ঐ মহানগরীতে ইংরেজের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না। ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর অধিপতি হইলেন। তাঁহারা আপনাদের জয়লাভের জন্য পৃথিবীর অমরনিকেতনে—প্রসিদ্ধ দেওয়ান-ই খাসে পানভোজন করিয়া আমোদিত হইলেন।

দিল্লী অধিকৃত হইল। বিপক্ষ সিপাহীগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। অধিবাসিগণ আপনাদের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইল। ইংরেজ সৈনিকগণ এখন প্রতিহিংসাতৃপ্তির সুযোগ দেখিতে লাগিল। যে স্থানে তাহাদের অসহায় কুলকামিনীদিগের শোণিতপাত হইয়াছিল, স্নেহাস্পদ সন্তানদিগের দেহাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা এখন সেই স্থানের অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের সশস্ত্র বিপক্ষগণের অনেকে এখন সেই স্থানে মৃত্যুমুখে পাতিত বা সেই স্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল। তাহারা এখন

* মোগল সম্রাট্‌দিগের খাস দরবারগৃহ—দেওয়ান-ই খাস শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বিবিধ কারুকার্য্যে খচিত। ছাদের স্তম্ভ গুলিও মর্ম্মর প্রস্তরের। এই দরবারগৃহে সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরসিংহাসন স্থাপিত ছিল। দেওয়ান-ই খাসে এই কথা ক্ষোদিত হইয়াছিল—"যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তাহা হইলে উহা এই, উহা এই, উহা এই"—*Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi, p. 11.*

যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহার প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগে কাতর হইল না। এ দিকে শিখ সৈনিকেরাও সম্পত্তিলুণ্ঠনে বা অধিবাসীদিগের নিধনে তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল। মোগলের রাজধানী ইংরেজদিগের ন্যায় শিখদিগেরও বিদ্বেষ-ভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। মোগলের আদেশে তেগবাহাদুর যে স্থানে নিহত হইয়াছিলেন, গোবিন্দ সিংহ যে স্থানের অধিবাসীদিগের বিপক্ষতায় একান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলেন, বাঁদা যে স্থানে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়া, আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের বিষয় তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। আপনাদের চিরমান্য, চিরভক্তিভাজন ধর্ম্মগুরুদিগের শোচনীয় দশার সহিত দিল্লী এবং মোগলের নাম তাহাদের মানসপটে একসূত্রে গ্রথিত ছিল। তাহারা দিল্লী এবং মোগলের নামে উত্তেজিত হইত, ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিত এবং প্রতি-হিংসার আবেগে অধীর হইয়া পড়িত। সুতরাং ইংরেজ ও শিখ, সমভাবে আপনাদের বলবতী হিংসার পরিতর্পণে অগ্রসর হইল। যাহারা এক সময়ে ইংরেজের নিধনে লিপ্ত ছিল, কুলনারী ও বালকবালিকার শোণিতে যাহাদের হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছিল, ন্যায়ানুসারে তাহারা দয়ার পাত্র না হইতে পারে। কিন্তু যাহারা কখনও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে নাই, ইংরেজের নিষ্কাশনে বা নিধনে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, সংসারের শান্তিময় পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই; যাহারা আপনাদের উত্তেজিত, সশস্ত্র সজাতিগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল, জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম অনুরাগ প্রযুক্ত যাহারা সভয়ে, উদ্বিগ্নচিত্তে এবং একান্ত কাতরভাবে উচ্ছৃঙ্খল, সৈনিকগণে পরিপূর্ণ বিপত্তিময় নগরে বাস করিতেছিল, তাহাদের জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখা এ সময়ে ইংরেজ সৈনিক পুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এই পবিত্র কর্ত্তব্যের পালনে সকলে সমভাবে মনোযোগী হয় নাই। প্রচণ্ড বিপ্লবের সঙ্ঘাতে অসৎ ব্যবস্থার সহিত অনেক সৎ ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়। উদ্ধত লোকের সহিত অনেক নিরীহ লোকেরও শোণিতপাত হইয়া থাকে। প্রায় সকল দেশের বিপ্লবেই এই ভয়াবহ মারাত্মকভাবের নিদর্শন লক্ষিত হয়। দিল্লীর বিপ্লবে ইহা বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা কোনরূপে শান্তির ব্যাঘাত জন্মায় নাই, ইংরেজসৈনিকের সঙ্গীনে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ, তরবারিতে দেহ বিচ্ছিন্ন বা বন্দুকের গুলিতে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দিল্লীর প্রাচীরের

মধ্যে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহারা সকলেই এখন ইংরেজপক্ষের ইউ-রোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিকটে শত্রু সুতরাং বধ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।* শান্ত, অশান্ত, উদ্ধত ও অনুদ্ধত, অপরাধী ও নিরপরাধ, সকলকেই সমভাবে এই মহাপাপের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর অধিকারের পর প্রথম কয়েক দিন এইরূপে নিরীহ, নির্দ্দোষ লোক বন্দুকের গুলিতে বা অন্তরূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। সাহস ও রণকৌশলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ বীর পুরুষগণের মধ্যে অনেকে এই নিন্দনীয় কর্ম্মের ভার স্বয়ং গ্রহণ না করিলেও, উহার অনুমোদন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই।† যুদ্ধে যাহারা বিকলাঙ্গ এবং রোগে যাহারা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের প্রতিও এ সময়ে দয়া প্রদর্শিত হয় নাই। বিপক্ষগণ প্রায় এক শত আহত ও রুগ্ন সিপাহীকে আপনাদের শিবিরে ফেলিয়া গিয়াছিল। কাপ্তেন হডসনের সৈনিকেরা এই নিঃসহায় জীবদিগের সকলকেই বধ করে। কতকগুলি আহত সিপাহী মোগলের প্রসিদ্ধ দরবারগৃহের বারেন্দায় শুইয়াছিল। ইংরেজের সঙ্গীনের আঘাতে ইহাদেরও প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার এই সময়ে লিখিয়াছিলেন—"তরবারির আঘাতে একজন সিপাহীর দুই হাত কাটা গিয়াছিল, শরীরে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পেটের দুই স্থানে সঙ্গীনের আঘাত লাগিয়াছিল। এই ব্যক্তি তখনও জীবিত ছিল। একজন ইংরেজ-সৈনিক বন্দুকের গুলিতে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং এইরূপ নিঃসহায় ও নিরবলম্ব লোকেরও মস্তিষ্ক বাহির করিয়া দেয়। ইহা দেখিয়া আমার যে কিরূপ ঘৃণা ও লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়।"‡ কিন্তু সৈনিকেরা এতদ্দেশীয় মহিলাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। বালকবালিকারাও ইহাদের অস্ত্রাঘাতের বিষয়ীভূত হয় নাই। অজ্ঞাতসারে কোন কোন নারীর উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতসারে কোন রূপ অত্যাচার ঘটে নাই। পক্ষান্তরে উত্তেজিত মুসলমানেরা মস্‌জিদ প্রভৃতি নিভৃত স্থলে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া, ইংরেজসৈন্যের উপর গুলি চালাইয়াছিল।

* *Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 245.*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 636.*

‡ *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 445.*

ইহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে কতিপয় ইংরেজ ও এদ্দেশীয় সৈনিকের প্রাণান্ত হয়। ইহাদের আত্মগোপনের স্থল বিধ্বস্ত এবং ইহারা ধৃত ও নিহত হয়। এই ঘটনায় দিল্লীর লোকে এরূপ শঙ্কিত হয় যে, অতঃপর কেহ ইংরেজপক্ষের কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের চেষ্টা করে নাই।

দিল্লীর প্রাসাদ অধিকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ইংরেজের হস্তে পতিত হয়েন নাই। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার রাজধানী আক্রান্ত হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ইংরেজ যখন চাঁদনীর চক প্রভৃতি অধিকার করেন, তখন সেনাপতি বখত্‌ খাঁ আর কোন উপায় না দেখিয়া, পলায়নে কৃত-সঙ্কল্প হয়েন। তিনি প্রাসাদে গিয়া, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে কহেন যে, যদিও তাঁহার রাজধানী বিপক্ষের হস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি এখনও অনেক স্থানে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম রহিয়াছে। তাঁহার নামে এবং তাঁহার উপস্থিতিতে অনেকে উৎসাহযুক্ত হইয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল মালিসন এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, যদি বাহাদুর শাহ আপনার পূর্ব্বপুরুষ বাবর বা হুমায়ুন অথবা আকবরের ন্যায় দৃঢ়তাসম্পন্ন ও উদ্যমশীল হইতেন, তাহা হইলে বখত্‌ খাঁর অনুরোধ ব্যর্থ হইত না। কিন্তু বাহাদুর শাহের কিছুমাত্র তেজস্বিতা বা দৃঢ়তা ছিল না। বার্দ্ধক্যে তিনি একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি সম্ভবতঃ অপরের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ রহিয়াছিলেন। অব-রোধের সময়ে সিপাহীদিগের অধিনায়কেরা তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিত। তাহাদের পরাজয়ের সঙ্গে এই কর্ত্তৃত্বও বিলুপ্ত হয়।*

ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ভাবে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। বখত্‌ খাঁ বিফলমনোরথ হইলেন। তিনি পরদিন দেখা করিবেন বলিয়া, বাহাদুর শাহের নিকটে বিদায় লইলেন। এই সময়ে অন্য এক প্রধান ব্যক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি বখত্‌ খাঁর পথে না গিয়া, বৃদ্ধ বাহাদুরকে আপনার দিকে রাখিতে উদ্যত হইলেন।

মীর্জ্জা এলাহি বক্স বাহাদুর শাহের আত্মীয় ছিলেন। ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. II., p. 72.*

দারা বখতের সহিত ইঁহার কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। বখত খাঁ চলিয়া গেলে এলাহি বক্স বৃদ্ধ ভূপতিকে আপনার বাড়ীতে আনিলেন। এই স্থানে তিনি ভূপতিকে বুঝাইলেন যে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার যাওয়া উচিত নহে, গেলে তাঁহার পরাজয় এবং অনিষ্ট ঘটিবে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁহার কথা শুনিলেন। অতঃপর তিনি এলাহি বক্সের বাড়ী হইতে জীনৎ মহল ও তাঁহার পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক পুত্রের সহিত হুমায়ুনের সমাধিভবনে উপনীত হইলেন। যিনি রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুঃখ ও দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মন্ত্রীদিগের ষড়যন্ত্রে রাজভোগের সুখ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ এই স্থানের মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত রহিয়াছিল। হুমায়ুন ব্যতীত গাজিউদ্দীনকর্ত্তৃক নিহত দ্বিতীয় আলমগীর এই স্থানে রহিয়াছিলেন। এখন এই স্থানে সর্ব্বশেষ মোগল ভূপতিরও যাবতীয় আশার অবসান হইল।

পূর্ব্বে রজীব আলির কথা বলা হইয়াছে। এই ব্যক্তি হড্‌সন সাহেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। দিল্লীর কোথায় কি হইতেছে, বিশ্বস্ত রজীব আলি তাহার সংবাদ লইয়া, হড্‌সন সাহেবকে জানাইত। এ সময়ে দিল্লীর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইংরেজদিগের পক্ষে ছিলেন। মুন্সী জীবনলাল এই দুঃসময়ে ইংরেজের যথোচিত উপকার করিয়াছিলেন।* যাহা হউক বৃদ্ধ ভূপতি হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন শুনিয়া, রজীব আলি মীর্জ্জা এলাহি বক্সকে কহিল যে, তিনি যেন ২৪ ঘণ্টাকাল ভূপতিকে ঐ স্থানে রাখেন। এলাহি বক্স দেখিয়াছিলেন যে, ইংরেজের পরাক্রম অনিবার্য্য। তাঁহাদের জয়লাভ হইয়াছে। এ সময়ে ভূপতিকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে, তিনি বিজয়ী ইংরেজের সন্তোষসাধনে সমর্থ হইবেন। সুতরাং রজীব আলির সহিত তাঁহার সহজেই সম্মিলন ঘটিল। তিনি রজীব আলির কথায় সম্মত হইলেন। এ দিকে রজীব আলি কাপ্তেন হড্‌সনকে এই সংবাদ দিল। হড্‌সন্ সাহেব অবিলম্বে ভূপতিকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্‌সনের অনুমতি চাহিলেন। সেনাপতি এই বলিয়া অনুমতি দিলেন যে, ভূপতির প্রতি যেন কোনরূপ অসৎ ব্যবহার

* *A short account of the Life of Rai Jeewanlal Bahadur. By his son.*

এবং তাঁহার জীবনের যেন কোনরূপে হানি না করা হয়। কাপ্তেন হড্‌সন্ তাঁহার ৫০ জন মাত্র সৈনিক লইয়া, রজীব আলির সহিত অশ্বারোহণে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থলের নিকটে উপনীত হইয়া, কাপ্তেন হড্‌সন আপনার সৈনিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। অতঃপর রজীব আলি এবং তাহার একজন সহচর জীনৎ মহলের নিকটে গমন করিল। দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইল। কাপ্তেন হড্‌সন্ দুই ঘণ্টাকাল উদ্বিগ্নভাবে চরের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার উদ্বেগ দূর হইল। জীনৎ মহল দেখিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের জীবনরক্ষা হয়, তাহা হইলে এ সময়ে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি এ বিষয়ে ভূপতিকে সম্মত করাইয়াছিলেন। সুতরাং রজীব আলির অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। রজীব আলি আসিয়া সংবাদ দিল, হড্‌সন্ যদি নিজমুখে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ভূপতিকে কোনরূপে বিপদগ্রস্ত করিবেন না, তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ সম্মত হইলেন।

অবিলম্বে বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে জীনৎ মহল বহির্গত হইলেন। তরুণবয়স্ক জোয়ান্ বখ্‌ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ ভূপতির পাল্কী ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। কাপ্তেন হড্‌সন্ নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে লইয়া, ইঁহাদের প্রতীক্ষায় সমাধিভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলেন। তৈমুরের বংশধর এখন ভীতচিত্তে, কাতরভাবে তাঁহার নিকটে সমাগত হইলেন। এই দৃশ্য মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়। যাঁহারা মোগলের ক্ষমতা, মোগলের আধিপত্য, মোগলের সমৃদ্ধি, মোগলের সুখসৌভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই দৃশ্যে নশ্বর মানবের অদৃষ্টচক্রের অভাবনীয় আবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। লোকে যাঁহার নামে সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহিত হইত, যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, যাঁহার গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবযুক্ত বোধ করিত, বার্দ্ধক্যে, ঘটনাবলীর অভিঘাতে, সর্ব্বোপরি অনিবার্য্য নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে যিনি পূর্ব্বতন ক্ষমতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যিনি অপরের ক্ষমতা ও উৎসাহের অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন প্রীতিময়ী প্রণয়িনী, পরমস্নেহাস্পদ পুত্র এবং আপনার জীবনভিক্ষার

অস্ত্র সাতিশয় দীনভাবে একটি অধস্তন ইংরেজ সৈনিক পুরুষের নিকটে সমাগত হইলেন। যাঁহার উদ্দেশে এক সময়ে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে চারি দিক পরিপূর্ণ হইত, সেই মহাপরাক্রান্ত, সর্ব্বজনমান্ত সম্রাটের বংশধর এখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পাতিত হইলেন। লোকে ইংরেজের অসীম শক্তিতে স্তম্ভিত হইল। বৃদ্ধ ভূপতির বহুসংখ্যক অনুচর কোনরূপে বাধা না দিয়া, সেই মহাশক্তির নিকটে ভীতিবিহ্বলচিত্তে মস্তক অবনত করিল।

কাপ্তেন হড্‌সন্, বাহাদুর শাহকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি হড্‌সন্, বাহাদুর কি না? এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদত্ত হইল। অতঃপর ভূপতি তাঁহার এবং তদীয় স্ত্রী ও পুত্রের জীবন-রক্ষা সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল, হড্‌সন্ সাহেবকে তাহা নিজমুখে বলিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষিত হইল। এই সময়ে হড্‌সন্ সাহেব দৃঢ়তার সহিত কহিলেন যে, ভূপতি যদি পলায়নের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে কুকুরের মত মারিয়া ফেলিবেন।* ভূপতি অতঃপর কাপ্তেন হড্‌সনের হস্তে দুইখানি তরবারি সমর্পণ করিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন উহা আপনার আরদালির হস্তে দিলেন। অনন্তর বাহাদুর শাহ, জীন্নৎমহল এবং জোয়ান-বখ্‌তকে নগরে আনা হইল। ইঁহাদের পাল্কীর পার্শ্বে বহুসংখ্যক অনুচর ছিল। ইহারা ক্রমে সরিয়া গেল। দিল্লীর প্রসিদ্ধ চাঁদনী চক দিয়া যখন পাল্কী যাইতে লাগিল, তখন লোকে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্‌ভাবে উহার প্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। ভূপতি স্ত্রীপুত্রের সহিত নগরে সমানীত এবং প্রধান সিবিল কর্ম্মচারী সণ্ডার্স্ সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইলেন।

কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি ধীরভাবে ও সৌজন্যসহকারে ভূপতিকে বন্দী করিতেন এবং তাঁহার কার্য্য যদি ঐ স্থানেই পরিসমাপ্ত হইত, তাহা হইলে তিনি ইতিহাসে সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যসম্পাদনে ধীরতা বা সৌজন্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"বাহাদুর শাহকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিতে বা কসাইখানার ষাঁড়ের মত নিপাতিত করিতে আদেশ দিতে এই

* *Hodson, Twelve Years in India, p. 506.*

সাহসী সৈনিকের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে তদীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার বন্দী শোচনীয়-দশাগ্রস্ত এবং অক্ষম, বৃদ্ধ পুরুষ। ইনি কুপরামর্শে পরিচালিত ও ঘটনাস্রোতে ভাসমান হইয়াছিলেন। ঐ স্রোত সংযতভাবে রাখিতে ইঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার নামে অনিষ্টকর কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষীণ-প্রাণ জীবের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করা, নারীহত্যা অপেক্ষা অধিকতর পুরুষোচিত কর্ম্ম নয়।"* অন্য একজন ঐতিহাসিকও কাপ্তেন হড্‌সনের এইরূপ ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। কাপ্তেন হড্‌সন ভূপতির প্রতি অসম্মান-প্রদর্শনে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এইরূপ প্রতিষেধের প্রতি মনোযোগী হয়েন নাই।† হড্‌সন সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভূপতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম। তাঁহার নামে তদীয় পুত্রেরা অসভ্যজনোচিত অত্যাচার করিয়াছিল। তথাপি কাপ্তেন হড্‌সন্ এই বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আনিতে চাহিয়াছিলেন।‡ তিনি বাহাদুর শাহের নিকটে যে তরবারি পাইয়া-ছিলেন, তাহার একখানি পরাক্রান্ত নাদির সাহের ছিল। আর একখানি সম্রাট্ জাহাঁগীর ব্যবহার করিতেন। কপ্তেন হড্‌সন্ দ্বিতীয় খানি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে উপহার দিবার জন্য রাখিলেন।§

কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের মৃগয়ানুরাগ ইহাতেই অন্তর্হিত হইল না। এখনও বৃদ্ধ ভূপতির পুত্রগণ অথবা নিকট আত্মীয়গণ লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। হড্‌সন সাহেব, বিশ্বস্ত চর—একচক্ষু রজীব আলির নিকটে ইঁহাদের সংবাদ পাইলেন; এ দিকে এলাহি বক্স ইঁহাদিগকে বন্দী করিবার আয়োজন করিলেন। এই উভয় ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাট্‌পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং দিল্লীর সম্রাটের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এখন এই দুই জনই তাহাদের আত্মীয়-দিগের অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।¶ তিন জন শাহজাদা—মীর্জ্জা খাজের সুলতান, মীর্জ্জা মোগল, এবং মীর্জ্জা আবুবখর, বৃদ্ধ মোগল ভূপতির

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III. p. 647-648.*
† *Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 447.*
‡ *Twelve Years in India, p. 300.*
§ *Ibid, p. 307-308.*
¶ *Kaye, Sepoy War. Vol. III. 649, note.*

অবরোধের স্থল—সমাধিভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাপ্তেন হড্‌সন্ ইঁহাদিগকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্‌সনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি, কাপ্তেন হড্‌সনের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং তিনি অনুমতি দিতে দোলায়মানচিত্ত হইলেন, শেষে সেনানায়ক নিকল্‌সনের আগ্রহে অনেক কষ্টে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ একশত সৈনিক পুরুষ এবং তাঁহার সহযোগীর সহিত পুনর্ব্বার হুমায়ুনের সমাধিভবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রজ্জীব আলি ও এলাহি বক্স অশ্বরোহণে উক্ত স্থলে গমন করিল। শাহজাদাদিগের মুক্তির কোন উপায় রহিল না। ইঁহাদের অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিক শাহজাদা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অপর দুই জনের মনঃপূত হইল না। বৃদ্ধ পিতার দৃষ্টান্ত ইঁহাদিগকে জীবনরক্ষার জন্য কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে করুণাভিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করিল। দুই ঘণ্টাকাল ইঁহারা বিজেতার নিকটে কাতরভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সন্ কিছুতেই এই প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিন জন শাহজাদা বিজেতার মহানুভাবতার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইলেন।

রথের মত গোবাহিত বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে তিনটি রাজকুমার আপনাদের অবস্থিতিস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে আগমনপূর্ব্বক বাহিরে কোনরূপ ভয়ের চিহ্ন না দেখাইয়া, কাপ্তেনকে গম্ভীরভাবে সেলাম করিয়া কহিলেন যে, অবশ্য আদালতে তাঁহাদের বিষয়ে রীতিমত বিচার হইবে। কাপ্তেন হড্‌সন্ প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাজকুমারগণ তাঁহাদের অসহায় বালকবালিকা এবং কুলনারীর শোণিত পাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বলবতী প্রতিহিংসার আবেগে তাঁহার কোমল মনোবৃত্তি এ সময়ে নিতান্ত অকার্য্যকর হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথম অনুগমনকারী, সশস্ত্র লোকদিগের অস্ত্রগ্রহণে উদ্যত হইলেন। এ সময়ে ইংরেজের ক্ষমতা দর্শনে লোকের সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোকে সম্রাটের প্রাসাদে ইংরেজের জয়পতাকা উড্ডীন দেখিয়াছিল, সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা অসংসাহসিক কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল। হড্‌সন্ সাহেব

অনুচরদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাপ্তেনের সৈনিকেরা ইহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র, ঘোটক ও যানাদি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একত্র করিল।

অবশেষে কাপ্তেন হড্‌সন্ চালকদিগকে নগরের অভিমুখে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈনিকগণ যানের পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক লোক নির্ব্বাকভাবে ইঁহাদের অনুগমন করিল। রথ নগরের সমীপবর্ত্তী হইল। কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার সৈনিকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী লোক শুনিতে পায়, এই ভাবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, এই শাহজাদারা নরঘাতক। ইহারা আমাদের কুলমহিলা ও বালকবালিকাদিগকে বধ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে এখন ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহা কহিয়া, তিনি শাহজাদাদিগকে রথ হইতে নামিয়া, নিম্নভাগের গাত্রচ্ছদ খুলিতে আদেশ দিলেন। শাহজাদারা কম্পিতহৃদয়ে আদেশ পালন করিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার রথে চড়িতে আদেশ দেওয়া হইল। অনন্তর কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সওয়ারগণ তদীয় আদেশ পালন না করিতে পারে, ইহা ভাবিয়াই হউক, অথবা তিনি স্বয়ং আততায়ী বধ করিয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিতে আমোদিত হইবেন, এই ইচ্ছাতেই হউক, কাপ্তেন হড্‌সন্ এক জন সওয়ারের হস্ত হইতে পিস্তল লইলেন এবং আপনার নিরস্ত্র বন্দীদিগকে নিজ হস্তে গুলি করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর তিনি আপনার শিকার লইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সাধারণে দেখিতে পায়, এই জন্য কোতয়ালির সম্মুখে নিহত রাজকুমারদিগের দেহ রাখা হইল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আদেশে শিখগুরু তেগ বাহাদুরের বিচ্ছিন্ন দেহ যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, শাহাজাদাদিগের শবও সেই স্থানে সাধারণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। ইহাতে জিঘাংসু শিখগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হইল, কাপ্তেন হড্‌সনের ন্যায় হিংসাশীল ইংরেজও সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। শব কয়েক দিন কোতয়ালিতে রহিল, অবশেষে উহা গলিত ও পূতিগন্ধময় হইলে স্বাস্থ্যের অনুরোধে স্থানান্তরিত ও সমাহিত হইল।

কাপ্তেন হড্‌সন্ নিঃসন্দেহ প্রতিহিংসার আবেগে এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আত্মপক্ষের নিধনে যাঁহারা একান্ত সন্তাপিত হয়, তাঁহারা যদি আততায়ীর

গুরুতর অপরাধের প্রতিশোধের জন্ত একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে প্রায়ই কোমল মানসিকবৃত্তির সম্মান থাকে না। কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটেও দয়া, সহানুভাবতা প্রভৃতির এইরূপ সম্মানহানি ঘটিয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সন্ সাহসী বীর পুরুষ। শাহজাদাদিগের এক জনের প্রস্তাব যদি কার্য্যে পরিণত হইত, কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি সম্মুখসমরে অরাতি নিপাত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার ছিল না। সর্ব্বপ্রথম তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বীরত্বের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি রাজকুমারদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সশস্ত্র অনুচরগণের নিরস্ত্রীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল অনুচরকে রাজকুমারদিগের যান হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যদি অবরুদ্ধদিগকে বৃদ্ধ ভূপতির ন্তায় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তদীয় অসামান্তসাহসসহকৃত বীরত্ব গৌরবান্বিত হইত। কিন্তু তিনি সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে আপনার নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও একান্ত নিরবলম্ব বন্দীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বীরত্বগৌরব রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কর্ম্মে কোন কোন রাজপুরুষ সে সময়ে উত্তেজনাপ্রযুক্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে,* কিন্তু তিনি স্বদেশের সকলের নিকটে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। উত্তেজনার সময়ে যাঁহারা এ জন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধীরতার সময়ে তাঁহারাও দুঃখিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন,—"ইহা অপেক্ষা অধিকতর পাশবিক এবং অধিকতর অনাবশ্যক অত্যাচার আর হইতে পারে না। ইহা যেরূপ গুরুতর ভ্রম, সেইরূপ গুরুতর পাপের মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শিবিরে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, এই সকল রাজকুমার যে মাসে আমাদের স্বদেশীয় নরনারীদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু এই অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্ত কোনরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। বিচারালয়ে এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ

* পঞ্জাবের প্রধান বিচারক (পরে অযোধ্যার প্রধান কমিশনর) রবার্ট মণ্টোগোমারি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন।—*Twelve years in India, p. 316, note., Comp. Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 440.*

সম্ভাবনা ছিল। যদি প্রমাণের বলে কুমারেরা অপরাধী হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে বলিয়া, ইংলণ্ডের লোকে সন্তোষ প্রকাশ করিত। কুমারেরা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অনুচরদলের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই, যখন হড্‌সন্ সাহেব তাঁহার বধ্য জীবদিগকে গাড়ি হইতে নামিয়া গায়ের কাপড় খুলিতে বলেন, তখন কেহই কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখায় নাই। যাঁহার সাহস ও দৃঢ়তা অপেক্ষাকৃত অল্প, তিনি চারি দিকে বহুসংখ্যক লোক দেখিয়া, হয় ত নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, বন্দীদিগের প্রাণ সংহার করিতেন। কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের প্রত্যেক ধমনী যেন লৌহময় ছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৈকল্যও ঘটে নাই। দিল্লীর ভূপতিকে বধ করিবার আদেশ না পাওয়াতে হড্‌সন্ দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ভীরুজনোচিত নরহত্যায় উহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।

"নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, হড্‌সন্ তাঁহার প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এই কাজ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের সম্বন্ধে ইহা দুঃখজনক, যেহেতু এইরূপ নরহত্যা নিতান্ত হীন এবং নিতান্ত অনাবশ্যক কর্ম্ম। সাধারণের সম্বন্ধে ইহা দুঃখের বিষয়, যেহেতু প্রকাশ্যভাবে রাজকুমারদিগের বিচার হইলে উপস্থিত ঘটনাপ্রসঙ্গে অনেক রহস্য সাধারণের গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল। হড্‌সনের সুনামের বিষয়ে ইহা শোচনীয়, যেহেতু লোকের শোণিত উষ্ণ থাকিলে যদিও এইরূপ কার্য্যে তাঁহাদের দৃক্‌পাত হয় না বটে, কিন্তু শেষে যখন তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইবেন, তখন হড্‌সন্ তাঁহাদের নিকটে চিরকালের জন্য চিহ্নিত পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন। উপস্থিত বিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁহার নামের সহিত যে সকল ঘটনার সংস্রব আছে, এই ঘটনা অপেক্ষা তাহার কিছুই অধিকতর কষ্টের উদ্দীপক নহে।"

কে সাহেবও এই ভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন—"তিনি (কাপ্তেন হড্‌সন্) * আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, ২৩শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন—'আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তৈমুরের

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. II. p. 80-81*

বংশের প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি নিষ্ঠুর নহি। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, পৃথিবীকে এই সকল নরপিশাচগণ হইতে বিমুক্ত করিবার সুযোগ ঘটাতে আমার আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে।' * * হড্‌সন্ সাহেব এই নরহত্যায় আমোদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোনরূপ কষ্টবোধ হয় নাই। তিনি ইহার সমর্থন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সাধুভাবসম্পন্ন কর্ত্তৃপক্ষ রাজকুমারদিগের নিধন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্থাপন করিতে পারেন, এজন্য তিনি এই দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন—প্রথমতঃ সেনাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগের জন্য তিনি বিরক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়তঃ, যদি তিনি বন্দীদিগকে বধ না করিতেন, তাঁহাদের অনুরক্ত লোক তাঁহাকে বধ করিত। কিন্তু রাজকুমারদিগকে কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়াই, বধ করিতে হইবে, সেনাপতি উইল্‌সন্ এরূপ আভাস দেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ এই ভাবে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে দেওয়ানিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল। কিন্তু লোকে সে সময়ে নিতান্ত নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হড্‌সনের আদেশে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিল; ইহাতে তাহাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

"* * প্রকৃত কথা এই যে, দিল্লী অধিকারের সময়ে যখন আমাদের লোকের শোণিত ক্রোধে ও ঘৃণায় উষ্ণ হইয়াছিল, এবং শত্রুপক্ষের অসংখ্য অত্যাচার মনে হওয়াতে যখন তাহাদের মুখে লজ্জা ও বিরাগের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন আমাদের ভারতপ্রবাসী স্বদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন ও জ্ঞানী, তাঁহারা প্রথমে উত্তেজনার আবেগে যাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন, শেষে প্রশান্তভাবের সময়ে তাহারই জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন। যদিও এক সময়ে কাপ্তেন হড্‌সনের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সমগ্র জাতি ইহাতে আহ্লাদিত হইবে, তথাপি আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডের লোকে এজন্য ঘৃণার সহিত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কেহ ইহার অনুমোদন করিয়াছে, আমি

তাহা শুনি নাই ; অধিক কি, স্কেহ ইহার সমর্থন করিয়াছে, তাহাও আমার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয় নাই।"*

ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেবও এই বিষয়ের অনুমোদন করেন নাই।† পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, লর্ড রবার্ট্‌স্‌ উপস্থিত সময়ে দিল্লীর সৈনিকদলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি অপরাপর লোকের সহিত দিল্লীর ভূপতিকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে যার পর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বোধ হইয়াছিল। ** ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভূপতির দুইটি পুত্র এবং একটি পৌত্রের শব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলাম। উহা কোতয়ালির সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর পড়িয়া রহিয়াছিল।" ইহার পর তিনি এই শাহজাদাদিগের নিধনের বিবরণ দিয়া, তজ্জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ‡

সে সময়ে ইংরেজদিগের অনেকে এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, একজন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকা-দিগের জীবনরক্ষা করিতে হুকুম দেওয়া সেনাপতির ভুল হইয়াছিল। ইহারা মনুষ্য নহে—দানব বা বন্যজন্তু। ইহাদিগকে কুকুরের মত মারিয়া ফেলাই উচিত।" ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল এই লেখক তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন—"সমুদয় বিদ্রোহী দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের সৈনিকগণ ব্যতীত অতি অল্প লোককেই নগরে দেখিতে পাওয়া যাইত। যখন আমাদের সৈন্য নগরে প্রবেশ করে, তখন যে সকল লোককে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সঙ্গীনে বধ করা হইয়াছিল। কোন কোন ঘরে ৪০।৫০ জন লুকাইয়াছিল। ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারেন যে, নিহত লোকের সংখ্যা কত অধিক। ইহারা বিদ্রোহী নহে, নগরের অধিবাসী। ইহাদের আশা ছিল যে, আমাদের সর্ব্বপ্রকারকঠোরতাশূন্য শাসনে ইহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, ইহারা এ বিষয়ে হতাশ হইয়াছিল।§ বিজয়ী সৈনিকেরা দুই দিন পর্য্যন্ত দিল্লীতে এইরূপ

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III., p. 652-654.*

† *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 448.*

‡ *Lord Roberts, Forty-one Years in India. Vol. I., p. 249-250.*

§ *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 449.*

যথেচ্ছাচারের পরিচয় দেয়। নরহত্যা ও সম্পত্তিবিলুণ্ঠন তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়।* এই সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইম্‌স্‌-নামক সংবাদপত্রের বোম্বাইস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, "যে দিন নাদির শাহ চাঁদনী চকের ক্ষুদ্র মস্‌জিদে থাকিয়া, অধিবাসীদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনের পর হইতে শাহ জাহানের নগরে এইরূপ দৃশ্য লোকের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই।" †

যাহারা সংসারজালে আবদ্ধ, যাহারা প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত, তাহারা যে,

* বিলুণ্ঠিত সম্পত্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। একজন ইংরেজ এ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, রাইফল্‌ নামক দলের একজন সৈনিক বিলুণ্ঠিত সম্পত্তি এবং পারিতোষিকে দশ হাজার টাকারও অধিক লইয়া ইংলণ্ডে যাইবে।—*Times, November 21st, 1857, quoted in the Indian Empire. Vol. II., p. 449, note.*

সৈনিকদিগের ন্যায় ইংরেজপক্ষের সাধারণ লোকেও বিলুণ্ঠনে প্রমত্ত ছিল। লর্ড রবার্টস্‌ লিখিয়াছেন—"যখন আমি অশ্বারোহণে কাশ্মীরতোরণ দিয়া আমার কার্য্যে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম, পথের পার্শ্বে একখানি ডুলী রহিয়াছে, বেহারা নাই; স্পষ্ট বোধ হইল, উহাতে আহত লোক রহিয়াছে। আমি দেখিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার যুগপৎ দুঃখ ও ভয় হইল। ব্রিগেডিয়ার জন নিকল্‌সন্‌ আহত হইয়া, ডুলীর মধ্যে ছিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, বেহারারা ডুলী নামাইয়া লুঠতরাজ করিতে গিয়াছে। তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে; তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি ডুলীতে পিঠ দিয়া, শুইয়াছিলেন, আঘাত দেখা যাইতেছিল না। আমি কহিলাম, আঘাত বোধ হয়, গুরুতর হয় নাই। তিনি উত্তর করিলেন—'আমি মরিতেছি। আমার আর কোন আশা নাই।' ঈদৃশ মহৎ ব্যক্তিকে এইরূপ অসহায় এবং এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় দেখিয়া, আমার অসহনীয় কষ্ট হইল। আমার চারিদিকে অনেক লোক মরিতেছিল; আমার বন্ধুগণ—সহযোগিগণ আমারই পার্শ্বে দেহত্যাগ করিতেছিলেন, তখন আমার মনের অবস্থা এরূপ হয় নাই। সে সময়ে বোধ হইয়াছিল যে, নিকল্‌সন্‌কে হারাইলে সকলই হারাইতে হইবে।

ডুলীর বেহারাগণ পল্‌টনের পরিচারক ও অনুচরদিগের সহিত নিকটবর্ত্তী বাড়ী, এবং দোকানপাট লুঠ করিতেছিল। ইহারা যাহা কিছু হাতে পাইতেছিল, তাহাই লুঠিয়া লইতেছিল। আমি কষ্টে চারি জন বেহারা সংগ্রহ করিলাম, ৬১ সংখ্যক দলের একজন সার্জেণ্টের (এক শ্রেণীর সৈনিক) নাম লিখিয়া লইলাম, তাহাকে, ডুলীর মধ্যে কে আছেন, জানাইয়া, উক্ত ডুলী হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলাম।

নিকল্‌সনের সহিত এই আমার শেষ দেখা। আমি কয়েক বার হাসপাতালে গিয়া, তাঁহার বিষয়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিবার অনুমতি পাই নাই।—*Lord Roberts, Forty-one Years in India. Vol. I. p. 236.*

† *Bombay Correspondent, Times, November 16th, 1857, quoted in th Indian Empire. Vol. II., p. 450.*

আত্মীয়স্বজন বা স্বদেশবাসীদিগের নিধনে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপে প্রতি-হিংসার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। মানব সংসার-ক্ষেত্রে প্রায়শঃ এই ভাবেই আত্মপ্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা এ সময়ে বিদেশের নির্দ্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, এবং আপনাদের লোকদিগকে বিদেশীয়দিগের প্রতি অযথারূপে অস্ত্রচালনা করিতে দেখিয়া, ঘৃণায় তাহাদের অপকর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ মানবের শ্রেণীতে নিবেশিত করা সঙ্গত নহে। তাঁহারা নিঃসন্দেহ নরলোকে দেবতাস্বরূপ। নিরতিশয় সুখের বিষয়, এই উত্তেজনার সময়ে, অনেক ইংরেজ এইরূপ দেবপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন।

যে দিন সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রামের উপস্থিতিতে লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইংরেজেরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়েন,— বালকবালিকারা পর্য্যন্ত আনন্দে অধীর হইয়া, মাতার মুখ চুম্বন করিতে করিতে ভগবানের অসীম দয়ার কথা বলিতে থাকে, তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে, দিল্লীর নিরীহ অধিবাসীরা নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, সংসারে যে কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর, সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দয়ভাবের উদ্দীপক, তাহাই অনুষ্ঠান করে। পাছে ইহাদের প্রাণাধিক প্রণয়িনী এবং দুহিতারা বিজয়োন্মত্ত সৈনিকদিগের হস্তে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় ইহারা স্বহস্তে তাহাদের প্রাণ সংহার করে। একজন পরিদর্শক লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমি চৌদ্দটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিলাম। দেহগুলি শালে ঢাকা ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের গলদেশ, কর্ণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। আমি সেই স্থানের একজনকে ধরিলাম। সে কহিল, 'পাছে ইহারা আপনাদের হাতে পড়ে, এই আশঙ্কায় ইহাদের স্বামিগণ ইহাদিগকে এইরূপে বধ করিয়াছে।' ইহা কহিয়া, ঐ ব্যক্তি ইহাদের স্বামীদিগের শব দেখাইয়া দিল। তাহারা আপনাদের অভীষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক শেষে আত্মহত্যা করিয়াছিল।"* দিল্লীর অধিবাসীদিগের এই আশঙ্কা অমূলক হইলেও, তাহারা সন্ত্রাসে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিল। দিল্লীর সদাশয় কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেব নগরের শোচনীয়

* *Times, November 19th, 1857, quoted in the Indian Empire. Vol. II. p. 460.*

অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার পত্নীর নিকটে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"যদি ভূপতি আপনার পরিবারবর্গের এবং নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের হস্তে তাঁহার প্রাসাদ সমর্পণ করা উচিত ছিল। এরূপ হইলে আমি এই লোকহত্যা নিবারণ করিতাম। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহারা নিরাপদে স্থানান্তরে গিয়াছিল। এই হতভাগ্য যাত্রীর দল শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। অনেকে শিশুসন্তান এবং বৃদ্ধদিগকে লইয়া, হাঁটিতে অসমর্থ ছিল"।*

দিল্লীর উন্মত্ত লোকের হস্তে ইউরোপীয়দিগের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদিগের হস্তে শেষে দিল্লীর লোকেও প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। হিংসা প্রাচীনকাল হইতেই মোগলের সমৃদ্ধিময়ী রাজধানীকে বারংবার এইরূপ নরশোণিতপ্রবাহে রঞ্জিত করিয়াছে। এই প্রবল বৃত্তির উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, শেষে সকলে সেই সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বপ্রকারপক্ষপাতশূন্য বিচারকের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, প্রধান, অপ্রধান, সকলেই সমভাবে সেই মহাবিচারকের করুণার উপর নির্ভর করিয়াছে। সহৃদয়গণ যেন এখন রক্তমাংসের কথা ছাড়িয়া, ইহাদের সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করেন।

দিল্লীতে ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইংরেজের যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি দূর হইয়া গেল। বৃদ্ধ মোগল ভূপতি ইংরেজের বন্দী হইলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত রাজধানীর অধিকাংশ স্থান ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। সৈনিকদিগের জিঘাংসা এবং বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিলাভ হইল। যে রাজপুরুষ এক সময়ে ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তিনি এখন কর্ম্মস্থলে আসিয়া, অভীষ্ট কর্ম্মসম্পাদনে ব্যাপৃত হইলেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল। প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে মাজিষ্ট্রেট্ স্যার্ টমাস মেট্‌কাফের বিচারে, অবাধে লোকের ফাঁসি হইতে লাগিল।† দিল্লী উত্তেজিতসিপাহীদিগের আশার উদ্দীপক ছিল। বৃদ্ধ মোগল তাহাদের একাগ্রতা,

* *Greathed, Letters, p. 285.*
† *Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 451-452.*

তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের অধ্যবসায়ের প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিলেন। এখন এই অবলম্বের অধঃপতন ঘটিল। সিপাহীদিগেরও মোহভঙ্গ হইল। এই মহীয়সী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে ইংরেজ যার পর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। তাঁহাদের ৩,৮৩৭ জন সৈনিক হত, আহত ও নিরুদ্দেশ হয়; তাঁহাদের প্রায় ৬১,০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়।* ইহার উপর তাঁহাদের একজন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের দেহত্যাগে তাঁহারা একান্ত শোকগ্রস্ত হয়েন। ১৪ই সেপ্টেম্বর সেনানায়ক নিকল্‌সন্‌ যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর এই আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। দিল্লীর অধিকারে এবং নিকল্‌সনের দেহত্যাগে ইংরেজের হর্ষে বিষাদ ঘটে। এক নগর হইতে আর এক নগরে, এক সৈনিকনিবাস হইতে আর এক সৈনিকনিবাসে ইংরেজের সমক্ষে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, দিল্লী অধিকৃত হইয়াছে; বৃদ্ধ মোগল ভূপতি বন্দী হইয়াছেন, কিন্তু নিকল্‌সন্‌ দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই সংবাদে ইংরেজ যেরূপ পুলকিত হয়েন, সেইরূপ দুঃখের আবেগে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

---

* *Martin, Indian Empire. Vol., II. p. 450.*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইংরেজ সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে যাত্রা।

সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার লক্ষ্ণৌতে যাত্রার আয়োজন—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে উপস্থিতি—উনাও এবং বসিরথগঞ্জের যুদ্ধ—হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ—সেনানায়ক নীলের বিরক্তি—হাবেলকের পুনর্ব্বার লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা—বসিরথগঞ্জের দ্বিতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের আবার কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন—লক্ষ্ণৌর পথে পুনর্ব্বার যাত্রা—বসিরথগঞ্জের তৃতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন—বিঠুরের যুদ্ধ—আউট্রামের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার বিজ্ঞাপনপত্র—হাবেলক, আউট্রাম এবং নীলের লক্ষ্ণৌতে যাত্রা—তাঁহাদের আলমবাগে উপস্থিতি—চারবাগের সেতুপথে যুদ্ধ—ছত্রমঞ্জিল ও ফরিদবক্স—খাসবাজার—নীলের নিধন—হাবেলক ও আউট্রামের রেসিডেন্সিতে উপস্থিতি।

এতদিন দিল্লী উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। বিভিন্ন স্থানের সিপাহীগণ নানা দিক হইতে দিল্লীতে সমবেত হইয়াছিল। দিল্লীর বর্ষীয়ান্ ভূপতির নামে তাহারা যেরূপ উৎসাহযুক্ত, সেইরূপ অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বৃদ্ধ মোগলের নামে স্বাধীনভাবে সমুদয় কার্য্য করিত। সুতরাং দিল্লীতে তাহাদের প্রাধান্য অব্যাহত, তাহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত, তাহাদের বাসনা অসংযত ছিল। এখন দিল্লী তাহাদের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। বৃদ্ধ ভূপতি তাহাদের হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দিল্লীতে তাহাদের আশাভঙ্গ হইল। তাহারা স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। অনেকে লক্ষ্ণৌতে গিয়া, অভিনব অধিনায়কের অধীন হইল।

দিল্লী অধিকৃত হওয়াতে লোকে ইংরেজের ক্ষমতার পরিচয় পাইল বটে, কিন্তু ইহাতে বিপ্লবের শান্তি হইল না। উদ্ধত লোকেও অসংসাহসিক কর্ম্মসাধনে নিবৃত্ত থাকিল না। এখনও নানা স্থানে সিপাহীগণ দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। নানা স্থানে সাহসী অধিনায়কগণ ইহাদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছিলেন। বেরিলীতে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ছিল।

ফরক্কাবাদের নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছিল। অযোধ্যার নানা স্থানে উত্তেজিত সিপাহীদিগের উত্তেজনার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। কুমার সিংহের পরাক্রমে সমগ্র বিহার, এমন কি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান আন্দোলিত হইয়াছিল। ঝাঁসীর রাণী ইংরেজের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে ইংরেজসৈন্যকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মধ্যপ্রদেশে, দক্ষিণাপথে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সিপাহীদিগের প্রভুভক্তি এবং সাধারণ লোকের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। এ সময়ে ভারতের নানা স্থানের সিপাহীগণ একসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছিল। নানা স্থানের লোকেও একরূপ কার্য্যপ্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়াছিল। এক স্থানে যাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, অপর স্থানে তাহাই ঘটিয়াছিল। এইরূপ বৈচিত্র্যহীন ঘটনাবলি সংক্ষেপে বর্ণনীয়। উপস্থিত বিপ্লবসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকবর্গ বোধ হয়, বিপ্লবের প্রকৃতি এবং উহার পরিব্যাপ্তির বিষয় বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন বারংবার একবিধ ঘটনার একরূপ বর্ণনায় তাঁহাদের বিরক্তি ও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। যে সকল বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ, তৎসমুদয়ের বর্ণনা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছে। পরাক্রান্ত কুমার সিংহ প্রভৃতির ন্যায় ঝাঁসীর রাণী ও তাত্যাটোপের কথা বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইঁহাদের বিচিত্র ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এই কথা বলিবার পূর্ব্বে অপরাপর স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

যখন দিল্লী অধিকৃত হয়, তখন ইংরেজেরা লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। ইঁহাদের সাহায্যের জন্য সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম ২৫শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে সমাগত হয়েন। ইঁহাদের উদ্ধারের কথা বুঝিবার পূর্ব্বে কাণপুরের কথা এক বার মনে করা উচিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হাবেলক নানা সাহেবকে পরাজিত করিয়া, কাণপুরে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি সেনানায়ক নীলকে কাণপুরে রাখিয়া, লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারার্থে যাত্রা করেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল। তাঁহার গন্তব্যপথে বিপক্ষ সিপাহীরা অবস্থিতি করিতেছিল। বর্ষার প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত স্থলপথে যাত্রায় অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি অসুবিধার দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ২১শে জুলাই প্রাতঃকালে বৃষ্টি হইতে থাকে। বর্ষার আবির্ভাবে

ভাগীরথীরও পরিপুষ্টি ঘটে। এই দুর্দ্দিনে হাবেলকের কামান এবং সৈনিক-গণের কিয়দংশ একখানি ছোট ষ্টীমারের সাহায্যে গঙ্গার অপর তটে পহুঁছে। সমুদয় সৈন্য পার করিতে চারি দিন অতিবাহিত হয়। ২৪শে জুলাই সেনাপতি স্বয়ং ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, রাত্রিকালে সৈনিকগণের সহিত লক্ষ্ণৌর পথে মঙ্গলোয়ার নামক পল্লীতে উপনীত হয়েন। গাড়ি এবং রসদ প্রভৃতির সংগ্রহের জন্য সেনাপতিকে এই স্থানে চারি দিন থাকিতে হয়। অতঃপর সেনাপতি ২৯শে তারিখ উনাওর অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। তিনি তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পথে বিপক্ষগণ পরিদৃষ্ট হইল। তাঁহার দক্ষিণভাগে জলাভূমি ছিল। তাঁহার পুরোভাগে—উনাও এবং ব্রিটিশ সৈন্যের মধ্যে—অনেকগুলি বাগানের উন্নত প্রাচীরের শ্রেণী ছিল। এই প্রাচীর যে পল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, উহা হইতে উনাও পর্য্যন্ত একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। পল্লীর বাড়ীগুলিতে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা জানালা, দরওয়াজা বা ভগ্ন স্থান দিয়া, ইংরেজসৈন্যের উপর গুলি চালাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল।* সেনাপতি হাবেলক সাহসসহকারে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ তাড়িত হইল বটে, কিন্তু উনাও তাহাদের অধিকারে রহিল। কিন্তু এই স্থানেও তাহারা পরাজিত হইয়া, ১৫টি কামান ফেলিয়া, পলায়ন করিল।

অতঃপর সেনাপতি সৈনিকদিগকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। যখন খাদ্য দ্রব্যাদির পাক হইতেছিল, তখন তিনি শত্রুপক্ষ হইতে অধিগত কামানগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবার সুবিধা না হওয়াতে, অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিলেন। বিশ্রাম ও আহারে তিন ঘণ্টা অতীত হইল। তিন ঘণ্টার পর সেনাপতি আবার আপনার লক্ষ্য স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সৈনিকদল ছয় মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে, এমন সময়ে তাহাদের অগ্রভাগে বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটি পল্লী দৃষ্টিগোচর হইল। এই পল্লীর নাম বসিরথগঞ্জ। উহার সম্মুখে একটি বিস্তৃত ঝিল বর্ষার প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত নদীর মত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর পথে আর একটি ঝিল দেখা যাইতে-ছিল। লোকের গমনাগমনের জন্য উহার উপর বাঁধ ছিল। পল্লীর প্রবেশপথে

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p, 329.*

মৃত্তিকানির্ম্মিত উচ্চ স্থানের উপর চারিটি কামান স্থাপিত হইয়াছিল। সিপাহীরা এই স্থানে ইংরেজ সেনাপতিকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যুদ্ধে তাহাদের বিলক্ষণ সাহস ও ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহারা পূর্ব্বোক্ত বাঁধের সাহায্যে ইংরেজসৈন্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিল। এইরূপে ইংরেজ সেনাপতি আপনার অভীষ্ট স্থলে যাইবার পথে দুই স্থানের—উনাও এবং বসিরথগঞ্জের—যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

কিন্তু জয়লাভেও সেনাপতির হৃদয় আশ্বস্ত বা প্রফুল্ল হইল না। যখন দুই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার পদাতিদলের মধ্যে সাড়ে আট শতের বেশী সৈনিক নাই। এতদ্ব্যতীত যাহারা পীড়িত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার কোন সুবিধা ছিল না। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল না যে, তিনি ইহাদিগকে উপযুক্ত রক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইতে পারেন। তিনি জানিতেন যে, লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে, তাঁহাকে আরও অনেক স্থলে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এখনও লক্ষ্ণৌ তাঁহা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে ছিল। বর্ষার আবির্ভাবে অনেক স্থান জলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৃষ্টি ও জলীয় বায়ু হইতে দেহরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ছিল না। এক দিকে সূর্য্যের প্রখর তাপ, অপর দিকে বৃষ্টি ও পল্বলময় পথের আর্দ্রতার মধ্যে থাকাতে তাঁহার সৈনিকদলে বিসূচিকা ও অতিসারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এদিকে নানা সাহেবের অশ্বারোহিগণ কাণপুরের দিকে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নানাদিকে এইরূপ বিঘ্ন দেখিয়া, সেনাপতি কাণপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি ৩০শে জুলাই উনাও এবং তৎপর দিন মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই স্থান হইতে রুগ্ন ও আহতদিগকে কাণপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং সেনানায়ক নীলের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখিলেন যে, লক্ষ্ণৌ যাইতে হইলে, তাঁহার আরও এক হাজার সৈনিক এবং কামানের সহিত একদল গোলন্দাজ সৈন্য আবশ্যক হইবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি নীল কাণপুরে শান্তিস্থাপনে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার সাহস ও উদ্ধত প্রকৃতির বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেনাপতি হাবেলকের পত্র এই উদ্ধতপ্রকৃতি সৈনিকপুরুষের হস্তগত হইল।

পত্র পাইয়া, কাণপুরের সেনানায়ক নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাঁহার উবোধ হইল যে, সেনাপতি হাবেলক যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন সাধারণে তাঁহার জয়লাভের কথায় বিশ্বাস করিবে না ; সেনাপতির সাহায্যের জন্য একদল সৈনিক এবং কয়েকটি কামান প্রেরিত হইল বটে, কিন্তু নীল কঠোর ভাষায় হাবেলকের পত্রের উত্তর দিতে নিরস্ত থাকিলেন না। নীল, হাবেলকের অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন। নীলের পত্রের উত্তরে হাবেলক লিখিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে কখনও এইরূপ পত্র পড়েন নাই। * যাহা হউক, হাবেলকের বিশ্বাস ছিল যে, কলিকাতা হইতে তাঁহার সাহায্যের জন্য দুইদল সৈন্য প্রেরিত হইবে। কিন্তু এ সময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ন্যায় বিহারপ্রদেশেও বিপ্লব ঘটিয়াছিল। হাবেলক যে সৈন্যের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ঐ প্রদেশের বিপ্লবনিবারণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। হাবেলক এখন যে সৈন্য ও কামান পাইলেন, তাহা লইয়া, ৪ঠা আগষ্ট, দ্বিতীয় বার অবরুদ্ধ রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বিপক্ষ সিপাহীগণ আবার বসিরথগঞ্জে সমবেত হইয়াছে। এই স্থানে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘটিল। সিপাহীরা পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া হটিয়া গেল। কিন্তু বিপক্ষের পরাজয়েও ইংরেজ সেনাপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। সেনাপতি পূর্ব্বে গোলন্দাজদলের অধ্যক্ষকে সিপাহীদিগের ১৫টি কামান অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সকল গুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। উহার দুইটি বিপক্ষেরা পুনর্ব্বার হস্তগত করিয়া, স্বকার্য্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। এদিকে সেনাপতির শিবিরে বিসূচিকারোগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বসিরথগঞ্জের যুদ্ধে কামানের গোলা, বারুদ প্রভৃতির একচতুর্থাংশ খরচ হইয়া গিয়াছিল। পথের মধ্যে সই নামক একটি গভীর নদী ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও তিন স্থানে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। অধিকন্তু গোবালিয়রের উত্তেজিত সৈনিকদল তাহাদের মহারাজের শাসন না মানিয়া, কাল্পীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কাল্পী, কাণপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান হইতে সহজে কাণপুর আক্রমণ এবং এলাহা-

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p. 502, note.*

বাদের পথ অবরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল ভাবিয়া, সেনাপতি পুনর্ব্বার কাণপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি ধীরভাবে অনেক ভাবিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই সময়ে বর্ষার প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছিল। হাতী, উট, গাড়ি প্রভৃতি অনেক কষ্টে সংগৃহীত হইত। গন্তব্য পথের অনেক স্থান বিপক্ষ সিপাহীগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ছিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধে এবং ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে সেনাপতির বলক্ষয় হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরভাগে ফরাক্কাবাদের নবাব বহুসংখ্যক উত্তেজিত সিপাহীর অধিনায়ক হইয়া, ইংরেজের প্রাধান্যনাশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে গোবালিয়রের সৈনিকদল কাণপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর ইংরেজদিগের উদ্ধার করা এ সময়ে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল বটে, কিন্তু অল্পমাত্র সৈনিকদলে ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল কারণে সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন সঙ্গত হইয়াছিল।

সেনাপতি মঙ্গলোয়ারে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্থানে আপনার লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য চারি দিন থাকিয়া, ১১ই আগষ্ট গঙ্গা পার হইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন যে, বিপক্ষ সিপাহীরা পুনর্ব্বার বসিরথগঞ্জে সমবেত হইয়াছে। ইহাদের একদল উনাওতে অগ্রসর হইয়া, গঙ্গা পার হওয়ার সময়ে তাঁহাকে বাধা দিবার সুযোগ দেখিতেছে। সুতরাং সেনাপতি বিপক্ষদিগকে তাড়াইবার জন্য আবার লক্ষ্ণৌর পথে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ উনাও হইতে তাড়িত হইল। রাত্রিকালে ইংরেজ সেনাপতি নগরের চারি দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১২ই আগষ্ট প্রাতঃকালে তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, বিপক্ষগণ বসিরথগঞ্জের পুরোভাগে মৃণ্ময় প্রাচীরের পশ্চাতে দলবদ্ধ রহিয়াছে। বসিরথগঞ্জে তৃতীয় বার যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধেও সিপাহীরা তাড়িত ও পরাজিত হইল। সেনাপতি হাবেলক ১৩ই আগষ্ট গঙ্গা পার হইয়া, কাণপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনার পরিশ্রান্ত সৈনিকদিগকে দুই দিন বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। ১৬ই তারিখ উষাকালে সেনানায়ক নীলের অধীনে এক শত সৈনিক রাখিয়া, তিনি বিঠুরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে বিভিন্নদলের বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি

করিতেছিল। নানা সাহেবের অনুচরগণ দুইটি কামান লইয়া, ইহাদের মধ্যে ছিল। সমুদয়ে প্রায় চারি হাজার সশস্ত্র লোক ইংরেজের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছিল। এই সিপাহীরা ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যথোচিত সাহস ও রণদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। ইহারা এরূপ পরাক্রমে আপনাদের কামান রক্ষা করিয়াছিল, এরূপ সাহসে ইংরেজসৈন্যের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইয়াছিল, এরূপ কৌশলে খাদ্য দ্রব্যাদি আটক করিতে গিয়াছিল যে, ইংরেজও তাহাদের প্রশংসাবাদে নিরস্ত থাকেন নাই। কিন্তু শেষে তাহাদের পরাজয় হইল। সেনাপতি ১৭ই আগষ্ট কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৫ই আগষ্টের কলিকাতা গেজেট এই স্থানে তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি গেজেটে দেখিতে পাইলেন যে, স্যার্ জেম্‌স্ আউট্রাম লক্ষ্ণৌর উদ্ধারের জন্য তাঁহার স্থলে সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

লর্ড কানিঙ্ বোধ হয়, হাবেলকের প্রত্যাবর্ত্তনে দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি ঘটনাস্থল এবং সময়ের অবস্থার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, হাবেলক তৎকর্তৃক অধঃকৃত হইতেন না। যাহা হউক, সেনানায়ক আউট্রামের জন্য এ বিষয়ে কোন গোলযোগ ঘটিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আউট্রাম ১লা আগষ্ট কলিকাতায় উপনীত হইয়াছিলেন।* উহার চারি দিন পরে তিনি অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অবিলম্বে তিনি কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। পথে বিপক্ষ সিপাহীদিগের দলভঙ্গ করিয়া, আউট্রাম্ ১৬ই সেপ্টেম্বর কাণপুরে উপস্থিত হয়েন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আউট্রাম দেখিলেন, এই পদ গ্রহণ করিলে সেনাপতি হাবেলকের যার পর নাই মনঃক্ষোভ জন্মিবে। তিনি বিপক্ষের আশাভঙ্গ করিতে গিয়া, স্বপক্ষের প্রধান ব্যক্তির উৎসাহভঙ্গের কারণ হইবে। আউট্রাম উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া, অবিলম্বে এই বলিয়া বিজ্ঞাপনপত্র প্রচার করিলেন যে, সেনাপতি হাবেলক, যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সবিশেষ সন্তোষ জন্মিয়াছে। তিনি দেওয়ানী বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে অযোধ্যার কর্ম্মস্থলে উপস্থিত থাকিয়া,

* এই ইতিহাসের ৪র্থ ভাগ, ১৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।

নিজের ইচ্ছায় সৈনিকবিভাগে সেনাপতির সাহায্য করিবেন। আউট্রামের এইরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইয়া, প্রধান সেনাপতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

এইরূপে হাবেলক, লক্ষ্ণৌর অধিকারের জন্য যে সৈনিকদল প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আউট্রাম তাঁহার সহকারী হইলেন। এই সৈনিকদলের এক ভাগের কর্তৃত্ব নীলের উপর সমর্পিত হইল। তিন জন সাহসী ইংরেজ সেনাপতি সজাতির উদ্ধারার্থে লক্ষ্ণৌযাত্রায় উদ্যত হইলেন। গঙ্গা পার হওয়ার জন্য নৌসেতু প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর সেতুনির্ম্মাণ শেষ হয়। ঐ দিন হইতে সৈনিকদল গঙ্গা পার হইতে থাকে। তৎপর দিন কামান প্রভৃতি অপর পারে লইয়া যাওয়া হয়। সৈনিকদল ২১শে সেপ্টেম্বর কাণপুরের অপর তট হইতে যাত্রা করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় মঙ্গলোয়ারে উপস্থিত হয়। মঙ্গলোয়ারে বিপক্ষ সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা ঐ স্থান হইতে তাড়িত হয়। অনন্তর সৈনিকগণ উনাওতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পর দিন বসিরথগঞ্জে পঁহুছে। তাহারা অবিরতবৃষ্টি পাতের মধ্যে এই স্থান হইতে ষোল মাইল অতিক্রম করিয়া, বানি নামক পল্লীতে গমন করে। বানি হইতে লক্ষ্ণৌ যাইতে হইলে সই নদী পার হইতে হয়। নদী পার হওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। উহার উপর ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু ছিল। সৈনিকদল নদী পার হইয়া আলমবাগের অভিমুখে অগ্রসর হইল। এই বিস্তৃত বাগানে বিপক্ষ সিপাহীরা ছয়টি কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ইংরেজসৈন্য ইহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেনানায়ক নীল পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতে কতকগুলি বিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। বিপক্ষগণ আলমবাগ এবং উহার নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ীতে থাকিয়া, বিলক্ষণ পরাক্রমের সহিত আগন্তুক ইংরেজসৈন্যের গতিরোধ করিল। কিন্তু শেষে তাহারা এই স্থান হইতে তাড়িত হইল। সন্ধ্যা হওয়াতে সেনাপতি হাবেলক সৈনিকদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা যথাস্থানে কামানসন্নিবেশ করিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা তাহাদের মধ্যে গোলযোগ ঘটিল। পলায়মান সিপাহীরা নূতন কামান আনিয়া, তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে

লাগিল। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছিল। সমুদয় স্থান অন্ধকারময় হইয়া উঠিয়াছিল। পথ, হাতী, ঘোড়া, বলদ, প্রভৃতি চতুষ্পদের সহিত দ্বিপদ মানুষ এবং কামান প্রভৃতি অচল আগ্নেয়াস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, সিপাহীদিগের এই উদ্যমও সফল হইল না; আলমবাগ ইংরেজসৈন্যের অধিকারে রহিল। শেষে সিপাহীদিগের সন্নিবেশস্থলও তাহাদের অধিকৃত হইল। তাহাদের একদল, এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া, আপনাদের অবস্থিতিস্থলের চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীর অধিকারের সংবাদও শিবিরে প্রচারিত হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্য এই সংবাদ পাইয়া, লক্ষ্ণৌর পুরোভাগে কামানের ধ্বনি করিয়া, হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পর দিন তাহারা আপনাদের শক্তিসঞ্চয়ের জন্য বিশ্রাম করিল। আলমবাগে তাহাদের দ্রব্যাদি রহিল। আড়াই শত সশস্ত্র রক্ষক উহার পাহারা দিতে লাগিল।

২৫শে জুন প্রাতঃকালে হাবেলক আউট্রামের সহিত পরামর্শ করিয়া, সোজা পথের পরিবর্ত্তে একটু ঘুরিয়া রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা চারবাগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তথাকার সিপাহীগণ প্রবলবেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা চারবাগের সেতুর অপর ভাগে স্থাপিত কামান হইতে এমন বেগে গোলা চালাইতে লাগিল যে, ইংরেজের কামানের গোলা অকার্য্যকর হইয়া পড়িল। সেনাপতির তরুণবয়স্ক পুত্র হাবেলক দেখিলেন যে, সেতুর নিকটে তাঁহার পিতা বা আউট্রাম, কেহই উপস্থিত নাই। তাঁহার পিতা যেখানে ছিলেন, তিনি ত্বরিতগতিতে সেই স্থানের দিকে গেলেন, তিন চারি মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া নীলকে কহিলেন যে, সৈনিকদিগকে সেতুপথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিতে হইবে। সেনানায়ক নীলের আদেশে পঁচিশ জন সৈনিক অগ্রসর হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সেনাপতির পুত্র কোনরূপে রক্ষা পাইলেন। সেনাপতি হাবেলক এই সময়ে উপস্থিত হইয়া, নিষ্কোশিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ নির্ভীকচিত্তে কামানের গোলার সম্মুখে সেতু পার হইল। তাহারা কামানগুলি অধিকার করিল, সঙ্গীনে

বিপক্ষদিগের অনেকের প্রাণান্ত করিয়া ফেলিল, এবং বিপুলবিক্রমে লক্ষ্ণৌ সহরে প্রবেশলাভ করিল।

সৈনিকগণ অতঃপর কৈশরবাগের দিকে অগ্রসর হইল। বিপক্ষেরা এই স্থান হইতেও গোলাবৃষ্টি করিয়া, তাহাদের সাতিশয় ক্ষতি করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও, তাহারা সেতুপথে একটি নালা পার হইয়া, ছত্রমঞ্জিল এবং ফরিদবক্স্ প্রাসাদ অধিকার করিল। পশ্চাদ্গামী সৈনিকদলের সহিত একত্র হইবার জন্য আউট্রাম অগ্রগামী সৈনিকদলকে ছত্রমঞ্জিলে কয়েক ঘণ্টা রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু হাবেলক এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, অবরুদ্ধ রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আউট্রামের বাহুতে বন্দুকের গুলি লাগিয়াছিল, রুধিরস্রোত বন্ধ করিবার জন্য তিনি বাহুতে রুমাল বাঁধিয়াছিলেন। একজন তাঁহাকে আহত স্থানে পটি বাঁধিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিতে কহিলে, আউট্রাম উত্তর করিলেন, "যে পর্য্যন্ত রেসিডেন্সিতে উপস্থিত না হই, সে পর্য্যন্ত এই ভাবে থাকিব।" রেসিডেন্সিতে যাত্রাকালে হাইলাণ্ডার সৈন্য সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইল। তৎপশ্চাতে শিখগণ এবং তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে মাদ্রাজের সৈনিকগণ রহিল। এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়া, ইংরেজসৈন্য সহরের সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া, রেসিডেন্সির অভিমুখে যাইতে লাগিল। গলির পার্শ্বস্থিত উচ্চগৃহসমূহে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। হাবেলকের সৈন্য এইরূপ বিপত্তিময় পথে খাসবাজার নামক স্থানে উপনীত হইল। এই স্থানের গৃহগুলি বিপক্ষ সিপাহীগণে পূর্ণ ছিল। ইংরেজসৈন্য খাস-বাজারের তোরণের নিকট উপস্থিত হইলে আবার সিপাহীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সেনানায়ক নীল ইহাদের পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি তোরণ অতিক্রম আপনার সহচরকে কহিলেন যে, কামানগুলি ভিন্ন পথে গিয়াছে, উহা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই আদেশ দিয়া, তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া, কামান আসিতেছে কি না, দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া রহিলেন ; এমন সময়ে একজন সিপাহী তোরণের উপর হইতে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া, গুলি করিল। গুলি মস্তক ভেদ করিয়া, বাম কর্ণের নিম্নভাগে প্রবিষ্ট হইল। নীল এই আঘাতে গতাসু ও অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। কিন্তু সৈনিকেরা ইহাতে সাহসে বিসর্জ্জন দিল না। তাহারা হাবেলক এবং আউট্রামের কথায়

উৎসাহিত হইয়া, গুলিবৃষ্টির মধ্যে রেসিডেন্সির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে ইহাদের অনেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মহোল্লাসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইল।* ইহাদের আগমনে রেসিডেন্সির যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ২৫শে সেপ্টেম্বর সমুদয় সৈন্ত রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ তৎপর দিন প্রাতঃ-কালে উপস্থিত হয়। পশ্চাদ্গামী সৈনিকদল পীড়িত ও আহতদিগকে লইয়া, কর্ণেল নেপিয়ারের (পরে লর্ড নেপিয়ার, ইনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন।) তত্ত্বাবধানে রেসিডেন্সিতে পদার্পণ করে। এইরূপ বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রাম লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতে সমাগত হয়েন। পথে সেনানায়ক নীল দেহত্যাগ করেন। সৈনিকদিগের অনেকে রোগের আক্রমণে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। অনেকে সিপাহীদিগের আক্রমণে হত ও আহত হয়।

---

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p. 412-413.*

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যা।

সেনাপতি গ্রিথেডের দিল্লী হইতে যাত্রা—গাজীউদ্দীন নগর—বুলন্দসহর—মালঘর—খুর্জ্জা—মৌনী সন্ন্যাসী—আলিগড়—আকবরাবাদ—আগরা—মৈনপুরী—সেনাপতি আউট্রামের পত্র—কালীনদীর তীরে যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন্ কাম্বেলের যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা—কাজোয়ার যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতির অযোধ্যায় প্রবেশ—জঙ্গ্ বাহাদুর—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে প্রবেশ—তাঁহার সহিত সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের সম্মিলন—সেনাপতি হাবেলকের দেহত্যাগ—আউট্রামের আলমবাগে অবস্থিতি—প্রধান সেনাপতির কাণপুরে যাত্রা।

সেনাপতি উইল্‌সনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। দিল্লী অধিকৃত হইলে উইল্‌সন্ হিমগিরির শীতল সমীরে সুস্থ হইবার জন্য সিমলায় গিয়াছিলেন। দিল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড হইতে বিপক্ষ সিপাহীদিগকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। ৭৫০ জন ইংরেজ, এবং ১,৯০০ জন এতদ্দেশীয় সৈনিক প্রস্তুত হয়। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল গ্রিথেড্ এই সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হয়েন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ইহারা দিল্লী হইতে যাত্রা করে। এই সময়ে মহিমান্বিত মোগলের জনকোলাহলময় রাজধানী মহাশ্মশানের মত হইয়াছিল। পথে লোকসমাগম ছিল না। যুদ্ধযাত্রী ইংরেজ সৈনিকদিগের পদশব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ সে সময়ে শ্রুতিগোচর হয় নাই। নানাস্থানে মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছিল। গলিত শবের দুর্গন্ধে চারি দিকের বায়ু দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন স্থানে কুক্কুর এক জনের বিচ্ছিন্ন দেহাংশ আগ্রহের সহিত উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কোন স্থলে শকুনি চঞ্চুপুট দ্বারা আপনার অভীষ্ট খাদ্য তুলিয়া লইতেছিল, সৈনিকদিগের সমাগমে ক্ষুধার্ত্ত বিহঙ্গ দূরে সরিয়া গেলেও, সেই ভোজ্য দ্রব্যের দিকে সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিয়াছিল। কোন কোন স্থানে শবগুলি যেন জীবন্তভাবের অনুরূপ ছিল। কোন কোন শবের হস্তস্থিত অস্ত্র

পূর্ব্ববৎ উত্তোলিত রহিয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকদিগের ন্যায় অশ্বগুলিও এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যে চমকিত হইয়াছিল। যুদ্ধযাত্রিগণ নীরবে এই ভয়াবহ শ্মশান অতিক্রম পূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে উপস্থিত হইল।

উক্ত বীভৎস দৃশ্য ও দুর্গন্ধ বায়ু পরিহার করিয়া, সৈনিকগণ যখন বিস্তৃত স্থলের বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত বায়ুর মধ্যে আসিল, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা সুখস্পর্শ সমীরে উৎফুল্ল হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এগার মাইল পথ গিয়া, তাহারা গাজীউদ্দীন নগরে উপস্থিত হইল। বিপক্ষ সিপাহীরা এই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। কতিপয় সিবিলিয়ান, যে দিন দিল্লী অধিকৃত হয়, তাহার পর দিন ঐ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বুলন্দসহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেব ছিলেন।* সিবিলিয়ানেরা পুনরায় কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

যাহা হউক, কর্ণেল গ্রিথেড্ ২৮শে সেপ্টেম্বর ঊষাকালে বুলন্দসহরে যাত্রা করিলেন। অগ্রগামী সৈনিকদল সূর্য্যোদয়সময়ে চারিটি পথের সন্ধিস্থলে উপনীত হইল। এই চৌমাথা হইতে একটি পথ বুলন্দসহরের দিকে, একটি মালঘরের দিকে গিয়াছিল। চৌমাথার ঘাঁটিতে বিপক্ষ সওয়ারগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরেজপক্ষের অগ্রগামী সৈন্য বুলন্দসহরে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই ইহারা চলিয়া যায়। সেনানায়ক গ্রিথেড্ বুলন্দসহর আক্রমণ করেন। প্রধানতঃ ইংরেজদিগের অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজেরা এই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে। বিপক্ষেরা পরাজিত ও তাড়িত হয়। তাহাদের তিন শত সৈনিক রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে। ইংরেজপক্ষের ৪৭ জন হত ও আহত হয়। সিপাহীদিগের তিনটি কামান এবং অনেক যুদ্ধোপকরণ বিজয়ী সৈনিকেরা অধিকার করে। বুলন্দসহরের যুদ্ধের পর সেনাপতি এক মাইল দূরে কালীনদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ দিন অপরাহ্ণকালে তাঁহার সৈনিকেরা মালঘরে উপস্থিত হয়। মালঘরের নবাব ওয়ালিদাদ খাঁ

* ইনি পরে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত ও স্যার আলফ্রেড লায়াল নামে অভিহিত হয়েন।

দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে উক্ত জনপদ শাসন করিতেছিলেন। ইংরেজ-সৈন্যের উপস্থিতিতে তিনি প্রস্থান করেন। তাঁহার দুর্গে নানাবিধ দ্রব্য ছিল। ১লা অক্টোবর এই দুর্গ বিনষ্ট করা হয়। দুর্গধ্বংসকালে প্রজ্বলিত বারুদস্তূপে একজন ইংরেজ সৈনিক দেহত্যাগ করে। গ্রিথেডের সৈনিকদল, আহতদিগকে মিরাটে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চারি দিন বুলন্দসহরে থাকে। লায়েল সাহেব পুনর্ব্বার এই স্থানের শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত হয়েন। দুই তিন দিন পরে ইঁহার সাহায্যার্থে মিরাট হইতে কতিপয় সৈনিক উপস্থিত হয়। বুলন্দসহরের পশ্চিমে রোহিলখণ্ডের বিস্তৃত ভূভাগ অবস্থিত। এই ভূভাগ সিপাহীদিগের অধিকারে ছিল। সিপাহীরা রোহিলখণ্ড হইতে অনেক বার বুলন্দসহরে উপস্থিত হয়। লায়েল সাহেবের সাহায্যকারী সৈনিকগণ ইহাদের আক্রমণনিরোধের জন্য সজ্জিত থাকে।

গ্রিথেডের সৈন্য ৩রা অক্টোবরে বুলন্দসহর পরিত্যাগ করে। তাহারা ঐ দিন অপরাহ্নকালে খুর্জ্জা নামক স্থানে উপনীত হয়। খুর্জ্জা আলিগড়ের পথে অবস্থিত। এই স্থানে প্রধানতঃ মুসলমানের বাস। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সওয়ারদিগের কেহ কেহ এই স্থানের অধিবাসী। সৈনিকেরা খুর্জ্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, পথের পার্শ্বে একটি নরকঙ্কাল রহিয়াছে। উহার মস্তক নাই। ভগ্ন অস্থিগুলিতে আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া উহা কোন ইউরোপীয় নারীর কঙ্কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই কথায় ইংরেজ-সৈন্য সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, স্থানীয় লোকের সমুচিত শাস্তিবিধানে সঙ্কল্প করে। ইহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করা হয়। অধিবাসীরা স্পষ্টভাবে কহে যে, তাহাদের কোন দোষ নাই; তাহারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এ সময় অতি সামান্য সূত্রে ইংরেজসৈনিকের জিঘাংসা কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিত, তাহা এই বিবরণে বুঝা যাইতেছে।

আর একটি বিষয়ে ইংরেজসৈনিকদিগের মধ্যে সহসা উত্তেজনার সঞ্চার হয়। যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে একজন সন্ন্যাসী বসিয়াছিল, এই সন্ন্যাসী মৌনী, সুতরাং সৈনিকদিগের কথার কোন উত্তর না দিয়া, আপনার সমক্ষে, যে ছোট বারকস্ ছিল, উহা পরীক্ষা করিতে সঙ্কেত করিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই বারকসখানিতে খাদ্যদ্রব্য ছিল।

প্রথমে উহাতে কোনরূপ অস্বাভাবিক বিষয় পাওয়া গেল না। সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, বারকসের নীচে ছিদ্র আছে, ছোট একখানি চতুষ্কোণ কাঠে ঐ ছিদ্র ঢাকা হইয়াছে; কাঠখানি খোলা হইলে ছিদ্রের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র জড়ান কাগজ পাওয়া গেল। উহা সেনাপতি হাবেলকের গ্রীক ভাষায় লিখিত পত্র। উহাতে সেনাপতি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লক্ষ্ণৌর ইংরেজদিগের উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প, গাড়ি ইত্যাদি নাই। এ সময়ে অপর সৈনিকদলের সাহায্যগ্রহণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে কোন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে এই পত্র পড়িবে, তিনি যেন তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হয়েন। সেনানায়ক গ্রিথেড্ এই পত্র পাইয়া অবিলম্বে কাণপুরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।* এ সময়ে, ইংরেজদিগকে স্থানান্তরে সংবাদ পাঠাইতে এবং স্থানান্তর হইতে সংবাদ আনিতে চরের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাঁহারা সাধারণের অজ্ঞাত ভাষায় পত্র লিখিয়া, চরের হস্তে সমর্পণ করিতেন। চরেরা ঐ পত্র নানাকৌশলে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া, নানাবেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিত। অনেক সময়ে ইহারা বিপক্ষ সিপাহী-দিগের শিবিরে গিয়া, তাহাদের সংবাদ আনিয়া দিত। লক্ষ্ণৌর অবরোধকালে ইংরেজদিগকে যে, এইরূপ চরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ইংরেজসৈন্য অতঃপর আলিগড়ে উপস্থিত হয়। সিপাহীরা পূর্ব্বেই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। যখন সৈনিকদল অগ্রসর হয়, তখন উচ্ছৃঙ্খল লোকে শিঙ্গা বাজাইয়া, ঢোল পিটিয়া, অশ্রাব্য ভাষার উচ্চারণ করিতে করিতে ইংরেজসৈন্যকে বাধা দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন দ্রুতগামী অশ্বগণ কামান লইয়া তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন ঐ সকল লোকের সাহসের সহিত বাচালতার অন্তর্দ্ধান করে। ইহারা দুইটি কামান ফেলিয়া নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক উহার দ্বাররোধ করে, এবং আক্রমণকারীদিগের ভয়ে অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। সৈনিকগণ ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। ইহাদের অনেকে ধান্যক্ষেত্রে আত্মগোপন করে। ইংরেজপক্ষের অশ্বারোহিগণ প্রত্যাবর্ত্তনকালে

* *Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I., p. 264-265.*

ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া অনেককে বধ করে। ইংরেজ সেনাপতির সমাগমে আলিগড়ের অধিবাসিগণ আহ্লাদিত হয়। এত দিন নানারূপ অশান্তিতে তাহারা নিরতিশয় বিব্রত ছিল; এখন শান্তিময় শাসনের ফলভোগ করিতে পাইবে বলিয়া, তাহারা সৈনিকদিগের আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহে আগ্রহযুক্ত হয়।

আলিগড়ের চৌদ্দ মাইল দূরে কাণপুরের দিকে আকব্বরাবাদ অবস্থিত। সেনানায়ক গ্রিথেড্ আলিগড়রক্ষার জন্য কতিপয় সৈনিক রাখিয়া, আকবরাবাদে যাত্রা করেন। আকবরাবাদে মঙ্গল সিংহ এবং মহাতাপ সিংহ, এই দুই যমজ ভ্রাতা কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করা হয়। সন্ধ্যাকালে ইংরেজপক্ষের অশ্বারোহিগণ উক্ত পল্লী অবরোধ করে। পলায়নকালে রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হয়েন। ইঁহাদের গৃহে তিনটি ছোট কামান এবং ইউরোপীয় কুলনারীদিগের ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়।

গ্রিথেড্ যখন উক্তরূপ অদ্ভুত উপায়ে সেনাপতি হাবেলকের লিখিত পত্র প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে আগরা হইতেও অনেক পত্র তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হয়। এই সকল পত্র ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আগরার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা পত্রে সাতিশয় কাতরভাবে সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রিথেড্ কাণপুরের পরিবর্ত্তে আগরায় যাইতে উদ্যত হইলেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত আগরার ঘটনা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কলবিনের দেহত্যাগের পর রীড সাহেব কিছু দিনের জন্য তৎপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে সৈনিকবিভাগের কর্ম্মচারীর কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে রীড সাহেবের স্থলে কর্ণেল ফ্রেজার নিয়োজিত হয়েন। কর্তৃপক্ষ আগরা বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। যাবতীয় বিষয়ের শৃঙ্খলাসাধনের জন্য কেহ কোনরূপ ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। সকলেই স্থানান্তরের সিপাহীদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় একান্ত ব্যাকুল ছিলেন। কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগের পূর্ব্বে এই সংবাদ প্রচারিত

হইয়াছিল যে, গোবালিয়রের উত্তেজিত সিপাহীরা মেহিদপুর, মালব, ভুপাল প্রভৃতি স্থানের সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আগরা আক্রমণ করিবে। গোবালিয়রের সিপাহীরা যেরূপে উত্তেজনার পরিচয় দেয়, মহারাজ শিন্দে যেরূপে তাহাদিগকে নিজের রাজধানীতে কিছুকালের জন্য রাখেন, দূরদর্শী দিনকর রাও যেরূপে এই আকস্মিক বিপদের শান্তি করিতে বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উত্তেজিত সৈনিকদল দীর্ঘকাল গোবালিয়রের অবস্থিতি করে নাই। তাহারা মহারাজের শাসন না মানিয়া, উচ্ছৃঙ্খলভাবে নানা স্থানে প্রধাবিত হয়। ক্রমে মধ্য ভারতবর্ষের পূর্ব্বোক্ত জনপদসমূহের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মিলনে তাহাদের বলবৃদ্ধি ঘটে। ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজসৈন্য চিরস্মরণীয় মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে প্রবেশ করে। উহার চারি দিন পরে যখন দিল্লীতে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনেক সিপাহী হতাশ হইয়া, দিল্লী পরিত্যাগ করে। ফিরোজ শাহ্ নামক একজন শাহ্ জাদা ইহাদের অধিনায়ক হইয়া ২৯শে সেপ্টেম্বর মথুরায় উপনীত হয়েন। এই স্থানে হীরা সিংহ নামক একজন স্থবাদারকর্ত্তৃক পরিচালিত ৭২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিকদলের সহিত ইহাদের সম্মিলন ঘটে। শেষে সম্মিলিত দল মধ্যভারতবর্ষের সিপাহীদিগের সহিত একত্র হয়। এই বিশাল সৈনিকদলের আক্রমণভয়ে আগরার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহারা এই জন্য নানা ভাষায় পত্র লিখিয়া, গ্রিথেডের নিকটে পাঠাইয়া দেন। গ্রিথেড্ কালবিলম্ব না করিয়া, আগরার অভিমুখে অগ্রসর হয়েন।

গ্রিথেড্ ৭ই অক্টোবর বিজয়গড়নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। পর দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে যাত্রা করিয়া, ১০ই তারিখ প্রাতঃকালে নৌসেতু দ্বারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া, আগরার দুর্গপ্রাচীরের সমীপে সমাগত হয়েন। ইংরেজসৈন্য সবিশেষ সত্বরতাসহকারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছিল। সূর্য্যতাপে ইহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল। পথের ধূলিরাশিতে ইহাদের পরিচ্ছদ নিরতিশয় মলিন হইয়া গিয়াছিল। ইহারা যখন দুর্গপ্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন যাঁহারা ইহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা ইহাদিগকে স্বদেশীয় লোক বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। একটি কুলনারী সমীপবর্ত্তী রেইক্স

সাহেবকে কহিয়াছিলেন—"এই ভীমদর্শন লোকগুলি নিশ্চয়ই আফগান।" রেইক্‌স্ সাহেবও সর্ব্ব প্রথম ইহাদিগকে ইংরেজসৈন্য বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।* আতপতাপে নিপীড়িত হইয়া, ধূলি ও কর্দ্দম তুচ্ছ বোধ করিয়া, ইহারা বিশ্রামব্যতিরেকে ৪৮ মাইল অতিক্রম পূর্ব্বক এইরূপ অপরিচ্ছন্নভাবে, এইরূপ বিবর্ণবদনে স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে পদার্পণ পূর্ব্বক দুর্গের পুরোভাগে প্রকাশ্য পথে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এ দিকে ইহাদের অধিনায়ক, কোথায় শিবিরসন্নিবেশ করিতে হইবে, কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই ঘণ্টা কাল, তাঁহার সহিত আগরার কর্ত্তৃপক্ষের এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইল। দুই ঘণ্টা কাল, পরিশ্রান্ত সৈনিকেরা দুর্গের সম্মুখে পথে রহিল। অবশেষে কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র ইহাদের শিবিরসন্নিবেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই ক্ষেত্রের যে যে স্থানে তাঁবু ফেলা হইবে, তাহা চিহ্নিত হইল। ঘোটকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থলে সন্নিবেশিত রহিল। সৈনিকেরা খাদ্যের আয়োজন করিতে লাগিল। কোন কোন আফিসর তাড়াতাড়ি দুর্গে গমন করিলেন। দুর্গবাসীদিগের অনেকে সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনে আশ্বস্ত হইয়া, বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধভাবে থাকাতে ইঁহাদের সাতিশয় কষ্টবোধ হইয়াছিল। এখন বহির্ভাগের বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিমুক্ত বায়ু ইহাদিগকে স্পর্শে স্পর্শে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতে লাগিল। এ দিকে শিবিরের লোকে তাড়াতাড়ি ভোজন করিয়া নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল। কেহ কেহ, যে সকল জিনিসপত্র পশ্চাতে ধীরে ধীরে আসিতেছিল, তৎসমুদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে ভূমিশয্যায় নিদ্রিত হইল। কেহ কেহ সমীপোপবিষ্ট বন্ধুগণের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ, যে কয়েকটি তাঁবু পঁহুছিয়াছিল, তৎসমুদয় খাটাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষতলে বসিয়া, পথশ্রান্তিজনিত অবসাদ দূর করিতে লাগিল। মোগলের রাজধানী যাহাদিগকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, বৃদ্ধ মোগল ভূপতি যাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আগরার দেড় লক্ষ অধিবাসীর দুই তৃতীয়াংশ কৌতূহলের আবেগে দলে দলে

* *Raikes, Notes on the Revolt &c., p. 70.*

কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আসিতে লাগিল। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত আকাশের প্রশান্তভাবের কোন ব্যত্যয় দেখা গেল না। পরিবর্দ্ধিত শস্যের কাণ্ড এবং পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষগুলি কেবল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। দূরে—অতিদূরে বিপক্ষদিগের অবস্থিতি বা আগমনের কোন নিদর্শন পরিব্যক্ত হইল না। আগরার কর্তৃপক্ষ সমাগত সেনাপতিকে জানাইলেন যে, দিল্লীর সৈনিকদিগের সমাগমবার্ত্তা শুনিয়া, বিপক্ষেরা ৯ মাইল দূরে কালী নদীর অপর পারে গিয়াছে। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত আপনাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আগরায় কোনরূপ শাসনশৃঙ্খলা ছিল না। কর্তৃপক্ষ যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া, সুনিয়মে আবশ্যক কর্ম্মসম্পাদনে সমর্থ ছিলেন না। এখন এইরূপ শৃঙ্খলাবিপর্য্যয়, এইরূপ অনভিজ্ঞতার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইল।

যখন ব্রিগেডের সৈনিকেরা নিরুদ্বেগে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল, তখন চারি ব্যক্তি নাগরা বাজাইতে বাজাইতে সহসা কাওয়াজের ক্ষেত্রে প্রহরী সৈনিকদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইল। একজন প্রহরী ইহাদিগকে চলিয়া যাইতে কহিল। অমনি ইহাদের একজন পরিচ্ছদের মধ্যস্থিত তরবারি বাহির করিয়া, তাহাকে কাটিয়া ফেলিল। অন্য একজন প্রহরী সহযোগীর সাহায্যার্থে আসিল। কিন্তু সেও আহত হইল। শেষে ক্ষেত্রস্থিত সৈনিকদিগের অস্ত্রাঘাতে এই চারি ব্যক্তিই দেহত্যাগ করিল। কিন্তু এই সংবাদ পশ্চাদ্ভাগের সৈনিকদলে প্রচারিত হইতে না হইতেই কামানের গভীর শব্দ শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। পর মুহূর্ত্তেই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ড সকল প্রবলবেগে শিবিরে পড়িতে লাগিল। যাহারা তৃণশয্যায় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিল, যাহারা বন্ধুজনের সহিত নানা কথায় আমোদিত হইতেছিল, যাহারা তরুতলে বসিয়া, নিশ্চিন্তমনে শারীরিক অবসাদ দূর করিতেছিল, যাহারা তাঁবু ফেলিবার, দ্রব্যাদি সাজাইবার, বাহনগুলিকে যথাস্থানে রাখিবার কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল, তাহারা সকলেই এই আকস্মিক ব্যাপারে অতিমাত্র চমকিত হইল। সৈনিকেরা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, আপনাদের অস্ত্র হাতে লইল, কেহ কেহ অশ্বে আরোহণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সৈন্য ও কামান, উভয়ই বিপক্ষদিগের পরাক্রমনাশের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই শিবিরের

ভৃত্যগণ, সৈনিকগণ, স্থানান্তর হইতে আগত পরিদর্শকগণ বিপক্ষের কামানের গোলায় একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

যে সকল আফিসর (ইঁহাদের মধ্যে লর্ড রবার্টস্ ছিলেন) দুর্গে গিয়াছিলেন, তাহারা প্রসন্নচিত্তে দুর্গস্থিত কুলমহিলাদিগের সহিত যেমন্ ভোজনস্থলে উপবিষ্ট হইয়াছেন, অমনি কামানের গভীর শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। এক বারের পর আর বার, তৎপর আর এক বার, এইরূপে বারংবার সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন দুর্গবাসীদিগের হৃদয়ে সন্ত্রাসের সঞ্চার করিল। ভোজনস্থলে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং একজন অপরকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিলেন—"এ কি! ইহা কখনও বিপক্ষের কামানধ্বনি নহে।" কিন্তু এই কথা আশ্বাসদায়ক হইল না। বিপক্ষগণই সহসা গ্রিথেডের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের কামানই এইরূপ ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করিতেছিল। আফিসরগণ মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, গৃহের সিঁড়ির দিকে ধাবিত হইলেন, এবং এক লম্ফে সজ্জিত অশ্বে উঠিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, যে দিকে কামানের শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে সবেগে অধিষ্ঠিত অশ্বের চালনা করিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে বিষম গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। লর্ড রবার্টস্ এইভাবে উপস্থিত দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন—"নানা বর্ণের নানা শ্রেণীর লোক—বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ; নানা শ্রেণীর ইতর জীব—হাতী, ঘোড়া, উট, বলদ; নানাপ্রকার জিনিসপত্র, নানা প্রকার যান এক স্থানে আসিয়া পড়িল। লোকে এরূপ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, যেন দৈত্য বা দানবেরা তাহাদের পশ্চাতে আসিতেছে। যাহারা সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া, দুর্গের বহির্ভাগে আসিয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার দুর্গে ফিরিয়া যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। যাহারা কৌতূহলী হইয়া, নগর হইতে শিবিরে যাইতেছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি পুনর্ব্বার নগরে যাইতে উদ্যত হইল। কামানের প্রথম বারের গর্জ্জনে ইহারা উদ্‌ভ্রান্তভাবে ধাবিত হইয়া, যে সকল যান বা বাহনে গ্রিথেডের দ্রব্যাদি, রুগ্ন বা আহতগণ আসিতেছিল, তৎসমুদয়ের মধ্যে পড়িল। সকলেই তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানের দিকে যাইতে উদ্যত; সকলেই তাড়াতাড়ি আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে ব্যস্ত। গাড়িতে

হাতীর পথ রুদ্ধ হইল। মানুষ হাতী দেখিয়া, এ উহার গায়ে গিয়া পড়িতে লাগিল। উটগুলির সহিত বলদগুলির সংঘর্ষ ঘটিল। অতিমাত্র গোলযোগে ও অশৃঙ্খলায় সকলের গন্তব্য পথই রুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িল। অথচ সকলেই আপনাদের পথ বিমুক্ত করিবার জন্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কামানের গর্জ্জনে মাহুতের ন্যায় হস্তীগুলিও ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা ভয়প্রযুক্ত অধিকন্তু অঙ্কুশের তাড়নায় বিকট রব করিতে লাগিল। গোযানের পরিচালকগণ, বলদগুলির অধিকতর বেগ জন্মাইবার জন্য, সবলে উহাদের লেজ মুচড়াইতে লাগিল। উটগুলিকে ঘোড়ার মত বেগে চালাইবার জন্য পরিচালকগণ এরূপ ব্যস্ত হইল যে, টানাটানিতে উহাদের নাসাবিদ্ধ রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল।" এইরূপে সকলেই তাড়িতবেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। আফিসরেরা অতিকষ্টে গন্তব্য পথ পরিষ্কার পূর্ব্বক শিবিরে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন. তাহাতে তাহাদের অতিমাত্র বিস্ময় জন্মিল। সমগ্র শিবির যেন ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এক স্থানে দুই জন অশ্বারোহী পরস্পর অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল। অন্য স্থানে এক জন সঙ্গীন, অপর জন তরবারি লইয়া, পরস্পরকে মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। স্থানান্তরে বিপক্ষদলের কতকগুলি অশ্বারোহী ইংরেজপক্ষের একটি কামান কিছু দূরে লইয়া গিয়াছিল। কোন স্থানে ইংরেজসৈনিকগণ সামরিক বেশে সজ্জিত হইবার অবসর পায় নাই—তাহারা জামা মাত্র গায়ে দিয়াই, বিপক্ষ অশ্বারোহীদিগের আক্রমণনিরোধে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সৈনিকদিগেরকিয়দ্দূরে—বামভাগে ইংরেজপক্ষের গোলন্দাজগণ কামানের গোলা চালাইতেছিল। ইহারাও সামরিক পরিচ্ছদধারণের সময় পায় নাই। এ দিকে সহিসেরা সবিশেষ সত্বরতাসহকারে ঘোটকগুলি সজ্জিত করিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলের পদাতিগণ আপনাদের অস্ত্রাদি লইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। সেনাপতি গ্রিথেড্ সিপাহীদিগের এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের কয়েক মিনিট পরেই ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি আক্রান্ত সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। সিপাহীরা সহসা ইংরেজের শিবির আক্রমণ করিয়াই হটিয়া গেল। ইংরেজসৈন্য ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ইহারা কামান ফেলিয়া, কালী নদীর অপর পারে চলিয়া গেল। ইহাদের পরিত্যক্ত ১৩টি কামান ইংরেজের অধিকৃত হইল।

গ্রিথেডের সৈনিকদল ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আগরায় রহিল। ১৪ই অক্টোবর ইহারা আগরা হইতে যাত্রা করিয়া, মৈনপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে ইহাদের অধিনায়কের পরিবর্ত্তন হইল। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কর্ণেল হোপ্ গ্রাণ্ট্, গ্রিথেডের স্থলে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লী হইতে গ্রিথেডের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। মৈনপুরীর ঘটনা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মৈনপুরীরাজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন আত্মীয়ের চেষ্টায় ধনাগার রক্ষিত হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্যের উপস্থিতির এক দিন পূর্ব্বেই তিনি কামান বারুদ ইত্যাদি ফেলিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ইংরেজসৈন্য উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দুর্গ বিনষ্ট করে, বারুদ উড়াইয়া দেয়। মৈনপুরীর সিবিল কর্ম্মচারিগণ বিপ্লবের কালে পলায়ন পূর্ব্বক আগরার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা এই সৈনিক-দলের সহিত কর্ম্মস্থলে আসিয়া, আপনাদের কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়েন। অতঃপর সৈনিকদল বিওয়ারনামক স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানে মিরাট, আগরা, ফতেগড়, এবং কাণপুরের পথ পরস্পরসংযোজিত হইয়াছে। ইংরেজসেনাপতি, বিওয়ারে স্যার জেম্‌স্ আউট্রামের পত্র পাইলেন। এই সেনাপতির পত্রও হাবেলকের পত্রের ন্যায় গ্রীকভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রখানি একখণ্ড পেনের অভ্যন্তরে পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পত্রবাহক ঐ পেন আপনার হাতছড়ির অন্তর্ভাগ প্রবেশিত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। চরগণ কিরূপ সুকৌশলে এবং কিরূপ সাবধানে ইংরেজের শিবিরে পত্রাদি লইয়া আসিত, তাহা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে। সেনাপতি আউট্রাম দিল্লীর সেনা-নায়কের নিকটে সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সেনাপতি সত্বর লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ২২শে অক্টোবর বিওয়ার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হইলেন, এবং তৎপর দিন কান্যকুব্জের প্রান্তবর্ত্তী মিরণ-কি-সরাই নামক স্থানে পঁহুছিলেন।

এই দিন বিপক্ষ সিপাহীদিগের সহিত ইংরেজসৈন্যের ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। সিপাহীরা আপনাদের কামান লইয়া, কালী নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হয়। এ পার হইতে ইংরেজসৈন্য গোলাবৃষ্টির আরম্ভ করিলে, তাহারা কামান ফেলিয়া যায়। হোপ্ গ্রাণ্টের সৈন্য নদী পার হইয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়।

তাহাদের পদাতিগণ অদৃশ্য হয়। তাহাদের অশ্বারোহিগণ সবেগে গঙ্গার জলে গিয়া পড়ে। অনেকে স্রোতোবেগে ভাসিয়া যায়। কেহ কেহ অপর তটে উত্তীর্ণ হয়। ২৬শে অক্টোবর হোপ্ গ্রান্টের সৈনিকদল কাণপুরে পহুঁছে। ৩১শে তাহারা আলমবাগ এবং বানিসেতুর মধ্যভাগের প্রান্তরে উপস্থিত হয়। প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি পর্য্যন্ত তাহারা এই স্থানে অবস্থিতি করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল্ ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়া, ১৩ই আগষ্ট ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পহুঁছেন। এই সময়ে চারি দিক বিপ্লবময় ছিল। সমগ্র অযোধ্যাপ্রদেশ উত্তেজিত সিপাহীদিগের যথেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হইয়াছিল। রোহিলখণ্ডে ইংরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে ভয়াবহ বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল। মোগলের রাজধানীর পুরোভাগে ইংরেজসৈন্য অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। মধ্যভারতবর্ষ উত্তেজিত লোকের উত্তেজনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক স্থানে সংবাদ-প্রেরণের পথ অবরুদ্ধ ছিল। এইরূপ সঙ্কটকালে স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেল প্রধান সেনাপতির কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। তিনি কিরূপে চারি দিকে পরিব্যাপ্ত ভয়ঙ্কর অগ্নিস্তূপের নির্ব্বাপণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

সর্ব্বপ্রথম প্রধান সেনাপতি বিপ্লবের ক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চীনদেশে যে সৈন্য যাইতেছিল, তাহা ভারতের বিপ্লবনিবারণে নিয়োজিত হয়। রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীল আপনার নৌসেনা ও কামান লইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হয়েন। মরীচ দ্বীপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ হইতে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হয়। এইরূপে বিভিন্ন স্থানের সৈনিক পুরুষগণ এখন গবর্ণমেণ্টের বিলুপ্তপ্রায় প্রাধান্যের পুনঃস্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। স্যার্ কোলিন কাম্প্‌বেল ২৭শে অক্টোবর কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, রাত্রিদিন ঘোড়ার ডাকে গিয়া, ১লা নবেম্বর এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। তৎপর দিন তিনি ফতেপুরে পহুঁছেন। প্রধান সেনাপতি যখন এইরূপ সত্বরতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন কাণপুরের পথে কাপ্তেন

পীল সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ভারতের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে এই যুদ্ধ হয়। ফতেপুরের প্রায় ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে কাজোয়া নামক পল্লী অবস্থিত। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব এই স্থানে তাঁহার ভ্রাতা সুলতান সুজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের অধিকারে প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইয়াছিলেন। দানাপুরের বহুসংখ্যক সিপাহী কাজোয়ার সমবেত হইয়াছিল। ১লা নবেম্বর ইংরেজসৈন্য ইহাদের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে ইংরেজ সেনানায়ক নিহত হয়েন, কিন্তু রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীলের কৌশলে সিপাহীদিগের দলভঙ্গ হয়। এই যুদ্ধের এক দিন পরে অর্থাৎ ৩রা নবেম্বর প্রধান সেনাপতি কাণপুরে উপনীত হয়েন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌর দিকে তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌতে তাঁহার স্বদেশীয়ের নিকটে যে খাদ্য দ্রব্যাদি আছে, তাহাতে নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। খাদ্যের অভাবে অধিকন্তু পরাক্রান্ত বিপক্ষের অস্ত্রবর্ষণে তাঁহাদের সৈনিকগণ, বালকবালিকাগণ, কুলমহিলাগণ একান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। তিনি ইহা ভাবিয়া, সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্ণৌর বিপন্ন স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হোপ্ গ্রাণ্ট আপনার সৈনিকদল লইয়া আলমবাগ এবং বানিসেতুর মধ্যভাগের বিস্তৃত প্রান্তরে অবস্থিত করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি আপনার প্রধান সহকারী ব্রিগেডিয়ার মানস্‌ফীল্ডের* সহিত ৯ই নবেম্বর এই স্থানে সমাগত হয়েন। তাঁহার আদেশে সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্‌হাম কাণপুররক্ষার জন্য ঐ স্থানে থাকেন।

স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের সৈনিকগণ যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করে, তখন তাহাদের চারি দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের ফল পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। পথে মানবের সমাগম ছিল না। উদ্দাম কুক্কুর ভিন্ন আর কোন জীবিত প্রাণীকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত না। লোকালয়ে লোকবসতি ছিল না। সেনাপতি হাবেলকের উপস্থিতির সময়েই পল্লীবাসিগণ আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। জনবহুল পল্লী, লোকপূর্ণ রাজপথ, কৃষীবলপূর্ণ কৃষিক্ষেত্রসমূহ, সমস্তই নিস্তব্ধভাবে ছিল। এইরূপ জনসম্পর্কশূন্য স্থান অতিক্রম করিয়া,

* ইনি অতঃপর লর্ড উপাধি পাইয়া, লর্ড সাণ্ডহর্ষ্ট নামে অভিহিত হয়েন।

প্রধান সেনাপতি ওয়াজিদ আলির রাজধানীর প্রান্তভাগে উপনীত হয়েন। তিনি কেবল স্বদেশীয় সৈনিকগণে বলসম্পন্ন হয়েন নাই। নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ্ বাহাদুর সিপাহীবিপ্লবের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে নেপালী সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব প্রথমে লর্ড কানিঙের অনুমোদিত হইয়াছিল। জঙ্গ্ বাহাদুর স্বয়ং তিন হাজার সৈন্য লইয়া, আপনাদের সমুন্নত পার্ব্বত্য ভূখণ্ড হইতে ভারতের সমতল ক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। জঙ্গ্ বাহাদুর ইংলণ্ডের গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অবস্থাদর্শনে তাঁহার উদ্বোধ হইয়াছিল যে, ইংরেজ ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষায় কখনও অসমর্থ হইবেন না।* উপস্থিত সময়ে জঙ্গ্ বাহাদুর প্রকৃতরূপে নেপালের শাসনদণ্ডের পরিচালক ছিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার যেমন অনুরাগ, সিপাহীদিগের উপর তাঁহার সেইরূপ বিদ্বেষভাব ছিল। সুতরাং তিনি এই সময়ে ইংরেজের উপকার এবং সিপাহীদিগের শোণিতপাত করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত হইলেন। কিন্তু জঙ্গলময় তরাই অতিক্রমের পর, তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিল যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে কি না, তদ্বিষয়ের বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহার সৈন্য ১৫ই জুনের মধ্যে অযোধ্যায় পহুঁছিবে বলিয়া, আশা করিয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কথায় তাহারা পুনর্ব্বার আপনাদের রাজধানী কাঠমুণ্ডের দিকে যাত্রা করিল। আরণ্য ভূভাগের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে তাহাদের অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এইরূপ কষ্টভোগ পূর্ব্বক আপনাদের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছে, এমন সময়ে কলিকাতা হইতে সংবাদ পহুঁছিল যে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং ২৬শে জুন গুর্খা সৈন্য পুনর্ব্বার নেপালের পার্ব্বত্য ভূখণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় জঙ্গল অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা যে সময়ে ব্রিটিশাধিকৃত জনপদে উপস্থিত হয়, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং স্যার হিউ হুইলার উত্তেজিত সিপাহীর অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে জঙ্গ্ বাহাদুর নিরতিশয় বিরক্তি হইয়াছিলেন। তিনি

* *William Digby, A friend in need: Friendship forgotten, p. 43.*

আপনার একজন ইংরেজ বন্ধুকে কহিয়াছিলেন—"আপনি দেখুন আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ শাসনকর্ত্তারা যখন রাজ্যশাসন করিতেছেন, তখন আপনারা কিরূপে ভারতবর্ষ রক্ষার আশা করিতে পারেন?* কিন্তু যাঁহার হস্তে এ সময়ে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড সমর্পিত ছিল, তাঁহাকে সাবধানে প্রত্যেক কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছিল। গুর্খাদিগের উপর লর্ড ডালহৌসীর তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। যখন ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইত, তখনই গুর্খাগণ অস্ত্রাদির সংগ্রহে ব্যাপৃত হইত। তাহাদের মধ্যে এই সময়ে শত্রুতাচরণের নিদর্শন দেখা যাইত।† ইহা ভাবিয়াই, লর্ড কানিঙ্ নেপাল-গবর্ণমেণ্টের সাহায্যগ্রহণ সম্বন্ধে প্রথমে দোলায়মানচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পুনর্ব্বার বিবেচনার পর তিনি ইহাদের সাহায্যগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। স্যার হেন্‌রি লরেন্স দৃঢ়তাসম্পন্ন গুর্খাদিগকে তাহাদের পর্ব্বতময় বসতিক্ষেত্র হইতে শীঘ্র আনিবার জন্য গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যদি গুর্খা সৈন্য যথাসময়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে স্যার হেন্‌রি লরেন্স বিপক্ষ সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া স্যার হিউ হুইলারের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইতেন।‡ যাহা হউক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে নেপাল গবর্ণমেণ্টের উপর সন্দিগ্ধ হইলেও উক্ত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়কায়, সাহসী সৈনিকগণ ইংরেজের পক্ষসমর্থনে কিছুমাত্র ঔদাস্য বা কিছুমাত্র অস্থিরতার পরিচয় দেন নাই। তাহারা পরমবিশ্বস্ত যুদ্ধবীরের ন্যায় সিপাহী-দিগের সহিত যুদ্ধে সাহস ও পরাক্রমের একশেষ দেখাইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহাদের অসামান্য বীরত্বের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতির আগমনের পূর্ব্বে ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতে কি ঘটিতেছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম্ বিপক্ষ সিপাহীদিগকে লক্ষ্ণৌ হইতে একবারে নিষ্কাশিত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে, লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, ইতিহাসের সূত্রানুসারে ইহা প্রকৃত নহে। তাঁহাদের

* *Mead, Sepoy Revolt, p, 87.*

† *Martin, Indian Empire, Vol. II., p. 278.*

‡ *Mead, Sepoy Revolt, p. 86.*

আগমনে অবরুদ্ধদিগের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল মাত্র। ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখনও সিপাহীরা আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিল। সেনাপতি আউট্রাম সিপাহীদিগের দল বিচ্ছিন্ন করিয়া কাণপুরে যাইবার পথ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আউট্রাম প্রথমে সৈনিকদিগের অবস্থিতির জন্য নদীতীরবর্ত্তী তারা কুঠী, ছত্রমঞ্জিল, ফরিদবক্স প্রাসাদ অধিকার করিতে উদ্যত হয়েন। ২৬শে সেপ্টেম্বর এই সকল স্থান অধিকৃত হয়। ৬ই নবেম্বর তাঁহার নিকটে সংবাদ পহুঁছে যে, হোপ গ্রাণ্ট্ আপনার সৈনিক দল লইয়া, আলমবাগের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছেন। এই খানে তিনি প্রধান সেনাপতির আগমনপ্রতীক্ষায় শিবিরসন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন।

স্যার জেমস্ আউট্রাম প্রধান সেনাপতিকে লক্ষ্ণৌর অবস্থা এবং আপনাদের সৈন্যসন্নিবেশের বিবরণ প্রভৃতি জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা একান্ত দুঃসাধ্য ছিল। পথে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের বিপুল ব্যূহ ভেদ করিয়া যাওয়া, এ সময়ে একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। হেন্‌রি কাবেনা নামক দেওয়ানী বিভাগের একজন কর্ম্মচারী এই অসম্ভব কর্ম্ম সাধনে উদ্যত হইলেন। ইংরেজের অবয়বে সচরাচর যে সকল বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কাবেনার দেহে তৎসমুদয়ের কিছুরই অভাব ছিল না। তাহার দেহ দীর্ঘ, বর্ণ গৌর, কেশ-গুচ্ছ তাম্ররাগযুক্ত ছিল। এই সকল লক্ষণ ছদ্মবেশধারণের একান্ত অন্তরায় হইয়াছিল। স্যার জেমস্ আউট্রাম যদিও সাহসিককর্ম্মসাধনে উৎসাহদাতা ছিলেন, তথাপি কাবেনার অবয়বগত লক্ষণ দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। কিন্তু কাবেনা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি আউট্রামের কথায় নিরস্ত হইলেন না। যাবতীয় বিপদের মধ্যেও সঙ্কল্পিত কর্ম্মসাধনে তাঁহার দৃঢ়তা ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। আউট্রাম তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। কাবেনা পরস্বাপহারক বদ্‌মায়েসের বেশ পরিগ্রহণ করিলেন। তিনি চুলগুলি ছোট করিয়া ছাটিয়া ফেলিলেন, রেশমী কাপড়ে আঁটা পায়জামা, মস্‌লিনের আঁটা শার্ট পরিলেন। শার্টের উপর হরিদ্রাবর্ণের অঙ্গরক্ষা রহিল। কোমরে শ্বেতবর্ণ কোমরবন্ধ, এবং কাঁধে একখানি রঙ্গীণ কাপড় রাখা হইল। মাথায় শ্বেতবর্ণের পাগড়ী শোভা পাইল। কাঁধ পর্য্যন্ত দেহের সমুদয় ঊর্দ্ধভাগ

এবং কণুই পর্য্যন্ত সমুদয় হাতে তৈলমিশ্রিত কাল রঙ্ লেপিয়া দেওয়া হইল। এই অপূর্ব্ব বেশ পরিগ্রহের পর কাবেনা এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তরবারি লইয়া, কানোজী লাল নামক এক জন বিশ্বস্ত চরের সহিত ৯ই নবেম্বর রাত্রি ৯টার সময়ে প্রধান সেনাপতির শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পর দিন তিনি নিরাপদে প্রধান সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলেন। কাবেনার এইরূপ সাহসে, আউট্রামের নির্দ্দিষ্ট যাবতীয় বিষয় স্যার্ কোলিনের গোচর হইল। প্রধান সেনাপতি যখন আলমবাগের পুরোবর্ত্তী প্রান্তরে হোপ্ গ্রাণ্টের সহিত সম্মিলিত হয়েন, তখন বিপক্ষগণ স্থানে স্থানে দবলদ্ধ হইয়া, এবং স্থানে স্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, তাঁহাকে বাধা দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। আউট্রাম, কাবেনার সহিত যে ভাবে প্রধান সেনাপতির গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতি প্রায় তদনুসারে আপনার পথ ঠিক করিয়া লইলেন। তিনি ১১ই নবেম্বর অপরাহ্ণকালে আপনার সৈনিকদল পরিদর্শন করিলেন। পর দিন সূর্য্যোদয়সময়ে তাঁহার সৈন্য রেসিডেন্সির অভিমুখে যাত্রা করিল।

১৩ই নবেম্বর প্রধান সেনাপতি আলমবাগ এবং দেলকোশা বাগানের মধ্যবর্ত্তী জেলেলাবাদ নামক স্থানের মৃণ্ময় দুর্গ অধিকার করেন। পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার সৈন্য দেলকোশা বাগানে উপস্থিত হয়। ইংরেজসৈন্য এই বাগান এবং মার্টিনিয়ার কালেজ অধিকার করে। মার্টিনিয়ার হইতে তাহারা সেকেন্দরবাগের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে উপনীত হয়। এই পল্লীর সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া, তাহারা সেকেন্দরবাগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সিপাহীরা সেকেন্দরবাগের মধ্যবর্ত্তী দোতলা বাড়ীর জানালা প্রভৃতি হইতে এরূপ তীব্রবেগে গুলিবৃষ্টির আরম্ভ করে যে, উহাতে ইংরেজসৈন্য সাতিশয় বিব্রত হইয়া পড়ে। এই সময়ে শিখদিগের সাতিশয় সাহস ও পরাক্রম পরিস্ফুট হয়। কামানের গোলায় সেকেন্দরবাগের প্রাচীর যখন ভগ্ন হয়, তখন হাইলাণ্ডার, শিখ, পঞ্জাবের মুসলমান প্রভৃতি সকলেই অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের জন্য আপনাদের সাহসের পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়া উঠে। প্রথমে এক জন হাইলাণ্ডার, ভগ্ন প্রাচীরে উঠিয়া, যেমন ভিতরে লাফাইয়া পড়ে, অমনি গুলির আঘাতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। পঞ্জাবের ৪সংখ্যক পদাতিদলের এক জন

শিখ তাহার অনুসরণ করে। কিন্তু অবিলম্বে তাহারও ঐ দশা ঘটে। অতঃপর ইংরেজপক্ষের অন্য সৈনিকেরা অগ্রসর হয়। গোকুল সিংহ নামক শিখ সুবাদার ঐ পথে আপন দলের সৈন্যের পরিচালনা করেন। উক্ত দলের মোকারব খাঁ নামক একজন পঞ্জাবী মুসলমান যার পর নাই সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করে। সেকেন্দরবাগের বৃহৎ দ্বার যখন অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন মোকারব খাঁ উহাতে বাধা দিবার জন্য আপনার বাম হস্ত উভয় দ্বারের মধ্যদেশে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তরবারিতে ঐ হস্ত আহত হইলে, মোকারব উহা টানিয়া আনিয়া আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রবেশিত করে। তরবারির আঘাতে ঐ হাত কণুই পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু মোকারবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দ্বারদেশ উন্মুক্তভাবে থাকে। ঐ উন্মুক্ত পথে ইংরেজপক্ষের ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল সেকেন্দরবাগে প্রবেশ করে।* এই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির উরুদেশ আহত হইয়াছিল। কিন্তু আঘাত গুরুতর হয় নাই।

যে সকল সৈনিকপুরুষ এই সময়ে প্রধান সেনাপতির দলে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ উপস্থিত যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার দলের ফর্‌বস্‌-মিচেল নামক এক জন সার্জেণ্ট্‌ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সেকেন্দরবাগের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পিপুল বৃক্ষ ছিল। উহার শাখাগ্র ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উহার নিম্নদেশে শীতলজলপূর্ণ কয়েকটি জালা রহিয়াছিল, যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তখন কতিপয় ইংরেজসৈনিক উহার শীতল ছায়ায় শ্রান্তিবিনোদন এবং জালার শীতল জলে পিপাসাশান্তির জন্য বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। ঐ স্থলে আপনাদের দলের কতিপয় সৈনিকের মৃতদেহ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের এক জন শবগুলির আঘাতের স্থান পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল যে,বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত গুলিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া, সেই ব্যক্তি বৃক্ষের উপরিভাগে কেহ রহিয়াছে কি না, পর্য্যবেক্ষণের জন্য অপর একজনকে অনুরোধ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিল "হাঁ! আমি দেখিতে পাই-

* *Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I., pp. 326-327.*

য়াছি,” ইহা কহিয়াই, সেই ব্যক্তি লক্ষ্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বন্দুক ছুঁড়িল। অমনি বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে একটি সুসজ্জিত ও গতাসু দেহ ভূপতিত হইল। উহার পরিধানে গোলাপীরঙ্গের রেশমী কাপড়ের আঁটা পায়জামা, এবং অঙ্গরক্ষা ছিল। ভূপতনে বক্ষোদেশের দিকে অঙ্গরক্ষার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনাবৃত বক্ষঃস্থল দর্শনে উহা নারীদেহ বলিয়া বোধ হইল। এই নারী দুটি পিস্তল লইয়াছিল। একটি গুলিভরা পিস্তল তাহার কটিদেশে আবদ্ধ ছিল। যে ব্যক্তি বন্দুক ছুড়িয়াছিল, সে যখন এই বিষয় জানিতে পারিল, তখন গলদশ্রুলোচনে কহিল,—“আমি যদি ইহাকে পূর্ব্বে নারী বলিয়া জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে সহস্রবার মরিলেও ইহার প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতাম না।*” সেকেন্দরবাগের বাটী অতঃপর বিধ্বস্ত হয়। এখন একখানি ছোট বাগানবাড়ী ব্যতীত এই গৃহের কোন চিহ্ন নাই। এইরূপে এক সময়ে বিপ্লবঘটিত যাবতীয় নিদর্শন বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, দিল্লীর পাহাড়ের স্মৃতিচিহ্নসমূহ এবং লক্ষ্ণৌর সুদৃশ্য রেসিডেন্সি সমভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু দূরদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট এইরূপ প্রস্তাব সমীচীন বোধ হয় নাই। এই সকল চিহ্ন শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রজাবর্গের অসামান্য বীরত্বসংস্কৃত রাজভক্তির সাক্ষীস্বরূপ। ইংরেজ এবং এতদ্দেশীয়গণ যে, সমভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, তাহা এই সকল চিহ্ন দর্শকের মানসপটে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া দেয়। অধিকন্তু এই সকল চিহ্ন শাসকবর্গকে প্রজালোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। বস্তুতঃ এইরূপ চিহ্ন যেমন ইংরেজ ও ভারতবাসীর বীরত্বের দ্যোতক এবং রাজভক্তির উদ্দীপক, সেইরূপ ঘটনাবৈগুণ্যে মানবের প্রকৃতি কিরূপ শ্বাপদভাবে পরিণত হয়, তাহারও পরিচায়ক। এইরূপে এই সকল বিপ্লবঘটিত চিহ্ন হইতে নানা বিষয়ে উপদেশ লাভ হয়। লর্ড লরেন্সের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি জুম্মামস্‌জিদের ধ্বংসসাধন করিতে দেন নাই। লর্ড রবার্ট্‌সের ন্যায় বীর পুরুষ এইরূপ অসভ্যভাবের সমর্থন করেন নাই।†

* *Forbes-Mitchell, Reminiscences of the Great Mutiny p. 57-58.*

† *Forty-one years in India. Preface, p. IX.*

১৬ই নবেম্বর অপরাহ্নকালে ইংরেজপক্ষের হতাবশিষ্ট সৈনিকগণ পুনর্ব্বার রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের বামভাগে প্রায় এগার শত গজ পর্য্যন্ত খোলা ময়দান; ময়দানের পার্শ্বে একটি মাত্র ক্ষুদ্র পল্লী; দক্ষিণভাগে প্রায় তিন শত গজ পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর; তৎপরে প্রায় চারি শত গজ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ঝোপ—মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র কুটীর এবং বাগান, ইহার পর নবাব গাজিউদ্দীন হাইদরের প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির শাহনজিফ্। * এই সমাধিমন্দির শ্বেত প্রস্তরের গুম্বজে সুশোভিত; উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। শাহনজিফের কিয়দ্দূরে কদমরসুল নামক একটি ক্ষুদ্র মসজিদ। †

ইংরেজপক্ষের পদাতিগণ যখন পূর্ব্বোক্ত পল্লী অধিকার করে, তখন তাহারা তাদৃশ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার পর গোলন্দাজেরা শাহনজিফ্ এবং কদমরসুলের দিকে গোলা বর্ষণ করিতে থাকে। শিখ পদাতিগণ শেষোক্ত মস্জিদ অধিকার করে। কিন্তু শাহনজিফ্ অধিকার করা সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়া উঠে। এই মসজিদের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে এবং উহার উন্নত প্রাচীরের অন্তর্ভাগে অবস্থিতি করিয়া, সিপাহীগণ গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। প্রধান সেনাপতি অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া, সাতিশয় উদ্বেগের সহিত ঐ মসজিদের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া থাকেন। তদীয় সহযোগীরা তাঁহার নিকটে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, উদ্বিগ্নভাবে আত্মপক্ষের সৈনিকদিগের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন। প্রথমে যাহারা মস্জিদ আক্রমণে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের সাহায্যের জন্য আরও পদাতি প্রেরিত হয়। কিন্তু এইরূপ বলবৃদ্ধিতেও তাদৃশ সুবিধা ঘটে নাই। সিপাহীগণ তিন ঘণ্টাকাল সমান উদ্যম, সমান ক্ষিপ্রকারিতা, সমান পরাক্রমের সহিত আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেয়। তাহাদের কামানে, তাহাদের বন্দুকে, ইংরেজপক্ষের যার পর নাই ক্ষতি হয়। প্রধান সেনাপতি আত্মপক্ষের বলক্ষয় দেখিয়া, চিন্তিত হয়েন। তাঁহার একজন পার্শ্বচরের বাহুদেশ ছিন্ন হয়, অন্য একজন

* ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের জামাতা আলির সমাধিমন্দির নজফ্ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। শাহ নজিফ এই সমাধিমন্দিরের প্রতিকৃতিস্বরূপ।

† কদমরসুল মহম্মদের পদচিহ্ন। আরব হইতে মহম্মদের পদাঙ্কযুক্ত একখানি প্রস্তর আনিয়া এই মস্জিদে রাখা হইয়াছিল। বিপ্লবের সময়ে এই পবিত্র প্রস্তর স্থানান্তরিত হয়। —*Forty-one years in India. Vol. I., p. 330, note.*

আহত হয়েন। একজন সেনানায়কের বাহন নিহত হওয়াতে তিনি ভূপতিত হয়েন। এদিকে রাত্রি সমাগত এবং চারি দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকে। এই সকল কারণে প্রধান সেনাপতি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, উদ্বেগে তাঁহার ললাটরেখা আকুঞ্চিত হয়, মুখভঙ্গীতে গভীর দুশ্চিন্তার নিদর্শন অভিব্যক্ত হইতে থাকে। বিপক্ষদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করা তাঁহার নিকটে এখন অসম্ভব বোধ হইল। তাঁহার সৈন্য অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না; পশ্চাৎ হটিয়া যাইতেও ইচ্ছা করিল না। তাহারা যেমন অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল, অমনি সমুন্নত প্রাচীরের রন্ধ্রদেশ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া তাহাদের অনেকের প্রাণনাশ করিতে লাগিল। ইংরেজসৈন্য বহুকষ্টে প্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু তাহারা যেখানে উপস্থিত হইল, সেখানে দ্বারদেশ তাহাদের পরিদৃষ্ট হইল না। তাহাদের সঙ্গে মই ছিল না। সুতরাং উন্নত প্রাচীরে উঠিবার কোন সুবিধা দেখা গেল না। কামানের গোলায় সুদৃঢ় প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু প্রকাণ্ড প্রাচীরের দৃঢ়তা এই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রকেও পরাজিত করিল। চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, কাপ্তেন পীল কামান ফিরাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। এদিকে প্রধান সেনাপতি হত ও আহতদিগকে লইয়া আসিবার জন্য সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্টের নিকটে আদেশ পাঠাইলেন। এইরূপে পশ্চাৎ হটিয়া যাওয়াই একরূপ সিদ্ধান্ত হইল।

যিনি সেনাপতির আদেশ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সহিত পরামর্শের পর সেনানায়ক হোপ্ স্থির করিলেন যে, সেনাপতির আদেশপালনের পূর্ব্বে প্রাচীরের কোন স্থান দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় কি না, দেখিতে হইবে। ইঁহারা দুই জনে জঙ্গলের অন্তরাল দিয়া অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইঁহারা প্রাচীরের এক স্থানে ফাটাল দেখিতে পাইলেন। এই স্থান দিয়া, উভয়ে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য সৈনিকও ঐ পথে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাদের গতিরোধ হইল না। সিপাহীরা পূর্ব্বেই শাহনজিফ্ হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। আক্রমণকারিগণ বিনা বাধায় অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাচীরের দ্বার খুলিয়া দিল এবং প্রধান সেনাপতিকে জানাইল যে, পশ্চাদ্গমনের প্রয়োজন নাই। এই দুরধিগম্য স্থান তাহাদের অধিকৃত হইয়াছে।

ইংরেজসৈন্য সন্ধ্যার পর শাহনজিফে প্রবেশ করে। সিপাহীরা আপনাদের খাদ্য দ্রব্যাদি ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়াছিল। সৈনিকেরা অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, প্রদীপ যথাস্থানে জ্বলিতেছে, চাপাটি প্রস্তুত রহিয়াছে, ডাল তখনও হাঁড়িতে ফুটিতেছে। যাহা হউক, শাহনজিফের পর আরও দুইটি স্থান অধিকারের প্রয়োজন হয়। এদিকে রেসিডেন্সির সেনানায়কগণও নিশ্চেষ্টভাবে থাকেন নাই। যাহাতে প্রধান সেনাপতি সহজে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, তাঁহারা তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। সেনাপতি হাবেলক যখন জানিলেন যে, সেকেন্দরবাগ প্রধান সেনাপতির অধিকৃত হইয়াছে, তখন তিনি কুল্যা দ্বারা ফরিদবক্স প্রাসাদের বাহিরের প্রাচীর উড়াইয়া দিলেন এবং ঐ ভগ্ন স্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, বিপক্ষদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার পদাতিগণ ফরিদবক্স এবং মতিমহলের মধ্যবর্ত্তী দুইখানি বাড়ী আক্রমণ ও অধিকার করিল। ইহাতে প্রধান সেনাপতির পথ অধিকতর সুগম ও উহার দূরত্ব অধিকতর অল্প হইয়া উঠিল। ১৬ই নবেম্বর এই ঘটনা হয়। ১৭ই নবেম্বর উষাকালের পূর্ব্বে স্যার্ কোলিনের সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের নাগরার শব্দ ও ঘণ্টাধ্বনিতে জাগরিত হইয়া খোর্সেদমঞ্জিল* আক্রমণে প্রস্তুত হইতে থাকে। শাহনজিফ্ অধিকার করিতে স্যার্ কোলিনের প্রভূত বলক্ষয় হইয়াছিল। এই জন্য স্যার্ কোলিন্ অতিসাবধানে আপনার দল হইতে সৈনিক নির্ব্বাচন করিয়া, তাহাদিগকে এই কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। খোর্সেদমঞ্জিল অধিকৃত হয়। সিপাহীরা ঐ স্থান হইতে মতিমহলে পহুঁছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হাবেলক মতিমহল পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মতিমহল অধিকৃত হইলেই, অবরুদ্ধদিগের সহিত তাহাদের উদ্ধারকারী সৈনিকদলের সম্মিলনের সুযোগ ঘটে। এই সুযোগও দূরবর্ত্তী হইল না। সিপাহীরা মতিমহলরক্ষার জন্য যথোচিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ইংরেজসৈন্য মতিমহল অধিকার করিল।

যখন খোর্সেদমঞ্জিল অধিকৃত হয়, তখন প্রধান সেনাপতি, রবার্ট্‌স্‌কে আপন

* খোর্সেদ—সূর্য্য; মঞ্জিল—গৃহ। লক্ষ্ণৌপ্রবাসী ইংরেজদিগের নিকটে এই বাড়ী খানাঘর নামে পরিচিত। ৩২ সংখ্যক পদাতিদলের সৈনিকেরা এই গৃহে ভোজনাদি করিত।

দলের পতাকা উক্ত গৃহের উপরে স্থাপন করিতে আদেশ দেন। তাঁহারা কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা আউট্রামকে জানাইবার জন্য এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। রবার্ট্‌স্‌, প্রধান সেনাপতির একজন পার্শ্বচর এবং অন্য একটি সৈনিকপুরুষের সাহায্যে খোর্সেদমঞ্জিলের উপর আপনাদের পতাকা স্থাপন করেন। বিপক্ষদিগের একজন জমাদার কৈশরবাগ হইতে উক্ত পতাকার দিকে কামান ঠিক করিয়া গোলা নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত গোলায় পতাকা পড়িয়া যায়। রবার্ট্‌স্‌ উহা তুলিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত স্থলে স্থাপন করেন। সিপাহীদিগের কামানের গোলায় পুনর্ব্বার উহা ভূপতিত হয়। কিন্তু রবার্ট্‌স্‌ ইহাতেও হতোদ্যম না হইয়া, তৃতীয় বার আপনাদের জয়পতাকা স্থাপন করেন।* ভারতের পূর্ব্বতন প্রধান সেনাপতি (লর্ড রবার্টস্‌) এক সময়ে এইরূপ সাহস ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যে জমাদারের নিক্ষিপ্ত গোলায় ইংরেজের জয়পতাকা অধঃপাতিত হইয়াছিল, বিপক্ষগণ তদীয় লক্ষ্যভেদকৌশলের পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাকে ৫০০ শত টাকা পারিতোষিক দিয়াছিল।†

মতিমহল অধিকৃত হইলেও সিপাহীদিগের উদ্যমভঙ্গ হইল না। তাহারা কৈশরবাগ হইতে মতিমহল ও খোর্সেদমঞ্জিলের মধ্যভাগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রধান সেনাপতি, খোর্সেদমঞ্জিলে ছিলেন। রেসিডেন্সির সৈনিকেরা গোলাবৃষ্টির মধ্যেও মতিমহল হইতে খোর্সেদমঞ্জিলে যাইতে লাগিল। স্যার্ হেনরি হাবেলক, স্যার্ জেমস্‌ আউট্রাম, অক্ষতদেহে গিয়া, খোর্সেদমঞ্জিলের নিম্নাবনত ভূমিতে স্যার্ কোলিনের সহিত সম্মিলিত হইলেন। কর্ণেল নেপিয়ার (পরে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ার) যাইবার সময়ে আঘাত পাইলেন। হাবেলকের পার্শ্বচর সেই ভীষণ গোলাবৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক খোর্সেদমঞ্জিলে গিয়া, হাবেলককে কহিলেন যে, তদীয় তনয়ও আহত হইয়াছেন। হাবেলক কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, প্রধান সেনাপতির সহিত ধীরভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তনয়ের আঘাত সাঙ্ঘাতিক হয় নাই। এইরূপে প্রধান সেনাপতি আলমবাগের নিকটবর্ত্তী

* *Forbes-Mitchell, Reminiscences of the Great Mutiny, p. 101. Comp. Forty-one years in India. Vol. I. p. 337.*

† *The English Captives in Oudh, p. 38.*

প্রান্তর হইতে পাঁচ দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই অভিযানে তিনি যার পর নাই ক্ষতি স্বীকার করেন। তাঁহার ৪৫ জন আফিসার এবং ৪৯৬ জন সৈনিক অর্থাৎ তদীয় সমগ্র সৈনিকদলের একদশমাংশের অধিক ভাগ হত বা আহত হয়।*

প্রধান সেনাপতি অতঃপর বালকবালিকা ও কুলমহিলাদিগকে লইয়া, রেসিডেন্সিপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হাবেলক ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন, আউট্রাম ইহাতে অমত প্রকাশ করিলেন, অন্যান্য পুরাতন সেনানায়কও ইহার বিরোধী হইলেন। তাঁহারা প্রায় পাঁচ মাস কাল, যে স্থানে থাকিয়া, বহুসংখ্যক বিপক্ষের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সহসা সেই স্থানপরিত্যাগের প্রস্তাব হওয়াতে তাহাদের যেরূপ মনঃক্ষোভ, সেইরূপ বিস্ময় জন্মিল। তাঁহারা বিপক্ষদিগকে একবারে নিষ্কাশিত করিয়া, আযোধ্যার রাজধানীতে আপনাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেনানায়ক ইংলিস্ এই জন্য প্রধান সেনাপতির নিকটে কেবল ৬০০ শত মাত্র সৈনিকের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি তাঁহাদের এইরূপ প্রার্থনায়, এইরূপ আপত্তিপ্রকাশে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। লক্ষ্ণৌতে আসিতে তাঁহার বলক্ষয় হইয়াছিল। এদিকে কাণপুরের সংবাদ না পাওয়াতে তিনি নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি তাঁহার নিকটে আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনের অনুপযোগী বোধ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া, রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। রেসিডেন্সি হইতে প্রথমে দেলকোশায় যাওয়া স্থির হইল। এই পথের দূরত্ব পাঁচ মাইলের কম হইবে না। মতিমহল হইতে শাহনজিফ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর অবস্থিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহীগণ কৈশরবাগ হইতে গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। সুতরাং খোলা ময়দান দিয়া যাইবার সময়ে, তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এজন্য এই প্রান্তরে তাড়াতাড়ি মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত এবং উহাতে কামান স্থাপিত হইল। কামান হইতে সিপাহীদিগের অধ্যুষিত স্থানে গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এদিকে ১৬ই নবেম্বর মহিলা ও বালকবালিকারা দেলকোশার

* *Reminiscences of the Great Mutiny, p. 102.*

অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের জন্য গাড়ি, পাল্কী প্রভৃতির কোন রূপ বন্দোবস্ত ছিল না। নানারূপ অশৃঙ্খলায় নানারূপ গোলযোগ ঘটিল। সূর্য্যাস্ত-কালে ইহারা সেকেন্দরবাগে উপনীত হইল। এই স্থানে অবস্থিতি করারও সুবিধা হইল না। সেকেন্দরবাগে প্রায় দুই হাজার সিপাহী দেহত্যাগ করিয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের দেহ সমাহিত হইয়াছিল। শিখেরা আপনাদের সজাতির শবগুলি গোমতীর তটে দগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীদিগের মৃতদেহগুলির সৎকার হয় নাই। এই কর্ম্মসম্পাদনে ইংরেজপক্ষের সৈনিক-দিগেরও কোনরূপ সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং সিপাহীদিগের দেহগুলি শৃগালকুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়াছিল। উহার পূতিগন্ধ এখন ইংরেজদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে ইংরেজসৈনিকেরা যখন সেকেন্দর-বাগে উপস্থিত হয়, তখন ঐ হতভাগ্য জীবদিগের শ্বেতবর্ণ কঙ্কালগুলি তাহা-দের পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সিপাহীদিগের নিধনের ছয় মাস পরে তাহাদের অস্থিগুলি সমাহিত হয়।*

কুলনারী ও বালকবালিকাগণ নিরাপদে দেলকোশায় পঁহুছে। ২০শে, ২১শে, ২২শে, এই তিন দিন যান ইত্যাদি সংগৃহীত হয়। এই স্থানে নবাবপরি-বারের প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার হীরাজহরত প্রভৃতি পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী পদার্থ অধিকৃত হয়।† কিন্তু এই স্থানে একটি ঘটনায় ইংরেজেরা যার পর নাই সন্তাপিত হয়েন। ২০শে নবেম্বর সেনাপতি হাবেলকের অতিসাররোগ জন্মে। পর দিন রাত্রিকালে তাঁহাকে ডুলীতে দেলকোশায় আনা হয়। তিনি এই স্থানে একটি স্বতন্ত্র তাঁবুতে উক্ত ডুলীর মধ্যে অবস্থান করেন। ক্রমে তাঁহার রোগ প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহার পুত্র বাহুদেশে আহত হইয়াছিলেন। আহত বাহু এ সময়ে পটিতে আবদ্ধ হইয়া, গলদেশে ঝুলিতেছিল। তথাপি পিতৃভক্ত পুত্র অন্য হস্তে পিতার যাবতীয় অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ ভাল হইল না। ২৪শে নবেম্বর সেনাপতি হাবেলক ঐ ডুলীতেই দেহত্যাগ করিলেন।

* *Reminiscences &c. p. 106.*

† *Forty-one years in India. Vol. I. p. 347*

তিনি সৈনিককর্ম্মে এরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশীয়গণ তৎপ্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি সম্মানসূচক 'নাইট' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ইংলণ্ডে পহুঁছিবার পূর্ব্বে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ আবার তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি দিয়া, বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ইংলণ্ডের লোকে যখন তাঁহার দেহত্যাগের বিষয় অবগত হয়, তখন তাহারা সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইয়া উঠে। সেনাপতির স্বদেশীয়গণ চাঁদা করিয়া, তদীয় স্মৃতিচিহ্নস্থাপনের উদ্যোগ করে। হাবেলকের প্রতিমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি নেল্‌সনের পার্শ্বে স্থাপিত হয়।*

২২শে নবেম্বর নিশীথকালে সৈনিকগণ রেসিডেন্সি হইতে যাত্রা করে, সুতরাং ঐ তারিখে লক্ষ্ণৌর ইংরেজদিগের বীরত্ব এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রধান পরিচয়স্থল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। সকলে রেসিডেন্সি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলমবাগে পহুঁছে। সিপাহীরা ২৭শে তারিখের পূর্ব্বে ইংরেজসৈন্যের প্রস্থানের বিষয় জানিতে পারেন নাই। সুতরাং ইংরেজসৈন্যকে ইহাদের আক্রমণে তাদৃশ বিব্রত হইতে হয় নাই। সেনাপতি হাবেলকের শব আলমবাগে আনীত ও সমাহিত হয়। প্রধান সেনাপতি সেনানায়ক আউট্রামকে ৪,০০০ সৈন্য ও ২৫টি কামানের সহিত আলমবাগে রাখিয়া, ২৭শে নবেম্বর কাণপুরে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ৩,০০০ হাজার সৈন্য ছিল। মহিলা, বালকবালিকা এবং পীড়িত ও রুগ্ন ব্যক্তিগণে প্রায় ২,০০০ রক্ষণীয় জীব তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি ওয়াইণ্ডহাম কাণপুররক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে এই আদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি কখন কাণপুর হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিবেন না। তাঁহাকে কাণপুরের মৃণ্ময় দুর্গ সুদৃঢ় করিতে হইবে। যদি গোয়ালিয়রের সৈনিকদল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি এই দুর্গে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে নৌসেতু রক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ আদেশ দিয়া, প্রধান সেনাপতি লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করেন। কিন্তু এই আদেশে উপেক্ষা করাতে কাণপুরের ইংরেজ

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p. 450.*

সেনানায়ককে বিপদাপন্ন হইতে হয়। স্যার্ কোলিন্ কাম্প্বেল যখন লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি সেনানায়ক ওয়াইণ্ডহাম্কে গোআলিয়রের সিপাহীদিগের পরাক্রমে পরাজিত ও সাতিশয় বিব্রত দেখেন।

এই কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতির কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনকালের একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রধান সেনাপতির সৈনিক-দলের দ্রব্যাদি বোঝাই গাড়িগুলি যখন আলমবাগের সেতু অতিক্রম করিয়া, লক্ষ্ণৌর পথে উপস্থিত হয়, তখন একখানি বিস্কুট বোঝাই গাড়ি উল্‌টিয়া পড়ে এবং উহার চাকা ভাঙ্গিয়া যায়। কমিসারিয়েট বিভাগের হীরালাল চট্টোপাধ্যায় নামক একটি বিংশতিবর্ষবয়স্ক বাঙ্গালী যুবকের উপর এই খাদ্যদ্রব্যরক্ষার ভার ছিল। হীরালাল আপনার রক্ষণীয় পদার্থ শৃঙ্খলার সহিত রাখিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাইলাণ্ডার সৈনিকেরা তাঁহাকে এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিল, এবং বিস্কুটের থলিয়াগুলি খুলিয়া, যে যত পারিল, লইতে লাগিল। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। হীরালাল সবেগে তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার! আপনি আমার মা বাপ। আপনাকে বলিব কি, এই উচ্ছৃঙ্খল হাইলাণ্ডরগণ আমার কথা শুনে না, ইহারা এ ভাবে কমিসরিয়েটের বিস্কুট চুরি করিয়া লইতেছে, যেন ইহারা মজা করিতেছে।" প্রধান সেনাপতি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া, কোনও আফি-সার নিকটে আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। নিরুপায় বাঙ্গালী যুবক উত্তর করিলেন—"না ধর্ম্মাবতার! কোনও আফিসার নাই। কেবল একজন কর্-পোরেল (নিম্নপদস্থ সৈনিকপুরুষ) আছেন। তিনি আমাকে কহিলেন, থলিয়া বন্ধ কর, নচেৎ আমি তোমাকে গুলি করিব"। ইহা শুনিয়া, পূর্ব্বোক্ত সৈনিক পুরুষ প্রধান সেনাপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন,—"তাঁহার দলের প্রায় সমুদয় আফিসার আহত হইয়াছেন। কেবল একজন অক্ষতশরীরে আছেন। কিন্তু তিনি সৈনিকদলের অগ্রভাগে রহিয়াছেন; গাড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বিস্কুটগুলি রাখিবার কোনও উপায় ছিল না। এই জন্য সৈনিকেরা উহা মাটিতে না ফেলিয়া, আপনাদের সঙ্গের থলিয়াতে রাখি-য়াছে। হীরালাল ইহা শুনিয়া, জোড়হাতে কহিলেন,—"যদি এক গাড়ি বিস্কুট কম হয়, তাহা হইলে কমিসরিয়েটের কর্ত্তা আমার কথা শুনিবেন না। আমাকে

৩০ ঘা বেত মারিতে আদেশ দিবেন। এই বন্য হাইলাণ্ডারদিগের সম্মুখে একজন গরীব বাঙ্গালী কি করিতে পারে।" প্রধান সেনাপতি হাসিয়া কহিলেন,—"হাঁ বাবু! আমি জানি, এই হাইলাণ্ডারগণ যখন ক্ষুধার্ত্ত হয়, তখন ইহারা সাতিশয় দুর্দান্ত হইয়া উঠে। ইহাদিগকে বিস্কুট দাও।" ইহা কহিয়া তিনি হীরালালকে এই ভাবে একখানি রসিদ দিবার জন্য আপনার পার্শ্বচরকে আদেশ দিলেন যে, একখানি বিস্কুটের গাড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সমুদয় বিস্কুট প্রধান সেনাপতির আদেশানুসারে পশ্চাদ্‌ভাগের সৈনিকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমি তোমাদিগকে এই বিস্কুট দিলাম। তোমরা উহা ভাগ করিয়া, তোমাদের অগ্রভাগের সহ-যোগীদিগকে দাও। কিন্তু আমার নিকটে তোমাদিগকে এক বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইতে হইবে। যদি রমের গাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা উহা লইতে পারিবে না।" সৈনিকেরা উত্তর করিল,—"না, আমরা কখন রম স্পর্শ করিব না।" "উত্তম, মনে রাখিও যে, তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে", ইহা কহিয়া, প্রধান সেনাপতি আপনার অধিষ্ঠিত বাহন চালাইয়া দিলেন। *

---

* শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় এখন মাকনীল কোম্পানির কার্য্যালয়ে খাজাঞ্চির কর্ম্ম করিতেছেন। উপস্থিত লেখক ইঁহার নিকট হইতে বিপ্লবসংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণও সংগ্রহ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

তাত্যা টোপে।

তাত্যা টোপে—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—পাণ্ডুনদীর তীরে তাঁহার সহিত ওয়াইণ্ডহামের যুদ্ধ—তাঁহার জয়লাভ—তাঁহার কাণপুরে অবস্থিতি ও ব্যূহরচনা—স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের কাণপুরে উপস্থিতি—তাঁহার সহিত যুদ্ধে তাত্যা টোপের পরাজয়।

২৯শে নবেম্বর প্রাতঃকালে প্রধান সেনাপতি কাণপুরের নৌসেতু উত্তীর্ণ হয়েন। এই সময়ে কাণপুরের ইংরেজসৈন্য নিরতিশয় উদ্বেগের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেনানায়ক ওয়াইণ্ডহাম মৃণ্ময় দুর্গে থাকিয়া, সিপাহীদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এখন গবর্ণমেণ্টের ঘোড়ার সাজসরঞ্জামের কারখানা যে স্থানে আছে, সেই স্থানে—নৌসেতুর প্রান্তভাগে উক্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাপ্তেন মোব্রে টমসন্ * কাণপুরের দুরাচার আজিম উল্লার ষড়যন্ত্রমূলক লোমহর্ষণ ঘটনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, এখন পুনর্ব্বার আপনাদের শোচনীয় দশার নিদর্শনস্থলে আত্মসংরক্ষণকর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে চারি হাজার কুলী প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিল। সেনাপতি হুইলার বিপক্ষদিগের ষড়যন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া, আপনাদের আত্মরক্ষার স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক রক্ষণীয় লোকের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেনাপতি ওয়াইণ্ডহাম আত্মক্ষমতার গর্ব্বে অধীর হইয়া, নিজের ইচ্ছায় কাণপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈনিকের জীবননাশের কারণ হয়েন। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় হুইলারের পতন হইয়াছিল। গর্ব্ব ও অসমীক্ষ্যকারিতায় ওয়াইণ্ডহামের পরাজয় ঘটিল। ছলনাপর, জিঘাংসু সৈনিকেরা হুইলারের নিরস্ত্র ও একান্ত নিঃসহায় লোকের শোণিতপাত করিয়া, কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিল। একজন রণকুশল বীরের পরাক্রমে সম্মুখসমরে ওয়াইণ্ডহামের সশস্ত্র সৈনিকগণের অধঃপতন হইল।

* মোব্রে টম্‌সনের আত্মরক্ষার কথা উপস্থিত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত হইয়াছে।

এই যুদ্ধকুশল বীরপুরুষের নাম তাত্যা টোপে। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। আহম্মদনগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি নানা সাহেবের প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন। প্রতিপালক প্রভুর প্রতি ইঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। ইনি প্রভুর কর্ম্মসাধনে বিশ্বস্ততা ও অধ্যবসায়ের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার উন্নত দেহ, বৃহৎ মস্তক, বিস্তৃত ললাট, সুগঠিত কলেবর, প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী অসামান্য কৌশলসংস্কৃত বীরত্বের পরিচায়ক ছিল। ইনি প্রতিপালক প্রভুর জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, এবং আপনার ক্ষমতায় ও রণপাণ্ডিত্যে ইংরেজ বীরপুরুষের ন্যায় ইংরেজ ঐতিহাসিকেরও বরণীয় হয়েন।

এই প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ গোবালিয়রের সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। উক্ত সৈনিকদল যেরূপ সুশিক্ষিত সেইরূপ পরাক্রমশালী। ইতঃপূর্ব্বে কোন স্থানের যুদ্ধে ইহারা পরাজিত হয় নাই। মহারাজ শিন্দে এবং তাঁহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রীও ইহাদিগকে সংযতভাবে রাখিতে পারেন নাই। কাণপুরের সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্‌হামের দলে ২,৪০০ সৈনিক ছিল। ওয়াইণ্ডহাম ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি এই সৈনিকবলের সাহায্যে বিপক্ষদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করিতে পারিবেন। বিপক্ষেরা কাণপুরের সাত মাইল দূরে পাণ্ডুনদীর তটবিভাগে উপনীত হইয়াছে, এই কথা যখন তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি ঐ স্থল হইতে তাহাদের নিষ্কাশনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সেনাপতি ওয়াইণ্ড্‌হাম ২৬শে নবেম্বর পাণ্ডুনদীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এদিকে তাত্যা টোপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি ৯ই নবেম্বর কাল্পীতে উপনীত হয়েন। কাল্পী যমুনার দক্ষিণভাগে, কাণপুরের ৪৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। কাল্পী ও কাণপুরের পথে ভগিনীপুর এবং সুচণ্ডী পল্লী রহিয়াছে। সুচণ্ডী হইতে কাণপুর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথ পাণ্ডুনদী এবং গঙ্গার খাল, এই দুইটি জলপ্রবাহে দুই স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুচণ্ডী হইতে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিলে পাণ্ডুনদী এবং আর ৪ মাইল গেলে গঙ্গার খাল পাওয়া যায়। অন্য একটি পথ অবলম্বন করিলে কাল্পী হইতে কাণপুরের কিছু উত্তরপূর্ব্বে উপনীত হওয়া যায়। এই পথের এক শাখা আকবরপুরে গিয়াছে। আকবরপুর হইতে কিছু উত্তর দিকে সিওলী

নামক স্থানে পাণ্ডুনদীর সহিত উহার সংযোগ ঘটিয়াছে। তৎপরে ৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে গঙ্গার খাল দ্বারা উহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই খাল অতিক্রম পূর্ব্বক দুই মাইল গেলে শিবরাজপুরনামক পল্লীতে উপনীত হওয়া যায়। উক্ত পল্লী ট্রাঙ্ক্ রোডের পার্শ্বে, গঙ্গার সরাই ঘাটের প্রায় তিন মাইল অন্তরে এবং কাণপুরের প্রায় একুশ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

চতুর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি কাণপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে এই সকল পথের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। চরের সাহায্যে স্যার্ কোলিন্ কাম্প্ বেলের অভিযানের যাবতীয় সূক্ষ্ম বিবরণ তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি ৩০০০ হাজার সৈনিক এবং ২০টি কামানে কাল্পী সুরক্ষিত করেন। তাঁহার গন্তব্য পথ বিমুক্তভাবে ছিল। তিনি ১০ই নবেম্বর যমুনা পার হয়েন, অনন্তর ভগিনীপুরে উপস্থিত হইয়া, তথায় ১,২০০ সৈন্য এবং চারিটি কামান রাখেন। ইহার পর আকবরপুর দিয়া সিওলী এবং শিবরাজপুরে উপনীত হয়েন। আকবরপুরে ২০০০ সৈন্য ও ৬টি কামান, সিওলীতে ২০০০ সৈন্য ও ৪টি কামান, এবং শিবরাজপুরে ১০০০ সৈন্য ও ৪টি কামান রাখা হয়। এইরূপে মহারাঠা সেনাপতি ১০ই হইতে ১৯শে পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৯ দিনের মধ্যে বিনাবাধায় বিভিন্ন স্থল অধিকার এবং বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও কামান সন্নিবেশ করেন। কাণপুরের পশ্চিম এবং উত্তরপশ্চিম দিকের জনপদ হইতে তত্রত্য ইংরেজ-শিবিরে রসদ ইত্যাদি যাইত। তাত্যা টোপের ব্যবস্থাকৌশলে রসদ আসিবার এই সকল পথ সর্ব্বাংশে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির এইরূপ সৈন্যসন্নিবেশের বিবরণ কাণপুরের ইংরেজ সেনানায়কের অবিদিত ছিল না। ওয়াইণ্ডহাম্ ২০শে নবেম্বর কাল্পী হইতে শিবরাজপুর পর্য্যন্ত সৈন্যসন্নিবেশের বিষয় অবগত হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি আকবর-পুর, ভগিনীপুর, সিওলী, এবং শিবরাজপুর অধিকার করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দুই পল্লীর মধ্যে গঙ্গার খাল রহিয়াছে। ওয়াইণ্ডহাম রাত্রিকালে এই খাল দিয়া কতিপয় সৈন্য ও কামান সিওলী বা শিবরাজপুর আক্রমণের জন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থায় আকবরপুর হইতে বিপক্ষসৈন্যের আগমনের পূর্ব্বেই ইংরেজসৈন্যের কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা ছিল।

ওয়াইণ্ডহাম আপনার সঙ্কল্পিত বিষয় লক্ষ্ণৌতে প্রধান সেনাপতির নিকটে

লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু উহার কোন উত্তর আসিল না। পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ওয়াইণ্ডহাম কালবিলম্ব না করিয়া, গোবালিয়রের সৈনিকদলের রণকুশল অধ্যক্ষকে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ২৪শে নবেম্বর প্রাতঃকালে অগ্রসর হইয়া, কাল্পী যাইবার পথে, গঙ্গার খালের সেতুর নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। তাত্যা টোপে ওয়াইণ্ডহামকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে বাধা দিতে আসিয়াছেন। সুতরাং তিনিও প্রতিপক্ষের ক্ষমতারোধে প্রস্তুত হইলেন। ঐ দিনেই তাঁহার আকবরপুরস্থ সৈন্য সুচণ্ডীর অভিমুখে যাত্রা করিল। এই শেষোক্ত পল্লী এবং গঙ্গার খালের মধ্য ভাগে পাণ্ডুনদী রহিয়াছে। গোবালিয়রের সৈন্য ২৫শে তারিখ পাণ্ডুর তটে উপনীত হইল। এই সংবাদ পাইয়াই, ইংরেজ সেনাপতি যে, ২৬ তারিখ পাণ্ডুনদীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সরিতের তটবিভাগে এখন তাঁহার সহিত মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

২৬শে নবেম্বর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ওয়াইণ্ডহাম আপনাদের দ্রব্যাদিরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া, বিপক্ষদিগের ব্যূহপরিদর্শনের জন্য কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বিশুষ্কপ্রায় পাণ্ডুনদীর তটে বিপক্ষদিগের ২৫০০ হাজার পদাতি, ৫০০ অশ্বারোহী, ৬টি বৃহৎ কামান রহিয়াছে। ইংরেজ সেনাপতি ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। সিপাহীদিগের সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। যখন ইংরেজসৈন্য অগ্রসর হইল, তখন তাহারা আপনাদের দক্ষিণ ভাগে সরিয়া গেল। অতঃপর বৃক্ষতলে সন্নিবেশিত কামান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। এদিকে ইংরেজপক্ষের কামানও নিশ্চেষ্টভাবে থাকিল না। এই কামানের গোলা অধিকতর কার্য্যকর হইয়া উঠিল। উহা বিপক্ষদিগের কামান নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিল। তিনটি কামান ইংরেজপক্ষের অধিকৃত হইল। অতঃপর সিপাহীরা যুদ্ধস্থল হইতে হটিয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতি আপনার সৈনিকগণের সহিত নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়াইণ্ডহামকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া, গোবালিয়রের সিপাহীদিগের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হইল। তাহাদের অশ্বারোহিগণ পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল। ইংরেজ সেনাপতি ইহা দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বিপক্ষগণ তাঁহার সৈনিকদিগকে

আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল না। সুতরাং সেনাপতি পশ্চাদ্ গমন পূর্ব্বক কাল্পীর পথের নিকটে কতকগুলি ইটের পাঁজার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার দলে ৯২ জন হত ও আহত হইয়াছিল। বিপক্ষদিগের দলে ইহা অপেক্ষা অধিক লোক দেহত্যাগ করিয়াছিল। যাহা হউক, এই সময়ে প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে ওয়াইণ্ড্হামের শিবিরে এই ভাবের একখানি পত্র উপস্থিত হইল যে, লক্ষ্ণৌর সমুদয় গোলযোগ শেষ হইয়াছে। প্রধান সেনাপতির সৈনিকেরা কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে। কাণপুরের ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন যে, বিপক্ষেরা পাণ্ডুর তটে যেরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে, অন্ততঃ প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি পর্য্যন্ত, তাহাদের বিলম্ব হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া, ওয়াইণ্ড্হাম আপনার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মরাঠা সেনাপতি নির্ব্বোধ বা রণকৌশলে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার স্বদেশীয় বীরপুরুষেরা যেরূপে যুদ্ধের প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেন, যে ভাবে বিপক্ষের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইতেন, যেরূপ কৌশলে পরাক্রান্ত অরাতির সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতেন, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি রণচাতুরীতে অভ্যস্ত, অগ্রগমনে বা পশ্চাদ্ধাবনে কৌশলসম্পন্ন, ব্যূহরচনায় এবং বিপক্ষের অধিকৃত স্থলের আক্রমণে সুদক্ষ ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতির সহিত প্রথম যুদ্ধে ভীত না হইয়া, বরং তাঁহার সামরিক কৌশলের ত্রুটিতে তিনি অধিকতর সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া গিয়াছিল। ইহাতেও ইংরেজ সেনাপতি যখন নগরে প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে কৌশলময় কর্ম্মসাধনে প্রবর্ত্তিত করিল। তিনি জানিতেন, যে সেনাপতির সম্মুখে বিপক্ষেরা থাকিতে না পারিয়া হটিয়া যায়, তিনি কখনও আপনার সন্নিবেশের স্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হয়েন না। এ স্থানে তিনি দেখিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার কামান অধিকার পূর্ব্বক কেবল প্রত্যাবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলেন না। তাঁহার অশ্বারোহীদিগেরও অগ্রসর হইবার সুবিধা করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত সেনাপতি যুদ্ধের প্রাক্কালে যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিলেন।

অভিজ্ঞ পাঠকের মানসপটে পঠিত গ্রন্থের বিষয় যেমন সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয়, তাত্যা টোপেও সেইরূপ স্পষ্টরূপে ওয়াইণ্ডহামের এই ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ সুযোগ তাঁহাকে অধিকতর উত্তমশীল করিয়া তুলিল। তিনি এই সুযোগে প্রকৃত সেনাপতির ন্যায় স্বকীয় প্রতিভাবলে অভীষ্টসাধনে উদ্যত হইলেন।*

যুদ্ধকুশল মরাঠা সেনাপতি আপনার প্রতিপক্ষের অধিনায়ককে ২৪ ঘণ্টাও অবসর দিলেন না। তিনি এই আদেশ দিলেন যে, সৈনিকদলের যে ভাগ ২৬শে তারিখ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, তাহারা পর দিন প্রাতঃকালে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিবে। সিওলী এবং শিবরাজপুরে যে সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা ২৬শে তারিখ রাত্রিকালে পহুঁছিয়া ইংরেজসৈন্যের দক্ষিণ ভাগে যখন গুলি চালাইতে থাকিবে, তখন পূর্ব্বোক্ত সৈনিকগণ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। এইরূপ আদেশ দিয়া, চতুর মরাঠা সেনাপতি যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষবল যখন তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, তখন তাঁহার কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইংরেজপক্ষের কামানও নিশ্চেষ্ট থাকিল না। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই প্রতিপক্ষের কামান সকল এরূপ ভয়ঙ্করভাবে সংহারকার্য্য আরম্ভ করিল যে, উহাতে ওয়াইণ্ডহামের সৈন্য একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। তাত্যা টোপে সবিশেষ বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক ব্যূহ সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কেবল কামান দ্বারা ওয়াইণ্ডহামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তাঁহার পদাতিদল পশ্চাদ্ভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত ছিল। ইংরেজ সেনাপতি যদি এই ব্যূহভেদে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সন্নিবেশিত পদাতিশ্রেণী তাঁহাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তদীয় ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিত। পাঁচ ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি জানিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ নগরে প্রবেশ করিয়াছে। ওয়াইণ্ডহাম আর কোন উপায় না দেখিয়া, সৈনিকদিগকে আপনাদের মৃণ্ময় দুর্গে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে সৈনিকদল, বিপক্ষের কামানের গোলায় যেরূপ সন্ত্রস্ত, সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের শিবিরের পরিচারক

* কর্ণেল মালিসনও এই ভাবে তাত্যা টোপের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন।—*Indian Mutiny. Vol. II., p. 237.*

ও অনুচরগণ পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদের অনেক দ্রব্য বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় তিন শত লোক যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। তাহারা উদ্ভ্রান্তভাবে মালগুদাম খুলিল, পীড়িতদিগের জন্য যে সুরা সংরক্ষিত ছিল, তাহা পান করিল, মদিরায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, আপনাদের আফিসার-দিগের বাক্সগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। একজন প্রাচীন শিখসর্দ্দার দুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি ইংরেজ সৈনিকদিগকে নিরতিশয় ভীতচিত্তে এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে দুর্গে আসিতে দেখিয়া, শৃঙ্খলারক্ষার জন্য তাহাদিগকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা বৃদ্ধ সর্দ্দারকে এক দিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তিনি হাত তুলিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—"যাহারা খালসাসৈন্যকে পরাজিত ও পঞ্জাব অধিকার করিয়াছে, তোমরা তাহাদের ভাই নও", বৃদ্ধ সর্দ্দার ইহা কহিয়া, পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন এবং কাহারও কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—"দৌড়িও না, কোন ভয় নাই; এখানে তোমাদিগকে কেহ মারিতে পারিবে না।"* তাত্যা টোপের রণকৌশলে ইংরেজসৈন্য ২৭শে নবেম্বর এইরূপ উদ্‌ভ্রান্তভাবে পলায়ন করিল। ওয়াইণ্ড্‌হামকে মহারাষ্ট্রীয় বীরের বীরত্বচাতুরীতে এইরূপে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

ইংরেজ সেনাপতি এই সময়েও মৃৎপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া গঙ্গা এবং নগরের মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষবহুল স্থানে রহিলেন। এই স্থানের গির্জ্জাঘর এবং অন্যান্য গৃহগুলিতে ৫০০ শত নূতন তাঁবু, ১১,০০০ হাজার টোটা, ঘোড়ার সাজ, সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ প্রভৃতি সংক্ষেপে পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের দ্রব্য ছিল। ইংরেজ সেনাপতি এ গুলি ২৭শে তারিখ রাত্রিকালে দুর্গে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই। বোধ হয়, তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি আপনার সন্নিবেশ-স্থলে থাকিয়াই ঐ সকল দ্রব্যের ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারিবেন। পর দিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে নগর অধিকার করিলেন। বিবিঘর পর্য্যন্ত গঙ্গার

* *Russell, Diary. Vol. I., p. 206.*

তটভাগে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। নগরের পুরোভাগে কামান সকল স্থাপিত হইল। এই সকল কামান হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল যে, সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বে ইংরেজসৈন্য পলায়ন করিয়া, মৃৎ-প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় লইল। এ দিকে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদির ভাণ্ডার বিপক্ষদিগের হস্তগত হইল। এই ভাণ্ডারের যে সকল দ্রব্য তাহারা অনাবশ্যক বোধ করিল, তৎসমুদয় ভস্মীভূত হইল। সৈনিকদিগের পরিচ্ছদাদি, যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গেল। কর্ণেল্ নেপিয়ার (অতঃপর লর্ড নেপিয়র) ইঞ্জিনিয়ারবিভাগের কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া, বহুপরিশ্রমে যে সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ও এই সঙ্গে ভস্মীভূত হইল। সর্ব্বভুক্ অনল যখন ঐ সকল বিভিন্ন পদার্থ গ্রাস করিতেছিল, উহার প্রচণ্ড জ্বালাময়ী শিখা যখন ধূমস্তূপ ভেদ করিয়া, আকাশে উত্থিত হইতেছিল, তখন প্রধান সেনাপতির সৈনিকদল কাণপুরের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সেনাপতি ওয়াইণ্ডহামের সৈন্যের মধ্যে কোন কোন দল বিপক্ষের প্রবল পরাক্রম খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাত্যা টোপের সৈনিকদলের মধ্যভাগস্থ কামান হইতে এরূপ গোলাবৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহাদের অধিনায়কগণ কিছুতেই ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার উইল্-সনের বাহন হত হইল। শেষে রণস্থলে তাঁহারও দেহত্যাগ ঘটিল। আরও দুইজন অধিনায়ক নিহত হইলেন। কিন্তু ইঁহাদের সাহসে বিপক্ষগণের অগ্রসর হওয়ার তাদৃশ সুবিধা ঘটিল না। বিপক্ষেরা নৌসেতু বিনষ্ট করে নাই, কিংবা গঙ্গার খালও পার হয় নাই; সুতরাং লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে আসিবার পথ এবং কাণপুর হইতে এলাহাবাদ যাইবার পথ বিমুক্তভাবে ছিল। যাহা হউক, ২৭শে তারিখ বিপক্ষদিগের পরাক্রমদর্শনে কাণপুরের ইংরেজসৈন্য নিরতিশয় চিন্তিত হইল। রাত্রিকালে এবং তৎপর দিন তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহারা উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিল, কিন্তু রাত্রিসমাগমের পূর্ব্বেই তাহাদের উদ্বেগ দূর হইল। যখন মার্ত্তণ্ড আপনার রশ্মিজাল সংযত করিয়া, জাহ্নবীর প্রান্তভাগে আত্মগোপনে উদ্যত হইলেন, তখন নৌসেতুর সম্মুখে প্রধান সেনাপতির আবির্ভাব হইল।

স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেল লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবিশেষ সত্বরতাসহকারে

কাণপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ২৬শে নবেম্বর যখন তাত্যা টোপের বলবহুলতা ওয়াইণ্ড্হামের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তিনি স্যার্ কোলিন্ কাম্প্-বেল অথবা কাণপুরের পথে অন্য যে কোন ইংরেজ সেনানায়ক উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন। একজন এতদ্দেশীয় পত্রবাহক স্যার্ কোলিনের দলের একটি সৈনিক পুরুষের হস্তে এই পত্র সমর্পণ করে। পত্র পড়িয়া স্যার্ কোলিন্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কাণপুর আক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যত শীঘ্র পারেন, কাণপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নৌসেতু অব্যাহত রহিয়াছে। তাঁহার শিবির কাণপুরের অপর পারে সন্নিবেশিত হইল। তিনি স্বয়ং নৌসেতু অতিক্রম পূর্ব্বক ওয়াইণ্ড্হামের মৃৎপ্রাচীরপরিবেষ্টিত দুর্গে যাত্রা করিলেন। যাহারা প্রাচীরে ছিল, তাহারা প্রধান সেনাপতিকে দেখিতে পাইয়া, উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাচীরে লোকের পর লোক উঠিতে লাগিল। প্রধান সেনাপতি দুর্গে গিয়া, ওয়াইণ্ড্হামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে ওয়াইণ্ড্হামের বুদ্ধিচাতুরী, রণপাণ্ডিত্য, সৈন্যপরিচালনাকৌশল, সমস্তই তাত্যা টোপের নিকট ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রধান সেনাপতি কাণপুরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি ওয়াইণ্ড্-হামকে আপনার সঙ্কল্পিত বিষয় জানাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত্রি, কামান, জিনিসপত্র, মহিলা, বালকবালিকা এবং রুগ্ন লোক তাঁহার শিবিরে পহুঁছিতে লাগিল।

পর দিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে দেখিলেন যে, জাহ্নবীর অপর তটে ইংরেজপক্ষের অপর সৈনিকদলের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি ইহা দেখিয়া, ঐ সৈনিকদিগের উত্তরণের পথ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। বৃহৎ কামান সকল সেতুর সম্মুখে স্থাপিত হইল। কিন্তু কাপ্তেন পীলের কামান হইতে এমন তীব্রবেগে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল যে, তাত্যা টোপের সৈনিক-দিগের কামান কার্য্যকর হইল না। প্রধান সেনাপতির সৈনিকদল নৌসেতু দিয়া কাণপুরে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাৎ জিনিসপত্র এবং বালকবালিকা, পীড়িত প্রভৃতি রক্ষণীয় জীবগণের গাড়ি, ডুলী প্রভৃতি যাইতে লাগিল। ২৯শে নবেম্বর অপরাহ্ণ ৩টার সময়ে ইহাদের দল কাণপুরের দিকে

যাত্রা করিয়াছিল। সমস্ত অপরাহ্ণকাল, তৎপরবর্ত্তী রাত্রি, তৎপরদিন অপরাহ্ণ ৬টা পর্য্যন্ত, ইহারা দলে দলে নৌসেতুপথে ভাগীরথী অতিক্রম করে। সেতু অতিক্রম সময়ে ইহাদের তাদৃশ বাধা ঘটে নাই। ৩০শে নবেম্বর অপরাহ্ণ ৬টার সময়ে ইহারা সকলে কাণপুরে পদার্পণ করে। গঙ্গার খালের অপর দিকে—বিস্তৃত প্রান্তরে ইহাদের শিবির স্থাপিত হয়। ৫ মাস পূর্ব্বে নিঃসহায় ইউ-রোপীয়গণ আপনাদের বৃদ্ধ সেনাপতির সহিত ঘাতকের হস্তে দেহবিসর্জ্জনের জন্য দুঃসহ দুঃখের নিদর্শনস্বরূপ যে মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এখন ইহারা সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চিরস্মরণীয় স্থানের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এই সময়ে বিপক্ষগণ পূর্ব্বের ন্যায় সমগ্র নগর এবং ভাগীরথীর তটদেশ আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল। সংখ্যায় তাহারা শক্তিসম্পন্ন ছিল। দুর্দ্ধর্ষ কামানে তাহারা দুরাক্রম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর জয়লাভে তাহারা অধিকতর সাহসী এবং আত্মবলের পরিচয় দিবার জন্য অধিকতর আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। ব্যূহসন্নিবেশে তাহাদের বুদ্ধিচাতুরী প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহাদের বামে—জাহ্নবী ও নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে—বৃক্ষবহুল উন্নত ভূখণ্ড, অনেকগুলি ভগ্নপ্রায় বাড়ী এবং নালা ছিল। তাহাদের মধ্যভাগে বহু-বিস্তৃত নগর রহিয়াছিল। উহার বহু সংখ্যক সঙ্কীর্ণ গলি চারি দিকে বক্রভাবে থাকাতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহাদের দক্ষিণে—গঙ্গার খালের অপর দিকে বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। এই প্রান্তরে গোবালিয়রের প্রসিদ্ধ সৈনিকদলের শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। খালের সেতু ইহাদের অধিকারে ছিল, এবং ইহাদের নিকটে কাল্পীর পথ বিমুক্তভাবে রহিয়াছিল। এই বহুদলে বিভক্ত, বহুস্থানে সন্নিবেশিত, বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যের বিশ্বাস ছিল যে, স্যার কোলিন কাম্প্‌বেল তাহাদের নিষ্কাশনে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু স্যার্ কোলিন বীরোচিত গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। উপস্থিত কর্ম্ম দুরূহ হইলেও তাঁহার নিকটে অসাধ্য বোধ হইল না। তিনি যখন পরাক্রান্ত বিপক্ষের সন্নিবেশস্থল দেখিলেন, তখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের বাম ভাগ ও মধ্যস্থল যেরূপ সুরক্ষিত, দক্ষিণ ভাগ সেরূপ নহে। বামে ভাগীরথী এবং ঘনসন্নিবিষ্ট-বৃক্ষশ্রেণী ও গৃহাদিতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছে। মধ্যভাগে

নগরের বক্রাকার সঙ্কীর্ণ গলি এবং উন্নত গৃহসমূহে তাহাদের পক্ষ সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভাগে তাহাদের সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর রহিয়াছে। এই প্রান্তরে কোনরূপ আবরণ নাই। এই দিকে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, কেন্দ্রস্থল ও বাম ভাগ হইতে অপরাপর দলের আগমনের পূর্ব্বে, তাহাদের পরাজয় সুসাধ্য হইবে। এই স্থান যদি অধিকৃত হয়, তাহা হইলে কাল্পীর পথে গমনের ব্যাঘাত জন্মিবে, বাম ভাগ ও কেন্দ্রস্থল হইতে বিপক্ষেরা এই দিকে আসিলে, ঐ দুই স্থানে তাহারা হীনবল হইয়া পড়িবে।

প্রধান সেনাপতি প্রতিভাবলে ইহা স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি সহসা বিপক্ষের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইলেন না। এ সময়ে অনেক সহায়শূন্য লোক তাঁহার রক্ষণীয় হইয়াছিল। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে আপনাদের কুলমহিলা, শিশু সন্তান, রুগ্ন ও আহতদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের দুরবস্থায় তাঁহার মনে সাতিশয় কষ্ট জন্মিয়াছিল। ইহাদের কেহ কেহ অভিভাবকশূন্য হইয়াছিল, কেহ কেহ সংসারের প্রিয় জন হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ কেহ গুরুতর আঘাত পাইয়া বিকলাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল, কেহ কেহ দুরন্ত রোগে একান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। স্যার কোলিন্ ইহাদের জন্য নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১লা, ২রা এবং ৩রা ডিসেম্বর ইহাদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। শেষোক্ত তারিখ রাত্রিকালে ইহারা এলাহাবাদে যাত্রা করে। এই কয়েক দিন সিপাহীরা মধ্যে মধ্যে ইংরেজপক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যাহা হউক, প্রধান সেনাপতি পীড়িতদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এখন তিনি বলবহুল, পরাক্রান্ত বিপক্ষের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার ৫,০০০ হাজার পদাতি, ৬০০ শত অশ্বারোহী, এবং ৩৫টি কামান ছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষগণ ২৫০০০ হাজার সৈন্য এবং ৪০টি কামান লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ১৪০০০ হাজার সৈন্য সুশিক্ষিত ছিল। চারি দল গোলন্দাজ, দুই দল অশ্বারোহী, সাত দল পদাতি, সমুদয়ে ৭০০০ লোক গোবালিয়রের সৈনিকশ্রেণীভুক্ত ছিল। নানা সাহেবের অনুচর এবং বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য ভারতবর্ষের সিপাহীগণে বিপক্ষদলের পরিপুষ্টি

ঘটিয়াছিল। তাত্যা টোপে সমুদয় সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। নানা সাহেব সৈনিকদলের বাম ভাগ অর্থাৎ তাঁহার অধীন সৈন্য ও অনুচরদিগের পরিচালনা করিতেছিলেন।*

৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল। তাত্যা টোপে ও নানা সাহেব সিপাহীদিগের পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রধান সেনাপতি এবং ওয়াইণ্ড্‌হাম্, ওয়ালপোল্ প্রভৃতি সেনানায়কগণকর্ত্তৃক ইংরেজ পক্ষের সৈন্য পরিচালিত হইল। প্রায় সমস্ত দিন উভয় পক্ষ পরস্পরের পরাক্রমনাশের জন্য সবিশেষ সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দিল। কাপ্তেন পীলের পরিচালিত কামান এ সময়ে সবিশেষ কার্য্যকর হইল। তাত্যা টোপে পরাজিত হইলেন। তাঁহার বিপুল বাহিনী পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। ইংরেজ-সৈন্য প্রায় ১৪ মাইল পর্য্যন্ত ইহাদের পশ্চাৎ গমন করিল। বিপক্ষদিগকে এইরূপে তাড়িত করিয়া, ইহারা নিশীথকালে কাণপুরে প্রত্যাগত হইল।

গোয়ালিয়রের সৈন্য এরূপ তাড়াতাড়ি আপনাদের শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা কোন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। বিজয়ী ইংরেজসৈন্য যখন তাহাদের শিবিরে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা দেখিয়াছিল যে, "চপাটি আগুনে গরম হইতেছে, ষাঁড়গুলি গাড়ির পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পীড়িত ও আহতগণ চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিতেছে"।† এইরূপে সমুদয় যথাবৎ রহিয়াছে, কেবল সৈনিকগণ ও তাহাদের পরিচারকগণ উপস্থিত নাই। কাল্পীর পথের সমীপবর্ত্তী স্থানে গোয়ালিয়রের সৈন্য তাহাদের মধ্যস্থল এবং বাম ভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই দুই ভাগের সিপাহী-দিগের সম্মুখে কেবল বিঠুরের পথ ছিল। এই পথ অবরুদ্ধ হইলে তাহারা আর কোন দিকে হটিয়া যাইতে পারিত না। সেনাপতি মান্‌স্‌ফীল্ড উক্ত পথ অবরুদ্ধ করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সিপাহীগণ কাণপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক বিঠুরের পথে ধাবিত হয়।

* মার্টিন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে নানা সাহেবের ভ্রাতা বাল সাহেব ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন।—*Indian Empire, Vol. II, p. 474.*

† *Blackwood's Magazine, October, 1858, quoted in Malleson's Indian Mutiny. Vol. II., p. 271. note.*

পাছে ইহারা শিবরাজপুরের তিন মাইল দূরে সরাই ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া, অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হয়, এই আশঙ্কায় প্রধান সেনাপতি, সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্টকে ইহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। সিপাহীরা আপনাদের কামান ইত্যাদি লইয়া, সরাই ঘাটে গঙ্গা পার হইবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময়ে হোপ্ গ্রাণ্ট উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে পরাজিত করেন। ইহাদের ১২টি কামান তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ৯ই ডিসেম্বর এই যুদ্ধ ঘটে। এইরূপে ৬ই এবং ৯ই ডিসেম্বর, এই দুই দিনে দুই স্থানে পরাজিত হইয়া, সিপাহীদিগের দুই দল পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। গোবালিয়রের সৈন্য কাল্পীতে গিয়া সমবেত হয়। তাত্যা টোপে পুনর্ব্বার ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। নানা সাহেব বিঠুরে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু ইংরেজসৈন্যের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া, তিনি সরাই ঘাটের যুদ্ধের পূর্ব্বেই আপনার কামান ও অনুচরবর্গকে লইয়া, অযোধ্যার দিকে প্রস্থান করেন।* জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক বিঠুরে নানা সাহেবের প্রাসাদধ্বংসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন এই বিধ্বংসব্যাপার শেষ হয়। প্রধান সেনাপতির আদেশে হোপ্ গ্রাণ্ট ১১ই ডিসেম্বর বিঠুরে

* ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার সৈনিকদলের সার্জেণ্ট্ ফরবস্-মিচেল স্যার কোলিন্ কাম্প্-বেলের সৈন্যের মধ্যে ছিলেন। তিনি সিপাহীযুদ্ধের কালে আপন দলের যে কার্য্যবিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে নির্দ্দেশ আছে যে, সরাই ঘাটে যখন সিপাহীদিগের নৌকাগুলি আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্ব্বেই নানা সাহেবের নৌকা গঙ্গার অপর পারে যায়। নানা সাহেব অযোধ্যার দিকে নিরাপদে অগ্রসর হয়েন।—*Forbes-Mitchell, Reminiscences &c. p. 150.*

লর্ড রবার্টস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, অর্জ্জুন তেওয়ারি নামক তাঁহার একজন চর ছিল। এই ব্যক্তি ১ সংখ্যক পদাতিদলে সিপাহীর কর্ম্ম করিত। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুন তেওয়ারি ইংরেজদিগের প্রতি অপরিসীম বিশ্বস্ততা দেখায়। বাঁদার গোলযোগের সময়ে এই ব্যক্তি একজন ইউরোপীয় কেরাণী এবং তাহার স্ত্রীকে রক্ষা করে। ইহার পর অর্জ্জুন তেওয়ারি চরের কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া, ইংরেজ সেনাপতিদিগের পত্রাদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইত। উপস্থিত সময়ে রবার্টস্ এই বিশ্বস্ত চরের নিকটে নানা সাহেবের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন। অর্জ্জুন তেওয়ারি পর দিন তাঁহার সহিত দেখা করিবে বলিয়া, বিঠুরে চলিয়া যায়। ৮ই ডিসেম্বর প্রভুভক্ত চর রবার্টসের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই সংবাদ দেয় যে, নানা সাহেব পূর্ব্বরাত্রিতে বিঠুরে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, কামান এবং অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যায় যাইবার জন্য কয়েক মাইল দূরে গঙ্গা পার হইবার চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের অবসান হইলে লর্ড রবার্টসের চেষ্টায় অর্জ্জুন তেওয়ারি গবর্ণমেণ্ট হইতে আপনার জীবিতকাল পর্য্যন্ত বার্ষিক ১,২০০ শত টাকা পেন্সন পাইয়াছিল।—*Forty-one years &c. Vol. I., p. 375, note.*

গিয়া, তোপে মন্দির উড়াইয়া দেন, প্রাসাদ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। বিশ্বাসঘাতক আজিমউল্লা যে গৃহে অবস্থিতি করিত, সেই গৃহে কতিপয় পত্র পাওয়া যায়। * এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিচিত্র দ্রব্য অধিকৃত হয়। নানা সাহেব, ত্রিশলক্ষ টাকা, বারুদ ও গোলাগুলির বাক্সে বদ্ধ করিয়া, একটি বৃহৎ কূপে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া, ইংরেজসৈন্য ১৫ই হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাত্রি দিন ঐ বহুমূল্য দ্রব্যের উদ্ধারে জন্য চেষ্টা করে। মুদ্রা ও বাসন ইত্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু সৈনিকগণ এই গুরুতর পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই।

---

* দুই খানি পত্র লাফোঁ নামক একজন ফরাসী কর্ত্তৃক ফরাসীভাষায় লিখিত। উহা চন্দননগরে ফরাসীদিগের উপনিবেশসংক্রান্তবিষয়ঘটিত। অনেকগুলি পত্র ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত। আজিমউল্লা খাঁ সুপুরুষ। তাঁহার রূপমাধুরী দর্শনে ইংলণ্ডের একটি যুবতী তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অনেক পত্র ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশের নারীর লিখিত। একটি প্রৌঢ়া স্বকীয় পত্রে, পূর্ব্বদেশীয় প্রিয় পুত্র বলিয়া, আজিমউল্লায় সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। কয়েক খানি পত্র আজিমউল্লার হস্ত-লিখিত। দুই খানি পত্র, কনষ্টাটিনোপলের ওমর পাশার নামে, সিপাহীদিগের অসন্তোষ এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গোলযোগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল।—*Forty-one years &c. Vol. I. p. 427-429.*

পঞ্চম অধ্যায়।

ফতেগড় অধিকার—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌযাত্রার উদ্‌যোগ।

ফতেগড় অধিকার—স্তার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের বেরেলীতে যাত্রার ইচ্ছা—গবর্ণর-জেনেরলের ভিন্ন মত—স্তার্ কোলিনের লক্ষ্ণৌতে যাত্রার উদ্‌যোগ—তাঁহার সৈনিকদলের উনাওতে অবস্থিতি—ইংরেজসৈন্তের শিবিরে চরের উপস্থিতি—তাহার অবরোধ—তাহার বিচিত্র আত্মবিবরণ—তাহার ফাঁসী।

গোবালিয়রের সুশিক্ষিত ও সাহসিক সৈনিকদলের আক্রমণ হইতে কাণপুর বিমুক্ত হইল। কিন্তু এখনও গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগের অনেক স্থলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের প্রাধান্ত ছিল। সেনাপতি গ্রিথেড এবং হোপ্ গ্রাণ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বাংশে বিপ্লবের শান্তি করিতে পারেন নাই। সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া, পুনর্ব্বার ইংরেজের প্রাধান্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মৈনপুরী, ফতেগড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্তার কোলিন্ কাম্প্‌বেল এই সকল স্থানের পুনরধিকারে উদ্যত হয়েন। তিনি দোয়াব অধিকার পূর্ব্বক রোহিলখণ্ড হইতে বিপক্ষদিগকে তাড়াইবার ইচ্ছা করেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তিনটি প্রধান স্থান তাঁহাদের অধিকৃত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরপশ্চিমে দিল্লী, দক্ষিণপূর্ব্বে এলাহাবাদ, এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী আগরায় প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ফতেগড়ে ফরক্কাবাদের নবাব স্বপ্রধান ছিলেন। প্রধান সেনাপতি সর্ব্বপ্রথম ঐ স্থানে যাত্রার আয়োজন করিলেন। তিনি মৈনপুরী পর্য্যন্ত অধিকারের জন্য ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্‌কে পাঠাইয়া দিলেন। কর্ণেল সীটনের তত্ত্বাবধানে দোয়াবের উত্তরভাগ হইতে রসদ ইত্যাদি আসিতেছিল। ইনি মৈনপুরীর নিকটে ওয়াল্‌পোলের সহিত সম্মিলিত হইতে আদিষ্ট হইলেন। অতঃপর এই উভয় অধিনায়কের সৈনিকদল পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, ফতেগড়ে যাত্রা করিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল।

কর্ণেল সীটন রসদ ইত্যাদির রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৯ই ডিসেম্বর দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। বিপক্ষেরা আলীগড়বিভাগে রহিয়াছে,

এই সংবাদ ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি আলীগড়ে রসদ ইত্যাদি এবং উহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত সৈনিক ও কামান রাখিয়া, বিপক্ষদিগের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে খাসগঞ্জ এবং পাতিয়ালীতে বিপক্ষেরা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার অশ্বারোহীদিগের সহিত ইংরেজ সেনানায়কের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। অতঃপর ইংরেজের সৈনিকদল মৈনপুরীতে যাত্রা করে। মৈনপুরীরাজ তেজ সিংহ ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বিফল হয়। ২৭শে ডিসেম্বর ইংরেজসৈন্য মৈনপুরীর যুদ্ধে জয়ী হয়। এ দিকে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্ আকবরপুর এবং এটোয়া হইয়া মৈনপুরীর নিকটে বেওয়ার নামক স্থানে কর্ণেল সীটনের সহিত সম্মিলিত হয়েন। সম্মিলিত সৈনিকদল অতঃপর ফতেগড়ের অভিমুখে যাত্রা করে।

এ দিকে ২৪শে ডিসেম্বর প্রধান সেনাপতি কাণপুর পরিত্যাগ করেন। ৩১শে তারিখ তিনি গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হয়েন। কাপ্তেন হডসন্, সেনানায়ক ওয়াল্‌পোল্ এবং সীটনের পূর্ব্বেই প্রধান সেনাপতির শিবিরে পদার্পণ করেন। গুরসাহিগঞ্জের পনর মাইল অন্তরে মীরণ-কা-সরাই নামক স্থানে প্রধান সেনাপতির শিবির ছিল। প্রথমোক্ত স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরে কালী নদী প্রবাহিত হইতেছে। বিপক্ষ সিপাহীদিগের যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি-কৌশল থাকিত, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বেই কালী নদীর সেতু ভগ্ন করিয়া, প্রধান সেনাপতির আগমনে বাধা দিতে পারিত। কিন্তু বিপদের সময়ে তাহাদের এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজসৈন্য গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হইলে তাহারা তাড়াতাড়ি সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা বিফল হয়। প্রধান সেনাপতির ইচ্ছা ছিল যে, যাবৎ ওয়াল্‌পোল্ এবং সীটনের সৈন্য সম্মিলিত না হয়, তাবৎ তিনি ফতেগড়ের দিকে অগ্রসর হইতে নিরস্ত থাকিবেন। কিন্তু সেতু ভাঙ্গার সংবাদে প্রধান সেনাপতি আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। নব বর্ষের প্রথম দিন (১৮৫৮ অব্দের ১লা জানুয়ারি) তাঁহার হৃদয়ে অভিনব আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত করে। তিনি আশায় অধ্যবসায়-সম্পন্ন এবং উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া, খোদাগঞ্জ পল্লীর নিকটে কালী নদীর সেতুর সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। অবিলম্বে ইঞ্জিনিয়ারগণ সেতুর ভগ্ন অংশের

মেরামত করিতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে এই কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। পর দিন নিবিড় কুজ্ঝটিকার মধ্যে বিপক্ষগণ ফতেগড় হইতে বহির্গত হইয়া, ইংরেজসৈন্যের গতিরোধের জন্য কালী নদীর তটবিভাগে উপনীত হয়। কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হইলে দেখা গেল যে, ফরক্কাবাদের নবাবের বহুসংখ্যক সিপাহী খোদাগঞ্জ পল্লীতে সমবেত হইয়াছে। ইংরেজসৈন্য সেতুপথে নদী উত্তীর্ণ হয়। নদীর তটে খোদাগঞ্জ পল্লীতে ২রা জানুয়ারি উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। সিপাহীরা যথোচিত দৃঢ়তা ও পরাক্রমের সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। তাহাদের একটি কামান সেতুর সন্নিকটবর্ত্তী টোলঘরের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত ছিল। এই কামানের গোলায় ইংরেজপক্ষের অনেকে দেহত্যাগ করে। উক্ত কামানকে নিশ্চেষ্ট করিবার জন্য কাপ্তেন পীলের কামান সন্নিবেশিত হয়, এই কামানের গোলা প্রবলবেগে টোল ঘরে পড়িতে থাকে। উহাতে বিপক্ষদিগের অনেকে নিহত হয়। তাহাদের কামানও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তাহারা ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, ফতেগড়ের অভিমুখে ৩।৪ মাইল শৃঙ্খলার সহিত গমন করে। অতঃপর তাহাদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়। তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু ইংরেজপক্ষের অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রাঘাতে, শিখদিগের বন্দুকের গুলিতে, বড়শাধারীদিগের বড়শাপ্রয়োগে তাহাদের দলের বহুসংখ্যক সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শবরাশিতে বিস্তৃত প্রান্তরের অনেক স্থান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ তাড়াতাড়ি ফতেগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, রোহিলখণ্ডে পলায়ন করে।

পর দিন স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। কামানের গোলায় দুর্গদ্বার ভগ্ন হয়। ইংরেজসৈন্য বিনা বাধায় দুর্গে প্রবেশ করে। সিপাহীরা প্রায় যাবতীয় দ্রব্য ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। দুর্গে কামানের গাড়ির জন্য অনেক সেগুণ কাঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এঞ্জিন, নানাপ্রকার কামান, সৈনিকদিগের বহুসংখ্যক পরিচ্ছদ, সর্ব্বসমষ্টিতে প্রায় দশ লক্ষ টাকার দ্রব্য ছিল। সিপাহীরা এগুলি ভস্মীভূত করে নাই। গঙ্গার উপরে যে নৌসেতু ছিল, তাহাও বিনষ্ট হয় নাই। এখন পূর্ব্বোক্ত বহুমূল্য দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইল। গঙ্গার সেতুও সুরক্ষিত রহিল।

গোবালিয়রের সৈনিকদলের পরাজয়ের পর গঙ্গার দক্ষিণভাগের জনপদে সামরিক আইনের পরিবর্ত্তে সাধারণ আইন জারি হইয়াছিল। এখন সাধারণ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ লোকের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণ বা হরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জনরব উঠিয়াছিল যে, ফরক্কাবাদের নবাব নগরে রহিয়াছেন। ইংরেজ বিচারক ঘোষণা করিলেন যে, যদি নবাব ধৃত না হয়েন, তাহা হইলে ইংরেজসৈন্য নগরে লুঠতরাজ করিবে। কিছুক্ষণ পরে নবাব ধৃত ও বিচারকের সমক্ষে আনীত হয়েন। কিন্তু ইনি প্রকৃত নবাব নহেন। নবাবের সম্পর্কীয় ব্যক্তি। ইঁহার নাম নাজীর খাঁ। ইঁহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, সার্জেণ্ট্ ফরবস্-মিচেল তাঁহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—"এক খানি সামান্য চারপায়ায়, এই নবাববংশীয় সর্দ্দারের* হস্তপদ আবদ্ধ ছিল। কুলিগণ চারপায়া লইয়া আসিয়াছিল, কি প্রণালীতে অপরাধীর বিচার হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, কোন জুরি বা উকীল ছিল না। আমি জানি যে, প্রথমে তাঁহার দেহ শূকরের চর্ব্বিতে পরিলিপ্ত করা হয়, পরে ধাঙ্গড়েরা তাঁহাকে কঠোরভাবে বেত্রাঘাত করে, অনন্তর তাঁহার ফাঁসী হয়"।† কর্ণেল আলিসন নামক অন্য একজন সৈনিক কর্ম্মচারী এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"৪ঠা ইঁহার (নাজীর খাঁর) ফাঁসী হয়। ফাঁসীর পূর্ব্বে ইঁহার প্রতি অনর্থক নির্দ্দয়তা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইঁহাকে বলপূর্ব্বক শূকরের মাংস খাওয়ান হয়। ধাঙ্গড়েরা ইঁহাকে কঠোররূপে বেত্রাঘাত করে। এই কার্য্য একটি মহৎ ও বিজয়ী জাতির অযোগ্য"।‡ রেইক্স সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইংরেজদিগের হত্যাপরাধে ২৬শে জানুয়ারি ফরাক্কাবাদের দুই জন নবাবের ফাঁসী হয়। ইঁহাদের নাম নির্দ্দেশ করা হয় নাই। মাজিষ্ট্রেট্ ইঁহাদিগকে ফাঁসী দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহারা প্রকৃত অপরাধী কি না, তদ্বিষয়ের নির্দ্ধারণে সাবধান হয়েন নাই।§ ইংরেজ বিচারক নিঃসন্দেহ উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এই ভাবে বিচারকার্য্য সম্পন্ন

* লেখক ইঁহাকে ফরাক্কাবাদের নবাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি ফরাক্কাবাদের প্রকৃত নবাব নহেন। প্রকৃত নবাবের বিচারের কথা পরে বিবৃত হইবে।

† *Reminiscences, &c. p. 168-169.*

‡ *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 476.*

§ *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 107. Indian Empire. Vol. II., p. 476.*

করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উক্ত নবাববংশীয় ব্যক্তি কর্তৃক তাঁহার সজাতির লোকে নিহত হইয়াছে। এইরূপ নরহত্যাকারী, দানব বা পিশাচ। সুতরাং দানবের ভাবে বা পৈশাচিকরূপে ইহার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, তদীয় স্বদেশের লোকের ধারণা তাঁহার ধারণার অনুরূপ হইবে না, এবং উত্তেজনার আবেগেও তাঁহার মত ইঁহারা অধীর হইয়া উঠিবেন না। তাঁহার স্বদেশে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সাধুতাসম্পন্ন, অধিকতর ন্যায়পরায়ণ, এবং অধিকতর ধীরপ্রকৃতির লোক আছেন। ইঁহারা তৎকৃত কর্ম্মের সমর্থন করেন নাই। তাঁহার কর্ম্মে ইঁহাদের প্রশংসাবাদের পরিবর্ত্তে অপরিসীম দুঃখ ও ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছিল।* আর যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ন্যায়ানুসারে বিচার করিবার জন্য বিচারবিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই গবর্ণমেণ্টের নিকটেও তাঁহার প্রশংসাপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে শাস্তিভোগ হইয়াছিল। †

* টাইম্‌সের সংবাদদাতা ডাক্তার রাসেল ১৮৫৮ অব্দের মে মাসে ফতেগড়ে উপস্থিত হয়েন। তিনি উপস্থিত ঘটনাসম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন—"আমরা মিলনে সাহেবের সহিত একত্র ভোজন করিয়া, পুরাতন কথা বলিতে বা শুনিতে লাগিলাম। যে ঘরে আমাদের মন্দভাগ্য কুলমহিলাগণ নিহত হইয়াছিল, আমরা সেই ঘরে বসিয়াছিলাম। মিলনে সাহেব কহিলেন দুইটি মহিলাকে যে, কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং এতদ্দেশীয় ১০ সংখ্যক ও ৪১ সংখ্যক পদাতিদলের লোকে তাহাদের লক্ষ্যভেদশিক্ষার স্থলে কতিপয় শিশুকে যে, ভেদ্য লক্ষ্যস্বরূপ রাখিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। আমার মতে এগুলি বর্ব্বর অসভ্যদিগের কাণ্ড। কিন্তু এই স্থানেই আমরা ফরাক্কাবাদের নবাবের সম্পর্কীয় এক ব্যক্তিকে নিরতিশয় জুগুপ্সিতভাবে ফাঁসী দিয়াছিলাম; একজন খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক ঘটনাস্থলে দর্শকের শ্রেণীতে দণ্ডায়মান ছিলেন, আমাদের এই কর্ম্ম কি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিসভ্যজনোচিত? ইহা যথার্থ যে, এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন, আপনার প্রাসাদে ইংরেজ রেজিমেণ্টের এক বা দুই জন আফিসারকে ভোজ দিয়াছিলেন। তিনি আপনার নির্দ্দোষত্বের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সৈনিকপুরুষদিগের গ্রাহ্য হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার বোধ হইয়াছিল। কিন্তু অতিথিসৎকারের কয়েক ঘণ্টা পরেই, তিনি বিচারকের সমক্ষে উপনীত হয়েন। তাঁহাকে এ ভাবে ফাঁসী দেওয়া হয় যে, দর্শকদিগের প্রত্যেকেই বিশেষতঃ স্যার্ উইলিয়ম পীল উহাতে একান্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। ফাঁসীর পূর্ব্বে মুসলমানদিগকে শূকরের চর্ম্মে সেলাই করা, শূকরের চর্ব্বি তাহাদের গায়ে লেপিয়া দেওয়া, তাহাদের শব দগ্ধ করা, এই সকল হিংসাসূচক অখ্রীষ্টানের কর্ম্ম সাতিশয় অগৌরবকর।—*Russell, Diary, Vol. II., p. 42-43.*

† ম্যাজিষ্ট্রেট পাওয়ার সাহেব বিচার করিয়াছিলেন। এইরূপ কঠোরতা এবং অন্যান্য কারণে অতঃপর ইঁহাকে সস্পেণ্ড করা হয়।—*Martin, Indian Empire, Vol. II., p. 476, note.*

রেইক্‌স্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, নবাবের প্রাসাদ বহুবিধ ভোগ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। আয়না, ঝাড়লণ্ঠন, ছবি, পুস্তক যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছিল। অন্তর্মহলের দুই তিনটি বৃদ্ধা নারী ব্যতীত সমগ্র প্রাসাদে আর কোন লোক ছিল না। কিন্তু বিড়াল, ময়না, কুক্কুর গুলি চীৎকার করিতে করিতে খাদ্য দ্রব্যের আশায় বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বেড়াইতেছিল; ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইলেও ইহারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই। একটি হস্তী শৃঙ্খলবিমুক্ত হইয়া, আপনার খাদ্যের আহরণে ব্যাপৃত হইয়াছিল। কিন্তু সুদৃশ্য অশ্বগুলি ইহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী হয় নাই। উহারা আপনাদের অবস্থিতিস্থলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া, বারংবার পদ দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছিল। উহাদের অদূরে যে দানা রহিয়াছিল, তৎপ্রতি উহারা সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকাতে উহারা আপনাদের অভীষ্ট খাদ্যদ্রব্যের নিকটে যাইতে সমর্থ ছিল না। কেহ ঐ দ্রব্য উহাদিগকে দিবার জন্য উপস্থিত হয় কি না, দেখিবার জন্য কাতরভাবে এক এক বার চারি দিকে নেত্র সঞ্চালন করিতেছিল। নীলগাই, বারশৃঙ্গ (যে হরিণের বারটি শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে), হাঁস, বানর প্রভৃতি খাদ্যের জন্য অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিল। রেইক্‌স্ সাহেব এই সকল অসহায় জীবদিগকে খাদ্য দিবার বন্দোবস্ত করেন।*

প্রধান সেনাপতি ফতেগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রোহিলখণ্ডে বহুসংখ্যক সিপাহী তাঁহার গতি ও কার্য্য প্রণালীর পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন শুনিল যে, তিনি স্বয়ং রামগঙ্গার ভগ্ন সেতু পরীক্ষা করিতেছেন। তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ফতেগড়ের দিক হইতে রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে রামগঙ্গা পার হইতে হয়। এখন রোহিলখণ্ডের সিপাহীরা ভাবিল যে ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের অধ্যুষিত জনপদ আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছেন। ৫০০০ সিপাহী ৪টি কামান লইয়া ফতেগড়ের প্রায় ১২ মাইল উত্তরে গঙ্গা পার হইয়া, ইংরেজের অধিকৃত সামসাবাদ আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তাহারা আক্রান্ত স্থান হইতে তাড়িত হইল। ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের

* *Raikes, Notes on the Revolt &c., p. 107.*

কামানগুলি অধিকার করিলেন। এই বিভাগের অন্তর্গত পালম্‌হাউ নামক স্থান বিনাবাধায় অধিকৃত হইল। যিনি পূর্ব্বে এই স্থানের তহশীলদার ছিলেন, তিনি উপস্থিত সময়ে আপনাকে দিল্লীর মোগল সম্রাটের অধীন রাজা বলিয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিচালক হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার দশান্তর ঘটিল। গবর্ণমেণ্টের বিরোধী বলিয়া, যাহারা সন্দেহের পাত্র হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই অবরুদ্ধ হইল। যাঁহারা আপনাদিগকে দিল্লীর মোগলের অধীন রাজা বা নবাব বলিয়া প্রাধান্তস্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন উচ্চাসন হইতে অধঃপাতিত হইয়া, নিম্ন শ্রেণীর অবরুদ্ধদিগের দলে স্থান পাইলেন। কি প্রণালীতে ইহাদের বিচার হইল, কি ভাবে ইহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গৃহীত হইল, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার সৈনিক দলের সার্জ্জেণ্ট ফরবস্-মিচেলের কথা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফরবস্-মিচেল্ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেবল ইহাই দেখিয়াছিলেন যে, অবরুদ্ধদিগকে দলে দলে কোতয়ালীর প্রাঙ্গণের মধ্যবর্ত্তী একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। গলদেশে রজ্জুবদ্ধ হইয়া, ইহারা ঐ বৃক্ষের শাখায় বিলম্বিত হইতেছিল। অপরাহ্ণ তিনটা হইতে পর দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিয়াছিল। অবশেষে বৃক্ষশাখায় আর স্থান ছিল না। এইরূপে ১৩০ জনের ফাঁসী হইয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সনের কঠোর প্রকৃতির কথা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ফাঁসীতেও তাঁহার মনে ঘৃণা ও বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। বিচারক, ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার দলের কেহ ফাঁসী দিবার কর্ম্ম করিতে সম্মত আছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এই বলিয়া লোভ দেখান যে, যিনি ফাঁসী দিবেন, তিনি দণ্ডিত ব্যক্তির অঙ্গুরী ও টাকাকড়ি পাইবেন। উক্ত সৈনিকদলের কেহই বিচারকের প্রলোভনে ঐরূপ জুগুপ্সিত কর্ম্ম সাধনে সম্মত হইল না। শেষে বিচারক ঐ দলের একজন দীর্ঘকায় সৈনিক পুরুষের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সৈনিক পুরুষ নিরতিশয় বিরাগের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বিচারককে কহিল—"আপনি আমাদিগকে এ কি কথা বলিতেছেন? এই ৯৩ সংখ্যক দলের আমরা, সশস্ত্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। ভারতবর্ষের যাবতীয় বিলুণ্ঠিত দ্রব্য পাইলেও, আমরা জল্লাদ হই না। কাপ্তেন হড্‌সন পার্শ্বে দণ্ডায়মান

ছিলেন। সৈনিক পুরুষের কথা শুনিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ্ কথা বলিয়াছ, আমি তোমার করমর্দ্দন করিতে ইচ্ছা করি।" অনন্তর তিনি উক্ত সৈনিকের করমর্দ্দন পূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী একজন কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"এইরূপ কর্ম্মে আমার বড় বিরাগ জন্মিয়াছে। ঈদৃশ কর্ম্মস্থলে যে, আমি কর্ত্তব্যসম্পাদনে নিয়োজিত হই নাই, ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া, কাপ্তেন হড্‌সন্ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অতঃপর কয়েকজন ডোম পাওয়া গেল। ইহারা ফাঁসীর কর্ম্মে নিয়োজিত হইল। পূর্ব্বমত বিচারে ফাঁসী হইতে লাগিল।*

স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেল প্রায় এক মাস কাল ফতেগড়ে রহিলেন। সে সময়ে অনেক ইংরেজ এইরূপ বিলম্ব দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজীসংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, তিনি নিরতিশয় অকর্ম্মণ্য ও শিথিলপ্রকৃতি বলিয়া, নির্দ্দেশ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। কিন্তু ইহাতেও প্রধান সেনাপতির প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। একজন ঐতিহাসিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, গ্রিথেড প্রভৃতি সেনানায়কগণ তাড়াতাড়ি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া, বিপক্ষদিগের পরাজয়সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে সকল স্থানে সর্ব্বাংশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। সেনানায়কদিগের গমনের পরে বিপক্ষেরা আবার বল সংগ্রহ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বপ্রধান হইয়াছিল। কিন্তু প্রধান সেনাপতি তাড়াতাড়ি এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাত্রা করেন নাই। তিনি যে স্থানে গিয়াছেন, সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছে।† যাহা হউক, প্রধান সেনাপতি দীর্ঘকাল ফতেগড়ে থাকিয়া রোহিলখণ্ডের বিপুল বিপক্ষদলের গতিপর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ফতেগড় হইতে রোহিলখণ্ডে গমন করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণর-জেনেরলের মত হইল না। তিনি প্রধান সেনাপতিকে রোহিলখণ্ডের পরিবর্ত্তে লক্ষ্ণৌতে যাইতে কহিলেন। লর্ড কানিঙ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোহিলখণ্ডে প্রাধান্য স্থাপন করা নিরতিশয় বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্ণৌ অধিকার করা উহা অপেক্ষা অধিকতর

* *Reminiscences &c p. 170-171.*

† *Holmes, Indian Mutiny. Appendix G. p. 581.*

বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বে দিল্লীর উপর যেমন সাধারণের দৃষ্টি ছিল, এখন অযোধ্যার উপরেও সেইরূপ দৃষ্টি রহিয়াছে। অযোধ্যা সিপাহীদিগের শক্তিসঞ্চারের ক্ষেত্র। এই স্থানের কর্ম্মের উপর তাহাদের যাবতীয় আশার উত্থান বা পতন নির্ভর করিতেছে। প্রধান সেনাপতি গবর্ণর জেনেরলের কথায় সম্মত হইলেন। তিনি আপনার ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া, নির্দ্দেশ করিলেন যে, কোন্ কোন্ স্থানে সৈন্য চালনা করিতে হইবে, কি ভাবে যুদ্ধক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যুদ্ধগামী সৈনিকদলের উপর গবর্ণর-জেনেরলের সর্ব্বতো-মুখী প্রভুতা আছে। এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, স্যার কোলিন্ লক্ষ্ণৌ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সৈনিকদিগের বেতননির্দ্ধারণ সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসির সহিত স্যার্ চার্লস্ নেপিয়ারের অনৈক্য ঘটিলে, স্যার্ চার্লস্ প্রধান সেনাপতির কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন।* কিন্তু স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের সহিত লর্ড কানিঙের অনৈক্য ঘটিলেও প্রধান সেনাপতি গবর্ণর-জেনেরলের প্রাধান্যস্বীকারে বিমুখ হইলেন না। ৩রা ফেব্রুয়ারি তাঁহার সৈনিকদল ফতেগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করিল। ইহারা কাণপুর হইয়া ৮ই ফেব্রুয়ারি উনাওতে উপস্থিত হইল। এই সময়ে গবর্ণর-জেনেরল এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি কাণপুর হইতে উক্ত স্থানে গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর ১০ই ফেব্রুয়ারি উনাওতে আসিয়া, লক্ষ্ণৌযাত্রার আদেশ দিলেন।

লক্ষ্ণৌর অধিকারের জন্য সৈন্যসংগ্রহের কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল উনাওতে সমবেত হইতে থাকে। ইংরেজ, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বীরপুরুষগণ লক্ষ্ণৌর নিকটে থাকিয়া, পরাক্রান্ত বিপক্ষের ক্ষমতানাশের জন্য শক্তিসংগ্রহ করিতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কগণ এই বিপুল বাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। কাপ্তেন পীল আপনার কামান ও নৌসৈন্য লইয়া, ইহাদের সহিত সম্মিলিত হয়েন।

উনাওতে যখন এইরূপ সৈন্যসমাগম এবং শৃঙ্খলাসাধন হইতেছিল, কামান

* উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগ, ২২৬ পৃষ্ঠা।

গুলি যথাস্থানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল, রসদ ইত্যাদি রাশীকৃত হইতেছিল, বিবিধ যান, বিবিধ চতুষ্পদ, বহুসংখ্যক অনুচর ও পরিচারক, বহু-বিস্তৃত শিবির সমাকুল করিয়া তুলিতেছিল, তখন একটি ঘটনায় শিবিরের কর্তৃ-পক্ষের সাবধানতা পরিস্ফুট হয়। মালিসন্ প্রভৃতির গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু ঘটনাটি ঐতিহাসিকদিগের উপেক্ষণীয় নহে। ৯৩ সংখ্যক হাই-লাণ্ডার্ দলের একজন সার্জেণ্ট উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সূত্রের অনুরোধে উহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইতেছে। ফর্‌বস্-মিচেল্ এই ভাবে উহার উল্লেখ করিয়াছেন—"এই সময়ে আমাদের বিশেষ কোন কর্ম্ম ছিল না। আমি আমার তাঁবুতে শুইয়া, স্বদেশ হইতে আগত সংবাদ-পত্র পাড়িতেছিলাম, এমন সময়ে একজনকে আমাদের শিবিরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিলাম, 'চাই পিঠা, চাই আঙ্গুরকিস্‌মিসের পিঠা, বড় ভাল পিঠা, কিনি-বার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।' * * পিঠেওয়ালা পূর্ণযৌবনসম্পন্ন, দেখিতে বেশ্ সুন্দর, দাঁড়ি ও গোঁফ কৃষ্ণবর্ণ। কোম্পানির সিপাহীরা যে ভাবে দাড়ি ও গোঁফের বিন্যাস করে, আগন্তুক বিক্রেতার দাড়ি গোঁফও সেই ভাবে বিন্যস্ত। তাহার ললাট বিস্তৃত, নাসা ঈষৎ বঙ্কিম, চক্ষু তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। সংক্ষেপে শিবিরের অনুচর বা পরিচারকদিগের আকৃতি হইতে এই আগন্তুক ব্যবসায়ীর আকৃতি সর্ব্বাংশে বিভিন্ন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার পিষ্টকের ঝুড়ি লইয়া আসিয়াছিল, তাহার আকৃতি দেখিলে, তাহাকে বদমায়েস বলিয়া বোধ হয়। রেজিমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বাজার থাকিত। যাবতীয় দ্রব্য এই বাজার হইতে আনিতে হইত। যাহারা বাজারের দোকানদার নয়, তাহারা অধিনায়কের স্বাক্ষরযুক্ত পাশ ভিন্ন রেজিমেণ্টের শিবিরে কোন দ্রব্য লইয়া আসিতে পারিত না। আমি পিষ্টকবিক্রেতার নিকটে পাশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ইংরেজীতে কহিল,—'ব্রিগেডিয়ার আড্রিয়ান্ হোপ আমাকে পাশ দিয়াছেন। আমার নাম জেমি গ্রীণ। আমি মেস্‌খানসামা ছিলাম।' * * জেমি গ্রীণের আকৃতি দর্শনের পর তাহার পরিশুদ্ধ ও সরল ইংরেজীর অনর্গল উচ্চারণ দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইলাম। ইংরেজীতে তাহার অধিকার ছিল, যেহেতু সে আমার পার্শ্বে বসিল এবং আমার নিকটে সংবাদপত্র দেখিতে চাহিল। আমার বোধ হইল যে, উপস্থিত সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধে বিলাতের পত্রসম্পাদকদিগের কিরূপ

অভিমত, জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ জন্মিয়াছে। কথোপকথনকালে আমি তাহার অনর্গল ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করিলাম। সে কহিল, তাহার পিতা ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের মেস্‌খানসামা ছিল। সে বাল্যকাল হইতেই ইংরেজী কহিতে শিখিয়াছে। রেজিমেণ্টের স্কুলে তাহার লেখাপড়ার অভ্যাস হইয়াছে। সে দীর্ঘকাল সৈনিকদলের মধ্যে লেখাপড়ার কর্ম্ম করিয়াছে। যাবতীয় হিসাব তৎকর্ত্তৃক ইংরেজীতেই লিখিত হইত। জেমি গ্রীণের সহিত যখন এইরূপ কথা হইতেছিল, তখন পিষ্টকের মূল্য লইয়া একজনের সহিত জেমি গ্রীণের ভৃত্যের বচসা ঘটিল। আমি জেমি গ্রীণের ভৃত্যের রুক্ষ দৃষ্টির বিষয় কহিলাম। জেমি গ্রীণ উত্তর করিল,—'ইহার সম্বন্ধে কিছু মনে করিবেন না। এই ব্যক্তি আইরিশ্‌, ইহার নাম মিকি। ইহার মাতা ৮৭ সংখ্যক আয়র্লণ্ডের সৈনিকদলের বাজারে থাকে। পিতৃত্বসম্বন্ধে সার্জ্জেণ্ট্‌ মেজরের বাবুর্চ্চি পর্য্যন্ত সমগ্র রেজিমেণ্টের উপর ইহার দাবী আছে। সম্প্রতি এই ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে আসিয়াছে। কাণপুরের সৈন্যাধ্যক্ষের একটি যুবতী ভার্য্যা আছে। মিকির আকৃতি এই যুবতী নারীর প্রিয়দর্শন বলিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষ ইহাকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।' ইহার পর জেমি গ্রীণ কহিল,—'তামাসা ত তামাসা, কিন্তু একজনের আঙ্গুরকিস্‌মিসের পিষ্টক খাইয়া উহার মূল্য না দেওয়া হাই-লণ্ডের তামাসা।' জেমি গ্রীণের এই বিদ্রূপবাক্য শুনিয়া তাঁবুর সকলে, যে ব্যক্তি মূল্য দিতে অসম্মত হইয়াছিল, তাহাকে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। সুতরাং ঐ ব্যক্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া, মূল্য দিল। জেমি গ্রীণ এবং মিকি অন্য তাঁবুতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে জেমি গ্রীণ আমার নিকট হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র চাহিয়া লইল। এইরূপে পিষ্টকবিক্রেতার সহিত প্রথম বারের দেখাশুনা শেষ হইল।

"দ্বিতীয় বারের আলাপপরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিকতর কৌতূহলজনক এবং উহার পরিণাম অধিকতর শোচনীয়। যে দিন উক্ত পিষ্টকবিক্রেতা আমাদের শিবিরে আসিয়া পিষ্টক বিক্রয় করে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে শিবিরে পাহারা দিবার ভার আমার উপর ছিল। সূর্য্যাস্তসময়ে একজন সৈনিক আসিয়া আমাকে কহিল যে, আঙ্গুরকিস্‌মিসের পিঠেওয়ালা লক্ষ্ণৌর একজন চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। * * * এখন রাত্রি হওয়াতে তাহার ফাঁসী হইবে না। তাহাকে

আমার তত্ত্বাবধানে রাখা হইবে। শিবিরে পাহারা দিবার জন্য অতিরিক্ত প্রহরীও থাকিবে। এই সংবাদে আমি যে, সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যদিও চরেরা সকল সময়েই সৈনিকদলের মধ্যে সাতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে, এবং যদিও তাহাদের প্রতি কাহারও দয়া-প্রকাশ হয় না, তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার সাতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। অল্পক্ষণের আলাপেই আমি তাহার ক্ষমতা বুঝিয়াছিলাম। এইরূপ সৌম্যদর্শন ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি কিরূপে সামান্য অনুচর বা পরিচারকের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর করণীয় কর্ম্মভার গ্রহণ করিল, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, চর বলিয়া, এই ব্যক্তি উক্তরূপ সামান্যবেশে আসিয়াছিল।

"যাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধে উদ্যত এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের উপর আমাদের যাবতীয় শ্রেণীর যে, কিরূপ বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল, এস্থলে তাহার বর্ণনা করা অনাবশ্যক। কোন ব্যক্তি চর বলিয়া ধৃত হইলে ইন্ধনযুক্ত অগ্নির ন্যায় ঐ ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষভাবের উদ্দীপক হইত মাত্র। ইউরোপীয় জাতিসমূহের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ অপেক্ষা এসিয়াবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমি যে বিদ্রোহঘটিত যুদ্ধের কথা বলিতেছি, উহা এসিয়ার যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর অপকৃষ্ট। * * এই যুদ্ধ কেবল নরহত্যা মাত্র। যেখানে কোন খৃষ্টান বা কোন শ্বেত পুরুষ বিদ্রোহীদিগের হস্তে পড়িয়াছে, সেইখানে তাহারা নির্দ্দয়-ভাবে নিহত হইয়াছে, এবং এতদ্দেশের যে কোন ব্যক্তি উক্ত খৃষ্টান বা ইউরোপীয়ের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, সে ব্যক্তিও বিদ্রোহীদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। সামরিকবিভাগের বিচারকই হউন বা সাধারণ বিচারকই হউন, যেখানে কোন বিদ্রোহীর দেখা পাইয়াছেন, অথবা কোন এতদ্দেশীয়ের উপর কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছেন, সেই খানেই অবিলম্বে সেই হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তিমকাল আসন্ন হইয়াছে। সাধারণ বিচারকগণ আমাদের ক্ষমতাপ্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের সঙ্গে থাকিয়া, যে ভাবে বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে যেরূপ ন্যায়পরতার অবমাননা ঘটিয়াছে, সেইরূপ নির্দ্দয়তাপ্রকাশ হইয়াছে। সামরিক আইন অনুসারে যে শাস্তি ঘটে, তাহা উচিত হউক, বা অনুচিত হউক, কালবিলম্বব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়। কিন্তু

যে সকল বিচারক বিদ্রোহীদিগের বিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলের সঙ্গে ছিলেন, আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত বিচারকগণ নিঃসন্দেহ এই ভাবে আপনাদের কর্ম্ম উচিত মনে করিয়াছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধ ও বিদ্রোহের নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে অপরাধিগণ সাতিশয় পাপজনক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে। প্রধান সেনাপতিও এইরূপ নরহত্যার বিরোধী ছিলেন, * * ফতেগড় হইতে কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে তিনি যখন কোন এক আমের বাগানে প্রবেশ করেন, তখন ঐ বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষের শাখা বিলম্বিত, গলিত শবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইহা দেখিয়া সাতিশয় বিরক্তিসহকৃত ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর একজন বিচারক কোন সৈনিকদলের সহিত যাইবার সময়ে, এই ভাবে ফাঁসীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

"এখন আমার কথা বলিতেছি। জেমি গ্রীণ চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিবার পরক্ষণেই প্রোবোষ্ট মার্শেলের* সহযোগিবর্গের মধ্যে কতিপয় সৈনিক পুরুষ তাহাকে আমাদের তাঁবুতে আনিয়া, আমার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সাবধানে রাখিতে কহিলেন। তাহার সহিত পিষ্টকের চুপড়ীর পূর্ব্বোক্ত বাহকও ছিল। সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যে সকল লোক ১৮৫৭ অব্দের জুলাই মাসে কাণপুরে ইউরোপীয় নরনারীদিগকে বধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এই ব্যক্তি ছিল।* * আমি যেমন কয়েদী দুইটির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি, অমনি কতিপয় প্রহরী ইহাদের জাতিনাশের জন্য বাজার হইতে শূকর-মাংস আনিবার প্রস্তাব করিল। তখন ফাঁসী দিবার পূর্ব্বে এই ভাবে কার্য্য হইত। আমি এই প্রস্তাবের একান্ত বিরোধী হইলাম, এবং স্পষ্টাক্ষরে কহিলাম, আমি যে পর্য্যন্ত প্রহরীদিগের অধ্যক্ষ থাকিব; সে পর্য্যন্ত কিছুতেই ইহা করিতে দিব না। অপর প্রহরীদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলাম যে, যদি কয়েদীদিগের ধর্ম্মনাশের জন্য কেহ কোনরূপ চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার সৈনিকচিহ্নের পরিচয়সূচক কোমরবন্ধ খুলিয়া

* যে কর্ম্মচারী সৈনিকবিভাগে কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধান, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশমত অপরাধীদিগের শাস্তিবিধান, সৈনিকবিভাগের নিয়মানুসারে শৃঙ্খলাসাধন প্রভৃতি পুলিশের কর্ম্ম করেন।

লওয়া হইবে। আদেশপালন না করাতে এই ব্যক্তি আবদ্ধ থাকিবে। অপেক্ষাকৃত শান্তস্বভাব প্রহরীরা আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। যে হতভাগ্য আপনার নাম জেমি গ্রীণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, আমার এই আদেশ শ্রবণে তাহার মুখমণ্ডলে যেরূপ কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি হইল, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। সে কহিল যে, আমার নিকটে এইরূপ সদয়-ভাবের কখনও প্রত্যাশা করে নাই। উহার জন্য সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লা যুদ্ধের সময়ে আমাকে যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। * * আমি কয়েদীর এইরূপ প্রার্থনার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং সে সায়ন্তন উপাসনা করিতে পারে, এজন্য তাহার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিলাম। আমার এইরূপ সদয়ব্যবহারে তাহার সহচরের কেবল রুক্ষভাব পরিস্ফুট হইল। কিন্তু সে স্বীকার করিল যে, সার্জ্জেণ্ট সাহেব মুসলমানের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যেহেতু, তিনি তাহাকে শূকরের বসালেপন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

"কয়েদীদিগকে তাহাদের সায়ন্তন উপাসনা সাঙ্গ করিতে দিলাম। সময় ও অবস্থা অনুসারে যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে, তাহারা ততটুকু স্বাধীনতা পাইল। আমি বিনা নিদ্রায় রাত্রিযাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। যেহেতু, যদি কয়েদী দুইটির কেহ পলায়ন করে, তাহা হইলে উহা নিরতিশয় দোষের মধ্যে গণ্য হইবে। * * আমি রেজিমেণ্টের বাজার হইতে একজন মুসলমানকে আনাইয়া, আমার ব্যয়ে কয়েদীদিগের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কহিলাম। ইহাতে মুসলমান দোকানদার উত্তর করিল,—'আপনি যখন মুসলমানের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থার সময়ে তাহার প্রতি এইরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন যদি আপনি ইহার জন্য আমাদিগকে একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অনুমতি না দেন, তাহা হইলে আমাদের স্বধর্ম্মের সম্মান হানি হইবে'।

"বাজার হইতে খাদ্য আসিল। জেমি গ্রীণ উহা খাইয়া একখানি মাদুরের উপর বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল,—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাকে জীবনের এই শেষ রাত্রিতে এইরূপ দয়াশীল সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন। ইহার পর সে আমাকে কহিল,—'আপনি আমাকে আমার জীবনের ঘটনা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা যথার্থ বটে যে, আমি চর।

কিন্তু চর বলিলে সচরাচর যাহা বুঝায়, আমি কখনও সে শ্রেণীর লোক নহি। আমি সাধারণ চরের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি লক্ষ্ণৌর বেগমের সৈনিকদলের একজন কর্ম্মচারী। আমাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্য ও কামানাদি যাইতেছে, তাহাদের বলাবল সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি লক্ষ্ণৌর সৈনিকদলের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। বিপক্ষদিগের অবস্থা ও গতি-বিধির পর্য্যবেক্ষণের জন্য আসিয়াছি। কিন্তু আল্লা আমার কার্য্য সিদ্ধ হইতে দিলেন না। আমি আজ সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া-ছিলাম। যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইত, তাহা হইলে কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তথায় পঁহুছিতে পারিতাম। যেহেতু, যাবতীয় অভীষ্ট বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু উনাও, লক্ষ্ণৌর পথে থাকাতে, আপনাদের কামান এবং গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি লক্ষ্ণৌতে যাইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য, আর একবার এই স্থানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু একটি অসতীপুত্র আমাকে চর বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে। এই পাষণ্ড ফাঁসীর কাঠ হইতে আপনার গলা বাঁচাইবার জন্য এইরূপে তাহার স্বদেশের এবং স্বধর্ম্মের লোকদিগের জীবননাশের কারণ হইয়াছে। কিন্তু আল্লা সত্য, সেই ব্যক্তি জাহান্নমের (নরকের) আগুনে আপনার বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কার পাইবে।*

'আপনি আমার নাম জানিতে চাহিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্যের বিবরণ স্কট-লণ্ডে আপনার বন্ধুদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমার নাম ইত্যাদি বলিতে কোন আপত্তি নাই। ইংলণ্ডের —ইংলণ্ড অর্থে আমি স্কটলণ্ডসমেত ইংলণ্ড বলিতেছি—লোক ন্যায়পর। আমার এই ভৃত্যের অদৃষ্টলিপিতে তাহাদের কেহ কেহ দুঃখিত হইতে পারেন। আমি দুই বার লণ্ডন এবং এডিনবরা দেখিয়াছি। এই দুই স্থানে আমার অনেক বন্ধু আছেন। আমার নাম মহম্মদ আলী খাঁ। রোহিলখণ্ডের সম্ভ্রান্ত মুসল-মানবংশে আমার জন্ম। বেরিলী কলেজে আমার শিক্ষালাভ হইয়াছে। আমি সেখানে যাবতীয় ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া, প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। বেরিলী কলেজ হইতে রুড়কির গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে

* যে ব্যক্তি জেমি গ্রীণকে চর বলিয়া ধরাইয়া দেয়, বেরেলীর বিপ্লবকালে সে আপনার প্রতিপালক ইউরোপীয়কে বধ করে। এই অপরাধে পরবর্ত্তী মে মাসে তাহার ফাঁসী হয়।

প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে কোম্পানির চাকরী পাইবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়াছি। এই কলেজের শেষ পরীক্ষায় সৈনিক এবং সাধারণ বিভাগের কর্ম্মপ্রার্থী সমুদয় ইউরোপীয় ছাত্র অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছি। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে? আমি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারদিগের মধ্যে জমাদারের কর্ম্ম পাইয়াছি। আমাকে পাহাড়ের পথের কর্ম্মে পাঠান হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় আমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। বোধ হয়, কেবল পাশবিক শক্তি ব্যতীত এই ইউরোপীয় সর্ব্বপ্রকারে আমা অপেক্ষা অপকৃষ্ট। ইহার কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই। ইংলণ্ডে এই ব্যক্তি কখনও উচ্চপদ লাভ করিতে পারিত না। মূর্খের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ এই ব্যক্তি ইউরোপীয়-দিগের সাধারণ দোষ—ঔদ্ধত্য, গর্ব্ব এবং স্বার্থপরতার এরূপ পরিচয় দিত যে, উহাতে সহজে আমরা উত্তেজিত ও বিরক্ত হইতাম। এইরূপ লোক দ্বারা আপনাদের জাতীয় প্রতিপত্তির কত দূর ক্ষতি হইতেছে, আমাদের ভাষা না জানিলে এবং আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত না মিশিলে, তাহা আপনারা কখনও জানিতে পারিবেন না। আপনাদের জাতীয় স্বার্থপরতা এবং দাম্ভিকতা সম্বন্ধে আপনাদের ঘোরতর শত্রুরা যাহা বলিয়া থাকে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ একটি দৃষ্টান্তই পর্য্যাপ্ত। ইহাতে লোকে আপনাদের উদারতা এবং সমবেদনা কেবল ভণ্ডামি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমি অর্থের জন্য কোম্পানির চাকরী গ্রহণ করি নাই। আমার সম্মান হইবে, কেবল এই আশাতেই চাকরী স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমেই যাহাকে আমি ঘৃণা করি—কেবল ঘৃণা নয়, যাহার প্রতি একান্ত বিরক্তি প্রকাশ করি—তাহার অধীন হওয়াতে আমার অপমান ও অসম্মান ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই। আমি পিতাকে এ বিষয় জানাইয়া, তাঁহার নিকটে চাকরী ছাড়িয়া দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, রাজবংশীয়গণ এই ভাবে কোম্পানির চাকরী করিতে পারেন না। আমি অযোধ্যার নবাব নসীরুদ্দীনের সরকারে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা করিয়া, চাকরী ছাড়িয়া বাড়ী গেলাম। যখন আমি লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হই, তখন নেপালের জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ডে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার একজন ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ সেক্রেটরির প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি অবিলম্বে এই

কর্ম্মের জন্য আবেদন করিলাম। অনেক রাজা এবং ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী আমার আবেদনের সমর্থন করিলেন। আমি মহারাজের সেক্রেটরি হইয়া, তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে উপনীত হইলাম। অন্যান্য স্থানের মধ্যে এডিনবরায় গিয়াছিলাম। সে সময়ে মহারাজের সম্মানার্থে আপনাদের ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার রেজিমেণ্ট সামরিক বেশে সজ্জিত হইয়া, দণ্ডায়মান ছিল। যখন আমি হাইলণ্ডের পরিচ্ছদধারী এই রেজিমেণ্ট দেখিলাম, তখন ইহা ভাবি নাই যে, হিন্দুস্থানের সমতল ক্ষেত্রে ইহাদের শিবিরে আমি বন্দী হইব। কিন্তু কে অদৃষ্টের কথা বলিতে পারে, এবং উহার হাত ছাড়াইতে পারে?

'আমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত স্বদেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজদরবারে চাকরী করি, ঐ অব্দে আজিম উল্লার সহিত পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যাই। আপনি উপস্থিত বিপ্লবপ্রসঙ্গে আজিম উল্লার নাম অবশ্য শুনিয়াছেন। পেশওয়ের দেহত্যাগের পর নানা সাহেব আজিম উল্লাকে আপনার এজেণ্ট করেন। আমার ন্যায় আজিম উল্লা খাঁও কাণপুরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক গঙ্গাদীনের প্রদত্ত শিক্ষাগুণে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি তিনি ইংলণ্ডে যাইতে পারেন, তাহা হইলে তদীয় প্রভুর বিরুদ্ধে লর্ড্ ডালহৌসীর নিষ্পত্তি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। আজিম উল্লা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারাজীবদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য এবং যদি আবশ্যক হয়, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগকে উৎকোচ দিবার নিমিত্ত, বহু অর্থ লইয়া, ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। আপনি জানেন যে, লণ্ডনের সমাজে তাঁহার সম্মান লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আপনার রাজনীতিসংক্রান্ত কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া, আমরা ১৮৫৫ অব্দে কনষ্টাণ্টিনোপল দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করি, কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে ক্রিমিয়া দেখিতে যাই। এই স্থানে ১৮ই জুন ইংরেজসৈন্যের আক্রমণ এবং পরাজয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শিবাস্তোপলের পুরোভাগে উভয় সৈন্যের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। আমরা কনষ্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাবৃত্ত হই। এই স্থানে কতিপয় ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা রুসিয়ার রাজকর্ম্মচারী বলিয়া, আত্মপরিচয় দিয়া-

ছিলেন। ইঁহারা আজিমউল্লা খাঁকে কহিয়াছিলেন যে, যদি তিনি ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা কার্য্যতঃ যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। এই সময়ে আমি এবং আজিম উল্লা কোম্পানির গবর্ণমেণ্টের বিপর্য্যয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আপনি আমাকে যে সকল সংবাদপত্র দিয়াছেন, তৎসমুদয়ে দেখিলাম যে, কোম্পানির রাজত্ব গিয়াছে। তাহাদিগকে আর পরস্বহরণ বা পররাজ্য অধিকারের জন্য সনন্দ দেওয়া হইবে না। যদিও আমরা এই দেশ ইংরেজের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিলাম না, তথাপি আমরা কিয়দংশে ভাল কাজ করিলাম। আমাদের জীবনেরও বৃথা উৎসর্গ হইল না; যেহেতু, আমার বিশ্বাস যে, শাসনকার্য্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে পার্লেমেণ্টের অধীন হইলে উহা কোম্পানির অধিকারে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়ানুগত হইবে, এবং আমি দেখিয়া যাইতে না পারিলেও, আমার বিশ্বাস যে, আমার নিপীড়িত ও পদদলিত স্বদেশীয়গণ ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

'সাহেব! আপনার তোষামোদ বা আপনার অনুগ্রহলাভের জন্য বলিতেছি না। আমি আপনার যথোচিত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনি ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন না। উহা করিবার ইচ্ছায় থাকিলেও, আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান করিতে দিবে না। আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আপনি আমার প্রতি যেরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মনের কথা আপনাকে খুলিয়া বলিলাম। আমার হৃদয়ে আপনাদের প্রতি ঘৃণার ভাব নিহিত আছে। আমার মুখে, আপনাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায়, এরূপ কঠোর কথাও রহিয়াছে। আমি এই ভাবেই আপনাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্যের প্রতি আপনার দয়া দেখিয়া, আমি লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের পর এই দ্বিতীয় বার উপস্থিত বিপ্লবঘটিত অত্যাচারের জন্য লজ্জিত হইতেছি। কয়েক দিন পূর্ব্বে কাণপুরে থাকিতে একটি ঘটনায় প্রথম বার আমার লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল। যখন কর্ণেল নেপিয়ার কাণপুরের ঘাটে কয়েকটি হিন্দু-দেবমন্দির কামানে উড়াইয়া দিতে উদ্যত হয়েন, তখন পাণ্ডারা

তাঁহার নিকটে গিয়া, মন্দিররক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। কর্ণেল নেপিয়ার এই প্রার্থনার উত্তরে তাঁহাদিগকে কহেন,—'এখন আমার কথা শুনুন। যখন আমাদের কুলনারীগণ, আমাদের বালকবালিকাগণ নিহত হয়, তখন আপনারা সকলেই এখানে ছিলেন। আপনারা জানেন যে, আমরা প্রতিহিংসা প্রযুক্ত এই সকল মন্দিরের বিধ্বংশে প্রবৃত্ত হই নাই। নৌসেতু নিরাপদে রাখিবার জন্য মন্দিরগুলি বিনষ্ট করিতেছি। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন যে, তিনি একটি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু সন্তানের সম্বন্ধে কিয়দংশে দয়ার কার্য্য করিয়াছেন, অন্ততঃ তিনি যদি এরূপও প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে, ইহাদের জীবন রক্ষার জন্য একটি কথাও বলিয়াছেন, আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, তিনি যে স্থানে দেবারাধনা করেন, আমি সেই স্থান যথাবৎ রাখিব।' আমি এই সময়ে জনতার মধ্যে কর্ণেল নেপিয়ারের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম। কর্ণেল নেপিয়ার বেশ্ কথা বলিয়াছিলেন। কেহ এই কথার উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণেরা নীরবে চলিয়া গেল। কর্ণেল নেপিয়ার ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মন্দিরগুলি বায়ুস্তরের মধ্যে উড়িয়া গেল। নেপিয়ারের ন্যায়সঙ্গত কথায় আমি লজ্জাভারে অধোবদন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যখন বিদ্রোহ ঘটে, তখন আপনি কাণপুরে ছিলেন কি না?' বন্দী উত্তর করিলেন,—'না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তখন আমি রোহিলখণ্ডে আপনার বাড়ীতে ছিলাম। আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অরাতিনিপাত করিয়াছি। অন্যরূপে কাহারও শোণিতে আমার হস্ত কলঙ্কিত হয় নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ঝটিকার সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং স্ত্রী ও সন্তানদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য বাড়ী গিয়াছিলাম। যখন আমি বাড়ীতে ছিলাম, তখন মিরাট এবং বেরিলীর বিপ্লবের কথা আমার শ্রুতিগোচর হয়। আমি অবিলম্বে বেরিলীতে গিয়া তত্রত্য সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হই, এবং তাহাদের সহিত দিল্লীতে পদার্পণ করি। আমি দিল্লীতে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া, নগররক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজেরা নগর অধিকার করেন। আমি ঐ পর্য্যন্ত দিল্লীতেই থাকি, পরে পরস্পরবিচ্ছিন্ন সিপাহীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে একত্র করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাদিগকে লইয়া, লক্ষ্ণৌযাত্রা করি।

আমরা প্রথমে মথুরায় উপনীত হই, সৈনিকদিগের পারের জন্য যমুনার উপর যে পর্য্যন্ত নৌসেতু প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকি। শাহজাদা ফিরোজ শাহ্ এবং সেনাপতি বখত্ খাঁর অধীনে এখনও ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলে আমাকে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম দেওয়া হয়। নবেম্বর মাসে যখন আপনাদের সৈনিকদল রেসিডেন্সির উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হয়, তখন আমি লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। আমি সেকেন্দরবাগের ভয়ঙ্কর নরহত্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে দিন উহা আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্ব্বরাত্রিতে আমি উহার রক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম। যখন আপনারা শাহনজিফ আক্রমণ করেন, তখন ঐ স্থান হইতে আমি আপনাদের গতিপর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। আমি লক্ষ্ণৌর সর্ব্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত সৈনিকদিগের মধ্যে তিন হাজারের অধিক লোক সেকেন্দরবাগরক্ষার জন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। ইহাদের একটিও রক্ষা পায় নাই। পূর্ব্বরাত্রিতে যখন আমার স্থাপিত দণ্ড হইতে আমাদের সবুজ পতাকা তুলিয়া আপনাদের হাইলণ্ডের টুপি বসান হয়, তখন আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলাম। আমার প্লীহা জল হইয়া গিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের সমস্তই শেষ হইল। সেকেন্দরবাগে গোলাবর্ষণের জন্য শাহনজিফে কামানসন্নিবেশ করিয়াছিলাম। এই সময় হইতে আমি লক্ষ্ণৌ সহরে এবং উহার চারি দিকে, যে ভাবে প্রাচীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ঠিক করি, এবং তৎসমুদয়ের নির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকি। আপনি লক্ষ্ণৌ গেলে উহা দেখিতে পাইবেন। যদি সিপাহীরা এবং গোলন্দাজগণ উহার পশ্চাতে দৃঢ়তাসহকারে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্ণৌ অধিকারের পূর্ব্বে আপনাদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইবে।'

"ইহার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমাদের প্রথম পরিচয়কালে যাহার নাম তিনি মিকি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে জুলাই মাসে কাণপুরস্থিত স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের নিধনের জন্য নানা সাহেবের নিয়োজিত লোকের মধ্যে ছিল কিনা? বন্দী উত্তর করিলেন,—'আমার বিশ্বাস, ইহা সত্য। কিন্তু যখন আমি ইহাকে নিযুক্ত করি, তখন এ বিষয় আমার গোচর হয় নাই। এই ব্যক্তি বিশ্বাসী, ইহা শুনিয়া, ইহাকে সঙ্গে

লইয়াছিলাম। যদি জানিতাম যে, এই ব্যক্তি স্ত্রীলোক এবং শিশুসন্তানদিগকে বধ করিয়াছে, তাহা হইলে কখনও ইহার সংস্রবে থাকিতাম না।' * * এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে,—নিধনের পূর্ব্বে ইউরোপীয় কুলনারীদিগের সম্ভ্রম নষ্ট করা হইয়াছে। এই কথার সত্যতাসম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কিনা? বন্দী কহিলেন,—'সাহেব আপনি বিদেশী,তাহা না হইলে এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিতেন না। যিনি এই দেশের আচারব্যবহার এবং জাতিগত কঠোর নিয়ম অবগত আছেন, তিনি জানেন, এই কথা মিথ্যা। কেবল জাতিগত বিদ্বেষ বাড়াইবার জন্য ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমি স্বীকার করি যে, কুলনারী-গণ এবং বালকবালিকারা নিহত হইয়াছে। কিন্তু কাহারও ইজ্জৎ নষ্ট হয় নাই। 'আমরা অসভ্যদিগের ইচ্ছার উপর রহিয়াছি। ইহারা যুবতী এবং বৃদ্ধা, সকলেরই সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছে' এইরূপ নানা কথা কাণপুরের গৃহগুলির দেয়ালে লিখিত হইয়াছে। এই সকল কথা এ দেশের ইংরেজী সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। এ দেশের সংবাদপত্রের এই কথা বিলাতের সংবাদপত্রে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু কাণপুরের দেয়ালের ঐ সকল লেখা জালমাত্র। সেনাপতি আউট্রাম এবং হাবেলকের সৈন্য কাণপুর পুনরধিকার করিলে দেয়ালে উহা লিখিত হইয়াছিল। যদিও আমি সে সময়ে তথায় ছিলাম না, তথাপি যাহারা ছিল, তাহাদের কথাই আমি বলিতেছি। আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য।'

"নানা সাহেব কি জন্য সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে উক্তরূপ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমি বন্দীর নিকটে অতঃপর তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন,—'এসিয়াবাসিগণ দুর্ব্বলপ্রকৃতি। তাহাদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বিশ্বাসঘাতকতা হইতে এইরূপ অব্যবস্থিততার উৎপত্তি হয় না। প্রধানতঃ কর্ত্তব্যপালনে ঔদাস্যই ইহার কারণ। যখন তাহারা কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়, তখন তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু অসুবিধা দেখিলেই উহা ভুলিয়া যায়। আমার বিশ্বাস, নানা সাহেবের সম্বন্ধ এইরূপ ঘটিয়াছিল। নানা সাহেব স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে একটি দানবী অবস্থিতি করিতেছিল। এই নারী পূর্ব্বে

বাঁদী ছিল। নানা সাহেবের পার্শ্বচরদিগের মধ্যে অনেকে (আজিম উল্লা খাঁ ইহাদের মধ্যে একজন), যাহাতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব হয়, সেই ভাবে উপস্থিত বিপ্লবে নানা সাহেবকে জড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সুতরাং অনেকে দৃঢ়তার সহিত দানবীর ভয়ঙ্কর প্রস্তাবের সমর্থন করিল। উক্ত দানবী ইংরেজ মহিলা-দিগকে বধ করিবার অনুমতি পাইল। যখন ৬ সংখ্যক পদাতিদলের সিপাহীগণ এবং নানা সাহেবের প্রহরিগণ এই ভয়াবহ কর্ম্মসাধনে অসম্মত হইল, তখন ঐ নারী কতিপয় দুরাত্মাকে আনিল। ইহাদিগকর্ত্তৃক এই কর্ম্ম সম্পাদিত হইল। আমি সেনাপতি তাত্যা টোপের নিকটে ইহা অবগত হইয়াছি। অনুমতি দেওয়ার জন্য তাত্যা টোপের সহিত নানা সাহেবের বিবাদ হইয়াছিল। আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য। কাণপুরে ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকার নিধন নারীর কর্ম্ম। নরদানব অপেক্ষা নারীদানবী অধিকতর ভয়ঙ্কর। কিন্তু কি জন্য অভাগিনী মহিলাদিগের প্রতি ইহার শত্রুতা জন্মিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। আমি কখন এ বিষয়ের অনুসন্ধানও করি নাই।'*

"ইহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেনাপতি হুইলারের কন্যা পিস্তলের গুলিতে চার পাঁচ জনকে বধ করিয়া, শেষে কাণপুরের কূপে ঝাঁপ দিয়াছিল। এই কথা এখন প্রচারিত হইয়াছে, ইহা সত্য কি না? বন্দী কহিলেন,—'এই সকল গল্প নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক। উহার মূলে কোন সত্য নাই। সেনাপতি হুইলারের কন্যা এখনও জীবিত আছেন। তিনি এখন লক্ষ্ণৌতে অবস্থিতি করিতেছেন। যে মুসলমান তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তিনি মুসলমানী হইয়া, মুসলমানধর্ম্মানুসারে তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

"বন্দীর সহিত এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমি বন্দীকে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপন করিতে দিলাম। উপাসনা শেষ করিয়া, তিনি এইরূপ দয়াপ্রদর্শনের জন্য আবার আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। যখন তিনি কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার দুইটি পুত্র রোহিলখণ্ডের বাড়ীতে আছে, এখানে হতভাগ্য পিতার অদৃষ্টের বিষয় পুত্রদ্বয় জানিতে পারে নাই, তখন কেবল একবার মাত্র তাঁহার দৃঢ়তার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতা দেখা গিয়াছিল।

* উপস্থিত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ কাণপুরের নিদারুণ শোচনীয় ঘটনা এই ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তখন ফর্‌বস্‌-মিচেল সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

পরক্ষণেই তিনি এই ভাবের গোপন করিয়া কহিলেন,—'আমি ইংলণ্ডের ইতিহাসের ন্যায় ফরাসীদেশের ইতিহাস পড়িয়াছি। দাঁতুনের বিষয় আমার মনে আছে। আমি কোনরূপ দুর্ব্বলতা দেখাইব না।' অনন্তর তিনি আপনার কেশগুচ্ছমধ্যে লুক্কায়িত একটি স্বর্ণাঙ্গুরী বাহির করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ দিতে চাহিলেন। তিনি কহিলেন যে, এখন কেবল তাঁহার এই একটি মাত্র দ্রব্য আছে। ধৃত হইবার সময়ে অন্যান্য দ্রব্য তাঁহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। এই দ্রব্যটি অতি সামান্য। মূল্য দশ টাকার বেশী হইবে না। কিন্তু কনষ্টাণ্টিনোপলের একটি সাধু পুরুষ তাঁহাকে এই অঙ্গুরী দিয়া কহিয়াছিলেন যে, ইহা ধারণ করিলে যাবতীয় বিপদ নিরাকৃত হইবে। আমি অঙ্গুরীটি গ্রহণ করিলাম। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, উহা আমার আঙ্গুলে পরাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন,—'যখন আপনি লক্ষ্ণৌতে থাকিবেন, তখনই এই অঙ্গুরীটি দেখিবেন এবং মহম্মদ আলী খাঁর নাম স্মরণ করিবেন। আপনার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।' এই কথা শেষ হইবার পরক্ষণেই একজন প্রহরী উপস্থিত হইল। আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহার হস্তে বন্দীকে সমর্পণ করিলাম।

"পরক্ষণে লক্ষ্ণৌযাত্রার আদেশ প্রদত্ত হইল। মার্ত্তণ্ড গগনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে, আমরা আমাদের অবস্থিতির স্থল পরিত্যাগ করিলাম। পথবর্ত্তী একটি বৃক্ষের তল দিয়া যাইবার সময়ে সভয়ে দেখিলাম যে, আমার বন্দী এবং তাহার সহচর ঐ বৃক্ষে বিলম্বিত রহিয়াছে। আমি ইহা দেখিয়া, অতিকষ্টে অশ্রুবেগের সংবরণ করিলাম। ১১ই মার্চ্চ বেগমকুঠী আক্রমণকালে আমি মহম্মদ আলী খাঁকে স্মরণ করিয়াছিলাম এবং তৎপ্রদত্ত অঙ্গুরী দেখিয়াছিলাম। যুদ্ধের কালে আমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই * * বিপ্লবের কালে অনেকেই অনেক মূল্যবান দ্রব্য লুঠিয়া লইয়াছিল। কেবল এই অঙ্গুরীটি মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছিল।"*

এইরূপে মহম্মদ আলী খাঁর কথা শেষ হইল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, মহম্মদ আলী যেরূপ সুশিক্ষিত, সেইরূপ দূরদর্শী ছিলেন না। তিনি ইংলণ্ডে

* *Reminiscences &c. p. 174-193.*

গিয়াছিলেন, কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইংরেজের বসতিস্থলে, তুরুকদিগের রাজধানীতে, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের বীর্য্যবহ্নির বিস্ফুরণক্ষেত্রে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বকীয় শিক্ষার গুণে এই সকল স্থানেও প্রকৃত জ্ঞানের সংগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নিতান্ত অল্প ছিল। তিনি যে বীর পুরুষের সেক্রেটারি হইয়া সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সেই বীর পুরুষের ন্যায় ইংরেজের শক্তি ও ক্ষমতার পরিমাণ করিতে পারেন নাই। ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের আকস্মিক ব্যাপারে তাঁহার মতিভ্রম হইয়াছিল। তিনি এই ভ্রমপ্রযুক্ত স্বদেশে ইংরেজের ক্ষমতার বিপর্য্যয়সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ইংরেজের প্রদত্ত কর্ম্ম তাঁহার নিকটে অবমাননাকর বোধ হওয়াতে তিনি ইংরেজের প্রতি জাতবিদ্বেষ হইয়াছিলেন। এই বিদ্বেষভাবও তাঁহার উক্ত অসংসাহসিক ও অসাধ্য সঙ্কল্পের পরিপোষণে সহায় হইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃত বীর পুরুষ। তিনি বীরকুলের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন। মহম্মদ আলী ইহা বুঝিতে না পারিয়া, অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়েন। যৌবনকালেই সুশিক্ষিত ও কর্ম্মক্ষম পুরুষের এইরূপ অদৃষ্টবিপর্য্যয় নিরতিশয় শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লক্ষ্ণৌ অধিকার—রোহিলখণ্ড ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের শান্তি।

লক্ষ্ণৌ অধিকার—ফৈজাবাদের মৌলবী—তাঁহার সহিত যুদ্ধ—তাঁহার মৃত্যু—রুইয়া—রোহিলখণ্ড—সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সি—দক্ষিণাপথ।

স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল যেরূপে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হয়েন, যেরূপে রেসিডেন্সির কুলমহিলা, বালকবালিকা এবং রুগ্ন ও আহত প্রভৃতি অসমর্থ লোকদিগকে লইয়া, কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি কেবল আপনাদের নিঃসহায় ও নিরুপায় ব্যক্তিদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ওয়াজিদ আলীর রাজধানী সর্ব্বাংশে অধিকার করেন নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকৃত স্থানগুলি আবার সিপাহীদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। পদচ্যুত নবাবের বেগম হজরৎ মহল শাসনকার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। যাহারা এক সময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইউরোপীয়দিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সময়ে নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তদীয় পত্নীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। মেন্দিহুসেন এবং তাঁহার আত্মীয় মহম্মদহুসেন ইংরেজের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। ফৈজাবাদের মহারাজ মানসিংহ যদিও যাবতীয় বিষয়ে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি হজরৎ মহলের পক্ষ একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।* সেনাপতি

* রেসিডেন্সির অবরোধকালে মহারাজ মানসিংহ যদিও বেগমের পক্ষে থাকিয়া এক স্থানের অবরোধের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সর্ব্বদা অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের সংবাদ লইতেন। যদি বিপক্ষ সিপাহীদিগের প্রতি তাঁহার অধিকতর অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে ইংরেজেরা নিঃসন্দেহ অধিকতর বিপন্ন হইতেন। লক্ষ্ণৌ ইংরেজদিগের অধিকৃত হইলে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার শাহগঞ্জের দুর্গে গমন করেন। এই স্থানে তিনি মেন্দিহুসেন

আউট্রাম আলমবাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহীগণ তাঁহার শিবির আক্রমণে নিরস্ত থাকে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম-রক্ষার জন্য এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। রামায়ণের বীরত্বময়ী কথা এ সময়ে তাহাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। তাহারা রামায়ণকীর্ত্তিত মহাবীরের বেশে রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিল এবং পরাজিত হইলেও আপনাদের সাহসের পরিচয় দিয়াছিল।* বেগম হজরৎ মহল দরবারে উপস্থিত হইয়া তালুকদার এবং সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিতে ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি যখন আলমবাগ আক্রান্ত হয়, তখন হজরৎ মহল হস্তিপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বেগমের এইরূপ সাহস, এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ আগ্রহে কোন ফল হইল না। তাঁহার অধঃপতনকাল আসন্ন হইল। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল ৩১০০০ হাজার সৈন্য এবং ১৬০টি কামান লইয়া তাঁহার চিরপ্রিয় রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের সৈন্য ও কামান অধিক ছিল বটে, কিন্তু প্রায় কুড়ি মাইল পরিধিপরিমিত একটি বৃহৎ নগর অধিকারের জন্য উহা পর্য্যাপ্ত ছিল না। যাহা হউক, প্রধান সেনাপতির বুদ্ধিচাতুরীতে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। সিপাহীদিগের সংখ্যাবল থাকিলেও তাদৃশ বুদ্ধি-বল ছিল না। সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম যে পথে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক লক্ষ্ণৌতে এই সেনাপতিদ্বয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, সিপাহীরা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যের প্রধান অধিনায়ক দ্বিতীয় বারেও সেই পথে অগ্রসর

এবং মহম্মদ হুসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। স্যার হোপ্ গ্রাণ্ট্ ১৮৫৮ অব্দের জুলাই মাসে আক্রান্ত দুর্গের উদ্ধার সাধন করেন।—*Carnegy, Historical Sketch of Fyzabad Tehsil. Purgana Puchhimrath, p. 19.*

* ১৬ই জানুয়ারি সিপাহীরা আলমবাগ আক্রমণ করে। ইহাদের পরিচালক রামায়ণবর্ণিত হনুমানের বেশে সজ্জিত হইয়া, অশ্বারোহণে আসিয়াছিল। এই ব্যক্তি দেহের নানা স্থানে সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া ইংরেজের শিবিরে আনীত হয়। ইহার বিচিত্র পাগড়ি ইউরোপীয় সৈনিকেরা এবং লাঙ্গুল শিখেরা অধিকার করে।—*Outram at the Alumbaagh—Calcutta Review, March 1860, p. 4.*

হইবেন। এবারেও তাহারা ঐ সকল পথ অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল গোমতীর উভয় তটে সৈনিকদল প্রেরণ করেন। ইহাতে সিপাহীদিগের ব্যূহভেদ করিবার সুযোগ ঘটে। ২রা মার্চ্চ নগর আক্রান্ত হয়। আক্রমণকারিগণ সেকেন্দরবাগ এবং শাহনজিফ্ সহজে অধিকার করে। কৈশরবাগ এবং উহার নিকটবর্ত্তী বেগমকুঠীতে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। এই দুই স্থান অধিকারের পূর্ব্বে ইংরেজসৈন্য ঘোড়দৌড়ের মাঠের নিকটে একটি বাড়ী অধিকার করে। সিপাহীদিগের অনেকেই এই বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সৈনিক এরূপ তেজস্বিতা, নির্ভীকতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার সহিত উহা রক্ষা করিতেছিল যে, আক্রমণকারিগণ তাহাদিগকে তাড়িত করিতে একান্ত অসমর্থ হয়। ইহাদের অস্ত্রে আক্রমণকারীদিগের কয়েক জন দেহত্যাগ করে। কয়েক জন আহত হয়। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, তাহারা ফিরিয়া আইসে। অনন্তর সেনাপতি আউট্রামের আদেশে কামান আনা হয়। উহার গোলায় বিপক্ষ সিপাহীদিগের শক্তিহ্রাস হয়। এই সুযোগে শিখগণ অগ্রসর হইয়া বিপক্ষ-দিগের প্রায় সকলকেই বধ করে। কেবল একজন মাত্র দেহের নানাস্থানে আহত হইয়া, জীবিতাবস্থায়, আনন্দধ্বনির মধ্যে ইংরেজসৈন্যের সমক্ষে সমানীত হয়। একজন ইংরেজ আফিসার স্বয়ং উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া, এই ভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন—"কতিপয় শিখ এবং ইংরেজসৈন্য প্রথমে হতভাগ্যের পা ধরিয়া দুই ভাগে ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাহারা ইহার মুখে সঙ্গীনের আঘাত দিতে দিতে টানিয়া লইয়া যায়। তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কিয়দ্দূরে কয়েকখানি ছোট কাঠ একত্র করিয়া আগুন জ্বালান হইয়াছিল, হতভাগ্যকে ঐ আগুনের মধ্যে ধরিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক দগ্ধ করা হয়।" উক্ত আফিসার শেষে লিখিয়াছেন—"এই উনবিংশ শতাব্দীর গর্ব্বপূর্ণ সভ্যতা এবং লোকহিতৈষিতার সময়ে মানুষকে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইবে, ইংরেজ এবং শিখগণ চারি পার্শ্বে থাকিয়া স্থিরভাবে উহা দেখিবে, ইহা নিরতিশয় শোচনীয় বিষয়।"* সদাশয় ইংরেজ বীরপুরুষ স্বপক্ষের এইরূপ

* *Martin, Indian Empire. Vol II., p. 478.*

পাশবিক ব্যবহারে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া, বীরপুরুষোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে অনেক স্থলে দানবপ্রকৃতির পার্শ্বে এইরূপ দেবপ্রকৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল।

১০ই মার্চ্চ বেগমকুঠী আক্রান্ত হয়। এই সময়ে স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল জঙ্গ বাহাদুরের অভিনন্দনের জন্য দরবারের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জঙ্গ বাহাদুর গুর্খা সৈন্য লইয়া ব্রিটিশসৈন্যের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশের যুদ্ধে সাতিশয় ক্ষমতার পরিচয় দেন। গম্ভীর সিংহ নামক একজন গুর্খা সেনানায়ক স্বহস্তে পাঁচ জন গোলন্দাজকে কাটিয়া একটি কামান অধিকার করেন। জঙ্গ বাহাদুর গোরক্ষপুর অধিকার এবং ফুলপুরে বিপক্ষ সিপাহীদিগের পরাজয় সাধন পূর্ব্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হয়েন। স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল দরবারস্থলে যখন তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, তখন তাঁহার নিকটে সংবাদ উপস্থিত হয় যে, বেগমকুঠী অধিকৃত হইয়াছে। স্যার কোলিন্ এই সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া, নেপালের প্রধান বীরপুরুষ ও প্রধান মন্ত্রীর নিকটে স্বপক্ষের সৈনিকদলের প্রশংসা করেন।

যিনি দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলকে বন্দী করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে শাহজাদাদিগকে বধ করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকটে অপকীর্ত্তির ভাগী হইয়াছিলেন, বেগমকুঠী আক্রমণকালে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। উক্ত কুঠীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং ইংরেজসৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন গৃহ আক্রমণ করে। একটি গৃহের দ্বারের একাংশ দিয়া দেখা গেল যে, অন্তর্ভাগে কতকগুলি সশস্ত্র সিপাহী রহিয়াছে। প্রজ্বলিত বারুদ দ্বারা ইহাদিগকে উড়াইয়া দিবার প্রস্তাব হইল। সুতরাং আক্রমণকারিগণ বারুদের বস্তার প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অসংসাহসিক হডসন অল্পক্ষণও বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। সার্জেণ্ট্ ফরবস্-মিচেল তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি বারণ করিলেন; কিন্তু হডসন তাঁহার কথা শুনিলেন না। তিনি এক পা অগ্রসর হইয়াছেন, ফরবস-মিচেল তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া, তাঁহাকে বহির্ভাগে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দুঃসাহসিক কাপ্তেন 'মা গো' বলিয়া পড়িয়া গেলেন। একজন সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ

হইয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সন আপনার হঠকারিতা এবং দুঃসাহসের জন্য মৃত্যু-মুখে পাতিত হইলেন।

মৌলবী আহমউদ্দৌল্লা এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজের প্রতি তাঁহার যেরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, ইংরেজের ক্ষমতানাশে তিনি যেরূপ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে তিনি উত্তেজিত সিপাহীদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গেও কাতর হয় নাই। কথিত আছে, তাঁহার হস্তে একটি কোড়া মাত্র থাকিত। তিনি যুদ্ধস্থলে এই কোড়া হস্তে করিয়া সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। লক্ষ্ণৌতে লস্কর শাহ নামক একজন ফকির তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই দুই জনের উত্তেজনায় সিপাহীরা অধিকতর সাহসী এবং অধিকতর বলসম্পন্ন হয়। ইংরেজ-সৈন্য ২১শে মার্চ্চ মৌলবীর বিরুদ্ধে যাত্রা করে। মৌলবী এই সময়ে সাদতগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের সমক্ষে এরূপ দৃঢ়তা এবং এরূপ সাহস প্রদর্শন করেন যে, সেনানায়ক লুগার্ড উহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। ঈদৃশ অধ্যবসায় এবং সাহসসহকৃত দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রায় তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই। তাঁহার দলের অনেকগুলি সৈনিক নিহত এবং অনেকগুলি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অবশেষে মৌলবীর দল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইংরেজসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। মৌলবী স্বয়ং অক্ষতশরীরে প্রস্থান করেন।

২১শে মার্চ্চের মধ্যে বিপক্ষ সিপাহীগণ লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করে। ইংরেজেরা পুনর্ব্বার ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর অধীশ্বর হয়েন। তেজস্বিনী হজরৎ মহল রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গিয়া, বিপক্ষের পরাক্রমনাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। যে সকল পরাক্রান্ত তালুকদার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানাস্থানে আত্মপ্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হয়েন। কথিত আছে, রাজা মানসিংহের প্রায় দশ হাজার সশস্ত্র লোক ছিল। ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করে নাই। লক্ষ্ণৌর প্রাসাদ অধিকৃত হইলে মানসিংহের নিকটে সংবাদ পঁহুছে যে, ইংরেজসৈন্য নবাবের অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মর্য্যাদা-নাশে উদ্যত হইয়াছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রেই মানসিংহ লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করেন।

শেষে তিনি অবগত হয়েন যে, সংবাদ অলীক। ইংরেজসৈন্য কখন অসহায় স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে উদ্যত হয় নাই। মানসিংহ এই সংবাদে সন্তুষ্ট হয়েন। তিনি পদচ্যুত নবাবের নিমক খাইয়াছিলেন, সুতরাং নিমকের সম্মানরক্ষার জন্য তাঁহার উদ্যমশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছিল।

মোগলের রাজধানীতে বিলুণ্ঠনব্যাপারের ভয়াবহ দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইংরেজ, শিখ এবং গুর্খা সৈনিকেরা এই ভীষণ অভিনয়ের প্রধান অভিনেতা ছিল। ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতেও এইরূপ দৃশ্য যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িতভাবে থাকে নাই। এখানেও ইংরেজ সৈনিকের পার্শ্বে গুর্খা ও শিখগণ রহিয়াছিল। এখানেও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ইহাদের পরস্বহরণপ্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়াছিল। ইংরেজসৈন্য কৈশরবাগ প্রভৃতি স্থলে কেবল বিপক্ষদিগের ক্ষমতা নাশ করে নাই, তাহারা ঐ সকল স্থলে যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্যের বিলুণ্ঠন বা বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়। বিলুণ্ঠনের দৃশ্য বর্ণনীয় নহে। উন্মত্ত সৈনিকেরা দ্রব্যাদির ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। স্বর্ণখচিত বস্ত্র, রৌপ্যময় পাত্র বিবিধ প্রকার অস্ত্র, পতাকা, শাল, বাদ্য যন্ত্র, পুস্তক, প্রাঙ্গণে আনিয়া স্তূপকার করিল। সকলেই সে সময়ে বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তিতে প্রমত্ত হইয়াছিল। পিস্তল, তরবারি প্রভৃতিতে যে সকল মণিমাণিক্য সন্নিবেশিত ছিল, তাহারা তৎসমুদয় পাইবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য ভাঙ্গিয়া ফেলিল। স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদি হইতে স্বর্ণ বাহির করিবার জন্য উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চীনেবাসন, কাচের দ্রব্যাদি বিচূর্ণিত হইতে লাগিল।* একজন লেখক (সার্জেণ্ট ফর্ব্‌স্‌-মিচেল) এই ভাবে উক্ত বিলুণ্ঠনব্যাপারের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—"সমগ্র নগর বিলুণ্ঠনকারীদিগের হস্তে পড়িয়াছিল। ইউরোপীয়, শিখ, গুর্খা সৈনিকেরা এবং শিবিরের পরিচারকগণ ও অনুচরবর্গ অধিকন্তু নগরের উচ্ছৃঙ্খল লোকে লুঠতরাজে প্রমত্ত হইয়াছিল। ইমামবাড়ী, কৈশরবাগ এবং হজরৎগঞ্জের দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। কোনরূপ শৃঙ্খলার সম্মান ছিল না, কোনরূপ সুনীতির বন্ধন ছিল না, সংক্ষেপে মানবের মানবোচিত গুণের কোনরূপ নিদর্শন

* *Russell, Diary. Vol. I., p. 330-331.*

ছিল না। মানব যেন পশুভাবে পরিণত হইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি, হুড়াহুড়ি করিতেছিল। অপরে যাহা বহুমূল্য ভাবিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অনাবশ্যক বোধে বিচূর্ণিত বা ভস্মীভূত হইতেছিল। একটি ইউরোপীয় সৈনিক লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজ প্রজলিত হুতাশন হইতে রক্ষা করে। অবশেষে উহা প্রকৃত অধিকারীর হস্তে সমর্পিত হয়। উদ্ধারকারী, পুরস্কারস্বরূপ মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন প্রাপ্ত হয়। শিখ এবং গুর্খারা সর্ব্বাংশে বিলুণ্ঠনের ফলভোগী হয়। ইংরেজ সৈনিকেরা দ্রব্যাদির প্রকৃত মূল্যের পরিজ্ঞানে সমর্থ ছিল না। ইহারা এক বোতল সুরা ও কয়েকটি টাকার বিনিময়ে বহুমূল্য পদার্থ অপরকে দিতে উদ্যত হয়।* বিলুণ্ঠনে উন্মত্ত ও উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত অনুচর বা পরিচারকেরা নিহতদিগের উপরেও আত্মপরাক্রম প্রকাশে সঙ্কুচিত হয় নাই। বারুদের বস্তায় প্রজ্বলিত দেশলাই ফেলিয়া, গৃহের অন্তর্ভাগস্থিত সিপাহীদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যখন বারুদরাশি জ্বলিয়া উঠে, তখন আক্রমণকারিগণ গৃহের কাপড়, লেপ, তোষক প্রভৃতি দ্রব্য এবং কাঠের আসবাবে আগুন লাগাইয়া দেয়। অনল এই সকল পদার্থে প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যাহারা নিহত হইয়াছিল, তাহাদের দেহ প্রায় দগ্ধ হয়, যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহারা ও জীবিত থাকিতে উক্ত শবরাশির সহিত ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই সকল গৃহের দুর্গন্ধ সাতিশয় ভীতিজনক হইয়া উঠে। ঐতিহাসিকেরা নির্দ্দেশ করেন যে, ফ্রান্সের অধিপতি নবম চার্লস্ মৃত শত্রুর গন্ধ ভাল বলিতেন। তিনি যদি ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে লক্ষ্ণৌর পথ গুলিতে এক বার পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।" †

লক্ষ্ণৌ আক্রমণকালে গবর্ণর-জেনেরলের অযোধ্যা-সম্বন্ধে ঘোষণাপত্রে স্যার জেম্‌স্ আউট্রামের হস্তগত হয়। গবর্ণর-জেনেরল এই ঘোষণাপত্রে

* একজন সৈনিক, কোন আফিসার এবং টাইম্‌সের সংবাদদাতা রাসেল্ সাহেবকে মণিমাণিক্যে পূর্ণ একটি রৌপ্য বাক্‌স, এক বোতল রম্ এবং দুইটি মোহর লইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা কেহই উহা গ্রহণ করেন নাই। শেষে একজন আফিসার কোন মণিকারের নিকটে ঐ সকল মণি ৭৫ হাজার টাকায় বিক্রয় করে।--*Diary. Vol. I. p.* 332.

† *Reminiscences &c. p.* 229-230.

উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বী ছয় জন নির্দ্দিষ্ট ভূস্বামী ব্যতীত অন্য ভূস্বামীদিগের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের নিধনে লিপ্ত থাকে নাই, এ সময়ে তাহারা যদি অবিলম্বে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এই ভাবে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিয়া, গবর্ণর-জেনেরল স্যার জেমস্ আউট্রামের নিকটে লিখিয়াছিলেন যে, যাবৎ লক্ষ্ণৌ অধিকৃত না হয়, তাবৎ যেন এই ঘোষণাপত্র সাধারণের মধ্যে অপ্রকাশিত থাকে। স্যার জেম্‌স্ আউট্রাম এইরূপে ভূস্বামী-দিগের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণাপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পূর্ব্বক গবর্ণর-জেনেরলের নিকটে লিখিয়া পাঠান যে, ১৮৫৬ অব্দের ভূমির বন্দোবস্তে তালুকদারদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল। তাঁহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়া, স্বার্থরক্ষার জন্য এখন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদ্রোহী না বলিয়া, বিপক্ষ বলাই সঙ্গত। এই আপত্তিতে ঘোষণাপত্র অংশতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। স্যার জেম্‌স্ আউট্রাম যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও মহত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইংলণ্ডের অধিপতি জন্ যদি কিয়দংশে সমদর্শী হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, রাণিমিডে মাগনাকার্টা স্বাক্ষরিত হইত না। অযোধ্যার তালুকদারদিগের প্রতি যদি কিয়দংশে উদারতা প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, উপস্থিত বিপত্তিকালে লর্ড কানিঙ্‌কে এইরূপ বিব্রত হইতে হইত না। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেন্‌বরাও আউট্রামের ন্যায় এই ঘোষণাপত্রের বিরোধী হয়েন। ইংলণ্ডের লোকে লর্ড কানিঙের পক্ষ সমর্থন করাতে তাঁহাকে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। যাহা হউক, লর্ড কানিঙ যখন ১৮৫৯ অব্দের অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌতে গমন করেন, সমৃদ্ধ দরবারে তালুকদারগণ যখন তাঁহার সমক্ষে উপনীত হয়েন, তখন তিনি এই ঘোষণাপত্রের প্রত্যাহার করেন। তালুকদারদিগের সহিত যে, অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল, ইহা তখন তাঁহার স্পষ্ট বোধ হয়।* বস্তুতঃ এই ঘোষণাপত্র অনেকের অপ্রীতিকর হইয়াছিল।

* *Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I. p. 462.*

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইল বটে কিন্তু, উহা যে প্রদেশের রাজধানী, সেই প্রদেশের অনেক স্থান এখনও অধিকারবহির্ভূত রহিল। প্রধান সেনাপতি অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকারের জন্য তিন জন অধিনায়কের অধীনে তিনটি সৈনিক-দল পাঠাইয়া দিলেন। সেনানায়ক লুগার্ড যে, কুমার সিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।* যাহা হউক উক্ত সৈনিক-দল ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, প্রধান সেনাপতির সহিত সম্মিলিত হইলে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করা হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। এই কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়।

মৌলবী আহম্মদ উদ্দোল্লা লক্ষ্ণৌর একুশ মাইল দূরে বারি নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানে তিনি যে ভাবে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বুদ্ধিচাতুরী এবং রণকৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু অশ্বারোহীদিগের অনবধানতায় সঙ্কল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। মৌলবী বারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাহজাহানপুরে গমন করেন। স্যার কোলিনের উপস্থিতিসংবাদ শ্রবণে তাঁহাকে এই স্থান ও পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি মোহমদীতে উপনীত হয়েন। এই স্থানে তাঁহার নিকট সংবাদ পঁহুছে যে, প্রধান সেনাপতি শাহজাহানপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং মৌলবীও মোহমদী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাহজাহানপুরে ইংরেজসৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। যদি তিনি পথে বিশ্রাম না করিতেন, তাহা হইলে অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। যখন শাহজাহানপুরের চারি মাইল অন্তরে তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন একজন রাজভক্ত পল্লীবাসী তাঁহার উপস্থিতি-সংবাদ শাহজাহানপুরের ইংরেজসৈন্যের অধিনায়ককে জানায়। সেনানায়ক নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক জেলখানায় আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। সমগ্র নগর মৌলবীর পদানত হয়। মৌলবী অপেক্ষাকৃত ধনী অধিবাসীদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক কেহ উৎপীড়িত হয় নাই। তিনি কেবল ইউ-রোপীয় যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক, মৌলবী ১৮টি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, ৩রা হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত

* উপস্থিত গ্রন্থের ৪র্থ ভাগ দেখ।

প্রতিপক্ষ অধিনায়কের অভিমুখে তীব্রভাবে গোলাবৃষ্টি করিতে থাকেন। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল এই সংবাদ পাইয়াই অবরুদ্ধ সেনানায়কের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যের অধিনায়ক ১১ই মে শাহজাহানপুরের সহযোগীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন। কিন্তু মৌলবী অশ্বারোহী সৈন্যে বল-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার পরাজয় সুসাধ্য হইল না। এদিকে নানাস্থান হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য আসিতে লাগিল। শাহজাদা ফিরোজশাহ তাঁহার সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বেগম হজরৎ মহল তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিলেন। নানা সাহেবের সৈন্যে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইল। মৌলবী ১৫ই মে ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। কিন্তু জয়পরাজয় স্থির হইল না। এই সংবাদ পাইয়া, প্রধান সেনাপতি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। পানহাট নামক স্থানের যুদ্ধে বিপক্ষেরা যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া হটিয়া গেল মাত্র। ইংরেজ সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে অগ্রসর হইল না। মৌলবী প্রতিপক্ষের বশীভূত হইলেন না। প্রধান সেনাপতি স্বপক্ষের আর একজন অধিনায়কে তাঁহার অধীন সৈনিকদলের সহিত আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে ২৪শে মে সমগ্র সৈন্য মৌলবীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। মৌলবী মোহমদীতে ছিলেন। তাঁহার অশ্বা-রোহিগণ ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকেরা কামান চালাইবার জন্য কিছুকাল বিলম্ব করিল, এই অবসরে মৌলবী যাবতীয় দুর্গ বিনষ্ট করিয়া, সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কাচিয়ানির অরণ্যপরি-বেষ্টিত মৃণ্ময় দুর্গ এক সময়ে পলাতক ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল, তাহাও বিধ্বস্ত হইল।

মৌলবী অতঃপর বলসম্পন্ন হইবার জন্য আবার অভিনব উপায়ের উদ্ভাবনে উদ্যত হইলেন। ইংরেজের উপর তাঁহার সাতিশয় বিদ্বেষভাব ছিল। কথিত আছে, যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, নানা শ্রেণীর লোককে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি এখন অযোধ্যার বেগমের অর্থে প্রবল এবং আপনার ক্ষমতা ও প্রাধান্যে অটল হইয়া, ৫ই জুন অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের প্রান্তভাগে—শাহজাহানপুরের তের মাইল উত্তরপূর্ব্বে পোয়াইন নামক নগরে যাত্রা করেন। এই স্থানের রাজা

জগন্নাথ সিংহের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। মৌলবীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি জগন্নাথ সিংহকে স্বপক্ষে আনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি পোয়াইনে যাইবার পূর্ব্বে রাজাকে আপনার সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। রাজাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং মৌলবী আশ্বস্তহৃদয়ে পোয়াইনে গমন করিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নগরের দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীরের উপর রাজা, তাঁহার ভ্রাতা এবং সশস্ত্র অনুচরগণ অবস্থিতি করিতেছে। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব দৃশ্যে মৌলবী চমকিত হইলেন। তাঁহার উদ্বোধ হইল যে, যাবৎ তিনি স্বকীয় বক্তৃতার শক্তিতে রাজার হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি যে হস্তীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা নগরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। চালকের ইঙ্গিতে শক্তিশালী মাতঙ্গ অগ্রসর হইল এবং প্রকাণ্ড মস্তক দ্বারা দ্বারদেশে এমন বেগে ঠেলিতে লাগিল যে, কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উহা ভগ্নপ্রায় হইল। রাজার ভ্রাতা ইহা দেখিয়া, মৌলবীর প্রতি বন্দুক ছুঁড়িলেন। নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে মৌলবী দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুচরেরা পলায়ন করিল। রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা অতঃপর মৌলবীর মস্তক, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং ছিন্ন মস্তক কাপড়ে জড়াইয়া উহা সঙ্গে লইয়া, শাহজাহানপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হয়েন, তখন মাজিষ্ট্রেট্ বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিতেছিলেন। অবিলম্বে বসনাবৃত মূল্যবান্ পদার্থ তাঁহাদের নিকটে স্থাপিত হইল, আবরণের উন্মোচনের পর তাঁহারা দেখিলেন, পরমশত্রু মৌলবীর রুধিরলিপ্ত ছিন্ন মস্তক তাঁহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। পর দিন সাধারণকে উৎসাহিত বা সন্ত্রাসিত করিবার জন্য উহা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হইল। গবর্ণমেণ্ট রাজাকে মৌলবীর ছিন্ন মস্তকের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিতোষিক দিলেন। এক জন ইংরেজ ঐতিহাসিক এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"এইরূপে ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ উল্লার মৃত্যু হইল। কেহ অন্যায় রূপে স্বাধীনতার বিধ্বংশ দর্শনে সেই স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করিলে, যদি দেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মৌলবী নিঃসন্দেহ প্রকৃত দেশহিতৈষী। তিনি গুপ্তভাবে কাহাকেও বধ করিয়া, আপনার তরবারি কলঙ্কিত করেন

নাই, তিনি নরহত্যাতেও লিপ্ত হয়েন নাই। যে বৈদেশিকগণ তাঁহার দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরুষোচিত পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় জাতির সাহসী এবং হৃদয়বান লোকেরই বরণীয়।”*

এইরূপে ইংরেজ সজাতির পরম শত্রুরও প্রশংসা করিয়া অপরিসীম মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্ধৃত অংশ ইংরেজ জাতির অসামান্য মহানুভাবতার পরিচয়স্থল। স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ মৌলবীর কার্য্যে তদীয় স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিতে পারেন, বীরোচিত গুণে অলঙ্কৃত ইংরেজের নিকটে মৌলবীর বীরত্ব প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু এই বীরের তিরোভাগে যে, ইংরেজ এ সময়ে একটি পরাক্রান্ত শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৌলবী প্রভূতক্ষমতাশালী, নির্ভীক, দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং ইংরেজের প্রতিপক্ষের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার দেহ দীর্ঘ ও সুগঠিত, তাঁহার চক্ষু বৃহৎ, তাঁহার ললাট বিস্তৃত এবং তাঁহার নাসিকা উন্নত ছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষ বীরপুরুষেরা তদীয় সমরচাতুরী, এবং সৈন্যপরিচালনাকৌশলের প্রশংসা করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বার প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্যার কোলিনের ন্যায় বীরপুরুষকেও তাঁহার সমরচাতুরীর প্রশংসা করিতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইংরেজদিগের একটি পরাক্রান্ত বীরপুরুষের দেহাত্যয় হয়। ইতঃপূর্ব্বে নৌসৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন পীলের ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইনি লক্ষ্ণৌতে আহত হয়েন। ঐ স্থান অধিকৃত হইলে ইঁহার কার্য্য শেষ হয়। ইনি লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাণপুরে উপনীত হয়েন। এই স্থানে বসন্তরোগে ২৭শে এপ্রেল ইঁহার মৃত্যু হয়। কাপ্তেনপীলের নৌসৈন্য উপস্থিত যুদ্ধে যথোচিত বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কাপ্তেন

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. II. p. 544*

এই গ্রন্থের স্থানান্তরে (২৩৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে যে, মৌলবীর আদেশে লক্ষ্ণৌতে কতিপয় অবরুদ্ধ ইংরেজ নিহত হয়েন। *English Captives in Oudh* গ্রন্থের লেখক মৌলবীর প্রতি এইরূপ দোষারোপ করিয়াছেন। (*pp. 35, 38*) কিন্তু তখন দিল্লীর সিপাহীরা লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিল। ইহাদিগকর্ত্তৃক এই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

পীল স্বয়ং এরূপ শৃঙ্খলা ও ক্ষমতার সহিত আপনার সৈনিকদলের পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশের লোকে তদীয় বীরত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ শ্বেতপ্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। উহা ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীতে ভাগীরথীর তটবর্ত্তী প্রমোদোদ্যানে (ইডেন-গার্ডনে) স্থাপিত রহিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইলে প্রধান সেনাপতি রোহিলখণ্ড অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। অনেক সিপাহী লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া রোহিলখণ্ডে গিয়াছিল। বেরিলীতে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ছিল। ফিরোজ শাহের সৈনিকদলে তাঁহার বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি যাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা, তাঁহাদের সৈনিকবল, তাঁহাদের বুদ্ধিকৌশল তাঁহার অবিদিত ছিল না। এজন্য তিনি বেরিলীতে সৈনিকদিগের মধ্যে এই ভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন,—"তোমরা কাফেরদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইও না, যেহেতু, তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শৃঙ্খলাসম্পন্ন, তাহাদেব কামানও অনেক। তোমরা তাহাদের গতিপর্য্যবেক্ষণ করিও। নদীর ঘাটগুলি আটক করিয়া রাখিও। তাহাদের গমনাগমনের পথ অবরুদ্ধ করিও: তাহাদের রসদ ইত্যাদি বন্ধ করিও। তাহাদের ঘাঁটি এবং তাহাদের ডাকের পথ রুদ্ধভাবে রাখিও। সর্ব্বদা তাহাদের শিবিরের চারি দিকে থাকিও। যাহাতে কোন বিষয়ে তাহাদের শান্তিলাভ না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিও।" * খাঁ বাহাদুর খাঁ মরাঠাসৈন্যের প্রবর্ত্তিত রীতির অনুসরণ করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, যে সকল অধিনায়ক প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্‌ রুইয়ার অভিমুখে গমন করেন। রুইয়া লক্ষ্ণৌর ৫১ মাইল দূরে অবস্থিত। উহার দুর্গ উন্নত মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উহার অধিপতি নৃপৎসিংহ তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না, তিনি বৃদ্ধ ও পঙ্গু ছিলেন। ইংরেজসৈন্যের বিপক্ষে অগ্রসর হইতে তাঁহার কখনও ইচ্ছা হয় নাই। কথিত আছে, তিনি কেবল অযোধ্যার বেগমের আদেশপালনে উদ্যত হইয়াছিলেন। কতিপয় বিপ্লবকারী তাঁহার দুর্গে আশ্রয়

* *Russell, Diary. Vol. I., p. 276.*

গ্রহণ করিয়াছিল। কাপ্তেন হডসনের দলের একজন সৈনিক এই দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। সে পলাইয়া আসিয়া, ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্‌কে দুর্গের অবস্থা এবং নৃপৎসিংহের অভিসন্ধি জানায়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। তিনি দুর্গপর্য্যবেক্ষণেও অগ্রসর হয়েন নাই, বিনা পরীক্ষায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দেন। ১৫ই এপ্রেল দুর্গ আক্রান্ত হয়। দুর্গস্থিত সৈনিকগণ আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে নিরস্ত হয় নাই। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে অনেকে নিহত হয়। দুর্গের অন্তর্ভাগে একটি উন্নত বৃক্ষ ছিল। কথিত আছে, এক জন ইউরোপীয় এই বৃক্ষে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার গুলিতে সেনানায়ক আড্রিয়ান্ হোপ্ দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উপস্থিত বিপ্লবে বিপক্ষ সিপাহীদিগের দলে ইউরোপীয় ছিল।*

* যাঁহারা উপস্থিত বিপ্লবসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, বিপক্ষ সিপাহীদিগের মধ্যে ইউরোপীয় ছিল। রীজ সাহেব চিনহাটের যুদ্ধপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, কোক্রইল সেতুর নিকটে একজন ইউরোপীয় সিপাহীদিগের পরিচালনা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি সুগঠিত ও সুশ্রী ছিল। বয়স প্রায় ২৫ বৎসর হইয়াছিল। মস্তকে জরির কাজ করা টুপি ছিল। রীজ সাহেব অনুমান করেন, এই ব্যক্তি রুশীয় বা স্বধর্ম্মদ্রোহী খ্রীষ্টান।

রুইয়ার দুর্গস্থিত বৃক্ষ হইতে যে ব্যক্তি আড্রিয়ান্ হোপকে গুলি করিয়াছিল, সেও ইউরোপীয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। যেহেতু, তাহাকে বিশুদ্ধরূপে ইংরেজী কথা বলিতে শুনা গিয়াছিল। অধিকন্তু ফর্‌ব্‌স্‌মিচেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, বিপ্লবের পর তাঁহার অধীন কোন কুঠীতে দ্বারবানের কাজ খালি হয়। জমাদার, পদপ্রার্থী কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া আইসে, ইহাদের মধ্যে দুর্গা সিংহ নামক এক ব্যক্তি নিয়োজিত হয়। দুর্গা সিংহ ১৮৫৭ অব্দের বিপ্লবে ৯ সংখ্যক পদাতিদলে ছিল। এই পদাতিদল আফিসারদিগের জীবনহানি করে নাই। দুর্গা সিংহ কহিয়াছে যে, সে স্বয়ং দুই জন ইউরোপীয়কে দেখিয়াছে। একজন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহীদলে ছিল। এই ব্যক্তি বুদলে-কা-সরাইর যুদ্ধে নিহত হয়। অপর ব্যক্তি রোহিলখণ্ডের বেরিলীর সিপাহীদিগের সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি পদগৌরবে সেনাপতি বখ্‌ত্ খাঁর অব্যবহিত নিম্নে ছিল। দিল্লীর অবরোধকালে ইহার উপর কামানপরিচালনের ভার ছিল। কোথায় কি ভাবে কামান সন্নিবেশিত করিতে হইবে, কামান কত উচ্চ করিলে গোলাবৃষ্টির সুবিধা ঘটিবে, উক্ত ইউরোপীয় সৈনিক এই কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর এই ব্যক্তি সয়তানের ন্যায় অপূর্ব্ব পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। দিল্লী অধিকৃত হইলে উক্ত ইউরোপীয় সেনানায়ক মথুরায় গিয়া, সিপাহীদিগের যমুনা পার হওয়ার বন্দোবস্ত করে। এই সময়ে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য বখত্ খাঁর এবং ফিরোজ শাহের অধীন ছিল। ইহাদের শৃঙ্খলাসম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীগণ বখত্ খাঁ ও ফিরোজ শাহ অপেক্ষা উক্ত ইউরোপীয়কেই অধিক মানিত। এই সিপাহীরা অযোধ্যায় উপনীত হয়। ইউরোপীয় সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে কিছু দিন থাকে। অতঃপর দুর্গা সিংহ ইহাকে রুইয়ায় দেখিতে পায়। ইহারই নিক্ষিপ্ত গুলিতে

এদিকে হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। রাত্রিকালে দুর্গস্থিত লোক পলায়ন করিল। পর দিন ইংরেজ সৈন্য দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তাহারা ১৭ই এপ্রেল বিশ্রাম করিয়া, তৎপর দিন রোহিলখণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করে। ২২শে এপ্রেল রামগঙ্গার তটবর্ত্তী শীর্ষা নামক স্থানে ইহারা বিপক্ষদিগকে (ইহাদের মধ্যে নৃপৎ সিংহের অনুচরগণও ছিল) দেখিতে পায়। বিপক্ষগণ নৌসেতু দ্বারা রামগঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিতেছিল। কয়েক জন ইংরেজ সৈনিক নদী উত্তীর্ণ হইয়া, ইহাদিগকে আক্রমণ করে। ইহারা পরাজিত হয়। অনেকে রামগঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া যায়। বিপক্ষগণ পরাজিত ও দলভ্রষ্ট হওয়াতে রামগঙ্গার নৌসেতু অব্যাহত থাকে। বেলা ৫টার সময়ে সহসা প্রকৃতির প্রশান্তভাবের ব্যাঘাত হয়। প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে বজ্রনির্ঘোষে চারি দিকের জীবকুল ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠে। অবিরল বারিপাতে রামগঙ্গার পরিপুষ্টি ঘটে। ইংরেজসৈন্যের যে অংশ অপর তটে ছিল, তাহারা তাঁবু এবং খাদ্যের অভাবে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। একটি পরিত্যক্ত পল্লী তাহাদের আশ্রয়স্থান হয়। বিপক্ষ সিপাহীগণ যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়া, নদী পার হইয়াছিল, তৎসমুদয় প্রবল বাত্যাবেগে নিমজ্জিত বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং পরিপুষ্ট রামগঙ্গার উত্তরণে একান্ত অসুবিধা ঘটে। এই দুঃসময়ে কমিশরিয়টের গোমস্তা পূর্ব্বপরিচিত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় অভীষ্ট পানীয়ের দ্বারা অপর তটস্থিত সৈনিকদিগের তৃপ্তিসাধনে উদ্যত হয়েন। তিনি কাপড়ে চা বাঁধিয়া উক্ত কাপড় মাথায় জড়াইয়া রাখেন, এবং সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া সৈনিকদিগের সমক্ষে সমাগত হয়েন। সৈনিকেরা এই চা দ্বারা আপনাদের অবসাদ দূর করে। আফিসারেরা হীরালালকে এই ভাবে নদী পার হইতে নিষেধ করিয়া-

আড্রিয়ান্ হোপ্ দেহত্যাগ করেন। রুইয়া হইতে ঐ ব্যক্তি বেরিলীতে যায়। নবাবগঞ্জের যুদ্ধে বখত্ খাঁ নিহত হইলে, অনেক সিপাহী নেপালে যায়। অনেকে মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুসারে আত্মসমর্পণে উদ্যত হয়। উক্ত ইউরোপীয় ইহাদিগকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে সে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহে যে, তাহার বাড়ী নাই, দেশ নাই, ফিরিয়া যাইবার কোন স্থান নাই। দুর্গা সিংহের সহিত তাহার এই শেষ দেখা। ইহার পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, জানা যায় নাই।—*Reminiscences &c. Appendix, B.*

ছিলেন। কিন্তু হীরালাল তাহাতে নিরস্ত হয়েন নাই। তরুণবয়স্ক বাঙ্গালী যুবক আপনার কর্ম্মপটুতায় অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার প্রভুভক্তি, তাঁহার উদ্যম উপস্থিত সময় সবিশেষ কার্য্যকর হয়।

২৭শে এপ্রেল ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল্‌ প্রধান সেনাপতির সহিত সম্মিলিত হয়েন। ইঁহারা নৌসেতু দ্বারা রামগঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, রোহিলখণ্ডে পদার্পণ করেন। যে বিস্তৃত জনপদ এক সময়ে ইঁহাদের পদানত ছিল, ইঁহাদের আশ্রিত, অনুগত লোকে যে জনপদে এক সময়ে নিরাপদে, নির্ব্বিবাদে কাল-যাপন করিত, ইঁহাদিগকে এখন সেই জনপদে আধিপত্যস্থাপনের জন্য সৈনিক-দলের সহিত উপস্থিত হইতে হইল। ইঁহাদের সেই আশ্রিত, অনুগত লোকের জন্য এখন অস্ত্রবল আবশ্যক হইয়া উঠিল। স্যার কোলিন্‌ কাম্প্‌বেল নিরীহ অধিবাসীদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্নশীল ছিলেন। তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, কেহ কাহারও সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে পারিবে না বা অকারণে কাহারও জীবনের হানি করিতে চেষ্টা করিবে না। রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত জেলালাবাদে একটি মৃণ্ময় দুর্গ ছিল। বিপক্ষেরা পূর্ব্বে এই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারে যিনি এই স্থানের তহশীলদার ছিলেন, কথিত আছে, বিপক্ষদলের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। এই সময়ে এক জন ইংরেজ আফিসার প্রতিশ্রুত হয়েন যে, তহশীলদার আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার জীবনের কোনরূপ অনিষ্ট করা হইবে না। তহশীলদার এই প্রতি-শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার ফাঁসী হয়। ফাঁসীর পূর্ব্বক্ষণে তিনি ধীরভাবে কহিয়াছিলেন যে, ইংরেজ আফিসারের অসত্য বাক্যই তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে। স্যার কোলিন্‌ কাম্প্‌বেল মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্মে সাতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করেন। শেষে দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে লর্ড কানিঙ্‌ মাজি-ষ্ট্রেটের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রধান সেনাপতি তিন জন সেনানায়ককে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌-পোলের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। তৎপরে অন্য দুই জন অধিনায়ক অন্য দিক হইতে তাঁহার শিবিরে উপনীত হয়েন। সম্মিলিত সৈন্য ৫ই মে বেরিলীর

অভিমুখে অগ্রসর হয়। বেরিলীর সৈন্য যুদ্ধে সবিশেষ সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিল। অশ্বসাদী গাজীগণ এমন সুকৌশলে, এমন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তরবারির চালনা করিয়াছিল যে, তাহাদের অস্ত্রাঘাতে ইংরেজপক্ষের সাতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোল আহত হইয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতির জীবনও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। যদি এক জন সৈনিক তাঁহার আদেশে আক্রমণকারী গাজীকে সঙ্গীনে বিদ্ধ না করিত, তাহা হইলে গাজীর তরবারি বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দেহে নিপতিত হইত। যখন গাজীগণ পরাজিতপ্রায় হয়, তখন তাহাদের দলের পাঁচ জন মাত্র অশ্বসাদী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া, এমন তীব্রবেগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে যে, উহাতে তাহাদের অসীম সাহস ও হস্তলাঘব পরিস্ফুট হয়। পাঁচ জনের তরবারির আঘাতে ইংরেজপক্ষের প্রায় একশত জন সৈনিক দেহত্যাগ করে। ইহারা এমন শক্তির সহিত তরবারির চালনা করিয়াছিল যে, কাহারও মস্তক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কাহারও স্কন্ধ হইতে বক্ষঃস্থলের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে পাঁচ জন সাহসী সওয়ার তরবারির প্রয়োগে অসামান্য কৌশলের পরিচয় দিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাত করে। ইংরেজের গোলন্দাজদলের এক জন সুশিক্ষিত সৈনিক এ সময় বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল; এই ব্যক্তি সাংঘাতিক-রূপে আহত ও ইংরেজের শিবিরে সমানীত হয়। ইহাকে দেখিয়া, সহৃদয় ইংরেজ আফিসারগণ অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি এরূপ শিক্ষিত এবং এরূপ সাহসী ছিল যে, যখন তাঁহারা শত্রুপক্ষের নির্দ্দিষ্ট কোন তোপ বন্ধ করিতে আদেশ দিতেন, তখনই আদেশানুসারে এই সাহসী পুরুষ সেই নির্দ্দিষ্ট তোপটি বন্ধ করিয়া দিত। তাঁহাদের নিকটে এইরূপ সুশিক্ষিত হইয়া, এই ব্যক্তি শেষে তাঁহাদেরই বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহা যেরূপ দুঃখজনক, সেইরূপ শোকোদ্দীপক। ৭ই মে বেরিলী অধিকৃত হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁ পলায়ন করেন। এইরূপে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর এবং বেরিলীতে ব্রিটিশ সিংহের চিরজয়ী পতাকা উড্ডীন হয়। ১৮৫৮ অব্দের জুনমাসের মধ্যে বিপক্ষগণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্যান্য স্থান হইতে তাড়িত হয়। তাহাদের দল-ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহাদের বসতিস্থলে এবং তাহাদের আধিপত্যের ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার ব্রিটিশ কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়েন।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বিজনোর জেলাতে গোলযোগ ঘটে। সেক্সপিয়ার এই জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। আলীগড়নিবাসী সৈয়দ আহম্মদ সবজজের কর্ম্ম করিতেছিলেন। উপস্থিত বিপ্লবে ইঁহার যথোচিত রাজভক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। ইঁহার সাহায্যে ইংরেজেরা অক্ষতশরীরে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। ইনি ইংরেজের অনুপস্থিতিকালে বিজনোরের শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। শেষে বিজনোরের গোলযোগ অন্তর্হিত হইয়া যায়। দেরাদূনে শান্তি স্থাপিত হয়। মিরাটের মাজিষ্ট্রেট ডনলোপ্ সাহেব উত্তেজিত লোকের আক্রমণনিবারণ এবং আপনাদের প্রাধান্যস্থাপনের জন্য অভিনব অশ্বসাদী সৈনিকদলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের ধূসরবর্ণ সামরিক পরিচ্ছদের নাম থাকি হওয়াতে ইহারা থাকিরেশেলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।* এইরূপে ১৮৫৮ অব্দের জুন মাসের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান শান্তিপ্রবণ হয়। সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশ, মধ্য ভারতবর্ষ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও ক্রমে লোকের উত্তেজনা এবং রাজ্যশাসনে নানারূপ অশৃঙ্খলার অবসান ঘটে।

সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৫৭ অব্দে এই প্রদেশ সাগর, জব্বলপুর, হুসেঙ্গাবাদ প্রভৃতি এগারটি জেলায় বিভক্ত ছিল। ১৮৪৩ অব্দে গোয়ালিয়রের দরবার যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হয়েন, মহারাজপুরের যুদ্ধে যখন এই বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন অপরিচিত ও বিদেশীয় শাসনপ্রণালীতে বিরক্তি প্রযুক্তই হউক, অথবা গোয়ালিয়রের দরবারের প্ররোচনা প্রযুক্তই হউক, এই প্রদেশের সর্দ্দারগণ এবং সাধারণ লোকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরল লর্ড এলেন্‌বরা এই বিপ্লবের শান্তির জন্য কর্ণেল স্লিমানকে নিযুক্ত করেন। স্লিমানের শাসনপ্রণালীর গুণে শান্তি স্থাপিত হয়, লোকেও সন্তুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু শেষে এই প্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর টমাসন্ সাহেবের পরস্বগ্রহণবিষয়িণী প্রণালীর দোষে আবার লোকের মধ্যে বিরাগের সঞ্চার হয়। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ১৮৪৩ অব্দের গবর্ণমেণ্ট দিলহেরি

* *Dulop, Service and Adventure with the Khakee Ressalah.*

নামক স্থানের গোণ্ডরাজার বিশ্বস্ততায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। অমিতব্যয় প্রযুক্ত এই রাজার অনেক ঋণ হইয়াছিল। যখন সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অধীন হয়, তাহার কিছুকাল পরে রাজা সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন। কিন্তু এই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী ভিন্নরূপ ছিল। ১৮৫৫ অব্দে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর দিলহেরির অধিপতির "রাজা" উপাধির উচ্ছেদে এবং ভূসম্পত্তির গ্রহণে উদ্যত হয়েন। যে বিভাগে রাজার ভূসম্পত্তি ছিল, কাপ্তেন টর্ণান্ নামক একজন সহৃদয় রাজপুরুষ সেই বিভাগের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাজা আপন কার্য্যে অযোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার "রাজা" উপাধির উচ্ছেদ ঘটিবে। তদীয় জমিদারী প্রজাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে শতকরা কিছু উপস্বত্ব পাইবেন। কাপ্তেন টর্ণান্ সমবেদনাপর ও উদারপ্রকৃতি ছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের এইরূপ রাজনীতির প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত রাজাকে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানাইলেন। বর্ষীয়ান্ পুরুষ সাতিশয় মনঃক্ষোভে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পদক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে খুলিয়া ফেলিলেন, এবং কাপ্তেনকে কহিলেন,—"যাঁহারা তাহাকে এই পদক দিয়াছেন, তাঁহারাই এখন তাঁহাকে তাঁহার সজাতির, স্ববংশের ও স্বদেশের সমক্ষে অপদস্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই পদকটি যেন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।" কাপ্তেন অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। গোণ্ডবনের লোকে ভাবিল যে, বৃদ্ধ রাজা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইবেন। কিন্তু এইরূপ অবমাননাতেও ক্ষমতাপন্ন বর্ষীয়ান্ পুরুষের রাজনিষ্ঠা অটল রহিল। রাজার পক্ষসমর্থন করাতে কাপ্তেন টর্ণান্ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এজন্য রাজা তাঁহার প্রতি বারংবার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশেও ত্রুটি করেন নাই। ১৮৫৭ অব্দে যখন নরসিংহপুর জেলায় বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন কাপ্তেন টর্ণান আপনার বাসগৃহপরিত্যাগে সম্মত হয়েন নাই। একদা প্রাতঃকালে তাঁহার গৃহ বহুসংখ্যক বন্দুকধারী লোকে পরিবেষ্টিত হয়। কাপ্তেন টর্ণান্ দেখিলেন যে, ইহারা দিলহেরির লোক। তিনি অবিলম্বে দলপতিকে ডাকাইয়া

আনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দলপতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"যখন আমাদের উপাধি এবং সম্পত্তি গৃহীত হয়, তখন আপনি আমাদের প্রতি সদয়ভাব দেখাইয়াছেন, এবং আমাদের জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য আপনাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছে। এখন আমরা শুনিতেছি যে, গোলযোগ পাকিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আপনার কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছি, আপনি যেমন আমাদের পক্ষে ছিলেন, আমরাও সেইরূপ আপনার পক্ষে থাকিব। এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, বলুন।" কাপ্তেন টর্ণান্ তাহাদের সাহায্যগ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেন। বিপ্লবের সময়ে এই বংশের যাবতীয় লোক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, যথোচিত রাজভক্তি প্রকাশ করে।*

দিলহেরির রাজার সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল সাগর এবং নর্ম্মদাপ্রদেশের অধিকাংশ রাজার সম্বন্ধে তাহাই ঘটে, দিলহেরিরাজের রাজনিষ্ঠা ছিল। কিন্তু অন্যান্য রাজা সমভাবে এইরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই। ইঁহাদের মর্ম্মবেদনা হইতে ভয়াবহ ঘটনার উৎপত্তি হয়। স্যার্ হিউ রোজ্ মধ্যভারতবর্ষে বিপ্লবের নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইন্দোর হইতে কাল্পী পর্য্যন্ত এরূপ বিপ্লব ঘটে যে, উহার নিবারণের জন্য উক্ত ইংরেজ সেনাপতিকে সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়। রথগড়, সাগর, চন্দেরি, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে সৈনিকদলে বিপ্লবের শাস্তি ঘটে। রথগড় মধ্যভারতবর্ষের একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ। উহা সাগরের চব্বিশ মাইল দূরবর্ত্তী। মহম্মদ ফজিল খাঁ নামক এক ব্যক্তি, "মুন্দেশ্বরের নবাব" উপাধি ধারণপূর্ব্বক এই দুর্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিপক্ষের পরিচালক হয়েন। ১৮৫৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে স্যার হিউ রোজ্ দুর্গ আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষের অধিকাংশ পলায়ন করে। ফজিল খাঁ ধৃত হয়েন। দুর্গের প্রধান দ্বারের নিকটে ইঁহার ফাঁসী হয়। সাগরের দুর্গে মহিলা এবং বালকবালিকায় দেড় শতের অধিক লোক অবরুদ্ধ ছিল। ১৮৫৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে এই দুর্গ অধিকৃত এবং অবরুদ্ধগণ বিমুক্ত হয়। বানপুরের সাহসী রাজা এক সময়ে

* *Malleson, Indian Mutiny of 1857, p. 256, note.*

ইংরেজ পলাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াও, শেষে ঘটনাক্রমে নিজের অনিচ্ছায় গবর্ণমেণ্টের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। শাহগড়ের রাজাও বিপক্ষদলে মিশিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরাজিত হয়েন। মোগলসম্রাট্‌ আকবরের সময়ে চন্দেরি একটি প্রধান স্থান ছিল। "যদি তুমি এমন কোন নগর দেখিতে ইচ্ছা কর যে, উহার গৃহগুলি প্রাসাদের মত, তাহা হইলে চন্দেরি দেখ", এই কথা আকবরের রাজত্বকালে প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়াছিল। ঐ সময়ে চন্দেরিতে ১৪,০০০ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ, ৩৮৪টি বাজার, ৩৬০টি পান্থশালা এবং ১২,০০০ মসজিদ ছিল। এই প্রসিদ্ধ নগর প্রতিপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ্চ মাসে উহা ইংরেজসৈন্যের অধিকৃত হয়। সেকেন্দর বেগম আপনার কন্যার নামে ভুপালের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় ভুপালে শান্তি অব্যাহত থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দক্ষিণমহারাষ্ট্রের ভূস্বামিগণ ইনামকমিশনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।* অধিকন্তু এই সময়ে নানা সাহেব এবং তাত্যা টোপের কার্য্যও ইঁহাদের গোচর হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের পশ্চিম প্রান্ত সিপাহীদিগের উত্তেজনাতরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। কিন্তু এ সময়ে লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বোম্বাইর গবর্ণর ছিলেন। ইঁহার কর্ম্মকুশলতায় গোলযোগ নিরাকৃত হয়।

দক্ষিণাপথে হায়দরাবাদের নিজাম এবং তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী সলারজঙ্গের কর্ম্মক্ষমতা ও রাজনিষ্ঠার গুণে শান্তির মঙ্গলময় বিধান বদ্ধমূল থাকে। এইরূপে অনেকস্থলে ইংরেজের ন্যায় এতদ্দেশীয়দিগেরও সাহসে, বুদ্ধিকৌশলে, রাজনিষ্ঠার গুণে এবং কর্ম্মনৈপুণ্যে বিপ্লবের অবসান ঘটে। কিন্তু মধ্য ভারতবর্ষের একটি স্থানের বিপ্লবনিবারণে বহু সৈনিক বল এবং যুদ্ধাভিজ্ঞ সেনাপতির যুদ্ধকৌশল আবশ্যক হয়। ঝাঁসীতে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটে। রাণী লক্ষ্মীবাঈর বীরত্বে ইংরেজ সেনাপতিকে বিব্রত হইতে হয়। পরবর্ত্তী খণ্ডে এই বিষয় বিবৃত হইতেছে।

---

* উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইনামকমিশনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

ঝাঁশী—লক্ষ্মী বাঈ।

ঝাঁশীর সংস্থান—লক্ষ্মী বাঈ—তাঁহার বাল্যবিবরণ—তাঁহার বিবাহ—তাঁহার স্বামীর দেহত্যাগ—ঝাঁশীতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারস্থাপন—ঝাঁশীর বিপ্লব—এ সময়ে লক্ষ্মী বাঈর কার্য্য—ইংরেজের সেনাপতির ঝাঁশীতে যাত্রা—তাঁহার সহিত লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধের উদ্যোগ—ঝাঁশীর দুর্গ আক্রমণ—লক্ষ্মী বাঈর বীরত্ব ও পরাক্রম—তাঁহার ঝাঁশীপরিত্যাগ—ঝাঁশীর দুর্গে ইংরেজসেনাপতির অধিকারস্থাপন—রাও সাহেব ও তাত্যা টোপের সহিত লক্ষ্মী বাঈর সম্মিলন—কুঁচের যুদ্ধ—ইংরেজসৈন্যের কাল্পী অধিকার—রাও সাহেব প্রভৃতির গোয়ালিয়রে গমন—মহারাজ শিন্দের পলায়ন—গোয়ালিয়রে রাও সাহেবের অধিকার-স্থাপন—ইংরেজ সেনাপতির গোয়ালিয়রে যাত্রা—গোয়ালিয়রের যুদ্ধ—লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধস্থল-পরিত্যাগ—তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার দেহত্যাগ—গোয়ালিয়রে মহারাজ শিন্দের পুনর্ব্বার অধিকারস্থাপন—দামোদর রাও।

ঝাঁশী সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশের অন্তর্গত। সাগর ও নর্ম্মদাপ্রদেশের উত্তরে ব্রিটিশাধিকৃত বাঁদা, এলাহাবাদ এবং মীর্জ্জাপুর জেলা, দক্ষিণে নাগপুর ও নিজামের রাজ্য, পশ্চিমে গোয়ালিয়র ও ভূপালরাজ্য। এই প্রদেশের অধিকাংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। উহার অন্তর্গত ঝাঁশীতেও লর্ড ডালহৌসীর আদেশক্রমে কোম্পানির আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। ঝাঁশীর বিপ্লবের বর্ণনা করিতে গেলেই ঝাঁশীর চিরপ্রসিদ্ধ রাণী লক্ষ্মী বাঈর কথা বলিতে হয়। থর্ম্মাপলির নামে যেমন লিওনিদস্, হলদিঘাটের নামে যেমন প্রতাপ সিংহ, লোকের মানসপটে আবির্ভূত হয়েন, ঝাঁশীর নামে সেইরূপ লক্ষ্মী বাঈ লোকের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকেন। ঝাঁশীর বিপ্লবের প্রসঙ্গে এই বীররমণীর বিচিত্র বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।*

* শ্রীযুত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনবীস মরাঠী ভাষায় লক্ষ্মী বাঈর জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। উপস্থিত বিষয়ের সারাংশ ঐ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইল।

কৃষ্ণরাও তাম্বে নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী ওয়াঁঈ গ্রামে বাস করিতেন। পেশওয়েগণের অধীনে ইনি মামলতদারের (মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র বলবন্তরাও পেশওয়ের সরকারে সেনানায়কের কর্ম্ম করিতেন। বলবন্ত রাওয়ের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মোরোপন্ত পিতার সহিত পুণায় থাকিতেন। ইনি শেষে পেশওয়ে বাজী রাওয়ের সহোদর চিমাজী আপ্পার সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। বাজীরাও বিঠুরে গেলে চিমাজী আপ্পা কাশীধামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রিয় সহচর মোরোপন্ত তাম্বেও সপরিবারে কাশীবাসী হয়েন। এখানে তিনি চিমাজীর দেওয়ানের কর্ম্ম করিতেন।

হিন্দুর এই চিরপবিত্র বারাণসীধামে ১৮৩৫ অব্দের ১৯শে নবেম্বর মোরোপন্ত তাম্বের একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। এই কন্যা পিতৃগৃহে মনু বাঈ নামে পরিচিতা ছিলেন। মনুর বয়ঃক্রম ৩।৪ বৎসর হইতে না হইতেই, তাঁহার মাতা ভাগীরথী বাঈ দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে মোরোপন্তের প্রধান সহায় ও অভিভাবক চিমাজী আপ্পারও মৃত্যু হয়। সুতরাং মোরোপন্ত কাশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিঠুরে গিয়া, বাজী রাওয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতৃহীন মনু বাঈ পিতার সাতিশয় স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পিতার নিকটে থাকিতেন, পিতার অসামান্য স্নেহসহকৃত আদরে মাতৃবিয়োগদুঃখ বিস্মৃত হইতেন, পিতৃসমীপে নানা ক্রীড়াকৌতুকে আমোদলাভ করিতেন। গৃহে কোন স্ত্রীলোক না থাকাতে বালিকার বাল্যকাল এইরূপে পিতৃসমীপে পুরুষদিগের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। মনুর লাবণ্যময় দেহ, সুপরিস্ফুট গৌরকান্তি, সারল্যময় সদাচার দেখিয়া, বাজী রাওয়ের অনুচরবর্গ তাহাকে আদর করিয়া “ছবেলী” (ময়না) বলিয়া ডাকিতেন। পেশওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেব ও রাও সাহেবের সহিত এই বালিকা সর্ব্বদা নানা ক্রীড়া করিত। বালিকার প্রতি বাজী রাওয়ের নিরতিশয় স্নেহ ছিল। তাঁহার স্নেহাতিশয্যে বালিকার বাল্যস্বভাবসুলভ আবদার সহজে পূর্ণ হইত। নানা সাহেব যখন অশ্বারোহণে ভ্রমণার্থে বহির্গত হইতেন, তখন মনুও ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেন। নানা সাহেবকে অসিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত দেখিলে, মনুও তাঁহার সহিত অসিক্রীড়ায় উদ্যত হইতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ঘুড়ি

উড়াইতেন, চক্রক্রীড়া করিতেন, স্বয়ং রাণী সাজিয়া, সঙ্গিনীদিগের মধ্যে কাহাকে দাসী, কাহাকেও সখী সাজাইতেন, কেহ তাঁহার আদেশ না মানিলে তাহাকে দণ্ড দিতেন। এইরূপ ক্রীড়ায় তাঁহার অধিকতর আমোদলাভ হইত। পদচ্যুত পেশওয়ের পুত্রদিগের সহিত তিনি যেরূপ বীরোচিত ক্রীড়াকৌতুকে আমোদিত হইতেন, সেইরূপ লেখাপড়াতেও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বাল্য-কালে সাধারণভাবে তাঁহার বর্ণপরিচয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তিনি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নানা সাহেবকে ভাইফোঁটা দিতেন। নিয়তির অপরি-বর্ত্তনীয় বিধানে সংসারক্ষেত্রে এই উভয়েরই পরিণাম প্রায় একরূপ হইয়াছিল।

একদা একজন জ্যোতিষী মনুর জন্মপত্রিকা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজমহিষী হইবেন। মোরোপন্ত জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনু-সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলমনোরথ হয়েন নাই, এখন জ্যোতিষীর কথায় তাঁহার আস্থা জন্মিল না। কিন্তু জ্যোতিষী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, তাঁহার গণনার কখনও অন্যথা হইবে না। এই সময়ে ঝাঁশীর মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। জ্যোতিষী, মোরোপন্তকে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে বলিলেন। মোরোপন্ত জ্যোতিষীর দৃঢ়তা দর্শনে তাঁহাকেই বাজী রাওয়ের অনুরোধপত্র দিয়া, ঝাঁশীর অধিপতির নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

গঙ্গাধর রাও কন্যা দেখিবার জন্য একজন অমাত্য পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি এই অমাত্যের মুখে মনুর রূপলাবণ্য ও গুণগৌরবের বিবরণ শুনিয়া, বাজী রাওয়ের কথায় সম্মত হইলেন। ১৮৪২ অব্দের বৈশাখ মাসে মহা-সমারোহে ঝাঁশীর মহারাজের সহিত অষ্টমবর্ষীয়া মনু বাঈর পরিণয় হইল। জ্যোতিষী আপনার গণনা সফল হইল দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন। মোরোপন্ত মহারাজকে গৌরীদান করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। পুরোহিত যখন গঙ্গাধর রাওর বস্ত্রাঞ্চলের সহিত মনুর বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন করেন, তখন মনু পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন—"ভাল করিয়া দৃঢ়রূপে গ্রন্থিবন্ধন করুন।" যিনি অতঃপর অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত "মেরি ঝাঁশী দেঙ্গী নেহি" বলিয়া,

উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজপুরুষের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন, অষ্টমবর্ষ বয়সেই তাঁহার এইরূপ বাক্‌চাতুরী পরিস্ফুট হইয়াছিল।

নববধূ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলে মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে শ্বশুরগৃহে বধূর নূতন নামকরণ হয়। মনুর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নানাভূষণে অধিকতর রমণীয় হইয়াছিল। এই দিব্য কান্তি দর্শনে পুরবাসীদিগের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা বধূকে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এজন্য লক্ষ্মীস্বরূপিনী বধূর নাম "লক্ষ্মী বাঈ" রাখা হইল। মোরোপন্তের মনু বাঈ পেশওয়ের অনুচরদিগের ছবেলী এইরূপে লক্ষ্মী বাঈ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর লক্ষ্মী বাঈয়ের পিতা ঝাঁশীর দরবারের অন্যতম সর্দ্দার হইলেন। তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম চিম্মা বাঈ। ইঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে।*

১৮৫, খ্রীঃ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মী বাঈ এক পুত্র প্রসব করেন। নব কুমার লাভে গঙ্গাধর রাও নিরতিশয় আনন্দিত হয়েন। নগরে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এই শিশুটির বয়স তিন মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই, উহার দেহাত্যয় হইল। পুত্রশোকে লক্ষ্মী বাঈ কাতর হইলেন। গঙ্গাধর রাও হৃদয়ে এরূপ আঘাত পাইলেন যে, তাঁহার শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। বহু চিকিৎসাতেও তিনি আর সুস্থ হইতে পারিলেন না। দুরন্ত রোগ অবশেষে তাঁহার দুঃসহ শোকের শান্তি করিল। তাঁহার দেহত্যাগের পর ঝাঁশীরাজ্য যেরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়, তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে গঙ্গাধর, যথাবিধানে দত্তক গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্র দামোদর রাও নামে প্রসিদ্ধ হয়েন।

ঝাঁশী ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইলে দরবারের কর্ম্মচারিগণকে বিদায় দেওয়া হয়। মোরোপন্ত এবং লক্ষ্মণরাও রাণীর বিষয়কার্য্যের তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। দামোদর রাও সপ্তমবর্ষে (গর্ভাষ্টমে) পদার্পণ করিলে লক্ষ্মী বাঈ ১৮৫৫ অব্দের মাঘ মাসে তাঁহার উপনয়ন সমারোহের সহিত সমাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু যথোপযুক্ত অর্থ না থাকাতে তিনি,

* এই পুত্র ও কন্যা জীবিত আছেন। পুত্রের নাম চিন্তামণি রাও। ইঁহাদের নিকট হইতে লক্ষ্মী বাঈয়ের মহারাষ্ট্রীয় জীবনীলেখক অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

দামোদর রাওয়ের নামে কোম্পানির সরকারের যে অর্থ গচ্ছিত ছিল, তাহার মধ্যে এক লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে এই উত্তর দিলেন যে, দামোদর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, ঐ টাকার দাবী করিলে, রাণী উহা প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া যদি প্রতিশ্রুত হয়েন এবং তদ্‌বিষয়ে চারি জন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জামিন দিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ টাকা দেওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ উত্তরে লক্ষ্মী বাঈ সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু উপায়ান্তরের অভাবে তাঁহাকে ঐ প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, মহাসমারোহে পুত্রের উপনয়নসংস্কার সমাপন করিলেন।

লক্ষ্মী বাঈ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ঈশ্বরচিন্তায় স্বকীয় মানসিক সন্তাপ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি রাত্রি ৪টার সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া, স্নানাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক শিবপূজায় প্রবৃত্ত হইতেন। ৮টার সময়ে তাঁহার শিবপূজা শেষ হইত। তাহার পর পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক প্রাসাদপ্রাঙ্গণে ৪।৫টি অশ্ব লইয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উহাদের চালনা করিতেন। ১১টার সময়ে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত প্রাত্যহিক দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ১১শত রামনাম অষ্টপ্রকার চন্দনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে লিখিতেন, এবং ঐ কাগজের খণ্ডগুলি গোধূমচূর্ণের গুটিকার মধ্যে পুরিয়া উহা মৎস্যদিগকে খাওয়াইতেন; সায়ংকাল হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন। যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিত, তাঁহারা এই সময়ে সাক্ষাৎ করিত। অনন্তর পুনর্ব্বার স্নান করিয়া, তিনি দেবার্চ্চনায় বসিতেন; ইহার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে শয়ন করিতেন। শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর প্রতি তাঁহার সবিশেষ ভক্তি ছিল, তিনি প্রতি শুক্রবার উপবাস করিয়া, সূর্য্যাস্তকালে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে দেবীদর্শনে গমন করিতেন।

পতিবিয়োগের পর লক্ষ্মী বাঈ তিন বৎসরকাল এইরূপে কঠোর ব্রতাচরণে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতেছিলেন। তিনি সহসা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয়েন নাই। ব্রিটিশ কোম্পানির বিচারে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, ব্রিটিশ কোম্পানির কার্য্য নিরতিশয় ন্যায়বহির্ভূত বলিয়া, তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এই কার্য্যের প্রতিরোধের জন্য তিনি যথাশক্তি ন্যায়সম্মত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ বিচারে, এইরূপ দুঃখের আবেগে, এইরূপ যুক্তি-

তর্কের মর্য্যাদাহানিতে তাঁহার হৃদয়নিহিত তুষানল প্রজলিতপাবকে পরিণত হয় নাই। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কে সাহেব এই ভাবে লিখিয়াছেন—"ক্রমে অন্যান্য বিষয়ে রাণীর যার পর নাই বিরক্তি জন্মে, ইহার মধ্যে ইংরেজদিগের অনুষ্ঠিত গোহত্যা প্রধান। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকটে এই বিষয় সাতিশয় ধর্ম্মহানিজনক। রাণী ইহার প্রতীকারের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিলেন। ঝাঁশীর লোকেও গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জানাইয়া প্রতীকারের প্রার্থনা করিল, কিন্তু এই আবেদনের উত্তর সন্তোষজনক হইল না। কর্তৃপক্ষ গোহত্যানিবারণে অসম্মত হইলেন; গবর্ণমেণ্ট আবার রাণীর বিরক্তিবৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিলেন।" অতঃপর কে সাহেব রাণীর সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"ইহার পর রাণীকে তাঁহার স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে বলা হইল। রাণী এই অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইলেন। এবারেও ইন্দোরের রেসিডণ্ট্ স্যার্ রবার্ট হামিণ্টন রাণীর কথা রক্ষা করিতে লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণরকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট-গবর্ণর পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন। অতঃপর রাণীর বৃত্তির কিয়দংশ রদ করা হইল।* রাণী যুক্তিসঙ্গতভাবে কহিলেন যে, তদীয় স্বামীর দেনা তাঁহার নিজের দেনা নহে, সুতরাং তিনি উহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। তিনি ঝাঁশী ছাড়িয়া পুণ্যক্ষেত্রে বারাণসীতে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তুত আছেন। রাণীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার পরিণামে যে, কি হইবে, বলিতে পারি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য এরূপ অনুদারতামূলক এবং এরূপ ন্যায়বহির্ভূত যে, কল্‌বিন সাহেব যদি ইহার কুফলের বিষয় ভাবিতেন, তাহা হইলে তিনিও চমকিত হইতেন।† এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাণীর বিরাগ ক্রমে ঘনীভূত হইতে

* গবর্ণমেণ্ট রাণীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; রাণীর মহারাষ্ট্রীয় জীবনীলেখক বলেন, রাণী এই বৃত্তিগ্রহণে সম্মত হয়েন নাই। তাঁহার যে কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল, তদ্দ্বারা তিনি কোনরূপে দিনপাত করিতেন।

† মাংসে বিদ্ধ কণ্টকের ন্যায় নিম্নলিখিত পরস্বগ্রহণকর্ম্মও অল্প উত্তেজনার উদ্দীপক নহে, ঝাঁশীর পূর্ব্বদিকে নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে। গঙ্গাধর রাওর পূর্ব্বপুরুষ দেবসেবার জন্য দুই খানি গ্রামের উপস্বত্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গাধর রাওর মৃত্যু হইলে ডেপুটি কমিশনর এই বন্দোবস্ত পূর্ব্বের ন্যায় রাখিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রাম দুইখানি অধিকার করিবার আদেশ দেওয়া হয়। রাণী ইহার

লাগিল। তাঁহার যেরূপ পুরুষোচিত ক্ষমতা, সেইরূপ নারীজনোচিত হিংসা-প্রবৃত্তি ছিল। তিনি ঝটিকাসঞ্চারের প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাণী নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময় উপস্থিত হইবে। ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার বয়স ঊনত্রিশ কি ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল।* তাঁহার যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সেইরূপ কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, বাক্‌কৌশল ও উৎকৃষ্ট যুক্তিবিন্যাসপ্রণালী ছিল। তিনি কমিশনর বা গবর্ণরের নিকটে আপনার বিষয় বিশদরূপে বলিতে পারিতেন; যখন ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত কথা কহিতেন, তখন আপনার অন্তর্নিগূঢ় বিরক্তি বা ক্রোধ চাপিয়া রাখিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধ কথা প্রচার করা আমাদের একটা রীতি। যখন কোন রাজ্য অধিকৃত হয়, তখন রাজ্যভ্রষ্ট ভূপতি অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। কথিত আছে, রাণী অপরের ক্ষমতায় বশীভূত ও পরিচালিত বালিকামাত্র ছিলেন। তিনি অমিতাচারে অনুক্ষণ আসক্ত থাকিতেন। রাণী যে, কেবল বালিকা নহেন, তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তাতে প্রকাশ পাইত। তাঁহার অমিতাচার অপরের কল্পনামূলক ব্যতীত আর কিছুই নহে।" †

উপস্থিত সময়ে ঝাঁশীতে ১২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদলের একাংশ, ১৪ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। কাপ্তেন ডনলুপ এই সকল সৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন। ঝাঁশী যে দিন ব্রিটিশরাজ্যের সহিত সংযোজিত হয়, সেই দিন হইতে কাপ্তেন স্কীন কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঝাঁশীতে যে, কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবে, ইহাতে কাপ্তেন স্কীনের বিশ্বাস ছিল না। যখন মিরাটে গোলযোগ ঘটে, তখনও কাপ্তেন স্কীনের বিশ্বাস জন্মে নাই যে, ঝাঁশীর সিপাহীরা গবর্ণ-

প্রতিবাদ করেন। এই বিষয় পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের বিচারের জন্য যায়। ইহার ফল পূর্ব্ববৎ হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতেই ঝাঁশীতে বিপ্লব ঘটে।

* উক্ত জীবনীতে উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে লক্ষ্মী বাঈর জন্ম হয়। সুতরাং ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার বয়স ২২ বৎসরের অধিক হয় নাই।

† *Kaye, Sepoy War. Vol. III., p. 562-563.*

স্যার্ জন্ মালকম্‌ও রাণীর সুচরিত্রের যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

মেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে, অথবা বাহিরের লোকে সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে। তিনি ১৮ই মে আগরায় এই ভাবে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন— "এই স্থানে যে, কোনরূপ আশঙ্কার কারণ আছে, তাহা আমার মনে হয় না। এখানকার সৈনিকেরা বিশ্বস্তভাবে আছে, এবং মিরাট ও দিল্লীর ঘটনায় অসীম ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। ইহারা কাপ্তেন ডনলুপের ন্যায় একজন উপযুক্ত অধিনায়কের অধীন রহিয়াছে। ইহাদিগকে কি ভাবে পরিচালিত করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন। তিনি ইহাদের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের কারণ দেখিতে পাইতেছেন না।" মে মাস অতীত হইল। জুন মাসের প্রারম্ভে কমিশনর সাহেব সিপাহীদিগের এইরূপ অনুরক্তি ও প্রভুভক্তির বিষয়ে নিঃসন্দেহ রহিলেন। তিনি কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বিপদের পূর্ব্বসূচনা ঘটিতে লাগিল।

কমিশনর সাহেব ৩রা জুন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সিপাহীদিগের প্রভুভক্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার এক দিন কি দুই দিন পরে দিবাভাগে সৈনিক-নিবাসের দুই খানি বাংলা পুড়িয়া গেল। এই দুর্গের দিকে বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, আর কোন বিষয় না ভাবিয়া, আত্মরক্ষায় ও সম্পত্তিরক্ষায় উদ্যত হইলেন। যুদ্ধাসমর্থ ইউরোপীয়গণ পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি লইয়া নগরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সিপাহীদিগের আফিসরগণ সৈনিকনিবাসে রহিলেন। কাপ্তেন ডনলুপ এবং তাঁহার সহযোগিগণ সিপাহীদিগকে শান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিপাহীরা নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে কাওয়াজ হইবে বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এতদ্দেশীয় আফিসরগণ ঝাঁশীর সিপাহীদিগের সহিত কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। সিপাহীগণ এ সময়ে কোনরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। তাহারা প্রশান্তভাবে যথোচিত সম্মানসহকারে অধিনায়কের আদেশের অনুবর্ত্তী হইল। কিন্তু এইরূপ প্রশান্তভাবে, এইরূপ সম্মানপ্রদর্শনে কোন ফল হইল না। ঝটিকার প্রারম্ভে প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাবে থাকে, সিপাহীদিগের বাহ্যভাবও সেইরূপ প্রশান্ত রহিল। এই সময়ে স্কীন এবং গর্ডন সাহেব সৈনিকনিবাসে গিয়া, কাপ্তেন ডনলুপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর স্কীন সাহেব দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত

হইলেন। গর্ডন সাহেব আপনার গৃহে গিয়া, ভোজন সমাপন পূর্ব্বক সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় পার্শ্ববর্ত্তী সর্দ্দারদিগের নিকটে পত্র লিখিলেন। কিন্তু বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে সমগ্র সিপাহীদল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, আপনাদের আফিসরদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নিহত হইলেন। কেবল একজন অধিনায়ক গুরুতররূপে আহত হইয়াও, কোনরূপে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দুর্গে প্রস্থান করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীগণ সৈনিকনিবাস এইরূপে নরশোণিতে রঞ্জিত করিল। অতঃপর তাহারা কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, কাছারিঘর পুড়াইয়া ফেলিল। অবশেষে উত্তেজিত সিপাহী, কারামুক্ত কয়েদী, বিশ্বাসঘাতক পুলিস প্রহরী, সকলে মিলিয়া, দুর্গ অবরোধ করিল।

৭ই জুন দুর্গবাসী ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র আবর্ত্তিত হইল। চারি দিক করাল মেঘমালায় সমাবৃত হইয়াছিল। প্রবলবেগে ঝটিকার সঞ্চার ঘটিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ঝটিকাপাতের মধ্যে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করা ইউরোপীয়দিগের সুসাধ্য হইল না। সুতরাং তাঁহারা এখন নিরুপায় হইয়া, এক সময়ে যাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের এক শেষ করিয়াছিলেন, তাঁহারই শরণাগত হইলেন। ৭ই জুন প্রাতঃকালে কাপ্তেন স্কীন দুর্গ হইতে নিরাপদে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মী বাঈর নিকটে কতিপয় কর্ম্মচারী পাঠাইলেন। কথিত আছে, ইঁহারা পথিমধ্যে অবরুদ্ধ ও রাণীর নিকটে আনীত হইলেন। রাণী ইঁহাদিগকে উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই সকল সিপাহীর অস্ত্রাঘাতে ইঁহাদের প্রাণান্ত ঘটিল।* ঝাঁশীর প্রধান সদর আমীন রাণীর ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। স্কীন ও গর্ডন সাহেব সেই দিন রাণীর নিকটে বারংবার পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইঁহাদের পত্র কোথায় গেল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না। বেলা দুই ঘটিকার পর উত্তেজিত লোকে দুর্গ আক্রমণ করিল। কিন্তু ইহাতে দুর্গবাসীদিগের কোনরূপ ক্ষতি হইল না। ৮ই জুন প্রাতঃকালে তাহারা আবার অধিকতর উৎসাহের সহিত আক্রমণ করিল। দুর্গের বহির্ভাগে সশস্ত্র লোকে যেমন ইউরোপীয়দিগের

* ইহা ইংরেজলেখকদিগের কথা। লক্ষ্মী বাঈর জীবনীলেখক যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ ঘটনার উল্লেখ নাই।

শোণিতপাতে সচেষ্ট হইয়াছিল, দুর্গের অভ্যন্তরেও সেইরূপ নিরস্ত্র বিশ্বাসঘাতকগণ তাঁহাদের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। আক্রমণকারীদিগের প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবার চেষ্টা হয়। সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সময়ে এইরূপ চেষ্টার প্রতিরোধ করা হয়। ইহাতে কিছুকালের জন্য দুর্গবাসিগণ অক্ষতশরীরে থাকেন। কিন্তু আক্রমণকারীদিগের উদ্যম নিষ্ফল করিবার সুযোগ ঘটিল না। কাপ্তেন গর্ডন নিহত হইলেন। আহারসামগ্রী ও গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইল। চারি দিকে আক্রমণকারীদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং আক্রমণকারীদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কোন উপায় রহিল না। কাপ্তেন স্কীন অগত্যা সন্ধিসূচক শ্বেতপতাকা উড়াইয়া দিলেন।

সিপাহীদিগের অধ্যক্ষগণ ইহা দেখিয়া, দুর্গদ্বারে সমাগত হইল, এবং কাপ্তেন স্কীনকে সন্ধিস্থাপনের জন্য গম্ভীরভাবে শপথ করিতে দেখিয়া, শালে মহম্মদ নামক একজন নেটিব ডাক্তারের দ্বারা জানাইল যে, যদি ইংরেজেরা অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্গ সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। দুর্গবাসিগণ অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন। দুর্গ হইতে যাত্রা করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু হতভাগ্যদিগের নিষ্কৃতিলাভ ঘটিল না। দুর্গদ্বার অতিক্রম করিতে না করিতেই সশস্ত্র সিপাহীগণ তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল, এবং হাত বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিল। এখন বাধা দিবার—আত্মরক্ষা করিবার আর কোন উপায় রহিল না। আক্রান্তগণ নিরীহ মেষপালের ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। অবরুদ্ধদিগকে রাজপথ দিয়া নগরের বহির্ভাগে লইয়া যাওয়া হইল। কতিপয় সওয়ার এই সময়ে আসিয়া কহিল, রেশেলাদারের হুকুম, অবরুদ্ধদিগকে বধ করিতে হইবে। অনন্তর এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে বৃক্ষশ্রেণীর নিকটে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা হইল। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরমবিশ্বাসের পাত্র দারোগা এই ভয়ঙ্কর কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিল। জেলদারোগা সর্ব্বপ্রথম আপনার প্রাচীন মনিবের প্রাণ সংহার করিল। মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগকে পুরুষগণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হইল। ইঁহাদের সকলেই ঘাতকদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। ইঁহাদের দেহ তিন দিন পর্য্যন্ত রাস্তায় ফেলিয়া রাখা

হইল। পরে অতি সামান্যভাবে এক ভাগে পুরুষদিগের, অন্য ভাগে নারীদিগের সমাধি হইল। এইরূপে পঞ্চাশ ষাটি জন নিরীহ ও নিরপরাধ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর শোণিতে নবাবিষ্কৃত ঝাঁশী কলঙ্কিত হইল।*

মহামতি কে সাহেব এই ভাবে ঝাঁশীর শোচনীয় ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন—"বিশ্বাস্য প্রমাণ অনুসারে জানা গিয়াছে যে, এই ভয়ঙ্কর নরহত্যার সময়ে রাণীর ভৃত্যাদিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত ছিল না। প্রধানতঃ ইহা আমাদের পুরাতন লোকের কর্ম্ম। অনিয়মিত অশ্বারোহিদল হইতে এই নরহত্যার আদেশ প্রচারিত হয়। জেলদারোগা ইহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।" † কে সাহেবের এইরূপ উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঝাঁশীর নরহত্যাকাণ্ডে রাণী লক্ষ্মী বাঈ লিপ্ত ছিলেন না।

মহারাষ্ট্রীয় লেখকদিগের মতে ১২ জন সাহেব, ১৯টি বিবি এবং ২৩টি বালকবালিকা নিহত হয়। এইরূপ নৃশংস কর্ম্মে রাণীর কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না, লক্ষ্মী বাঈর জীবনীতে তদ্‌বিষয় এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ‡——

জুন মাসের প্রারম্ভে ঝাঁশীর সৈনিকদিগের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার দেখিয়া, ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন গর্ডন এবং অপর ইউরোপীয়গণ ঝাঁশীর রাণীর নিকটে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় এবং ঝাঁশীরক্ষার জন্য সৈন্য প্রার্থনা করেন। রাণী প্রার্থনাপূরণে সম্মত হয়েন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না, এজন্য তিনি সমাগত রাজপুরুষদিগের নিকটে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। সে সময়ে এই প্রস্তাব রাজপুরুষদিগের অনুমোদিত হয়।

প্রথম দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। পর দিন গর্ডন সাহেব একাকী রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে কেবল আপনাদের কুলমহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III, p. 369.*

† *Ibid.*

‡ লক্ষ্মী বাঈর একজন পুরাতন কর্ম্মচারী ঝাঁশীর যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। ইনি উজ্জয়িনীতে গিয়া বাস করেন। উজ্জয়িনীর জজ রাও বাহাদুর চিন্তামণি নারায়ণ বৈদ্য এম্. এ. এল্. এল্. বি. ঐ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে উপস্থিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রাণী সম্মত হইলেন। তৎপরদিন ইংরেজরমণীগণ সন্তানদিগকে লইয়া, রাণীর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাণী যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল রাণীর তত্ত্বাবধানে থাকিলেন না। সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। ইংরেজেরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং আপনাদের আশ্রয়স্থল অধিকতর সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে করিয়া, কুলমহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগকে তথায় লইয়া গেলেন। মহিলারা রাণীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেও রাণী দুই তিন দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিকালে উত্তেজিত সিপাহীদিগের অজ্ঞাতসারে, তাঁহাদের আহারার্থে তিন মণ গমের রুটী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কে সাহেবের লিখিত বিবরণে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উত্তেজিত লোকের অস্ত্রাঘাতে যত ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা দেহত্যাগ করে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। রাণীর যদি উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী থাকিত, তাহা হইলে ৮ই জুন ঝাঁশীতে এই সকল অসহায় ইউরোপীয়ের শোণিতপাত হইত না। রাণী, মুন্সী অযোধ্যা প্রসাদ দ্বারা কাপ্তেন গডন সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ পাইলে এই বিপত্তিকালে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ঠাকুরজাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহার উত্তরে গডন সাহেব কহিয়াছিলেন,—"আমরা আপনাদের সাহায্যগ্রহণের ইচ্ছা করি না। আমাদের বিষয় না ভাবিয়া, আপনারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন।" সুতরাং আক্রান্ত ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য রাণীর সমক্ষে আর কোন উপায় ছিল না। সিপাহীরা দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলে রাণী ইউরোপীয়দিগের শবগুলির যথারীতি সৎকার করাইয়াছিলেন। দুই জন ইংরেজ এবং একটি ইংরেজমহিলা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করেন। ইঁহাদের মধ্যে মার্টিন নামক এক ব্যক্তি আগরায় থাকেন। ইনি রাণীর দত্তক পুত্র শ্রীযুত দামোদর রাওয়ের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন,—"আপনার মাতৃদেবীর প্রতি সাতিশয় ন্যায়বিরুদ্ধভাবে এবং নির্দ্দয়রূপে এ বিষয়ের দোষভার সমর্পিত হইয়াছে। আমি ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত ঘটনা জানেন না। আপনার গরীব মাতাঠাকুরাণী ১৮৫৭ অব্দের

জুন মাসে ঝাঁশীর ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের নিধনব্যাপারে কোন অংশে লিপ্ত ছিলেন না। ইউরোপীয়গণ দুর্গে গেলে তিনি দুই দিন তাঁহাদের খাদ্য-সামগ্রী পাঠাইয়া দেন। করেরা হইতে এক শত বন্দুকধারী লোক আনিয়া, তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরেজেরা এই সকল লোককে এক দিন দুর্গে রাখিয়া, পরে বিদায় দেন। ইহার পর রাণী মেজর স্কীন এবং কাপ্তেন গর্ডনকে পলায়ন পূর্ব্বক দতিয়া নামক স্থানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধও রক্ষিত হয় নাই। অবশেষে তাঁহারা আপনাদের সৈন্য ও পুলিশ প্রহরী প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিহত হয়েন।"*

উত্তেজিত সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে বধ করিল, ছাউনী লুঠিয়া লইল, ঝাঁশীর দুর্গে—ঝাঁশীর সৈনিকনিবাসে স্বপ্রধান হইয়া উঠিল, ইহার পর রাজ-প্রাসাদ তাহাদের লক্ষ্য হইল। তাহারা প্রাসাদ অবরোধ করিল। তাহাদের দলপতি রাণীকে কহিল, তাহারা দিল্লীতে যাইতেছে, এখন তিন লক্ষ টাকা না পাইলে তোপে রাজপ্রাসাদ উড়াইয়া দিবে। রাণীর যথোচিত প্রত্যুৎপন্ন-মতি ছিল। তিনি বিপদে অভিভূত না হইয়া, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার সম্পত্তি, সমস্তই পরহস্তগত হইয়াছে। তিনি এখন দারিদ্র্যে নিপীড়িত, এখন পরমুখপ্রেক্ষিণী অনাথা। তাঁহার ন্যায় দরিদ্র অনাথার উপর অত্যাচার করা তাঁহার স্বদেশীয় সিপাহীদিগের উচিত নয়। কিন্তু সিপাহীরা এই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এদিকে রাণীর পিতা সিপাহীদিগকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অবরুদ্ধ হইলেন। সিপাহীরা কহিল, কিছু টাকা না পাইলে তাহারা রাণীর দায়াদ সদাশিব রাও নারায়ণকে ঝাঁশীর গদিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। রাণী নিরুপায় হইলেন। তিনি পিতাকে বিমুক্ত করিতে কহিলেন, এবং আপ-

* মূল পত্রখানি পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল। কে সাহেব লিখিয়াছেন (*Sepoy War, III. 365*) রাণী ৬ই জুন অপরাহ্নকালে পতাকা উড়াইয়া স্বল্পসংখ্য অনুচরের সহিত সিপাহী-দিগের আবাসস্থলে উপনীত হয়েন। আহসান আলী নামক একজন মোল্লা স্বধর্ম্মনিরত লোকদিগকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন। এইরূপে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইঙ্গিত করা হয়। কর্ণেল মালিসনও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন (*Indian Mutiny, I. 185*). কিন্তু রাণীর বিমাতা কহেন যে, এই সময়ে রাণী এক বারও প্রাসাদ হইতে বহির্গত হয়েন নাই।

নার সম্পত্তি হইতে অলঙ্কারাদিতে এক লক্ষ টাকা দিয়া, সিপাহীদিগকে শান্ত করিলেন। সিপাহীরা অর্থলাভে উৎফুল্ল হইয়া, "মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাহকা, অম্মল (আমল) রাণী লক্ষ্মী বাঈকা" এইরূপ ঘোষণা করিতে করিতে দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। রাণী এই বিষয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন।

কর্ণেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সিপাহীরা টাকা চাহিয়াছিল, রাণী ঝাঁশীর গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অর্থের বিনিময়ে অভীষ্ট পদ লাভ করেন। সিপাহীরা উৎকোচে বশীভূত হইয়া, লক্ষ্মী বাঈ ঝাঁশীর রাণী বলিয়া, ঘোষণা করে।* কে সাহেবও এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।† কিন্তু উল্লিখিত ঘটনায় প্রতিপন্ন হইবে যে, রাণী ঝাঁশীর গদিলাভের জন্য সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়েন নাই। তিনি একান্ত নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্থদান ভিন্ন উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর কোন উপায় ছিল না। সিপাহীদিগের দলভুক্ত হইলে তিনি আপনার অলঙ্কারাদি দিতেন না বা এই অর্থদানের বিষয় ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর করিতেন না। ঘটনাচক্রের অভাবনীয় আবর্তন তাঁহাকে এই ভাবে সিপাহীদিগের সন্তোষসাধনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

সিপাহীরা চলিয়া গেলে রাণী গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ফৌজদারির সেরেস্তাদার গোপাল রাও প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া, অতঃপর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণসম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাগরপ্রদেশে এই সময়ে গোলযোগ ঘটে নাই। সুতরাং তথাকার কমিশনর সাহেবকে সাবধান করিবার জন্য ঝাঁশীর ঘটনা জানাইতে হইবে, এবং ঝাঁশীর সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, তদ্বিষয়ে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করা যাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল। তদনুসারে গোপাল রাও সমুদয় ঘটনা সাগরের কমিশনর সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। রাণীও স্বয়ং নানা স্থানের রাজপুরুষদিগকে যাবতীয় বিবরণ জানাইয়া, আত্মপক্ষসমর্থন করিলেন। ঝাঁশীর কমিশনর কাপ্তেন পিঙ্কনে সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, রাণী

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p. 190-191.*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. III., p. 370.*

আমাদের স্বদেশীয়দিগের নিধনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া, জব্বলপুরের কমিশনরের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে উল্লেখ ছিল যে, এই ব্যাপারে তাঁহার কোনরূপ সংস্রব ছিল না। যাবৎ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঝাঁশীর পুনরধিকারের বন্দোবস্ত না করেন, তাবৎ তিনি ঐ রাজ্য শাসন করিবেন, এই ভাবে পত্র লিখিয়া, তিনি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।” ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, রাণী ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ ঝাঁশী আপনার অধিকারে রাখিয়াছিলেন।* সে সময়ে ইংরেজ সরকার হইতে কোন পত্র আসিলে ঝাঁশীর কর্ম্মচারীদিগের অব্যবস্থিততায় রীতিমত উহার উত্তর দেওয়া হইত না, সুতরাং অনেক সময়ে রাণীর উদ্দেশ্য ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর হইত না। এইরূপ গোলযোগের মধ্যেও রাণীর পূর্ব্বোক্ত পত্র যথাস্থানে পহুঁছিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা রাণীর অদৃষ্টলিপি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলেন। সুতরাং উহার বিপর্য্যয়সাধন হয় নাই। পূর্ব্বে আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেবের পত্রের কথা লিখিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের এক স্থলে উল্লেখ আছে—“তিনি (রাণী) জব্বলপুরের কমিশনর মেজর এর্‌স্কিন এবং আগরার প্রধান কমিশনর কর্ণেল ফ্রেজারের নিকটে খরিটা (পত্র) পাঠাইয়াছিলেন। আমি এই পত্র স্বহস্তে আগরার প্রধান কমিশনরের নিকটে সমর্পণ করিয়াছিলাম। রাণীর কথা শুনিয়া, কমিশনর কি বলেন, জানিতে আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঝাঁশীর নাম পূর্ব্বেই তাঁহাদের নিকটে কলঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোন কথা না শুনিয়াই, রাণী অপরাধিনী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল।”

এইরূপে অভাগিনীর অদৃষ্টচক্র আবার নিম্নাভিমুখে আবর্ত্তিত হইল। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ অপসারিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মোরোপন্থ তাদৃশ রাজনীতিচতুর ছিলেন না। তাঁহার দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও, অল্পদিন হইল, ঐ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারও তাদৃশ কর্ম্মপটুতা বা অভিজ্ঞতা ছিল

* কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি জব্বলপুরের কমিশনর মেজর এর্‌স্কিনের বিজ্ঞাপনীতে এরূপ কোন কথা প্রাপ্ত হয়েন নাই (*Sepoy War. III, p. 370.*). কিন্তু আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেব স্বয়ং ঘটনা দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত পিঙ্কে সাহেবের উক্তির সাদৃশ্য আছে।

না। দেশের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ কেহই এই সঙ্কটকালে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিতে বা সৎপথ দেখাইতে উপস্থিত ছিলেন না। ঝাঁশীর নূতন বন্দোবস্ত কালে বোর্‌ছা প্রভৃতি স্থানের যে সকল লোক রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, রাণীর সহিত তাঁহাদের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। এইরূপে সকল দিকই অভাগিনীর নিকটে গাঢ় তমোজালে আচ্ছন্ন ছিল। নিঃসহায়, অনাথা তরঙ্গময় সংসারসাগরে একান্ত নিরবলম্বভাবে ভাসিতেছিলেন। এই নিবিড় তমোরাশির ভেদে কোনরূপ আলোকবর্ত্তী তাঁহার সহায় হয় নাই। কেহই এই তরঙ্গান্দোলিত ভয়াবহ সাগর হইতে তাঁহার উদ্ধারের জন্য হস্ত প্রসারণ করে নাই।

উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে ঝাঁশীতে ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাণী ঝাঁশীর বিপ্লবের বিবরণ স্থানান্তরের ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে জানাইয়াছিলেন। ইংরেজের অনুপস্থিতিতে তিনি ঝাঁশীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সম্পর্কীয় সদাশিব রাও নারায়ণ ঝাঁশীর আধিপত্যগ্রহণে উদ্যত হয়েন। সদাশিব ঝাঁশীর ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী করেরা নামক একটি দুর্গ অধিকার করেন। তত্রত্য ইংরেজেরা তাড়িত হয়েন। ইহার পর সদাশিব পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ অধিকার পূর্ব্বক "ঝাঁশীর মহারাজ" উপাধি পরিগ্রহ করেন। লক্ষ্মী বাঈ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহারা করেরা দুর্গ অবরোধ করিলে সদাশিব মহারাজ শিন্দের রাজ্যে পলায়ন পূর্ব্বক ঝাঁশী আক্রমণের জন্য সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার বিরুদ্ধে আর একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার সদাশিব বন্দিভাবে ঝাঁশীতে আনীত হয়েন।* অতঃপর দুর্দ্ধর্ষ ঠাকুর এবং বুন্দেলাগণ রাণীর শাসনদক্ষতায় শান্তভাব অবলম্বন করে।

রাণী এক শত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। অন্য এক পরাক্রান্ত শত্রু তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। ঝাঁশীর দেড় মাইল দূরে বোর্‌ছা নামক

* করেরা অবরোধ এবং ঝাঁশী আক্রমণ অপরাধে সদাশিব ১৮৫৮ অব্দের ২৬শে জুন গবর্ণমেণ্টের আদেশে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হয়েন। ঐ স্থানে সাড়ে আঠার বৎসর অবস্থিতির পর তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি দেন। ১৮৮৮ অব্দে তাঁহার দেহাত্যয় হয়।

জনপদ (নামান্তর তেহরী) অবস্থিত। এই রাজ্যের দেওয়ান নথে খাঁ ঝাঁশী আক্রমণের জন্য কুড়ি হাজার সৈন্য লইয়া, নগরের নিকটবর্ত্তী বেত্রবতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রাণীর সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঝাঁশী অধিকার পূর্ব্বক সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন, তোপ ও গোলাবারুদ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী ইহাতেও ভীত বা কর্ত্তব্যবিমুখ হইলেন না। তিনি অভিনব সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। তিনি গোলাবারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিলেন। তিনি দুর্গমধ্যে প্রোথিত তিনটি এবং প্রাসাদমধ্যে লুক্কায়িত চারিটি কামান আনাইলেন। বসুধার গর্ভে বা নির্জ্জন গৃহের অন্ধকারের মধ্যে থাকিলেও, এই সকল অস্ত্র এখন প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধনের অনুপযোগী হইল না। এদিকে রাণী বুন্দেলখণ্ডের সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে সর্দ্দারগণ ঝাঁশীতে সমাগত হইয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্যরক্ষার জন্য রাণীর সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। রাণী ইহাতে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আদেশে কামান সকল দুর্গের প্রাচীরে স্থাপিত হইল। তাঁহার আমন্ত্রণে ঝাঁশীর সর্দ্দারগণ সশস্ত্র অনুচর লইয়া আগমন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সেনাপতি সৈনিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন। রাণী পাঠানীবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক দুর্গের প্রধান বুরুজের উপর রহিলেন। ঐ স্থানে ইংরেজের জয়পতাকা এবং পেশওয়ের নিশান স্থাপিত হইল। নথে খাঁ দুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার পরাজয় হইল। অতঃপর সেন্ধিয়া সরকারের প্রস্তাবক্রমে উভয়পক্ষে সন্ধি ঘটিল। ওড়ছার রাণী লড়ঈ বাঈর সহিত ঝাঁশীর রাণী লক্ষ্মী বাঈর সখীভাব জন্মিল। লক্ষ্মী বাঈ, এই ঘটনা ইন্দোরের এজেণ্ট স্যার্ রবার্ট হামিল্টনের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পত্র হামিল্টন সাহেবের হস্তগত হইল না। নথে খাঁ পত্রবাহককে ধরিয়া, ঐ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, অধিকন্তু তিনি হামিল্টন সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে, লক্ষ্মী বাঈ উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে তাঁহাকে তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। প্রকৃতসংবাদসম্বলিত ঘটনা ইংরেজরাজপুরুষের গোচর হইল না। রাণীর চারিদিকে পূর্ব্বের

ন্যায় নিবিড় তমোজাল রহিল। নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধান অপ্রতিহত থাকিল।

আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেব রাণীর ঝাঁশীরাজ্যসংরক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত পত্রের এক স্থানে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"বিপ্লবকারী সৈনিকেরা ঝাঁশী পরিত্যাগ করিলে রাণী তদীয় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। দতিয়া এবং তেহরী রাজ্য অনায়াসে আমাদের লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারিত। যদিও ঝাঁশীর কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে বোরছা (তেহরী) রাজ্যের সীমা দেড় মাইল এবং দতিয়া ছয় মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে, তথাপি এই উভয় রাজ্যের সীমান্তভাগে বহুসংখ্য সশস্ত্র লোক আমাদের সৈন্যের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণ করিলেও, উক্ত দুই রাজ্যের কেহই আমাদের সাহায্যের জন্য একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করে নাই। এই উভয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তারা ভাবিয়াছিলেন, যুদ্ধের জন্য রাণীর কোনরূপ আয়োজন নাই; তাঁহারা অনায়াসে তদীয় রাজ্য হস্তগত করিতে পারিবেন; এজন্য তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্য ঝাঁশী আক্রমণ করে, এবং অনেক বার উক্ত রাজ্যের সাহসিনী নারী কর্ত্তৃক পরাজিত হয়।" এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে, রাণী আপনার বাহুবলে ঝাঁশীরক্ষা করিতেছিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী দতিয়া এবং তেহরীর লোক সুযোগ বুঝিয়া, উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। দতিয়া এবং তেহরী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহভাজন হয়। কিন্তু ঝাঁশীর অদৃষ্টলিপি অখণ্ডিত থাকে।

ঝাঁশী ইংরেজদিগের অধিকারচ্যুত হইলে রাণী লক্ষ্মী বাঈ নয় দশ মাস কাল সুনিয়মে রাজ্য শাসন করেন। কি সৈনিকশৃঙ্খলা, কি বিচারকার্য্য, কি শান্তিস্থাপন, প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার অসামান্য কর্ম্মক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। যৌবনের পূর্ণবিকাশে তাঁহার দেহ যেমন সুগঠিত ও সৌন্দর্য্যশালী ছিল, দয়াসৌজন্য প্রভৃতি গুণের সমবায়ে তাঁহার প্রকৃতিও সেইরূপ কমনীয় হইয়াছিল। তিনি কোন বিষয়ে অবনত হইতেন না, কোন অংশে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেন না বা কোনরূপে অবলম্বিত ব্রতপালনে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না। প্রজালোকে তাঁহার সৌন্দর্য্যসহকৃত কমনীয় ভাবে, তাঁহার অসামান্য দৃঢ়তা ও নির্ভীকতায় তৎপ্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত। তিনি যাহাদের শাসনে ও পালনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাদের হৃদয়ের উপর তাঁহার এইরূপ আধিপত্য

জন্মিয়াছিল। এই আধিপত্য, এই সাহসময়চরিত্রগত শক্তির জন্য তিনি অতঃপর ঘটনাচক্রে পড়িয়া, ইংরেজ সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষমতাশালী সেনাপতি হইলে তাঁহার প্রয়াস সফল হইত। ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ভাবেই তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।* যে যুদ্ধকুশল সাহসী সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার ক্ষমতায় মোহিত হইয়া, লিখিয়াছিলেন—"রাণীর বংশগৌরব, সৈনিকগণ ও অনুচরদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম উদারতা, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তিতে অবিচলিত দৃঢ়তা, তাঁহাকে আমাদের প্রভূতক্ষমতাপন্ন ও ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল।" †

রাণী প্রতিদিন বেলা তিন টার সময় প্রায়শঃ পুরুষবেশে কখন কখন নারীবেশে সজ্জিত হইয়া, দরবারে উপস্থিত হইতেন। পায়ে পায়জামা, অঙ্গে বেগুনী রঙ্গের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপী, উহার উপর পাঠানী পাগড়ি, কোমরে জরির দোপাটা, উহাতে লম্বমান রত্নখচিত অসি, তাঁহার এইরূপ পুরুষবেশে তদীয় যৌবনোদ্ভাসিত গৌরকান্তি অধিকতর রমণীয় হইত। পতিবিয়োগের পর তিনি হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা, এবং অনামিকায় হীরার অঙ্গুরী ভিন্ন, আর কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। তাঁহার কেশ গ্রন্থিবদ্ধ থাকিত, শ্বেত শাটী ও শ্বেত কঞ্চুলিকা তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। এইরূপ নারীবেশে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী গৌরী বলিয়া বোধ হইত। তিনি দরবার ঘরে বসিতেন না। তাঁহার বসিবার ঘর দরবার ঘরের সংলগ্ন ছিল। এই গৃহের দ্বারদেশে পর্দ্দা থাকিত। সুতরাং বাহিরের লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, সমীপস্থিত কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কখন কখন আদেশপত্র তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার যেমন রাজ্যশাসন ক্ষমতা, সেইরূপ দেবভক্তি, আশ্রিতজনপ্রতিপালন-প্রবৃত্তি ও দীনদুঃখীদিগের প্রতি দয়া ছিল। নথে খাঁর সহিত যুদ্ধের সময়ে তাঁহার অসীম দয়ার্দ্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি আপনার আহত

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p. 191.*

† *Sir Hugh Rose's Despatch, April 30th, 1858, quoted in Martin's Indian Empire. Vol. II., p. 485, note.*

সৈনিকদিগের চিকিৎসাকালে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন, প্রশংসাবাদে তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন। এইরূপ সদয়ভাব, এইরূপ স্নিগ্ধ ব্যবহার, এইরূপ প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন। তাঁহার সভায় নানা দেশীয় গুণিজনের সমাগম হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আপনাদের উপাস্য দেবী শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওকে সঙ্গে লইয়া, সরোবরমধ্যস্থিত মন্দিরে শ্রীমহালক্ষ্মীর দর্শনে যাইতেন।

এইরূপে লক্ষ্মী বাঈ আট দশ মাস কাল ঝাঁশী রক্ষা করেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ভিন্ন রাজ্যরক্ষণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণের জন্য অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার আদেশে টাকশালা স্থাপিত, দুর্গ প্রভৃতি আত্মরক্ষার স্থল সুরক্ষিত, সৈন্য সংগৃহীত, কামান নির্ম্মিত হয়। এইরূপে ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন, সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মকুশল, সর্ব্বাপেক্ষা প্রজাপ্রিয় শাসনকর্ত্তার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ইংরেজের অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজ উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের হস্তে শান্তিপূর্ণ এবং সুব্যবস্থিত রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ঝাঁশীর যাবতীয় ঘটনা ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার ধারণা ছিল যে, রাজপুরুষেরা তাঁহার সদভিপ্রায় অবগত হইয়া, তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি ইংলণ্ডে দূত পাঠাইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার আশা ছিল যে, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ন্যায়পরতায় বশীভূত হইয়া, তদীয় পুত্রের স্বত্ব রক্ষা করিবেন। এইরূপে সকল বিষয়েই তাঁহার আশা ছিল। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। তাঁহার উপর রাজপুরুষদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এই সন্দেহ শত্রুভাবে পরিণত হইল। ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ্ তাঁহার বিরুদ্ধে ঝাঁশীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

স্যার্ হিউ রোজ্ ১৮৫৮ অব্দের ১৯শে মার্চ্চ ঝাঁশীর ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী চঞ্চনপুর নামক স্থানে যাত্রা করেন। এই স্থান হইতে তিনি তৎপরদিন একদল অশ্বারোহী এবং কামানসমেত একদল গোলন্দাজকে ঝাঁশীপর্য্যবেক্ষণের জন্য পাঠাইয়া দেন। ইংরেজসৈন্য ঝাঁশীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, এই সংবাদ

রাজপ্রাসাদে প্রচারিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঝাঁশীর দরবারে উপযুক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন না। নবীন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাওয়ের তাদৃশ কর্ম্মপটুতা ছিল না। সুতরাং এই সঙ্কটকালে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিল। একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী অভিনব দেওয়ানকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু দেওয়ান তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে তিনি গোপনে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকটে গবর্ণমেণ্টকে তদীয় সদভিপ্রায় ও বিশ্বস্ততা জানাইবার জন্য, এক জন সুচতুর দূত পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। ঝাঁশী ইন্দোরের এজেণ্টের অধীন ছিল। রাণী দেওয়ানকে প্রস্তাব অনুসারে উক্ত স্থানের এজেণ্ট স্যার্ রবার্ট হামিল্টনের নিকটে উপযুক্ত দূত পাঠাইতে কহিলেন। কিন্তু দেওয়ান নবীন কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে এক জন অনুপযুক্ত ও অকৃতকর্ম্মা লোককে প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেল না, এজেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, স্থানান্তরে থাকিয়া ঝাঁশীর দরবারে অনেক অসত্য কথা লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। দরবারের লোক সন্তুষ্ট থাকিল। অভাগিনী রাণীর পতনকাল আসন্ন হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ সৈন্য ঝাঁশীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল দরবারে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ঝাঁশী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হওয়াতে অনেক পুরাতন ভৃত্যের কর্ম্ম গিয়াছিল। ইহারা নথে খাঁর সহিত যুদ্ধের সময়ে ঝাঁশীর অভিনব সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইল। নবীন কর্ম্মচারিগণও ইহাদের মতানুবর্ত্তী হইলেন। পুরাতন কর্ম্মচারিগণ ইংরেজের সহিত মিত্রতাস্থাপনে পরামর্শ দিলেন। এ বিষয়ে রাণীরও মত ছিল। রাণীর এইরূপ মত সৈনিকগণ বা অভিনব কর্ম্মচারীদিগের প্রীতিকর হইল না। ইংরেজের অধিকারে ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজের উপরে ইহাদের বিদ্বেষভাব দূর হইল না। ইহারা এখন এই বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাণী দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেন। প্রধান কর্ম্ম-চারিগণ ব্যতীত আর কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না। সুতরাং প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর হয় নাই। এ সময়ের কথা নানা ভাবে পরি-

কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। * যাহা হউক, রাণী ঘটনাচক্রে পড়িয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েন। এ বিষয়ে বাবু কুমার সিংহের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে কুমার সিংহের প্রবৃত্তি ছিল না। নানা প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে তাঁহার অনিচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। লক্ষ্মী বাঈও এইরূপ প্রতিকূল ঘটনার অভিঘাতে আপনার লক্ষ্য বিষয় হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন। তিনি যখন দেখিলেন যে, ইংরেজের সহিত সদ্ভাবরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, অধিকন্তু তিনি যখন বুঝিলেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি এত প্রয়াস স্বীকার করিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন উপায় রহিল না। অভিমানিনী নারী অপমানবিষে অধীর হইয়া, এখন যুদ্ধসজ্জার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত ইংরেজসৈন্যের সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থা করা সহজ নহে। কিন্তু লক্ষ্মী বাঈ এই দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিলেন। তিনি এক সময়ে রাজ্যশাসনে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাক্রান্ত বিপক্ষের সমক্ষে প্রকৃত বীরোচিত গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনেক আফগণ ও বুন্দেলা সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না। ঐতিহাসিক মালিসন্ সাহেবের মতে রাণীর সৈন্যসংখ্যা এগার হাজার ছিল। যাহা হউক, রাণী এখন সৈনিকদলের শৃঙ্খলাসাধন পূর্ব্বক স্বয়ং উহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন, দুর্গের জীর্ণসংস্কার করাইলেন, তোপগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন, নানা সাহেবের সাহায্যপ্রার্থনা করিয়া, তাঁহার নিকটে পত্র পাঠাইলেন। এইরূপে প্রতি কার্য্যে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঝাঁশীর বীর-

* কেহ কেহ বলেন, এ সময়ে ইংরেজপক্ষ হইতে সংবাদ আইসে যে, রাণী অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেওয়ান প্রভৃতি মন্ত্রীদিগকে লইয়া, ইংরেজের শিবিরে উপস্থিত হইলে ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এই কথা নাকি রাণীর মনঃপূত হয় নাই। তাহাতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ কহেন যে, ইংরেজেরা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, রাণী শিবিরে গেলে তাঁহারা তাঁহাকে বন্দী করিবেন, এইরূপ জনরব প্রচারিত হওয়াতে রাণী যুদ্ধে উদ্যত হয়েন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাণী ইংরেজদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার ফাঁসী দিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধ ঘটে। উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ নানা কথার প্রচার হইয়াছিল।

রমণীগণও যুদ্ধের আয়োজনে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলার সহিত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইল যে, উহাতে অতঃপর ইংরেজকেও যার পর নাই বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

গবর্ণর-জেনেরল লর্ড কানিঙ্ এবং বোম্বাইর গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, উভয়েই ঝাঁশী অধিকার করা, নিরতিশয় আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ঝাঁশীতে তাঁহাদের আধিপত্য, তাঁহাদের প্রাধান্য, তাঁহাদের ক্ষমতার বিলোপ ঘটিয়াছিল, ঝাঁশীতে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা নিরতিশয় নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল, ঝাঁশীর তেজস্বিনী রাণীর উপর তাঁহাদের গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সুতরাং যে কোন রূপে হউক, ঝাঁশীতে তাঁহারা আপনাদের প্রাধান্যের পুনঃস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেনাপতি স্যার্ হিউ রোজ্ এই কর্ম্মসম্পাদনে নিয়োজিত হয়েন। তিনি যে, অশ্বসাদী ও গোলন্দাজ সৈন্য ঝাঁশীর পর্য্যবেক্ষণের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা পূর্ব্বে হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্বয়ং পদাতি সৈন্য লইয়া, ২১শে মার্চ্চ ঝাঁশীতে উপনীত হয়েন।

স্যার্ হিউ রোজ্ যে স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করেন, সেই স্থান এবং নগর ও দুর্গের মধ্যভাগে কতকগুলি ভগ্নপ্রায় বাংলা ছিল। নগরের নিকটে কতিপয় দেবমন্দির এবং তেঁতুল বৃক্ষের বন রহিয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতির সৈন্যসন্নিবেশস্থলের দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের শ্রেণী বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পাহাড়ের মধ্য দিয়া কাল্পীর পথ গিয়াছিল। বাম ভাগে অন্যান্য পাহাড় এবং দতিয়ার পথ প্রসারিত ছিল। উত্তর দিকে উন্নত পর্ব্বতের উপর ঝাঁশীর প্রসিদ্ধ দুর্গ স্বকীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছিল।

প্রকৃতির শক্তি এবং মানবের শিল্পনৈপুণ্য, উভয়েই ঝাঁশীর দুর্গের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। উহা উন্নত পর্ব্বতের উপর স্থাপিত, সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত এবং চারি দিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দুর্গের পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ ব্যতীত আর সকল দিকেই ঝাঁশীনগর প্রসারিত থাকিয়া, লোকারণ্যে আপনার অপূর্ব্ব সজীবভাব দেখাইতেছিল।

ঝাঁশী নগরের পরিধি সাড়ে চারি মাইল। উহা আঠার হইতে ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় নগরপ্রাচীরেও গুলি-নিক্ষেপের রন্ধ্র এবং কামানসমূহের সন্নিবেশের স্থল নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্যার্ হিউ

রোজ্ ২১শে মার্চ্চ দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করেন। ঐ দিন সৈনিকদল যথাস্থানে স্থাপিত এবং দুর্গের অভ্যন্তরভাগ পরিদর্শনের জন্য একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। রাত্রিতে প্রথম ব্রিগেড অশ্বসাদী স্থানান্তর হইতে তাঁহার শিবিরে পদার্পণ করে। পর দিন অশ্বসাদী দল কর্ত্তৃক নগর এবং দুর্গ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়। রাত্রিকালে ইংরেজসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে রাণী এক বিষয়ে বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের তৃণগুল্মাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং ঘোটক প্রভৃতির পরিপোষণের জন্য কোথাও ঘাস প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তেহরির রাণী এবং মহারাজ শিন্দে এই অভাবের মোচন করেন। ইঁহাদের যত্নে ঘাস, জ্বালানি কাঠ, তরকারি প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত হয়।

এইরূপে ২৫শে মার্চ্চ উভয় পক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে যুদ্ধের আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণে ঝাঁশীর গোলন্দাজদিগের পরাক্রমে আক্রমণকারীদিগের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। রাত্রিকালে ইংরেজপক্ষ অবসর বুঝিয়া, অগ্রসর হইল। কিন্তু রাণী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার সৈনিকদলের মধ্যে সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের আয়োজন হইতে ছিল। সমস্ত রাত্রি চারি দিক রণবাদ্যের ভৈরব রবে পরিপূর্ণ এবং সমগ্র নগর প্রজ্বলিত মসালের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। প্রভাত হইবা মাত্র গোলন্দাজেরা দুর্গপ্রাচীর হইতে কামানের গোলা চালাইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল গোলা কার্য্যকর হইল না। উহা ইংরেজসৈন্যের মাথার উপর দিয়া দূরে পড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন "ঘনগর্জ্জ" নামক প্রসিদ্ধ তোপ হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন ইংরেজসৈন্য স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। এই তোপ হইতে এমন বেগে গোলা বহির্গত হইত যে, বিপক্ষদিগের মধ্যে উহার পতনের পূর্ব্বে তোপ হইতে সমুত্থিত ধূমরাশি তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইত না। সুতরাং তাহারা সতর্ক হইবার অবসর পাইত না।

২৪শে তারিখ ইংরেজসৈন্য চারিটি তোপমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া, নগরের দক্ষিণ দিকে গোলাবর্ষণে উদ্যত হইল। এই গোলায় ঝাঁশীর তোপখানার কয়েক জন গোলন্দাজ দেহত্যাগ করিল। তাহাদের পরিচালিত তোপ মঞ্চ হইতে,* এবং

* এজন্য ইংরেজেরা এই তোপের নাম "হুইস্লিং ডিক্" দিয়াছিলেন।

প্রাচীরে কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে ইংরেজসৈন্য নগরের সম্মুখে তোপমঞ্চ প্রস্তত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। তৃতীয় দিবসে ইংরেজ সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন যে, পশ্চিম দিক আক্রমণ করিলে সহজে নগর অধিকৃত হইতে পারে। সুতরাং ঐ দিক আক্রান্ত হইল। ইংরেজসৈন্যের নিক্ষিপ্ত কুলুপী গোলা (ইংরেজী নাম শেল্, উহার অন্তর্ভাগ ফাঁপা) অবিরত প্রবলবেগে নগরে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাতে নগরবাসিগণ নিরতিশয় ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইল। অনেকের গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গেল, অনেকে দেহত্যাগ করিল। এই দুঃসময়ে রাণী অপরিসীম ক্ষমতা ও বদান্যতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। যেখানে বলক্ষয় ঘটিতেছিল, সেই থানেই তাঁহার আবির্ভাব হইতে লাগিল। তিনি আক্রান্তদিগের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিতে লাগিলেন, গৃহহীন দরিদ্র লোকের জন্য আশ্রয়স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহাদের আহারের জন্য অন্নসত্র খুলিলেন। এইরূপে সকল বিষয়েই তাঁহার শ্রমশীলতা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। এক দিকে তিনি যেমন বিপক্ষের আক্রমণনিবারণের জন্য প্রকৃত বীরের ন্যায় দৃঢ়তা দেখাইতে লাগিলেন; অপর দিকে তিনি সেইরূপ কোমলপ্রকৃতি মাতার ন্যায় স্নিগ্ধভাব দেখাইয়া, অনাথ দুঃখীদিগের হৃদয়ে শান্তিবিধানে ব্যাপৃত হইলেন।

২৫শে তারিখ দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হইল। এই সময়ে রাণীর গোলন্দাজ গোশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল যে, উহাতে আক্রমণকারীদিগের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। লক্ষ্মী বাঈ এই বীরপুরুষের উৎসাহবিধানে উদাসীন থাকিলেন না। তিনি এক তোড়া টাকা পারিতোষিক দিয়া, তাহাকে উৎসাহিত ও পরিতোষিত করিলেন। এইরূপে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আক্রমণকারিগণ আক্রান্তদিগের সহিত তুল্যপরাক্রমে ও তুল্যসাহসে যুদ্ধ করিল। তাহারা যদিও আক্রমণকারীদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত বা উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদিতে বলসম্পন্ন ছিল না, তথাপি তাহাদের এরূপ পরাক্রম, এরূপ সাহস, এরূপ লক্ষ্যভেদকৌশল পরিস্ফুট হয় যে, উহাতে ইংরেজ সেনাপতি অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন। ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বীররমণী এইরূপ বীরোচিত রণকৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষের যাবতীয় উদ্যম ব্যর্থ করিয়া ফেলেন। তিনি সর্ব্বদা সৈনিকদিগকে

সুশৃঙ্খল ভাবে রাখিতেন, সর্ব্বদা উৎসাহবাক্যে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার ক্ষমতাদর্শনে, তাঁহার উৎসাহবাক্যশ্রবণে স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকারা পর্য্যন্ত শক্তিসম্পন্ন ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা দুর্গপ্রাচীরের সংস্কারে সাহায্য করিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈনিকদিগের জন্য খাদ্য ও পানীয় আনিত, কোথায় কি অভাব ঘটিয়াছে, জানিয়া, তৎপূরণে উদ্যত থাকিত।

ঝাঁশীর একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী স্বয়ং এই ভয়াবহ যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। তিনি এই ভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন,—"প্রত্যহ রাত্রিকালে নগরে ও দুর্গে অজস্র গোলা পতিত হইত। সে দৃশ্য সাতিশয় ভয়ঙ্কর। ইংরেজদিগের তোপ হইতে নিঃসৃত ৫০।৬ সের ওজনের এক একটা গোলা যখন বেগে ছুটিয়া আসিত, তখন কন্দুকের ন্যায় ক্ষুদ্র ও প্রজ্বলিত খদিরাঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ দেখাইত। দিবসের প্রখর সূর্য্যালোকে গোলাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত না, কিন্তু নৈশ অন্ধকারে সে গুলি রক্তবর্ণ ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় সবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে দেখা যাইত। দুর্গের প্রত্যেকেই তদ্দর্শনে মনে করিত যে, গোলাটি আমার উপরেই আসিয়া পড়িবে, কিন্তু প্রায়ই উহা ৭।৮ শত পদ দূরে গিয়া পড়িত। দিবসে ও রাত্রিতে, সমভাবে যুদ্ধ হইত; সর্ব্বদা যুদ্ধব্যাপারে নগরবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও এইরূপে যুদ্ধ হয়। প্রায় দেড়প্রহর পর্য্যন্ত রাণীর পক্ষীয়-দিগের জয়লাভ হইত, ইংরেজদিগের সৈন্যক্ষয় ও তাহাদের তোপ বন্ধ হইয়া যাইত। কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার ইংরেজদিগের জয় ও রাণীর পরাজয় ঘটিত। রাণীর তোপ বন্ধ হইত। সপ্তম দিবসে সূর্য্যাস্তের পর হইতে দুর্গের পশ্চিম দিকের তোপ বন্ধ হয়। ইংরেজপক্ষের কামানের অগ্নিবৃষ্টিতে কেহ স্থিরভাবে থাকিতে পারে নাই। এই গোলাবর্ষণে রাণীর তোপমঞ্চও ভগ্ন হইয়া যায়। রাণী রাত্রিকালে রাজমিস্ত্রী দ্বারা মঞ্চনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। রাজমিস্ত্রী ও মজুরগণ কম্বলের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, রজনীর অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে ইষ্টকাদি বুরুজের উপর স্থাপন করে, এবং শয়ানভাবে থাকিয়া তোপমঞ্চ বাঁধিতে থাকে। এইরূপে প্রতিপক্ষের অলক্ষিতভাবে তোপমঞ্চ নির্ম্মিত হইলে দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। ইংরেজসৈন্য অসতর্ক ও নিশ্চিন্ত ছিল, এজন্য এই আকস্মিক অগ্নিবর্ষণে তাহাদের সবিশেষ ক্ষতি হয়। প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাহাদের তোপ বন্ধ থাকে।

"অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে ইংরেজেরা পুনর্ব্বার তোপ চালাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের নিকটে দুর্গপরিদর্শনের উপযোগী যে সকল উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহারা দুর্গমধ্যস্থিত জলের চৌবাচ্চা সকল লক্ষ্য করিয়া গোলা চালাইতে লাগিলেন। ৭।৮ জন জলবাহী ভৃত্য সেই সময়ে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চারি জনের প্রাণান্ত ঘটিল, অবশিষ্ট জলবাহীরা বাঁক ফেলিয়া পলায়ন করিল। জলাভাবে দুর্গবাসীদিগের স্নানাদি প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিল। এই সময়ে দুর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বুরুজের গোলন্দাজেরা জলের চৌবাচ্চা রক্ষার জন্য ইংরেজ গোলন্দাজদিগের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের তোপ বন্ধ করিল। ইহাতে জলের চৌবাচ্চা গুলি পূর্ব্বের ন্যায় সুরক্ষিত রহিল। উহার জলে দুর্গবাসীদিগের স্নানাদির সমাপন হইল। সকলে ভোজন করিতেছে, এমন সময়ে সহসা বিকট শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ধূমরাশিতে ও ধূলিপটলে চারি দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ধূমরাশি অপগত হইলে জানা গেল যে, রাজপ্রাসাদের পুরোবর্ত্তী প্রান্তরে বারুদের কারখানায় প্রতিপক্ষের একটি গোলা পতিত হওয়াতে এই ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হয়। এই দুর্ঘটনায় ত্রিশটি পুরুষ ও আটটি রমণী নিহত এবং ৪০।৫০ জন অদ্ধদগ্ধ হয়।

"অষ্টম দিবসে নগরে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। সে দিনকার যুদ্ধও পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বীরপুরুষদিগের সিংহনাদে, বন্দুক ও কামানের ধ্বনিতে, ভেরী, শৃঙ্গ ও বিগুল প্রভৃতির শব্দে গগনমণ্ডল আপূরিত হইয়াছিল। ধূলিপটলে ও ধূমরাশিতে চারি দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজসৈন্য সে দিন বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। নগরের সহস্রাধিক লোক নিহত হইয়াছিল। দুর্গপ্রাচীরে যে সকল গোলন্দাজ ও সিপাহী ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। লক্ষ্মী বাঈ অপর গোলন্দাজ ও সিপাহীর সমাবেশ পূর্ব্বক সেই স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই কয়েক দিনের যুদ্ধে তাঁহার নিরতিশয় শ্রম হইয়াছিল। তিনি চারি দিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, যেখানে যাহার অভাব লক্ষিত হইত, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ করিবার উপায় বিধান করিতেন। এজন্য তাঁহার সৈনিকগণ সাতিশয় উৎসাহসম্পন্ন হইয়া প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল।

ইংরেজসৈন্য যদিও যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি ঝাঁশীর দৃঢ়সঙ্কল্প সৈনিকগণ, আপনাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইলেও, ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।”

যখন আক্রান্তগণ এই ভাবে আক্রমণকারীদিগের পরাক্রমস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ইংরেজ সেনাপতির সমক্ষে একটি অভিনব বিপত্তির সংবাদ উপস্থিত হয়। ৩১শে মার্চ্চ স্যার্ হিউ রোজ্ অবগত হয়েন যে, উত্তর দিক হইতে অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্য সৈনিকদল আসিতেছে। এই সৈন্য তাত্যা টোপের। তাত্যা টোপে ইংরেজ সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্হামের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, শেষে যেরূপে প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন কাম্প্-বেল কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন, তাহা পাঠকের গোচর করা হইয়াছে। রাও সাহেবের আদেশে তাত্যা টোপে কাল্পীতে উপস্থিত হয়েন। তিনি যখন চির্‌কারি নামক স্থান অধিকার করেন, তখন লক্ষ্মী বাঈর সাহায্যপ্রার্থনার পত্র প্রাপ্ত হয়েন। তাত্যা টোপে এসম্বন্ধে রাও সাহেবের আদেশ জানিতে চাহেন। রাও সাহেব সম্পূর্ণরূপে রাণীর প্রার্থনার অনুমোদন করেন। সুতরাং তাত্যা টোপে কুড়ি হাজার সৈন্য ও ২৮টি কামান লইয়া, ঝাঁশীর অবরোধকারী ইংরেজসৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন।

তাত্যা টোপে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, ঝাঁশীতে আসিতেছেন শুনিয়া, স্যার্ হিউ রোজ্ চিন্তিত হইলেন। ঝাঁশীর সুদৃঢ় দুর্গ তখনও তাঁহার অধিকৃত হয় নাই। উহার সৈনিকদল তখনও তাঁহার নিকটে পরাজয়স্বীকার করে নাই। উহার তেজস্বিনী রক্ষয়িত্রী তখনও তাঁহার সমক্ষে সাহসে বা উৎসাহে বিসর্জ্জন দেন নাই। এই সঙ্কটকালে আবার অভিনব সৈনিকদলের সহিত অন্য একজন রণকুশল বীরপুরুষের সমাগমবার্ত্তায় ইংরেজ সেনাপতি চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন রহিলেন না। এই বিপ্লবময় ঘটনার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ অধিকতর সৈনিকবলে সহায়সম্পন্ন ও অধিকতর অস্ত্রবলে শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, ইংরেজের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ইংরেজ যেরূপ বুদ্ধিচাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ সেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে নাই। ইংরেজ যেরূপ উদ্যমশীলতা দেখাইয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ অনেক স্থলে সেইরূপ উদ্যমে কর্ম্মপ্রবণ

হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাত্যা টোপে বেত্রবতীর তীরবর্ত্তী প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য অল্প ভাবিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ঝাঁশীর অবরোধভঙ্গের জন্য তৎকর্ত্তৃক একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু স্যার্ হিউ রোজ্ তাঁহার ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে থাকেন নাই। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল। তথাপি তিনি দুর্গ অবরোধের জন্য যথোপযুক্ত সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত তাত্যা টোপের সৈনিকদলের বিরুদ্ধে যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তাত্যা টোপের অগ্রগামী সৈনিকদল তাঁহার আক্রমণে পরাজিত হইল। ইহাদিগকে পরাজিত দেখিয়া, তাত্যা টোপে শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মুখ্য সৈনিকদলও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিল। তিনি যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার পুরোভাগ জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। মার্ত্তণ্ডের প্রখর তাপে জঙ্গল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তাত্যা টোপে জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিলেন। শুষ্কপ্রায় বৃক্ষ ও তৃণগুল্মাদি সহজে জ্বলিয়া উঠিল। নিবিড় ধূমরাশিতে চারি দিক আচ্ছাদিত হইল। তাত্যা টোপে বিপক্ষের আগমনপথ এইরূপ ধূমস্তূপ ও প্রজ্বলিত পাবকে বিপত্তিময় করিয়া, বেত্রবতী পার হইয়া কাল্পীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজসৈন্য এই বিপত্তিময় পথেও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। যুদ্ধে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য দেহত্যাগ করিল। তাঁহার প্রায় সমুদয় কামান প্রতিপক্ষের অধিকৃত হইল।

তাত্যা টোপের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক দুর্গবাসিগণ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল। রণপারদর্শিনী রাণী দুর্গবপ্রে থাকিয়া, সৈনিকদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতেছিলেন। তাত্যা টোপের পরাজয়েও তাহাদের উৎসাহ দূরীভূত বা উত্তেজনা তিরোহিত হইল না। ১লা এপ্রেল আবার তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। পরবর্ত্তী দুই দিন তাহাদের এইরূপ উদ্যম পরিস্ফুট হইল। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ ৩রা এপ্রেল ইংরেজসৈন্যের নগরপ্রবেশের সুবিধা ঘটিল। ইংরেজসৈন্য নগরে যাইবার প্রধান পথ বোর্‌ছা দরওয়াজা অধিকার করিল এবং অধিরোহণীর সাহায্যে প্রাচীরে উঠিতে সচেষ্ট হইল।*

* লক্ষ্মী বাঈর জীবনীলেখক বলেন, রাণীর পক্ষের দলাজী ঠাকুর নামক একজন বুন্দেলা সর্দ্দারের সহায়তায় ইংরেজসৈন্যের বোর্‌ছা দরওয়াজা অধিকার করিবার সুযোগ ঘটে।

যে সকল অধিরোহণী তাহাদের নিকট ছিল, তৎসমুদয়ের কোন কোন খানি প্রাচীরের উচ্চতার পরিমাণ অনুসারে ছোট হইল। কোন কোন খানি আরোহীর দেহভারে ভাঙ্গিয়া গেল। যাহা হউক, এক জন সৈনিক একখানি অধিরোহণীর সাহায্যে প্রাচীরে উঠিল। অপর সৈনিকগণ অবিলম্বে তাহার অনুগমন করিল। এইরূপে ইংরেজসৈন্য নগরে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা নগরের যে পথে অগ্রসর হইল, উহার দুই পার্শ্বের গৃহগুলিতে আগুন লাগাইয়া দিল। হুতাশন প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এ দিকে আক্রমণকারীদিগের অস্ত্রাঘাতে নগরবাসীদিগের প্রাণান্ত হইতে লাগিল। কোমলপ্রাণ বালকেরাও এই ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইল না।* অনেকে প্রাণের ভয়ে উদ্ভ্রান্তভাবে চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে আত্মগোপন করিল। কেহ কেহ গৃহের কোণে লুক্কায়িত হইল। কেহ কেহ গোঁপদাড়ি কামাইয়া নারীর বেশ পরিগ্রহ করিল। এইরূপে যে, যেরূপ সুযোগ পাইল, সে, সেইরূপে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। †

স্যার্ হিউ রোজ্ নগরের মধ্যভাগস্থিত রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। যখন তাঁহার সৈন্য প্রাসাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়, তখন প্রহরী সৈনিকেরা তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইংরেজসৈন্য প্রাসাদের এক গৃহ হইতে আর এক গৃহে উপনীত হয়। প্রতিগৃহে প্রাসাদরক্ষক সৈনিকগণ সাহস, তেজস্বিতা ও ক্ষমতার একশেষ প্রদর্শন করেন। আক্রমণকারিগণ সঙ্গীনের সাহায্যে তাহাদের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করিয়া ফেলে। এ দিকে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাসাদরক্ষকগণ নিরুপায় হইয়া পড়ে। প্রাসাদ ইংরেজ

* এইরূপ নিধনব্যাপার ঝাঁশীতে "বিজন" নামে পরিচিত হইয়াছে।

† নগরের মধ্যে "ভিড়ের বাগ" নামে একটি উদ্যান ছিল। বহুসংখ্য লোক এই উদ্যানে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরেজসৈন্য উদ্যানে প্রবেশ করিলে ইহারা কাতরভাবে জীবনভিক্ষা করিয়া কহে—"যুদ্ধের সহিত আমাদের কোনরূপ সংস্রব নাই। আমরা যোদ্ধা নহি, নিরপরাধ, নিরীহ প্রজা, প্রাণের দায়ে এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছি।" ইংরেজ সেনানায়ক শরণাগতদিগকে অভয় দিয়া, চারি দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, এবং উদ্যানের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া, বহির্ভাগ হইতে অন্তর্ভাগে ও অন্তর্ভাগ হইতে বহির্ভাগে লোকের গমনাগমন নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

সেনাপতির অধিকৃত হয়। প্রাসাদের অশ্বশালায় ৫০ জন অশ্বারোহী ছিল, তাহারা সকলেই রাণীর পক্ষসমর্থনে আত্মোৎসর্গ করে, এবং সকলেই সেই রক্ষণীয় স্থানে যার পর নাই সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়। গবর্ণর-জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ রাণীর স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের পিতামহকে তাঁহার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ আপনাদের জাতীয় পতাকা দিয়া কহিয়াছিলেন যে, তিনি কোন স্থানে যাত্রাকালে এই পতাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন। রাজপ্রাসাদ অধিকারকালে উক্ত পতাকা ইংরেজসৈন্যের হস্তগত হয়।

ইংরেজসৈন্য নগরে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মী বাঈ দুর্গে গিয়া অবস্থিতি করেন। প্রথমে ইংরেজসৈন্যের রসদ ইত্যাদি নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতি তাত্যা টোপেকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার রসদ প্রভৃতি অধিকার করেন। সুতরাং খাদ্য দ্রব্যে, যুদ্ধোপকরণে ইংরেজসৈন্য সহায়সম্পন্ন হইয়া উঠে। এই সময়ে প্রতিপক্ষকে বাধা দেওয়া রাণীর অসাধ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার নগরের অধিকাংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল। তাঁহার সাহসিক গোলন্দাজগণ রণস্থলে একে একে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত সৈনিকগণের অনেকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং তিনি এখন অন্য উপায় না দেখিয়া, আপনার প্রিয়তমরাজ্যপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদীয় সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইল না। তাঁহার পিতা মোরোপন্ত তাম্বে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ সজ্জিত হইল। তাঁহার অনুগতা পরিচারিকারা যাত্রার যাবতীয় আয়োজন করিল। তিনি স্বয়ং পুরুষবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। মোরোপন্ত তাম্বেও অশ্বে আরোহণ করিলেন। একটি হাতীর হাওদার মধ্যে মণিমাণিক্য প্রভৃতি পুরিয়া দেওয়া হইল। মণিমাণিক্য ব্যতীত রাণীর আর একটি ধন ছিল। এই ধনের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গে কৃতনিশ্চয় ছিলেন। এখন এই প্রাণাধিক ধন দামোদর রাওকে তিনি স্বকীয় পৃষ্ঠদেশে রেশমী কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইলেন।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া, রাণী সহচরদিগের সহিত প্রতিপক্ষের অলক্ষিতভাবে ৪ঠা এপ্রেল নিশীথকালে দুর্গের উত্তর দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রস্থানের সংবাদ অবগত হইয়া, ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে ধরিবার জন্য

লেফ্‌টেনেণ্ট বৌকারকে সৈনিকদলের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। বৌকার একুশ মাইল পথ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাণীর বেগগামী অশ্ব অদৃশ্য হইয়া গেল। ইংরাজসেনানী আহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাণীর পিতার অদৃষ্টে নিষ্কৃতিলাভ ঘটিল না। মোরোপন্ত হস্তীর সহিত যাইতে ছিলেন। পথে সহসা তাঁহার নিজের তরবারির খোঁচায় তদীয় জঙ্ঘাদেশ কাটিয়া গেল। রুধিরস্রাবে তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষিক্ত হইল। তিনি এই অবস্থায় দতিয়া রাজ্যে উপনীত হইলেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া ইংরেজদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। স্যার রবার্ট হামিল্ট-নের আদেশে তাঁহার ফাঁসী হইল।

রাণীর প্রস্থানের পর আবার ঝাঁশীতে ভয়াবহ "বিজনের" আরম্ভ হইল। কাণপুর ও দিল্লীর ন্যায় ঝাঁশীও ইংরেজ সৈন্যের নিরতিশয় উত্তেজনার উদ্দীপক ছিল। কাণপুর এবং দিল্লীর ন্যায় এই স্থানেও তাহাদের অসহায় সজাতির শোণিতপাত হইয়াছিল। কাণপুর এবং দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছিল, ঝাঁশীতেও তাহাই ঘটিল। কথিত আছে, ইংরেজসৈন্য ঝাঁশীর পাঁচ হাজার অধিবাসীকে বধ করিয়াছিল। * অনেকে মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় নিজ হস্তে নিজের আত্মীয়স্বজনের শোণিতপাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অনেক মহিলা আত্মসম্ভ্রম-রক্ষার জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজসৈনিকেরা মহিলাদিগের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করে নাই। ঘটনাক্রমে কেহ কেহ নিহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে কেহই ইংরেজসৈন্যের অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে নাই। ঝাঁশীর দুর্গ এবং নগর বিলুণ্ঠিত হয়। ইংরেজ সেনাপতি বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি হইতে নিরন্ন দুঃখীদিগকে আহার্য্য দিতে অনুমতি করেন।†

* *Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 485.*

† যুদ্ধের পর দিল্লীতে এবং লক্ষ্ণৌতে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের যেরূপ দৃশ্য ভয়ঙ্করভাব প্রকাশ করিয়াছিল, ঝাঁশীতেও তাহারই আবির্ভাব হয়। উন্মত্ত সৈনিকেরা সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলে। আয়না, ঝাড়লণ্ঠন, চেয়ার, কার্পেট, সাটিনের বিছানা, রূপার পায়াওয়ালা খাট, হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি সমস্তই বিনষ্ট এবং গৃহের চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে এই উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদলে কিয়দংশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।—*Lowe, Central India.*

৫ই এপ্রেল ঝাঁশীর দুর্গ ইংরেজসৈন্যের অধিকৃত হয়। ঝাঁশীর সৈনিকেরা আপনাদের রাণীর জন্য ১৩ দিন অসীমসাহসসহকারে যুদ্ধে প্রমত্ত থাকে। ১৩ দিন পর্য্যন্ত তাহাদের বন্দুক, তাহাদের কামান আক্রমণকারীদিগের সমক্ষে যেন অগ্নিময় আস্তরণপট বিস্তার করে; উহার মধ্য হইতে প্রতি-পক্ষের বিনাশের জন্য অবিরত গোলা গুলি, প্রস্তর, সুদৃঢ় কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতির বৃষ্টি হইতে থাকে। একজন ইংরেজ লেখক* এই যুদ্ধের বর্ণনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন,—"যুদ্ধকালে বোধ হইত যেন, যম এবং তাহার সর্পবেণী-ধারিণী, উগ্রপ্রকৃতি পরিচারিকাগণ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। দুর্গের অন্তর্ভাগে অবিরত ভেরী, টমটম প্রভৃতির গভীর শব্দ হইত, বহির্ভাগে বন্দুক এবং কামানের নির্ঘোষে চারি দিক সমাকুল হইতে থাকিত, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তাড়াতাড়ি আমাদের লোকদিগকে লইয়া যাইত।" এইরূপ ১৩ দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর ঝাঁশীর সৈন্য পরাজয় স্বীকার করে। পরাজিত হইলেও, তাহারা বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়; যে নারীর পরিচালনায় তাহাদের এইরূপ শূরত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনি অতীতদর্শী ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় পৃথিবীর প্রতিভাশালী বীরপুরুষদিগেরও চিরস্মরণীয়।

এ দিকে রাণী কাল্পীতে উপনীত হয়েন। এই স্থানে রাও সাহেব এবং তাত্যা টোপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাণীর সঙ্গে সৈন্য ছিল না। সুতরাং তিনি রাও সাহেবের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাও সাহেব সৈনিক-দল পরিদর্শন করিয়া, তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তাহাদের পরিচালনের ভার তাত্যা টোপের উপর সমর্পিত হইল। যখন যাবতীয় সৈন্য এক স্থানে সমবেত হইবে, তখন তাত্যা টোপে, রাও সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইবেন বলিয়া, সংগৃহীত সৈন্য লইয়া, কাল্পীর ৪০ মাইল দূরে কুঁচ নামক নগরে গমন করিলেন। এই স্থানে স্যার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। রাণী যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাত্যা টোপে সৈনিকদলের পরিচালনাসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, পরাজিত হইলেও, তাঁহাদের সৈনিকদল এরূপ শৃঙ্খলা, এরূপ নৈপুণ্য, এরূপ

* *Lowe, Central India.*

কৌশলের সহিত পশ্চাদ্‌গমন করে যে, উহাতে বিজয়ী ইংরেজসৈন্য যার পর নাই বিস্মিত হইয়া উঠে। কর্ণেল মালিসন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা যে প্রণালীতে পশ্চাদ্‌গমন করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালী আর হইতে পারে না।* যদিও তাহাদের শ্রেণী দৈর্ঘ্যে দুই মাইল পর্য্যন্ত ছিল, তথাপি উহার কোন অংশ বিচলিত বা শৃঙ্খলাচ্যুত হয় নাই। কোন অংশে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। যুদ্ধসময়ে সৈনিকশ্রেণীর মধ্যে যেরূপ শৃঙ্খলা থাকে, উহাদের মধ্যেও সেইরূপ শৃঙ্খলা রহিয়াছিল। একদল পশ্চাদ্ধাবনকারী প্রতিপক্ষদিগের দিকে বন্দুক ছুড়িল, এবং দৌড়িয়া দ্বিতীয় দলের নিকটবর্ত্তী হইল। দ্বিতীয় দল আবার প্রথম দলের ন্যায় বন্দুক ছুড়িয়া দৌড়িতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র দল শৃঙ্খলার সহিত হটিয়া গেল।

কুঁচের যুদ্ধের পর কাল্পীর ছয় মাইল দূরে যমুনার তীরবর্ত্তী গলাবলী নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাঁদার নবাব দুই হাজার অশ্বসাদী এবং কতিপয় কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মী বাঈ ইতঃপূর্ব্বে রাও সাহেবকে সৈনিকদলের শৃঙ্খলা করিতে বলিয়াছিলেন। রাও সাহেব স্ত্রীলোকের উপর সমগ্র সৈনিকদলের পরিচালনভার না দিয়া, যশোলাভের জন্য স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রাণী কেবল আড়াই শত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালনভার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে যমুনার দিক রক্ষা করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি আপনার সৈনিকদিগকে যথোপযুক্ত স্থলে সন্নিবেশ করিয়া, ঐ দিক রক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। ইংরেজসৈন্য গলাবলীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া মে মাসের শেষভাগে কাল্পী অধিকার করে। গলাবলীর যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাব প্রভৃতি পলায়নের পরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী ইহাতে বাধা দিয়া, তাঁহাদিগকে স্থিরভাবে রাখেন। তিনি কাল্পীর যুদ্ধে যথোচিত বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেন। তাঁহার পরাক্রমে ইংরেজসৈন্য একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। তদীয় সৈনিকগণ এমন সাহসসহকারে অগ্রসর হয়, এমন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অস্ত্রচালনা করে, এমন বীরত্বসহকৃত যুদ্ধকৌশলের পরিচয় দেয় যে, প্রতিপক্ষগণ পরাজিতপ্রায় হয়। লক্ষ্মী বাঈ অশ্বারোহণে, এই সাহসী সৈনিক-

* *Indian Mutiny, Vol. III., p. 178.*

দিগকে লইয়া এমন পরাক্রমে ইংরেজসৈন্যের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, উহাতে তাহারা হটিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু তিনি এরূপ বেগে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে প্রতিপক্ষের তোপ কুড়ি গজের অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। এমন সময়ে ইংরেজপক্ষের অভিনব সৈনিকদল উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার আশাভঙ্গ হয়। একজন ইংরেজ সেনানায়ক যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্ণেল মালিসনের নিকটে উপস্থিত যুদ্ধের প্রসঙ্গে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা প্রায় পরাজিত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে উষ্ট্রারোহী সৈনিকদল * এবং প্রায় দেড় শত নূতন সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। উষ্ট্রারোহী সৈন্যই স্যার্ হিউ রোজের সৈনিকদলকে রক্ষা করে। বিপক্ষগণ আমাদের কামানের কুড়ি গজ দূরে উপস্থিত হইয়াছিল। আর পনর মিনিট অতীত হইলেই সংহারকার্য্য ঘটিত। এই দিন হইতে আমি উটকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি।" বস্তুতঃ এই যুদ্ধে লক্ষ্মী বাঈ কোনরূপে প্রতিপক্ষের নিকটে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান বিক্রম—সমান তেজস্বিতার সহিত সৈনিকদলের পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষে রাও সাহেব সৈন্য লইয়া পলায়ন করাতে তাঁহাকেও রণস্থলপরিত্যাগে বাধ্য হইতে হয়। তাত্যা টোপে কাল্পীতে গোলা গুলি প্রস্তুত করিবার কারখানা করিয়াছিলেন। কামান, বারুদ ইত্যাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত ছিল। এই স্থান ইংরেজের অধিকৃত হইলে রাও সাহেব প্রভৃতি গোয়ালিয়রের ৪৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গোপালপুর নামক স্থানে প্রস্থান করেন।

অতঃপর কি করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ হয়। এই স্থানে রাও সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বাঁদার নবাব সমাগত হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সর্ব্বোপরি ঝাঁশীর তেজস্বিনী রাণী রহিয়াছিলেন। প্রথম দুই জন কোনরূপ কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ ছিলেন না। তৃতীয় ব্যক্তিরও এ বিষয়ে তাদৃশ নৈপুণ্য ছিল না। কিন্তু যে যুবতী বীরাঙ্গনা ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁহার যেরূপ সাহস, সেইরূপ প্রতিভা

* ইহারা প্রধানতঃ তীরধনুকের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিল।

ছিল।* প্রতিভাবলে তিনি অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন। পরাজয়েও তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার অধ্যবসায়, তাঁহার বলবতী প্রতিহিংসা তিরোহিত হইল না। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, কোন দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ না করিলে প্রতি-পক্ষের ক্ষমতারোধ করা যাইবে না। গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও সজাতিপ্রেমের নামে তত্রত্য সৈনিকদলকে উত্তেজিত করিলে, ইংরেজের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ সঙ্কল্প সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, এবং সর্ব্বাপেক্ষা রণকৌশলসম্পন্ন বীরপ্রবরের মস্তিষ্ক হইতে সমুৎপন্ন হইতে পারে। গোয়ালিয়রে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে আধিপত্য করিতেছিলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী দিনকর রাও রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত ছিলেন। গোয়ালিয়রের দুর্গ দুরারোহ পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কর্ম্মদক্ষ মন্ত্রী কর্ত্তৃক পরিচালিত পরাক্রান্ত মহারাজের ক্ষমতারোধ পূর্ব্বক তাঁহার দুর্গ অধিকার করা নিঃসন্দেহ অসংসাহসিক কর্ম্ম। কিন্তু প্রতিভা রাণীকে এইরূপ অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে নিরস্ত থাকিল না। রাণীর প্রস্তাবে রাও সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, তাত্যা টোপে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ৩০ মে ইঁহারা গোয়া-লিয়রে যাইবার জন্য গোপালপুর পরিত্যাগ করিলেন।

গোয়ালিয়রের বিচক্ষণ মন্ত্রী দিনকর রাও আত্মরক্ষার উপায়বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। এবিষয়ে কূট রাজনীতি তাঁহার অবলম্বনীয় হইল। তিনি জানিতেন যে, পেশওয়ের ভ্রাতা উপস্থিত হইলে দরবারের সৈনিকগণ সম্ভবতঃ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে। সুতরাং রাও সাহেব প্রভৃতির প্রতি প্রকাশ্য-রূপে বিরুদ্ধভাব দেখাইলে সৈনিকেরা সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ইহা ভাবিয়া, দিনকর রাও, রাও সাহেবের সৈনিকদিগের প্রতি বাহিরে সমবেদনা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যদিকে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য ইংরেজপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি আপাততঃ আগন্তুক সৈনিকদলকে আক্রমণ না করিয়া, কেবল আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করি-বার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহারাজও উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া-

* মালিসন্ সাহেব এই ভাবে রাণীর প্রশংসা করিয়াছেন।—*Indian Mutiny. Vol. III., p. 204.*

ছিলেন। ৩১শে মে নিশীথকালে মন্ত্রী প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় ভবনে গমন করিলেন। মহারাজও মন্ত্রীর কথা ভুলিয়া, রাও সাহেবের সৈনিক-দিগের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি দেখিয়া-ছিলেন যে, দিল্লী ইংরেজের অধিকৃত হইয়াছে, লক্ষৌ এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ইংরেজের পদানত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে ইংরেজের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজ যে, পরিণামে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার রক্ষায় সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়েতাঁহার সংশয় ছিল না। তিনি এইরূপে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আপনার অনু-রাগ, অধিকন্তু ইংরেজের নিকটে আপনার বীরত্বগৌরবের পরিচয় দিবার জন্য রণবেশে সজ্জিত হইলেন। পর দিন প্রভাতকালে তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য হইল। ঐ দিন (১লা জুন) তিনি ৬০০০ হাজার পদাতি, ১,৫০০ হাজার অশ্বা-রোহী, তাঁহার নিজের ৬০০ শরীররক্ষক সৈনিক এবং ৮টি কামান লইয়া, মোরারের দুই মাইল পূর্ব্বে উপস্থিত হইলেন। বেলা ৭টার সময়ে তাঁহার কামান হইতে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। রাও সাহেব ভাবিলেন যে, মহারাজ তাঁহার অভিনন্দনের জন্য আসিতেছেন; তাঁহার সম্মানার্থে এইরূপ কামানের ধ্বনি হইতেছে। সুতরাং তিনি একরূপ নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী বাঈ তাঁহার ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি দুই তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া এমন বেগে মহারাজের তোপের মুখে গিয়া পড়িলেন যে, গোলন্দাজেরা তাঁহার প্রতাপ সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। এদিকে গোয়ালিয়রের সৈনিকেরা রাও সাহেবের সৈনিকদলের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। অনেকে ঐ দলে সম্মিলিত হইল। অনেকে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক তরমুজের ক্ষেত্রে গিয়া, আপনাদের পিপাসাশান্তি এবং রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। মহারাজের শরীররক্ষক সৈনিকগণ কোন দিকে বিচলিত না হইয়া, তাঁহার পক্ষসমর্থনের জন্য সচেষ্ট রহিল বটে, কিন্তু লক্ষ্মী বাঈর আক্রমণে মহারাজ পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈনিকদিগের অনেকে দেহত্যাগ করিল। অল্পমাত্র অনু-চরের সঙ্গে তাঁহাকে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে হইল। আগরায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আর স্বকীয় বাহনের রশ্মি সংযত করিলেন না। গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার অদ্ভুতবীরত্বচাতুরী প্রদর্শিত হইল।

এইরূপে লক্ষ্মী বাঈর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। দিনকর রাও মহারাজের পরাজয়বার্ত্তা শুনিয়া সর্ব্বপ্রথম রাণীদিগকে নরবর নামক স্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন, অতঃপর তিনি মহারাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাও সাহেব বিজয়োল্লাসে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের সহিত দুর্গ, ধনাগার, অস্ত্রাগার তাঁহার অধিকৃত হইল। তাঁহার আদেশে সৈনিকগণ বিলুণ্ঠনে নিরস্ত থাকিল। নানা সাহেব মহারাষ্ট্রের পেশওয়ে এবং রাও সাহেব গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা, এই বলিয়া, ঘোষণা করা হইল। গোয়ালিয়রের দরবারের এবং রাও সাহেবের সৈনিকেরা পর্য্যাপ্তপরিমাণে উপহার পাইয়া, সন্তোষ লাভ করিল। রাম রাও গোবিন্দ নামক গোয়ালিয়রের দরবারের একজন অপদস্থ পারিষদ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। গোয়ালিয়রে আসিবার জন্য বাণপুর এবং শাহগড়ের রাজার নিকটে অনুরোধপত্র প্রেরিত হইল।

এই সময়ে এক বিষয়ে রাও সাহেবের নিতান্ত অমনোযোগ প্রকাশ পাইল। গঙ্গা দশহরা পর্ব্ব উপস্থিত হওয়াতে রাও সাহেব সৈনিকগণের শৃঙ্খলসাধনে মনোনিবেশ না করিয়া, বহুসহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিলেন। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি স্যার্ হিউ রোজ্ মহারাজকে গোয়ালিয়রে আসিতে আহ্বান করিয়া, স্বয়ং ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রাও সাহেব উৎসবে বিরত থাকিলেন না। লক্ষ্মী বাঈ পূর্ব্বেই রাও সাহেবকে উৎসবের পরিবর্ত্তে সৈনিকদলের শৃঙ্খলাসাধনে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত না হওয়াতে তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ সেনাপতির সমাগমবার্ত্তা শ্রবণেও রাও সাহেবের চমক ভাঙ্গিল না। রাও সাহেব কেবল তাত্যা টোপেকে যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। তাত্যা টোপে সৈনিকদল লইয়া, ইংরেজ সেনাপতির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ১৬ই জুন মোরার স্যার্ হিউ রোজের অধিকৃত হইল। রাও সাহেব তখন চিন্তাকুল হইয়া, রাণীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী, রাও সাহেবের অব্যবস্থিতায় পূর্ব্বেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিরক্তির আবেগে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান তিরোহিত হয় নাই। তিনি রাও সাহেবকে কহিলেন যে, তাঁহার অমনোযোগে ও আমোদাসক্তিতে সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। এখন সৈনিকদিগের শৃঙ্খলাসাধন

ও ইংরেজদিগের আক্রমণনিবারণ করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তাত্যা টোপে সম্মত হইলেন। গোয়ালিয়রের পূর্ব্বভাগ রক্ষার ভার রাণীর উপর সমর্পিত হইল। রাণী বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া, সমস্তদিন সৈনিকদলের পরিদর্শন এবং শৃঙ্খলাসাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কর্ম্মকুশলতায় ও শ্রমশীলতায় বীররমণী বীরপুরুষদিগকেও অতিক্রম করিলেন।

১৮ই জুন (ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মতে ১৭ই জুন) ফুলবাগের রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ সেনানায়ক স্মিথের সহিত রাও সাহেবের সৈনিকদলের যুদ্ধ হয়। ঐ স্থান কোঠা-কি-সরাই নামে প্রসিদ্ধ। উহার নানাস্থান সঙ্কীর্ণ খাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং ঐস্থলে অশ্বসাদীদিগের পরিক্রমণের তাদৃশ সুবিধা ছিল না। যাহা হউক, ঐ ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। রাণী সমস্ত দিন বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সমরক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উদ্যম, এইরূপ অধ্যবসায়, এইরূপ নির্ভীকতাতেও তদীয় জয়লাভের সুবিধা ঘটিল না। রাণী, আপনার বিশ্বস্ত পরিচারিকা ও কতিপয় অনুচরের সহিত রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

রাণীর নিজের বাহন সাতিশয় পরিশ্রান্ত হওয়াতে রাণী উহাকে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া, মহারাজ শিন্দের অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব গ্রহণ করেন।* এই অশ্ব শেষে তাঁহার কালস্বরূপ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে রাণী ঐ অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ঐ অশ্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাহন সবেগে ধাবিত হইয়াছিল। পথে "মরিলাম মরিলাম" বামাকণ্ঠনিঃসৃত এই করুণ আর্ত্তনাদ রাণীর শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। রাণী পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় পরিচারিকা মুন্দরা একজন ইংরেজ অশ্বসাদী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। রাণী বিদ্যুদ্বেগে আক্রমণকারীর অভিমুখে বাহন চালনা করিলেন, এবং অসির আঘাতে আক্রমণকারীকে নিহত করিয়া, পুনর্ব্বার সবেগে ধাবিত

* অশ্বপরীক্ষায় রাণীর যথোচিত ক্ষমতা ছিল। এ স্থলে বোধ হয়, উৎকৃষ্ট অশ্বের অভাবে তাঁহাকে ঐ অশ্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

হইলেন। সম্মুখে একটি সঙ্কীর্ণ খাল ছিল। ঘোটক সেই জলপ্রবাহ দেখিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইল। রাণী খাল পার হইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্ট অশ্ব কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ইহার মধ্যে কয়েক জন ইংরেজ অশ্বারোহী তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ রাণীর সহিত তাহাদের অসিযুদ্ধ হইল। একজন প্রতিপক্ষের অসির আঘাতে রাণীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার পরেও আঘাতকারী তাঁহার বক্ষঃস্থলে সঙ্গীনের আঘাত করিল। এইরূপে আহত হইয়াও, রাণী তাহার প্রাণনাশ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে তদীয় বিশ্বস্ত অনুচর সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী একটি পর্ণশালায় লইয়া গেলেন। কুটীরস্বামী গঙ্গাধর বাবাজী পবিত্র গঙ্গাজল দিয়া, তাঁহার অন্তিম পিপাসাশান্তি করিলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে এই পর্ণ-কুটীরে, প্রতিপক্ষের এইরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার অন্তিম কাল আসন্ন হইল। তিনি প্রাণাধিক স্নেহের ধন গঙ্গাধর রাওয়ের মুখের দিকে এক বার গভীর স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এইরূপে ঝাঁশীর চিরপ্রসিদ্ধ রাণীর দেহাত্যয় হইল। বীররমণী তেইশ বৎসর বয়সে যেরূপ সাহস, যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় প্রতিপক্ষ বীরপুরুষদিগেরও যার পর নাই বিস্ময় জন্মিয়াছিল। সেনাপতি স্যার্ হিউ রোজ্ রাণীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি নারী, তথাপি বিপক্ষদলের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা ছিল।† অল্প-বয়স্কা বীরাঙ্গনার বীরত্ব এইরূপে ইংরেজ সেনাপতির নিকটেও প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। এইরূপ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইংরেজ সেনানায়কগণ, বোধ হয়, তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাণী পুরুষবেশে সজ্জিত থাকাতে, যে ইউরোপীয় অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তৎপ্রতি অস্ত্রাঘাত করে, সেও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। যাহা হউক, ইংরেজসৈন্য, রাণীর দেহ স্পর্শ করিতে না পারে, এই জন্য রামচন্দ্র

* রাণীর দুইটি পরিচারিকা—মুন্দরা ও কাশী, তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল।

† *Martin, Indian Empire. Vol. II., p., 489.*

রাও নিকটবর্ত্তী স্তূপীকৃত শুষ্ক তৃণরাশির মধ্যে চিতা রচনা পূর্ব্বক তাঁহার দেহ স্থাপন করেন। অগ্নিসংযোগে দেখিতে দেখিতে ত্রয়োবিংশতিবর্ষীয়া লাবণ্যময়ী বীরাঙ্গনার দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়।*

মালিসন্ সাহেব এই বীররমণীর বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইংরেজদিগের চক্ষে রাণীর দোষ যেরূপই দেখা যাউক না কেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ চিরকাল তাঁহাকে এই জন্য স্মরণ করিবে যে, ইংরেজের অবিচার তাঁহাকে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তিনি তাঁহার দেশের জন্য প্রাণধারণ করিয়াছিলেন—দেশের জন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।† রাণী প্রতিহিংসার আবেগে অস্ত্রধারণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে শক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার প্রতিপক্ষগণ বা তাঁহার চরিত্রসমালোচকগণের মধ্যে কেহই সেই মহাশক্তির প্রতি অসম্মান প্রকাশ করেন নাই।

১৮ই জুন গোয়ালিয়রের মহারাজের অবস্থিতিস্থল লস্কর এবং ফুলবাগ অধিকৃত হয়। ঐ দিন রাত্রিকালে বিপক্ষগণ দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করে। ২০শে জুন মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে আপনার রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আর দামোদর রাও? যে বালক লক্ষ্মী বাঈর প্রাণাধিক ধন ছিল। স্নেহময়ী মাতার প্রাণত্যাগের পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিল? দামোদর রাও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। নিবিড় অরণ্য তাঁহার আশ্রয়স্থল, আরণ্য বৃক্ষ শীতাতপ ও বাতবৃষ্টির পরাক্রম হইতে তাঁহার রক্ষার প্রধান সহায় হইয়া উঠে। এইরূপ কষ্টে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। অতঃপর দামোদর রাও ইংরেজের হস্তে পতিত হয়েন। ইন্দোরের তদানীন্তন রেসিডেন্ট স্যার রিচমণ্ড্ সেক্স্পীয়ার তাঁহার প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। রেসিডেন্টের নিয়োগক্রমে একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের (ইনি রেসিডেন্টের মুন্সী ছিলেন) প্রতি তাঁহার শিক্ষার ভার সমর্পিত হয়, এবং

* কেহ কেহ লিখিয়াছেন, প্রতিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে রাণী দেহত্যাগ করেন। কিন্তু বিশ্বাস্য প্রমাণ অনুসারে অসির আঘাতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

† *Malleson, Indian Mutiny. Vol. III., p. 221.*

রেসিডেণ্টের প্রস্তাব অনুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মাসিক দেড় শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। অতঃপর রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক্ তাঁহার দৈন্যদশা শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া, তদীয় ঋণপরিশোধের জন্য দশ হাজার টাকা দেন। তাঁহার বৃত্তিও দেড় শত টাকার স্থলে দুই শত টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ঝাঁশী রাজ্যের সহিত গঙ্গাধর রাওয়ের যাবতীয় স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র এখন মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া, ইন্দোরে অবস্থিতি করিতেছেন। লক্ষ্মী বাঈ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট সকল দিক দেখিয়া, তাঁহার পুত্রকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হয়েন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঝাঁশীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান।

নওগাঁর সিপাহীদিগের উত্তেজনা—তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের পলায়ন—তাঁহাদের সহিত বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের গমন—পথে তাঁহাদের দুর্দ্দশা—তাঁহাদের প্রতি ছত্রপুরের রাণী এবং চিরকারির রাজার সদ্ব্যবহার—বাঁদার ঘটনা—নাগোদের বিশ্বস্ত সিপাহী—পলাতকদিগের নাগোদে উপস্থিতি।

ঘটনাচক্রের অনিবার্য্য আবর্ত্তনে, নিয়তির অপ্রতিবিধেয় পরাক্রমে যেরূপে ঝাঁশীর চিরপ্রসিদ্ধ রাণীর সমগ্র পার্থিব বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ঝাঁশীর সিপাহীদিগের মধ্যে যখন উত্তেজনার আবির্ভাব হয়, তখন পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

ঝাঁশীর প্রায় দুই শত মাইল পূর্ব্বে নওগাঁ অবস্থিত। ঝাঁশীতে যে বার-সংখ্যক পদাতিদল ছিল, তাহার একাংশ নওগাঁতে অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ১৪ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিদলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। মেজর কির্কে নামক সৈনিক পুরুষ নওগাঁর সৈনিকের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ৩০শে মে পর্য্যন্ত এই সৈনিকদলের মধ্যে কোন-রূপ অশান্তভাব লক্ষিত হয় নাই। ক্রমে মে মাস অতিবাহিত হয়। জুনের প্রখর আতপতাপের সহিত সিপাহীদিগের স্নিগ্ধভাবও অপগত হইতে থাকে। ৫ই জুন নওগাঁর অধিনায়ক সমগ্র সৈনিককে কাওয়াজের ক্ষেত্রে একত্র করিয়া, তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির সুখ্যাতি করেন। সিপাহীরা অধিনায়কের মুখে আপনাদের প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আহ্লাদে এরূপ উন্মত্ত হয় যে, গোলন্দাজেরা কামান চালাইবার উপক্রম করে। পদাতিগণ অস্ত্রাদি লইয়া সজ্জিত হইতে থাকে। অশ্বারোহিগণ নিমকের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। আফিসরগণ ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন। কিন্তু এই প্রগাঢ় প্রশান্তভাব ও রাজভক্তির আতিশয্য যে, গভীর উত্তেজনার পূর্ব্বসূচনা স্বরূপ, আফিসরেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কয়েক দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ১০ই জুন ঘোরতর বিপদের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। একজন দীর্ঘকায় শিখ দুই জন অনুচরের সহিত, যে স্থানে সিপাহীদিগের পাহারা বদল হয়, সেই স্থানে গিয়া, সহসা হাবেলদারকে গুলির আঘাতে বধ করিল। অতঃপর সৈনিক-

নিবাসের দিকে বন্দুকের ধ্বনিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল যে, আফিসরদিগের বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে কাওয়াজের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা প্রভুর বিপক্ষতাচরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

এখন পলায়ন ব্যতীত অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়দিগের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় রহিল না। অতীত কালের সৌজন্য ও সদাশয়তার কথা, ভবিষ্যতে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, এ সময়ে কার্য্যকর হইবে বলিয়া, কেহই মনে করিলেন না। সুতরাং ইংরেজ আফিসরগণ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টায় বিরত হইয়া, স্থান-পরিত্যাগের আয়োজন করিলেন। বালকবালিকাগণ ও কুলমহিলারা তাঁহাদের অধিকতর চিন্তার কারণ হইল। ৮৭ জন বিশ্বস্ত সিপাহী এই পলায়ন-কারীদিগের রক্ষক হইল। পলাতকগণ প্রথমে এলাহাবাদে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথে নানারূপ বিপদ আছে ভাবিয়া, কলিঞ্জর ও মীর্জ্জা-পুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে ইঁহাদের যাতনার একশেষ হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা বিশদভাবে আপনাদের গভীর মর্ম্মবেদনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিপাহীদিগের উত্তেজনাকালে মেজর কির্কের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। এখন চা ও সুরার অভাবে তাঁহার তেজস্বিতা অন্তর্হিত হইল। তিনি সময়ে সময়ে আম্রের কথা বলিতে লাগি-লেন, সময়ে সময়ে কোন কোন পদার্থ এ ভাবে খাইতে লাগিলেন যে, উহা যেন তাঁহার জীবনস্বরূপ। তিনি আপনার উপাদেয় পানীয় ও আহারীয় আনিবার জন্য নওগাঁতে দুই জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। সময়ে সময়ে অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। পলাতকগণ প্রথমে ছত্রপুর নামক স্থানে উপস্থিত হয়েন। এই জনপদ লর্ড ডালহাউসীর পররাজ্যগ্রহণবিষয়িণী রাজনীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বিধবা রাণী আপনার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের জন্য রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। পলাতকদিগের প্রতি ছত্রপুরের দয়াশীলা রাণীর যথোচিত সৌজন্য ও সদাশয়তা প্রকাশিত হয়। পলাতকগণ ইঁহার নিকট হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া, ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে মেজর কির্কে অদৃশ্য হয়েন। মস্তিষ্কের বিকৃতি প্রযুক্ত তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন, সিপাহীরা তাঁহাকে মারিয়া

ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই কাল্পনিক ভয়ে তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ১৬ই জুন তিনি আবার নওগাঁ হইতে প্রেরিত এক গাড়ি চা ও সুরা লইয়া, আপন দলের সহিত মিশিলেন। অভীষ্ট দ্রব্য লাভে তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে শান্তি লাভ হইল। তাঁহারা অতঃপর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চিরকারির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানের রাজা আহার্য্য দিয়া, তাঁহাদিগকে পরিতোষিত করিলেন, টাকা দিয়া, তাঁহাদের অভাবমোচনের সুবিধা করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ শান্তি, এইরূপ তৃপ্তি অল্পক্ষণের জন্য রহিল। কতকগুলি সশস্ত্র লোক তাঁহাদিগকে নিরাপদে কলিঞ্জরে পঁহুছাইয়া দিবে বলিয়া, প্রতিশ্রুত হওয়াতে তাঁহারা ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরিশেষে এই সকল লোক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাঁহাদের কেহ কেহ ইহাদের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। আক্রমণকারিগণ গাড়িগুলি অবরোধ করিয়াছিল। সুতরাং আক্রান্তগণ কেহ কেহ পদব্রজে, কেহ কেহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। এখন মাহোবার দিকে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। কিন্তু তাঁহাদের অধিনায়কের অদৃষ্টে ঐ স্থানে যাওয়া ঘটিল না। উপস্থিত দুর্ঘটনায় মেজর কির্কের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক মাইল পথ যাওয়ার পরেই তিনি অশ্ব হইতে ভূপতিত ও গতাসু হইলেন।

কাপ্তেন স্কট্ এখন পলাতকদিগের অধিনায়ক হইলেন। ইনি মেজর কির্কে অপেক্ষা অল্পবয়স্ক এবং চা ও মদিরার প্রতি অল্পানুরাগী ছিলেন। রক্ষণীয় লোকদিগের সুবিধার জন্য ইঁহার যত্ন ও উদ্যমের একশেষ দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু এ সময়ে মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। জুন মাসের সূর্য্যতাপ এমন অসহনীয় হইয়া উঠিল যে, উহাতে অনেকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মৃত্যু অনেকের জ্বালা-যন্ত্রণার শান্তি করিল। গতাসু দেহগুলি পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিল। এইরূপ দুঃসহ কষ্ট ভোগের পর অবশিষ্ট পলাতকগণ আজীগড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজীগড়ের রাণী এবং বাঁদার নবাব এই দুঃসময়ে ইঁহাদের সবিশেষ সাহায্য করেন। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে, প্রায় সকলকেই জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিতে হইত। কেবল ইঁহারাই নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত পলাতকদিগের জীবন রক্ষা করেন। *

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p, 196-197.*

এস্থলে বাঁদার ঘটনা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঁদাতেও সৈনিকনিবাস ছিল। এই স্থলের ৫৬ সংখ্যক পদাতিদল নওগাঁর সংবাদ শুনিয়া, ১৪ই জুন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নবাবের সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহারা ধনাগার লুণ্ঠন করে। এই সময়ে নবাব ইংরেজ আফিসরদিগের জীবন রক্ষা করেন। অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল পলাতক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ইঁহার চেষ্টায় নিরাপদ হয়েন। কিন্তু শেষে ঘটনাচক্রে পড়িয়া, নবাব গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠেন। তিনি যে, রাও সাহেব এবং তাত্যা টোপের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত যে যে স্থানে সৈনিকনিবাস ছিল, তৎসমুদয়ের প্রায় সকল গুলিতেই সিপাহীদিগের উত্তেজনা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কেবল নাগোদের সিপাহীগণ প্রশান্তভাবে ছিল। যখন অন্যান্য সৈনিকনিবাসের সিপাহীগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের শোণিতপাতে উদ্যত হয়, তখন নাগোদের ৫০ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিদল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে প্রস্তুত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেবল ১৪ জন সিপাহী অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিল। *

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কতিপয় সিপাহী নওগাঁর পলাতকদিগের রক্ষক হইয়াছিল। এ সময়ে প্রায় সমগ্র জনপদে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। উত্তেজিত লোকে দিল্লীর বাদশাহের প্রাধান্যঘোষণা করিতেছিল। পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত সিপাহীগণ পলাতকদিগকে খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের উত্তেজিত লোকেরা সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে পলাতকদিগকে পরিত্যাগ করা সিপাহীদিগের শ্রেয়ঃ জ্ঞান হইল। কাপ্তেন স্কট্‌ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, এই বিশ্বস্ত সিপাহীদিগকে বিশ্বস্ততার নিদর্শনস্বরূপ প্রশংসাপত্র দিলেন। সিপাহীরা সন্তুষ্টচিত্তে এলাহাবাদের দিকে প্রস্থান করিল। পলাতকেরা নিদারুণ কষ্টে বিষণ্ণচিত্তে, আত্মীয়গণের মৃত্যুতে সন্তপ্তহৃদয়ে আজীগড় হইতে নাগোদে গিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। †

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I., p. 198.*
† *Kaye, Sepoy War. Vol. III., p. 377.*

তৃতীয় অধ্যায়।

তাত্যা টোপে।

তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার নানা স্থানে গমন—তাঁহার অবরোধ—তাঁহার ফাঁসী।

গোয়ালিয়র অধিকৃত এবং মহারাজ শিন্দে পুনর্ব্বার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে স্যার্ হিউ রোজ্ ২৯শে জুন মধ্যভারতবর্ষের সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। তিনি ছয় মাস কাল মধ্যভারতবর্ষের নানা স্থানে যুদ্ধ করিয়া, জয়লাভ করিয়াছিলেন। ব্রিগেডিয়ার-জেনেরল রবার্ট নেপিয়ার তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এদিকে তাত্যা টোপে, রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাবের সহিত ২২শে জুন উত্তরপশ্চিম দিকে প্রস্থান করেন। শরমথুরা নামক স্থানে উপনীত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স্ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি জয়পুরে উপস্থিত হইবার জন্য পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়েন, যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই স্থানে তদীয় পক্ষসমর্থনের জন্য সৈনিকদল প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু ২৭শে জুন জয়পুরের পলিটিকাল এজেণ্ট্ কাপ্তেন ইডেন সাহেব রাজপুতনার সেনাপতি রবার্ট-সের নিকটে সংবাদ পাঠান যে, পলায়িত মরাঠা সেনাপতি জয়পুরের অসন্তুষ্ট লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য চর প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রেই রবার্টস্ ২৮শে জুন ঐ স্থানে যাত্রা করেন, এবং তাত্যা টোপের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হয়েন। এ স্থলে বলা উচিত যে, তাত্যা টোপেকে ধরিবার জন্য ইংরেজ সেনাপতিগণ যার পর নাই চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়রে একদল সৈন্য থাকে। ঝাঁশীতে আর এক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপ্রিতে অপর দল অবস্থিতি করে। গুণাতে চতুর্থ দল সমাবেশিত হয়। নসিরাবাদে পঞ্চম দল এই উদ্দেশ্যসাধনে অভিনিবিষ্ট থাকে। ভরতপুরে ষষ্ঠ দল সন্নিবেশিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদল আপনাদের সুচতুর প্রতিপক্ষকে হস্তগত করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্কভাবে অব-স্থিতি করিতে থাকে। এইরূপে তাত্যা টোপে যে দিকে প্রস্থান করিবেন,

যে স্থানে উপনীত হইবেন, যে জনশূন্য নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, সেই দিক, সেই জনপদ, সেই জনশূন্য স্থান বিভিন্ন ইংরেজ সৈনিকদলের পর্য্যবেক্ষণের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু এই মরাঠা সেনাপতি এরূপ ক্ষমতাপন্ন, এরূপ বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন, এরূপ রণচতুর ছিলেন যে, নয় মাসেরও অধিক কাল তাঁহার সমক্ষে ইংরেজ সেনাপতিদিগের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চারি দিকে সৈনিকদলে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, তিনি কখন এক জনপদ হইতে আর এক জনপদে পদার্পণ করেন, কখন নিবিড় জঙ্গলে আত্মগোপনে উদ্যত হয়েন, কখন সহসা সৈন্য ও কামান সংগ্রহ করিয়া, প্রতিপক্ষের পরাক্রমস্পর্দ্ধী হইয়া উঠেন, তাহা ইংরেজ সেনাপতিদিগের কাহারও গোচর হয় নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ সেনাপতি জয়পুরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাত্যা টোপে এই সংবাদ পাইয়া, জয়পুরের পরিবর্ত্তে দক্ষিণদিকে প্রস্থান পূর্ব্বক টঙ্কে উপনীত হয়েন। কর্ণেল হলমেস্ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন। তাত্যা টোপে মধুপুর এবং ইন্দ্রগড়ের দিকে যাত্রা করেন। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হওয়াতে চম্বলনদের জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং তাত্যা টোপে ইন্দ্রগড় হইতে নদ পার হইতে না পারিয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান পূর্ব্বক বুঁদীতে উপনীত হয়েন। বুঁদীর মহারাও রাম সিংহ তাঁহার পক্ষসমর্থন না করিয়া, দুর্গ দ্বার অবরুদ্ধ করেন। তাত্যা টোপে অবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। ৭ই আগষ্ট কোটারিয়া নদীর তীরে ভিলবারা নামক স্থানে তাঁহার সহিত সেনাপতি রবার্ট্‌সের যুদ্ধ হয়। তিনি আপনার সৈন্য ও কামান লইয়া, অক্ষতশরীরে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে চতুর মরাঠা সেনাপতি সবিশেষ বুদ্ধিচাতুরীর পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সৈনিকদলের একাংশ বিপক্ষদিগকে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। এদিকে সৈনিকদলের প্রধান অংশ কামান লইয়া নদী পার হয়। সে সময়ে অশ্বারোহী সৈন্য না থাকাতে রবার্ট্‌স্, তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারেন নাই। পর দিন অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত হয়। ইংরেজ সেনাপতি পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হয়েন। এ দিকে তদীয় সুচতুর প্রতিপক্ষ তাঁহার হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

তাত্যা টোপে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি ১৩ই আগষ্ট নাথদ্বার নামক স্থানে দেবদর্শনে গমন করেন। নিশীথকালে তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া,

শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজসৈন্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এজন্য তিনি স্থানান্তরে প্রস্থানে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। কিন্তু তাঁহার পদাতিগণ একান্ত পথক্লান্তি প্রযুক্ত বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তাহারা কহে যে, পর দিন প্রাতঃকালে কামানগুলি তাহাদের সঙ্গে যাইবে। অশ্বারোহীদিগের যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করিতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ করা ভিন্ন তাত্যা টোপের আর কোন গতি রহিল না।

পর দিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে অধ্যুষিত স্থানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যে ভাবে সৈন্য সন্নিবেশিত করা উচিত, তাহা করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষে কোনরূপ কৌশল বা কোনরূপ বুদ্ধিচাতুরীর অভাব লক্ষিত হইল না। ১৪ই আগষ্ট বেলা ৭টার সময়ে বনাস নদীর তীরে তাঁহার সহিত ইংরেজ সেনাপতির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু তদীয় সৈনিকদল প্রতিপক্ষের পরাক্রম-নাশে সমর্থ হইল না। তাত্যা টোপে চারিটি কামান ফেলিয়া, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চম্বল নদ পার হইবেন ভাবিয়া, একজন ইংরেজ সেনানায়ক ঐ নদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই অধিনায়ক নদের তটে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তটবিভাগে কয়েকটি অকর্ম্মণ্য টাট্টু মাত্র রহিয়াছে। অপর তটবর্ত্তী আম্রকাননের মধ্যে বিপক্ষগণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ অধি-নায়কের প্রয়াস বিফল হইল। সুচতুর মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইলেন।

তাত্যা টোপে চম্বল পার হইয়া, ঝালবার প্রদেশের রাজধানী ঝালরপত্তনে পঁহুছিলেন। প্রসিদ্ধ জলিম সিংহের বংশধর পৃথ্বীসিংহ এই সময়ে ঝালরপত্তনের অধিপতি ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। তিনি মরাঠা সেনাপতিকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য আপনার সৈনিকদল একত্র করিলেন। কিন্তু এই সৈনিকেরা গোয়ালিয়রের সৈনিকদলের ন্যায় ব্যবহার করিল। তাহারা আপনাদের অধিপতির পক্ষ সমর্থন না করিয়া, আক্রমণকারী মরাঠা সেনাপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তাত্যা টোপে রাণার কামান, গোলাগুলি, ঘোটক, বলদ প্রভৃতি অধিকার পূর্ব্বক তাঁহার প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিলেন। পর দিন তাঁহার সহিত রাণার সাক্ষাৎ হইল। তিনি রাণার নিকটে যুদ্ধের জন্য অর্থপ্রার্থনা করিলেন। রাণা পাঁচ লক্ষ টাকা

দিতে চাহিলেন। কিন্তু উহা আক্রমণকারীর নিকটে পর্য্যাপ্ত বোধ হইল না। রাও সাহেব, পেশওয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হইয়া, রাণার নিকটে পঁচিশ লক্ষ টাকা চাহিলেন। রাণা অবশেষে পনর লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন; উহার মধ্যে পাঁচ লক্ষ প্রদত্ত হইল। কিন্তু রাণা সেই রাত্রিতেই রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌতে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রস্থানকালে রাণী এবং পরিবারের অন্যান্য লোককে কতকগুলি বারুদ দিয়া কহিয়াছিলেন যে, যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই বারুদরাশি যেন তাঁহাদের আত্মবিসর্জ্জনের সহায় হয়।*

তাত্যা টোপে পাঁচ ছয় দিন ঝালরপত্তনে অবস্থিতি করেন। বর্ষার আবির্ভাবে চম্বলের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনকারী প্রতিপক্ষের উহা সহজে পার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ঝালবারের রাজধানীতে পাঁচ দিন নিরুদ্বেগে থাকিয়া, সংগৃহীত অর্থে আপনার সৈনিকদিগের বেতনাদি পরিষ্কার করেন। এই সময়ে তাঁহার সহচর রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাব অপেক্ষাকৃত সাহসিককর্ম্মসাধনে সচেষ্ট হয়েন। তাঁহারা তাত্যা টোপেকে কহেন যে, ইংরেজসৈন্যের উপস্থিতির পূর্ব্বে যদি হোলকরের রাজধানীতে পঁহুছিতে পারা যায়, তাহা হইলে তথাকার সৈনিকেরা তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। এইরূপ সম্মিলন ঘটিলে হোলকরের প্রজাবর্গ পেশওয়ের পক্ষসমর্থনও করিতে পারে। রাও সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে তাত্যা টোপে ইন্দোরের অভিমুখে অগ্রসর হয়েন। কিন্তু নলকেরা নামক স্থানে দুই দল ইংরেজসৈন্য রহিয়াছে শুনিয়া, তিনি প্রাচীরবেষ্টিত রাজগড় নগরের নিকটে শিবির স্থাপন করেন। তদীয় প্রতিপক্ষগণ কিছুতেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিরস্ত ছিলেন না। তাত্যা টোপে যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহারাও সেই দিকে যাইতেছিলেন। একজন ইংরেজ সেনানায়ক পর দিন প্রাতঃকালে রাজগড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মরাঠা সেনাপতি আপনার সৈনিকদল লইয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। ইংরেজ সেনাপতি পথমধ্যবর্ত্তী কামানের চাকা ধরিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে তিনি বিপক্ষদিগকে দেখিতে পাইয়া, আক্রমণ করিলেন।

* *Pursuit of Tantia Topee.—Blackwood's Magazine. August 1860, p. 180.*

তাত্যা টোপে কামান ফেলিয়া যুদ্ধস্থল হইতেনিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি অতঃপর বেত্রবতী নদীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী আরণ্য ভূভাগে কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করেন। শেষে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান পূর্ব্বক শিরোঞ্জ নামক স্থানে উপনীত হয়েন।

বর্ষাপ্রযুক্ত সমগ্র জুলাই মাস ইংরেজসৈন্যের বিশ্রামসুখে অতিবাহিত হয়। যাহা হউক, রাজগড়ে তাত্যা টোপের পরাজয়ের পর একটি অভিনব ঘটনার আবির্ভাব হয়। গোয়ালিয়রের ৪৪ মাইল দক্ষিণে নরবর অবস্থিত। এই জনপদ মহারাজ শিন্দের অধীন। নরবরের সর্দ্দার মান সিংহ গোয়ালিয়রের দরবারের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, উহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তৎকর্তৃক পাওরী নামক দুর্গ অধিকৃত হয়। ইংরেজ সেনানায়ক উপস্থিত হইলে তিনি কহেন, কেবল গোয়ালিয়রের দরবারের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ইংরেজের সহিত তাঁহার কোনরূপ বিরোধ নাই। ইংরেজ সেনাপতি উত্তর করেন, তিনি এই জনপদের শান্তিস্থাপনে নিয়োজিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি যে কোনরূপে হউক, শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে, তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য। উভয়ের কথা শেষ হইল। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধস্থলে মান সিংহের পিতৃব্য অজিত সিংহ উপস্থিত হইলেন। ইংরেজ সেনানায়কের সৈন্যসংখ্যা পর্য্যাপ্ত ছিল না, তাঁহার সাহায্যার্থে অপর সৈন্য আসিলে, দুর্গ আক্রান্ত হইল। ২৩শে আগষ্ট রাত্রিকালে মান সিংহ এবং অজিত সিংহ নিবিড় বনভূমি দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের দলের কতিপয় পলাতক তাত্যা টোপের সহিত সম্মিলিত হইল।

এ দিকে মরাঠা সেনাপতি শিরোঞ্জে আট দিন বিশ্রাম করেন, এই স্থান হইতে আরণ্য ভূভাগ দিয়া ইশাগড়ে উপস্থিত হয়েন। উক্ত স্থলে রসদ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। অতঃপর তাত্যা টোপে চন্দেরির দুর্গ আক্রমণ করেন। মহারাজ শিন্দের একজন অনুগত সেনানায়ক এই দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কিছুতেই তাত্যা টোপের বশীভূত হইলেন না। তাত্যা টোপে বিফল-মনোরথ হইয়া, মঙ্গ্রাওলীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত ইংরেজ সেনানায়কের কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হয়। তিনি কামান ফেলিয়া, অক্ষতদেহে পলায়ন করেন। ইহার পর তাত্যা টোপে বেত্রবতী উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে জাকুলোন, তৎপরে ললতপুরে উপনীত হয়েন। এই থানে তাঁহার সহিত রাও

সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। তাত্যা টোপে ললতপুরে অবস্থিতি করেন। রাও সাহেব পর দিন আপনার কামান ও সৈন্য লইয়া, অতিকষ্টে জাক্‌লোনের নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম পূর্ব্বক বেত্রবতীর প্রায় ত্রিশ মাইল পূর্ব্বে একটি জনপদে উপনীত হয়েন। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করেন। রাও সাহেব যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার ললতপুরে তাত্যা টোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ইহার পর কি করিতে হইবে, নির্দ্ধারণের জন্য উভয় সেনাপতি পরামর্শ করেন। নর্ম্মদার উত্তরদিকবর্ত্তী জনপদের পথ তাঁহাদের সমক্ষে অবরুদ্ধ ছিল। ইংরেজ সেনাপতিগণ নানা স্থানে উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহাদের পরিক্রমণের স্থল ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা নর্ম্মদার উত্তর দিকে না থাকিয়া, আপনাদের পরিক্রমণের স্থল ভেদ পূর্ব্বক ঐ নদীর দক্ষিণ দিকে গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ চারি দিকে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইঁহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ পূর্ব্বক, দক্ষিণাভিমুখে গমন করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা এই দুঃসাধ্যসাধনে সচেষ্ট হইলেন।

তাত্যা টোপে এবং রাও সাহেব ললতপুর পরিত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ চারি দিকে ইঁহাদের গন্তব্যপথের নির্ণয়ের জন্য যার পর নাই চেষ্টা করিতেছিলেন। নদী উত্তরণের স্থলে, নিবিড় জঙ্গলের প্রান্তভাগে, জনপূর্ণ লোকালয়ে, যে স্থানে তাঁহাদের সুচতুর বিপক্ষের গমনের সম্ভাবনা ছিল, তাঁহারা সেই স্থানই অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাও সাহেব ও তাত্যা টোপে নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। পরাক্রান্ত পেশওয়েগণ যে প্রদেশে এক সময়ে আপনাদের অসীম প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সেই প্রদেশে তাঁহাদের আত্মীয় পদার্পণ করিলেন। নানা সাহেবের সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতার আগমনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি আন্দোলিত হইল। কিন্তু গবর্ণর লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন্ শান্তিরক্ষায় উদ্‌যোগী ছিলেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড হারিস্‌ও বিপ্লবের নিবারণে চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহাহউক, তাত্যা টোপের পথ অবরুদ্ধ রহিল না। তাত্যা টোপে এক বার নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। ইংরেজসৈন্য আসিতেছে শুনিয়া, তিনি পুনর্ব্বার নর্ম্মদা পার হইয়া গাইকবাড়ের রাজ্যে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কারগাঁ নামক স্থানে তিনি এক-

জন ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু এই সেনানায়ক তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি বরোদার অভিমুখে ৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্ধাবনকারী ইংরেজসৈন্যকে সমীপাগত জানিয়া, তিনি আবার নর্ম্মদা পার হইয়া ছোট উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে এক জন সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি ধৃত হইলেন না। বাণেশ্বরের নিবিড় অরণ্য এখন তাঁহার আত্মরক্ষার স্থল হইল। ইংরেজ সেনাপতি এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তিনি এই আরণ্য ভূভাগও পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহসসহকারে উদয়পুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরাবলী পর্ব্বতমালার আশ্রয়ে, তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে পারিতেন, কিন্তু অপর একজন ইংরেজ সেনাপতি পথে উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পুনর্ব্বার অরণ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, অনন্তর সহসা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, মুন্দেশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থানের ছয় মাইল দূরে রাত্রি যাপন করিয়া, তাত্যা টোপে তিন দিনে নীমচের এক শত মাইল দূরে জীরাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইংরেজসৈন্য কিছুতেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিরস্ত ছিল না। তিনি জীরাপুরে স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, বড়োদ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন।

তাত্যা টোপে অতঃপর দীশায় উপনীত হয়েন। ইংরেজ সেনাপতি চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করেন। রাও সাহেব এবং ফিরোজ শাহ তাঁহার সহিত ছিলেন। তাঁহারা আশ্চর্য্যরূপে প্রতিপক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাত্যা টোপের কৌশলে ইংরেজ সেনানায়কের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাত্যা টোপে মুক্তি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন, কোন্ স্থানে উপস্থিত হইবেন, তাহা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রায় সমস্ত পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কেবল তাঁহার সমক্ষে জয়পুর দিয়া মারবাড়ের দিকের পথ বিমুক্ত ভাবে ছিল। তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিলেন, এবং আলবার অতিক্রম পূর্ব্বক ২১শে জানুয়ারি সকলে সিকার নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। একজন ইংরেজ সেনানায়ক সংবাদ পাইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে তাত্যা টোপের সৈনিকদল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যুদ্ধের দিন ফিরোজ শাহ তাত্যা টোপেকে পরিত্যাগ করিলেন। বাণেশ্বরে জঙ্গলে তাত্যা টোপের

সহিত রাও সাহেবের অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল। এখন সেই অসদ্ভাব বিবাদে পরিণত হইল। কথিত আছে, তাত্যা টোপে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেখানে সুবিধা ঘটিত, সেখানেই তিনি রাও সাহেবকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। রাও সাহেব এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া, প্রস্থান করিলেন। এতদিন রাও সাহেব, ফিরোজ শাহ, মান সিংহ এবং অজিত সিংহ তাত্যা টোপের সহযোগী ছিলেন। এখন ফিরোজ শাহ অদৃশ্য হইলেন। আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তাত্যা টোপের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া, রাও সাহেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদার্পণ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে তিনিও ফিরোজ শাহের ন্যায় চির দিনের জন্য প্রতিপক্ষের দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট তিন জনের কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। তাত্যা টোপে আপনার সৈন্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পারণ নামক স্থানের নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে দুই জন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন সহিস, দুইটি ঘোড়া, এবং একটি টাট্টু তাঁহার সঙ্গে ছিল। শেষে সহিস তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় সেই নিবিড় অরণ্যে মান সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মান সিংহ কহিলেন—"আপনি সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? এ কাজ আপনার ভাল হয় নাই।" তাত্যা টোপে উত্তর করিলেন, "নানা স্থানে ধাবিত হওয়াতে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন ভালই করি, মন্দই করি, তোমার সঙ্গে থাকিব।" পরিশ্রান্ত মরাঠা সেনাপতি পরিতৃপ্তহৃদয়ে মান সিংহকে এই কথা কহিলেন।

কিন্তু তাত্যা টোপে যাঁহাকে আপনার প্রধান সহায় ভাবিলেন, যাঁহার সহিত একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি বন্ধুজনোচিত বিশ্বস্ততা দেখাইলেন না। মান সিংহ বন্ধুকে ধরিবার জন্য ইংরেজ সেনানায়ক মীডের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মান সিংহ পরিবারবর্গের সহিত ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ তাঁহার জীবনরক্ষায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ইংরেজের সাহায্যে তিনি প্রণষ্ট স্বত্বের উদ্ধারের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন তিনি ইংরেজ সেনানায়কের প্রস্তাব অনুসারে আপনার আত্মীয়, আপনার বন্ধু, আপনার বিপত্তিকালের প্রধান সহায়কে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। অজিত সিংহ তাঁহার পিতৃব্য, অজিত সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগী, তাঁহার

ভূসম্পত্তির উদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী, মহারাজ শিন্দের বিপক্ষতাচরণে প্রধান সহায়। স্বার্থান্ধ মান সিংহ এইরূপ আত্মীয়কেও ইংরেজের সাহায্যে ধরিতে চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অজিত সিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, সসম্ভ্রমে পলায়ন করিলেন। অতঃপর মান সিংহ আপনার প্রধান বন্ধু-জনের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইলেন। তাত্যা টোপের চরগণ সর্ব্বদা ইংরেজের শিবিরে বিচরণ করিত। তাত্যা টোপে নিবিড় জঙ্গলে যাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তিনি যে, ইংরেজের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তথাপি মান সিংহের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁহার পরামর্শমত আত্মগোপনের স্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। যখন মান সিংহ সেনানায়ক মীডের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন তাত্যা টোপে নিরুদ্বেগে পারণের গভীর অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানে থাকিয়া, তিনি তাঁহার পুরাতন সহযোগিগণের সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহাদের কেহ কেহ তাত্যা টোপেকে আহ্বান করেন। তাত্যা টোপে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য মান সিংহের পরামর্শগ্রহণে উদ্যত হয়েন। মান সিংহ স্থানান্তরে ছিলেন, তাত্যা টোপের প্রেরিত সংবাদ অবগত হইয়া, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি তিন দিনের মধ্যে দেখা করিবেন।

মান সিংহ আপনার কথা রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ হইল। ৭ই এপ্রেল—তৃতীয় দিনের গভীর নিশীথকালে মান সিংহ তাত্যা টোপের আত্মগোপনের স্থলে—পারণের সেই আরণ্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে কিয়দ্দূরে বোম্বাইর সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাত্যা টোপে নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রিত অবস্থাতেই ধৃত হইলেন। ধৃত হইবার সময়ে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর কঠোরতায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ৮ই এপ্রেল প্রাতঃকালে সেনানায়ক মীডের শিবিরে আনীত হইলেন।*

সেনানায়ক মীড সিপ্রিতে সামরিক আইন অনুসারে তাত্যা টোপের বিচার করিলেন। তাত্যা টোপে ১৮৫৭ অব্দের জুন মাস এবং ১৮৫৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, অপরাধী হই-

* *Pursuit of Tantia Topee.—Blackwood's Magazine. August 1860, p. 172-194.*

লেন। তিনি আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য কহিলেন—"কাল্পী অধিকৃত হওয়া পর্য্যন্ত আমি যাবতীয় বিষয়ে আমার প্রতিপালক প্রভু নানা সাহেবের আদেশ-পালন করিয়াছি। অতঃপর রাও সাহেবের আদেশ অনুসারে সমুদয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার উপর একটি কথা ভিন্ন আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি কোন ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ, বা বালকবালিকার প্রাণহানি করি নাই, কিংবা কোন সময়ে কাহাকেও ফাঁসী দিতে অনুমতি দিই নাই।" এই যুক্তি বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইল না। বিচারকগণ অপরাধীর প্রতি ফাঁসীর আদেশ দিলেন। ১৮৫৯ অব্দের ১৮ই এপ্রেল সিপ্রিতে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল।

কর্ণেল মালিসন্ উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছেন *—"সে সময়ে সাধারণ মত অনুসারে এই দণ্ডাদেশ সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আমার বোধ হয়, উত্তর কালে উহার সমর্থন হইবে কি না, তদ্বিষয় সন্দেহস্থল। ইংরেজের অধিকারে তাত্যা টোপের জন্ম হয় নাই। তাত্যা টোপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ইংরেজের ভৃত্যশ্রেণীতে নিবেশিত হয়েন নাই। ১৮১২ অব্দে যখন তাঁহার জন্ম হয়, তখন তাঁহার প্রভু পশ্চিম ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশের অধিপতি ছিলেন। যে জাতি তাঁহার প্রভুকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়াছে, বিশ্বস্তভাবে এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই জাতির কর্ম্মসম্পাদনে তিনি বাধ্য ছিলেন না। তদীয় প্রভুও তাঁহার ন্যায় ইংরেজের সহিত কোনরূপ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। যখন সেই প্রভু, পেশওয়ের প্রণষ্ট অধিকারের পুনঃপ্রাপ্তির সুবিধা দেখেন, তখন তাঁহার মোসাহেব, তাঁহার অনুচর, তদীয় আদেশ পালন করিয়াছিলেন, এবং তদীয় সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অনুগামী হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তিনি নরহত্যায় লিপ্ত হয়েন নাই। তাঁহাকে নরহত্যাতেও অপরাধী করা হয় নাই। তিনি পূর্ব্বতন পেশওয়ের পরিবারের মধ্যে একজন অনুচর ছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে তাঁহার উপর অপরাধের আরোপ করা হইয়াছিল। তিনি কেবল এই বিষয়েই অপরাধী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন, এবং কেবল এই অপরাধেই তাঁহার ফাঁসী হয়। সমস্ত ঘটনার আলোচনা করিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, তাঁহার শাস্তি, তাঁহার অপরাধ

* *Indian Mutiny. Vol. III., p. 380-381.*

অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছে। তিনি আপনার প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

হোফারকে * গুলি করিয়া বধ করাতে, উত্তর কালে নেপোলিয়ন দোষী হইয়াছিলেন। হোফার এবং তাত্যা টোপের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয়ে, যে জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জাতির শাসনাধীন ছিলেন না। উভয়ে, যে জাতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, সে জাতি বিদেশীয়-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। বিজিত জাতি কর্ত্তৃক যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহার সহিত উভয়েরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনরূপ স্বার্থের সংস্রব ছিল না। উভয়েই, আপন আপন জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। উভয়েই অসামান্য ক্ষমতার সহিত পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। উভয়েই আপন আপন স্বদেশীয়গণের মধ্যে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত। একজন অর্থাৎ ইউরোপীয় ব্যক্তি এখনও পৃথিবীতে মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য। অন্য জন অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় পুরুষও সেইরূপ। কে বলিতে পারে যে, তাঁহার নাম চম্বল, নর্ম্মদা, পার্ব্বতীর তীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে সম্মান ও অনুরাগের সহিত উল্লিখিত হয় না?"

ফলতঃ তাত্যা টোপে বীরপুরুষ। খণ্ডযুদ্ধে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি বারংবার রাজপুতনা এবং মালব ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। এই দুই রাজ্যের পরিধি ১,৬১,৭০ বর্গ মাইল। এই বিস্তীর্ণ জনপদে পরিভ্রমণের সময়ে তিনি একবারও প্রতিপক্ষের হস্তে পতিত হয়েন নাই। অনেক ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। অনেক স্থানে ইঁহাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছে। অনেক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার কামান তদীয় হস্ত হইতে

* আণ্ড্রিস্ হোফার অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত টাইরোলের অধিবাসী। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া আক্রান্ত হইলে টাইরোলের অধিবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। হোফার ইহাদের অধিনায়ক হয়েন। ইনি যুদ্ধে এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, তিন দিনের মধ্যে বিপক্ষেরা ঐ প্রদেশ হইতে তাড়িত হয়। শেষে নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয় সৈন্য পরাজিত করিয়া, টাইরোলপ্রদেশের অধিকারী হয়েন। হোফার স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া, লুক্কায়িতভাবে থাকেন। তাঁহার একজন পূর্ব্বতন বন্ধু তাঁহাকে ফরাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করে। বিচারে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি ১৮১০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘাতকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মীয়েরা তৎপ্রতি সম্মান-প্রদর্শনে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহাদিগকর্ত্তৃক তাঁহার সমাধিস্থানে তদীয় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সৈনিকদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি আশ্চর্য্যরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ব্রিগেডিয়ার পার্ক ক্রমাগত নয় দিনে ২৪০ মাইল অতিক্রম করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার সমারসেট নয় দিনে ২৩০ মাইল, পুনর্ব্বার ৪৮ ঘণ্টায় ৭০ মাইল গিয়াছেন। কর্ণেল হল্‌মেস্‌ ২৪ ঘণ্টার কিছু অধিক সময়ের মধ্যে বালুকাময় মরুভূমি দিয়া, ৫৪ মাইল পথ অতিবাহন করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার হোনার চারি দিনে ১৪৫ মাইল গিয়াছেন। তথাপি ইঁহাদের কেহই তাত্যা টোপেকে ধরিতে পারেন নাই। তাত্যা টোপে এমন সুকৌশলে নিবিড় অরণ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন, এমন চতুরতার সহিত দুস্তর নদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়াছেন যে, তাঁহার পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষগণ বহু সৈন্যের সাহায্যেও তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি যে বন্ধুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে সেই বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ধৃত হয়েন। তাঁহার অবরোধের সহিত মধ্যভারতবর্ষের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। এই ভূখণ্ড হইতে তাত্যা টোপের নাম বিলুপ্ত হয় নাই।*

---

* এই ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে (২০৯ পৃষ্ঠে) লিখিত হইয়াছে যে, কে সাহেব সতীচৌরাঘাটের নরহত্যায় তাত্যা টোপেকে দোষী বলিয়াছেন (*Sepoy War, II. p. 340-341, note*). কিন্তু এইরূপ নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ আছে। লক্ষ্ণৌর চর মহম্মদ আলী খাঁ ফর্‌বস-মিচেল সাহেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, কোনরূপ নরহত্যায় তাত্যা টোপে লিপ্ত ছিলেন না (এই গ্রন্থের ৩৬১ পৃষ্ঠ দেখ)।

চতুর্থ অধ্যায়।

সিপাহীযুদ্ধের শেষ ভাগের ঘটনা—সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অবসান—উপসংহার।

১৮৫৮ অব্দের শেষ ভাগে প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেল লক্ষ্ণৌ অধিকারের জন্য লর্ড উপাধি পাইয়া, লর্ড ক্লাইড্ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। লর্ড ক্লাইড্ অযোধ্যায় শান্তিস্থাপনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৯ অব্দ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে পরাক্রান্ত বিপক্ষেরা বিপক্ষতাচরণ করিতেছিলেন। আমিয়েটির রাজা লালমাধব সিংহ এবং শঙ্করপুরের রাণা বেণীমাধব, অযোধ্যার বেগমের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ইংরেজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজা লালমাধব সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয়। ১৮৫৮ অব্দের ৬ই নবেম্বর তিনি এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য না করাতে ইংরেজসৈন্য তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করে। লালমাধব উপায়ান্তর না দেখিয়া ১০ই নবেম্বর প্রধান সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার দুর্গ অধিকৃত হয়।

রাণা বেণীমাধবও আত্মসমর্পণে অনুরুদ্ধ হয়েন। কিন্তু তিনি বেগম হজরৎ মহল এবং তাঁহার পুত্রের জন্য এই অনুরোধ পালন করেন নাই। লর্ড ক্লাইড্ ১৫ই নবেম্বর তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েন। বেণীমাধব আপনার সশস্ত্র সৈনিকদল, পরিবারবর্গ এবং অর্থাদি লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। ইংরেজসৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করে। বেণীমাধব দন্দিয়াখেরা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরেজসৈন্য এই স্থানের নিকটবর্ত্তী বিধোরা নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলে, বেণীমাধবকে আত্মসমর্পণের জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করা হইল। কিন্তু দেড় ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, বেণীমাধবের নিকট হইতে কোন সংবাদ আসিল না। সুতরাং প্রতিপক্ষগণ তাঁহার অধ্যুষিত স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইল।* দন্দিয়াখেরার যুদ্ধে রাণা বেণীমাধব যথোচিত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার সৈনিকদল সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহাতেও বেণীমাধব বিজেতার বশীভূত হইলেন না। ইংরেজগবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্বেষভাব ছিল। অযোধ্যা

* *Lieut.-General Shadwell, Life of Lord Clyde. Vol. II., p. 342.*

অধিকৃত হইলে যখন পুনর্ব্বার ভূমির বন্দোবস্ত হয়, তখন তিনি আপনার অধিকৃত ২২৩ খানি গ্রামের মধ্যে ১১৯ খানি গ্রামের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হয়েন।* নবাবের অধিকারে তাঁহার ভূসম্পত্তি সুরক্ষিত ছিল। সুতরাং তিনি নবাবের আত্মীয়স্বজনের পক্ষসমর্থনে কিছুতেই নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি নিমকের সম্মানরক্ষার জন্য স্বার্থত্যাগের একশেষ প্রদর্শন করেন। হজরৎ মহল এবং ব্রিজিস্‌কাদেরের আদেশপালনে তাঁহাকে কখনও ঔদাস্য প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহাদের জন্য এই পরাক্রান্ত ভূস্বামী আপনার দুর্গ, আপনার সম্পত্তি, আপনার অনুচরবর্গ, সমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে—তরাইর অস্বাস্থ্যকর নিবিড় জঙ্গলে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করেন।

যাঁহারা এই ভয়াবহ অভিনয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন, তাঁহারা একে একে রঙ্গক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন। মৃত্যু কাহাকে কাহাকে শোণিতময় ভীষণ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চির দিনের জন্য অন্তরিত করিল। দুর্গম অরণ্য বা দুরারোহ পর্ব্বতমালা কাহাকে কাহাকে চিরকালের মত অবরুদ্ধভাবে রাখিল। ফৈজাবাদের মৌলবী এবং তাত্যা টোপে প্রভৃতির অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। গণ্ডার রাজা দেবী বক্স নেপালতরাইতে পলায়ন করেন।† পৃথ্বীপাল সিংহ প্রভৃতি অযোধ্যার অন্যান্য রাজা বিপক্ষতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বশীভূত হয়েন। ফরাক্কাবাদের নবাব আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে বলিয়া, ইংরেজ রাজপুরুষ মেজর্‌ বারো স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক উপস্থিত হওয়াতে গবর্ণর-জেনেরল নবাবের প্রাণদণ্ড রহিত করেন। নবাব আপনাদের পুণ্যভূমি মক্কায় গমনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। ১৮৫৯ অব্দে ৭ই জানুয়ারি মেন্দি হুসেন আত্মসমর্পণ করেন।‡ বাল রাও নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে আত্মগোপনে বাধ্য

* *Indian Empire. Vol. II., p. 497, note.*

† কথিত আছে, নেপাল তরাইতে ১৮৫৯ অব্দের নবেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে বেণীমাধব তনুত্যাগ করেন। গণ্ডার রাজারও মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী আত্মসমর্পণ করেন। অধিকন্তু বাল সাহেবেরও মৃত্যু ঘটে।—*Martin, Indian Empire. Vol. II., p. 498, note.*

‡ *Shadwell, Life of Lord Clyde. Vol. II., p. 370.*

হয়েন।* ঐ দুর্গম ভূমি বেগম হজরৎ মহলের আশ্রয়স্থল হয়। ১৮৫৮ অব্দের জুলাই মাসে বেরিলীর কোতয়াল তাহির বেগ কর্ত্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হয়েন। কয়েক দিন পরে বেরিলীর কোতয়ালীতে তাঁহার ফাঁসী হয়।† বাণপুরের অধিপতি এবং শাহগড়ের রাজা আত্মসমর্পণ করিলে গবর্ণমেণ্টের আদেশে লাহোরে গিয়া বাস করেন। মিথোলীর বৃদ্ধ রাজা আন্দামানে নির্ব্বাসিত হয়েন। বাঁদার নবাব আত্মসমর্পণ করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বার্ষিক চারি হাজার টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করেন। কুমার সিংহের ভ্রাতা অমর সিংহকেও গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। নানা সাহেব ও আজিম উল্লা খাঁ নিরুদ্দেশ হয়েন। নানাকে ধরিবার জন্য ইংরেজের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি কোথায় যাইতেন, কোন্ শিবিরে অবস্থিতি করিতেন, তাহা কেহই জানিত না। তিনি শিবিরে আছেন কিনা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অবিলম্বে তাহার প্রাণ দণ্ড হইত।‡ সুতরাং সে সময়ে কেহই নানা সাহেবের কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। যাহা হউক ১৮৫৯ অব্দে অযোধ্যার কোন কোন স্থানে অশান্তির আবির্ভাব ছিল। স্যার্ হোপ্ গ্রাণ্টের চেষ্টায় উহা তিরোহিত হয়। ঐ অব্দের মে মাসে ভয়ঙ্কর বিপ্লববহ্নি সর্ব্বাংশে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

এই ঘটনার পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত প্রতিপক্ষের সমক্ষে ইংরেজের অসীম প্রতাপ পরিব্যক্ত হয়। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা সুবিস্তৃত ভারতের পনর কোটি প্রজার অদ্বিতীয় প্রভু ছিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্টগণ ভারতের উপকূলবর্ত্তী একটি সামান্য নগরে বাস করিবার অনুমতিপ্রার্থনার জন্য যাঁহাদের সমক্ষে যুক্তকরে অবনতবদনে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এখন তাঁহাদের বংশধর তাঁহাদের চিরপ্রসিদ্ধ দরবারগৃহ—দেওয়ান-ই খাসে, তাঁহাদেরই অনুগৃহীত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের নিকটে বিচারপ্রার্থী হইলেন। ১৮৫৮ অব্দের ২৭শে জানুয়ারি ইউরোপীয় সৈনিককর্ম্মচারিগণ বৃদ্ধ বাহাদুর

* *Life of Lord Clyde, p. 371.*

† মার্টিন সাহেব লিখিয়াছেন, জঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হয়েন (*Indian Empire. Vol. II., p. 500*). কিন্তু করবস্-মিচেল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, তাহির বেগ কর্ত্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হয়েন (*Reminiscences &c. p. 263-264*). দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ঝঝরের নবাব এবং বলরামগড়ের রাজারও দিল্লীতে ফাঁসী হয়।

‡ *Raikes, Notes on the Revolt &c. p. 117.*

শাহের বিচারার্থে সমবেত হইলেন। তাঁহার উপর চারি দফা অপরাধ ধার্য্য হইল। ৪০ দিনে বিচার শেষ হইয়া গেল। বিচারকগণ প্রধান প্রধান অপরাধে বাহাদুর শাহকে দোষী স্থির করিলেন। তাঁহার নির্ব্বাসনদণ্ড হইল।* তিনি অপেক্ষাকৃত জনশূন্য স্থানে পরিবারবর্গের সহিত জীবনের অবশিষ্টকালযাপনের জন্য পেগুতে (কোন কোন মতে রেঙ্গুনের তিন শত মাইল দূরবর্ত্তী টঙ্গু নামক স্থানে) প্রেরিত হইলেন।

এই মহাবিপ্লবের সন্ধ্যাতে ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। যে আইন অনুসারে এই পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগষ্ট মহারাণী বিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। মহারাণী পরবর্ত্তী ১লা নবেম্বর ভারতবাসীদিগের মধ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া, ভারতসাম্রাজ্যশাসনে উদ্যত হয়েন। যখন মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন লর্ড ডার্ব্বি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে যে ভাবে ঘোষণাপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা মহারাণী এবং তদীয় স্বামী যুবরাজ আলবার্টের অনুমোদিত হয় নাই। মহারাণী আপনার আপত্তিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন তদীয় অত্যুৎকৃষ্ট ভাবায় ঘোষণাপত্রখানি লিখেন। তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, একটি রাণী শোণিতময় যুদ্ধের পর প্রাচ্য জনপদের বহুসংখ্য প্রজার শাসনভারগ্রহণকালে, তাহাদিগকে ভাবী রাজত্বে ন্যায্য অধিকার দিয়া, আপনার শাসননীতি বুঝাইতেছেন। সুতরাং এইরূপ ঘোষণাপত্রে মহত্ত্ব, দয়াশীলতা, ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতার নিদর্শন থাকা উচিত, এবং ভারতবাসী প্রজাগণ যে, ব্রিটিশ প্রজাদিগের সহিত সমানভাবে অধিকার লাভ করিবে, উহাতে তাহারও উল্লেখ থাকা বিধেয়। যে নারীর নামে কোটী কোটী ভারতবাসী ভক্তিশ্রদ্ধাভরে অবনতমস্তক হইতেছে, ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভারগ্রহণের পূর্ব্বক্ষণেই ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি তাঁহার এইরূপ সমদর্শিতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। আর যিনি তাঁহার সুখের—প্রীতির—শান্তির অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ ছিলেন, তিনিও এইরূপ সমদর্শিতার পরিপোষক হইয়াছিলেন। সুতরাং ঘোষণাপত্রখানি পুনর্ব্বার লিখিত হয়, এবং এইরূপে উহা শ্রীশ্রীমতী

* *Trial of Ex-King of Delhi.*

মহারাণী বিক্টোরিয়ার অসামান্য মহানুভাবতা ও সমদর্শিতার পরিচয়স্থল হইয়া উঠে।* মহারাণী ভারতবর্ষের প্রজালোককে অভয় দিতে বিমুখ হয়েন নাই। যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের নিধনে লিপ্ত হয় নাই, যাহারা অপরের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারা যদি ১৮৫৯ অব্দের ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইবে বলিয়া, মহারাণী আপনার প্রজাবর্গকে আশ্বাসিত করেন।

এইরূপে ১৮৫৭-৫৮ অব্দের ভীষণ অভিনয়ের যবনিকাপতন হইল। এই মহা-বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় প্রধান ঘটনা। এই ঘটনায় মানবের মহত্তর গুণের যেরূপ পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, সেইরূপ তাহার নীচ প্রবৃত্তি, তাহার দুর্দ্দান্ত ভাব, তাহার জিঘাংসাসুলভ শ্বাপদপ্রকৃতিও পরিস্ফুট হইয়াছে। অধিকন্তু এই ঘটনায় ইংরেজ আপনার অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দিল্লীর অধিকারে, লক্ষ্ণৌর বিপন্ন সজাতির উদ্ধারে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, রোহিলখণ্ড ও মধ্যভারতবর্ষের বিপ্লবনিবারণে তাঁহারা যেরূপ একাগ্রতা, যেরূপ অধ্যবসায়, যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ বীরত্ব ও সাহসে বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছেন। পক্ষান্তরে এই বিপ্লবের কালে প্রতিপক্ষের দলেও প্রকৃত বীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং বীররমণী অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া, চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

এই ঘটনা ভারতবাসীর অপরিসীম রাজভক্তির সাক্ষীস্বরূপ। উপস্থিত গ্রন্থের অনেকস্থলে এই রাজনিষ্ঠার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের সৈনিকগণের গভীর উত্তেজনায় এই ঘটনা অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র সৈনিকদলের মধ্যে বিশ্বস্ততার অভাব লক্ষিত হয় নাই। ভারতের অনেক সৈনিকপুরুষ এই ঘোর বিপত্তিকালে ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাদের স্বদেশের, সজাতির, স্বধর্ম্মের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও বিমুখ হয় নাই। লর্ড রবার্টস্ লিখিয়া গিয়াছেনযে, শিখ এবং গুর্খা সৈন্য সাহায্য না করিলে দিল্লী অধিকৃত হইত না। স্যার হেনরি লরেন্সের সাদর আহ্বানে হিন্দুস্থানী সৈনিকগণ উপস্থিত না হইলে, লক্ষ্ণৌ কখনও রক্ষা করা যাইত না। পঞ্জাবের

* ঘোষণাপত্রের ভাবানুবাদ পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

ও সিন্ধুনদের অপর তীরস্থ লোকেরা যদি বিশ্বস্তভাবে না থাকিত, তাহা হইলে স্যার্ জন লরেন্স কলিকাতার উত্তর হইতে সমগ্র জনপদের অধিকারে সমর্থ হইতেন না।*

এই ঘটনায় নিরবচ্ছিন্ন কুফলের উদ্ভব হয় নাই। প্রবল ঝটিকা যেমন চারি দিকের দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দেয়, উহার অবসানে যেমন প্রকৃতির প্রশান্ত-ভাব লক্ষিত হয়, এই ঘোর বিপ্লবের শেষেও অপকৃষ্ট বিষয় সকল তিরোহিত ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৫৭-৫৮ অব্দের পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় অধিপতিদিগের রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনাকালে, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতেন না। যিনি যখন গবর্ণর-জেনেরল হইতেন, তখন তাঁহার অভিমতের উপর এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অনেকপরিমাণে নির্ভর করিত। সুতরাং রাজ্যাধিপতিদিগের হৃদয় হইতে আশঙ্কা বা উদ্বেগ অন্তর্হিত হইত না। তাঁহারা আপনাদের পুরুষানুক্রমিক স্বত্বের জন্য সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত থাকিতেন। এই ঘটনার অবসানে মহারাণী ভারতবর্ষের শাসনভারগ্রহণ-কালে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তদ্দ্বারা অধিপতিদিগের উক্তরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগ অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ তাঁহাদের প্রতি অধিকতর সমবেদনা-প্রদর্শনে আগ্রহযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ সমবেদনাপ্রযুক্ত যে প্রীতি-বন্ধন ঘটিয়াছে, তাহারই দৃঢ়তা, লর্ড লিটনের সময়ে দিল্লীর প্রসিদ্ধ দরবারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষানুগত ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হওয়াতে পথের ভিখারী হইয়াছিল, বা দেনার দায়ে রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বিচারে, যাহাদের সর্ব্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল, তাহারা যে, সুযোগ বুঝিয়া, এই ঘটনা অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে পরিণত করিতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা যথাস্থলে বিবৃত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাই শেষে, এই শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি প্রশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। রাজপুরুষেরা এখন ইহাদের সম্পত্তিসংরক্ষণে—ইহাদের স্বত্বনির্দ্ধারণে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। যে সিপাহীগণ হইতে এইরূপ ভীষণ ঘটনার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে সেই সিপাহীদিগের ধর্ম্মানু-শাসন ও স্বত্বের সংরক্ষণসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সমবেদনা দেখাইতে প্রবর্ত্তিত

* *Forty-one years &c. Vol. I. Preface, p. VIII-IX.*

করিয়াছে। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল, এই ঘটনার পর তাহা সম্প্রসারিত ও সুব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি পরস্পরবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে একীভূত করিয়াছে। অধিকন্তু এই ঘটনা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে পার্থক্য দূর করিবার সহায় হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্র বিজেতা ও বিজিত, উভয়কেই গুণানুসারে সমান অধিকার সমর্পণ করিয়াছে। রাজ্যের শাসনকর্ত্তারা প্রজালোকের অধিকার, সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্ম্মানুগত নিয়ম প্রভৃতির সম্মানরক্ষায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছেন।

কি কি কারণে এই ভীষণ ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তৎসমুদয় যথাস্থলে বিবৃত ও তৎসম্বন্ধে নানামত আলোচিত হইয়াছে। পররাজ্যগ্রহণে, পরকীয় স্বত্বের উচ্ছেদে, অধিকন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব ফলদর্শনে লোকের মন নিঃসন্দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়ে বসাযুক্ত টোটা সম্বন্ধে নানা কথা প্রচারিত হয়। ঐ সকল কথা লোকের হৃদয়নিহিত বিদ্বেষাগ্নির উদ্দীপনসম্বন্ধে অকার্য্যকর হয় নাই। সম্ভবতঃ টোটায় অপবিত্র দ্রব্য ছিল। উহাতে কি কি দ্রব্য দেওয়া হইত, তখন গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে উদ্যত হয়েন নাই।* যাহা হউক, নানা কারণে বিপ্লব ঘটিয়াছিল।

* ফরেষ্ট্ সাহেব ১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহীযুদ্ধ সম্বন্ধে সৈনিকবিভাগস্থিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংগ্রহ করেন। উহাতে বসাযুক্ত টোটার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের ৫ই মার্চ্চ ৭০ সংখ্যক পদাতিদলের জমাদার শালিকরাম সিংহ বারাকপুরে প্রকাশ্যভাবে অভিনব টোটার ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই অপরাধে পরবর্ত্তী ২১শে মার্চ্চ সামরিক বিচারালয়ে তাহার বিচার হয়। এই সময়ে কর্ণেল আবটের সাক্ষ্যে বোধ হয়, সম্ভবতঃ টোটায় সিপাহীদিগের অস্পৃশ্য বসা ব্যবহৃত হইত।—*Forrest, Selections from the Letters, Despatches and other State Papers, preserved in the Military Department of the Government of India, 1857-58. Appendix, p. 67. Comp. Lord Roberts, Forty-one years in India. Vol. I., p. 431,* উক্ত সংগ্রহের অন্যান্য স্থানেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।—*Selections &c. p. 3.*

এই স্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইংরেজের রাজ্যে লোকের ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে, এইরূপ ইঙ্গিত করিবার জন্য, চাপাটি গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু স্যার্ সৈয়দ আহম্মদ খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, চাপাটি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরিত হইলে লোক মনে করে যে, ওলাউঠা দূরীভূত হয়। এইরূপ সংস্কার বশতঃ উহা নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।—*Causes of the Indian Revolt, p. 3.*

এতদ্দেশীয়ের প্রগাঢ়রাজভক্তিসহকৃত পরাক্রমে ও বিশ্বস্তভাবে এবং ইংরেজের অসামান্যবীরত্বসহকৃত সাহসে ও অধ্যবসায়ে উহার শান্তি হইয়াছে। ইংরেজ এই মহাবিপ্লবের কথা বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইতে দেন নাই। বস্তুতঃ, এই ঘটনা নরশোণিতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়। উহা শাসক ও শাসিত, উভয়েরই হৃদয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞানের সঞ্চার করিয়াছে। উহাতে লোকচরিত্রের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন পরিব্যক্ত হইয়াছে। উহার বৈচিত্র্য ঐতিহাসিকের বর্ণনাচাতুরীপ্রদর্শনের যেরূপ সহায় হইয়া উঠিয়াছে, পাঠকেরও সেইরূপ কৌতূহলের উদ্দীপন করিয়াছে। উহার অপরিসীম বৈচিত্র্য, উহার অন্তর্নিহিত বহুমূল্য উপদেশ, উহার অভাবনীয় ও অবারণীয় মহাশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, আমি কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল হইল, এই ইতিহাসপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঘটনাচক্রের বহুবিধ আবর্ত্তনে আমার উদ্যম দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিল। শেষে নানা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক সঙ্কল্পসাধনে পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। আশানুরূপ উপকরণের অভাবে আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে। যাবতীয় উপকরণের সংগ্রহে এবং যথাস্থলে উহার বিনিয়োগে দেশ-কালের অনিবার্য্য গতি ও আমার প্রতিকূল হইয়াছে। আমি এই প্রতিকূলতার নিরোধে সমর্থ হই নাই। এখন আমার কর্ম্ম শেষ হইল। আমি আমার সামান্য ক্ষমতা অনুসারে যাহা করিতে পারিয়াছি, কুড়ি বৎসরের পর, এখন তাহা সহৃদয় পাঠকের হস্তে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিলাম।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

"আমি—বিক্টোরিয়া, জগদীশ্বরের প্রসাদে গ্রেটব্রিটন ও আয়র্লণ্ড, এই সম্মিলিত রাজ্যের এবং ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেসিয়াতে উক্ত সম্মিলিত রাজ্যের যে সকল উপনিবেশ ও অধীন জনপদ আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্ম্মরক্ষাকারিণী।

"ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশ আমার অধিকারে আছে, এত দিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তৎসমুদয় শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে আমি পার্লেমেণ্ট মহাসভার সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের উক্ত প্রদেশসমূহের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছি।

"এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে, আমি পার্লেমেণ্ট মহাসভার পরামর্শে ও সম্মতিক্রমে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে লইলাম। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাহারা প্রজার যথার্থ ধর্ম্ম পালন করিবে, আমার এবং আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবে, আমি ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিব, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহাদের আদেশ অনুসারে চলিবে।

"আমার বিশ্বস্ত অমাত্য ও প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত চার্লস্ জন্ বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাহাদুরের প্রভুভক্তি, কর্ম্মদক্ষতা ও সদ্‌বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া, আমি তাঁহাকে আমার ভারতসাম্রাজ্যের প্রথম বাইস্‌রয় (রাজপ্রতিনিধি) ও গবর্ণর-জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি, আমার কোন প্রধান সেক্রেটরি দ্বারা সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম ও আদেশ প্রচার করিব, সেই সকল নিয়ম ও আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাহাদুর ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন।

"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যসময়ে যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আপন আপন কর্ম্মে রাখা গেল।

কিন্তু ভবিষ্যতে আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, অথবা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইবে, ঐ সকল কর্ম্মচারীকে রাখা বা না রাখা, সেই ইচ্ছা ও সেই নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

"এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষের ভূপতিগণকে জানান যাইতেছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি ও তাঁহাদের নিকটে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেই সকল সন্ধিরক্ষা ও সেই সকল প্রতিজ্ঞাপালন করিব; আশা করি, ভারতবর্ষের ভূপতিগণও আমার ন্যায় সন্ধিরক্ষা ও প্রতিজ্ঞা-পালন করিবেন।

"ভারতবর্ষে এখন আমার যে অধিকার আছে, তাহার আর বৃদ্ধি করিব না। অন্যে আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে ত্রুটি করিব না। যাঁহারা আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও অপরের রাজ্য আক্রমণ করিতে দিব না। আমি ভারতবর্ষের ভূপতিদিগের অধিকার, পদ ও মর্য্যাদা, নিজের অধিকার পদ ও মর্য্যাদার মত জ্ঞান করিব। দেশে শান্তি থাকিলে যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য ঘটিতে পারে, ভারতবর্ষের ভূপতিগণ এবং আমার প্রজাবর্গও সেইরূপ সুখে ও সৌভাগ্যে কালযাপন করিবেন।

"রাজধর্ম্মের পালন জন্য আমি অপরাপর প্রজার নিকটে যেরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের নিকটেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিব। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের প্রসাদে আমি ঐ প্রতিজ্ঞার যথারীতি পালন করিব।

"খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে যে, সুখ ও সন্তোষ জন্মে, তাহাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আমি আমার প্রজাবর্গসম্বন্ধে এই বিশ্বাস অনুসারে কোন কার্য্য করিব না। আমি প্রকাশ করিতেছি যে, কোন ব্যক্তি তাহার বিশ্বাসমত কোন ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অনুগৃহীত, নিগৃহীত বা উৎপীড়িত হইবে না। সকলেই আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আপন আপন ধর্ম্মসম্মত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সকলেই আমার অধিকারে তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে। যাঁহারা আমার অধীন ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমি এই আদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা যেন, আমার কোন প্রজার

ধর্ম্মে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করেন। যিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তিনি আমার যার পর নাই বিরাগভাজন ও কোপে পতিত হইবেন।

"আমার প্রজারা যে জাতি বা যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, আপনাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতাবলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে বিনা পক্ষপাতে সেই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।

"ভারতবর্ষীয়গণ আপন আপন পূর্ব্বপুরুষ হইতে যে সকল ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয়ের উপর তাহাদের যে, কত মায়া ও কত যত্ন জন্মে, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। ঐ সকল ভূসম্পত্তিতে যাহার যেরূপ স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহাকে সেই স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু তাহাকে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য অংশ যথানিয়মে দিতে হইবে। আইন প্রস্তুত করা ও আইন অনুসারে কার্য্য করার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন স্বত্ব ও প্রাচীন রীতিনীতির উপর দৃষ্টি রাখা যাইবে।

"কতকগুলি দুরাশয় লোকে অমূলক জনরব তুলিয়া দিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগকে প্রতারিত ও রাজবিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করাতে দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমি এজন্য সাতিশয় দুঃখিত আছি। রাজবিদ্রোহ নিবারিত হওয়াতে আমাদের প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল লোক প্রতারিত হইয়াছিল, এখন যদি তাহারা পুনরায় প্রজার ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জ্জনা করিব, এবং তাহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্য দেখাইব।

"ভারতসাম্রাজ্য নিরুপদ্রব করিবার অভিপ্রায়ে, ইহার পূর্ব্বে আমার প্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনেরল বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাহাদুর একটি প্রদেশের অপরাধীদিগকে তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবার আশা দিয়াছেন। যাহাদের অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে যে, যথোচিত শাস্তি দেওয়া হইবে, তিনি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। আমি গবর্ণর-জেনেরলের কার্য্যের অনুমোদন করিতেছি। অধিকন্তু, সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিতেছি যে,—

"যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার ব্রিটিশ প্রজাদিগের নিধনে লিপ্ত ছিল, তাহারা ব্যতীত আর সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে।

"এই নরঘাতকদিগের প্রতি ন্যায়ানুসারে দয়া প্রদর্শিত হইতে পারে না।

"যাহারা জানিয়া শুনিয়া, নিজের ইচ্ছায় নরঘাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, কিংবা যাহারা গত রাজবিদ্রোহে কর্তৃত্ব করিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কিন্তু অন্য উপযুক্ত দণ্ড হইবে। ঐ সকল লোককে যথাযোগ্য দণ্ড দিবার সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহারা কি অবস্থায় অন্যের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, রাজবিদ্রোহীদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। প্রতারকদিগের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

"এতদ্ব্যতীত যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহারা যদি আপনাদের গৃহে ফিরিয়া গিয়া, শান্তভাবে বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জ্জনা করা হইবে, এবং তাহারা যে, অপরাধ করিয়াছিল, তাহা আর মনে করা হইবে না।

"অপরাধমার্জ্জনা ও অনুগ্রহপ্রদর্শন সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইল, যাহারা আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে সেই সকল নিয়ম পালন করিবে, তাহাদের সকলকে ক্ষমা করা যাইবে এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

"ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে শান্তি স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের কৃষি-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যে যথোচিত উৎসাহদান, সাধারণের উপকারক ও শ্রীবৃদ্ধিসাধক বিষয়ের উৎকর্ষসাধন এবং ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের উপকারের জন্য ভারত-সাম্রাজ্যশাসন করা হইবে। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই, আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলেই, আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব, এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া, যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব। পরিশেষে প্রার্থনা এই, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে এই সকল সঙ্কল্প যাহাতে আমি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আমাকে এবং আমার আদেশে যাঁহারা রাজ্যশাসন করিবেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দান করুন।"

BENGAL LIBRARY
12. APR. 02

শ্রীমন্ত দামোদর রাওয়ের নামে আগরাপ্রবাসী মার্টিন সাহেবের পত্র :—

"Your poor Mother was very unjustly and cruelly dealt with, and no one knows her true case as I do. The poor thing took no part whatever in the massacre of the European residents of Jhansi in June 1857. On the contrary she supplied them with food for 2 days after they had gone into the Fort, got 100 matchlock men from Kurrura, and sent them to assist us, but after being kept a day in the Fort, they were sent away in the evening. She then advised Major Skene and Captain Gordon to fly at-once to Dattia and place themselves under the Raja's protection, but this even they would not do; and finally they were all massacred by our own troops—the Police, Jail &c. Cas: Estc. * * * * * After the mutinious troops had quitted Jhansi, she certainly took possession of her country, when the two states Dattia and Tehree who could easily have protected our people, but would not, so much as raise a finger to help us, though the Orcha boundary was not more than a mile and half from the Jhansi parade grounds, and that of Dattia only 6 miles—with large bodies of armed men on their respective frontier watching the doings of our troops. Imagining that the Ranee being unprepared, and that they would with ease wrest her country from her hands, attacked her with their combined forces, and were, from time to time, thrashed back by that gallant Lady. * * * * She sent Kharreetas to Col. Erskine at Jubbullpore, to Col. Fraser, Chief Commissioner of Agra, which I handed to him with my own hand, to hear her explanation, but No?—Jhansi had been a byword and was condemned unheard."

Letter from Agra, *dated 20th August, 1889.*

সংশোধনী।

গ্রন্থে অনেক গুলি মুদ্রাপ্রমাদ ঘটিয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত আবশ্যক বিষয়গুলি এই স্থলে নির্দ্দিষ্ট হইল :—

পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২৫	আলীগড় আগরার	আলীগড়
		৫০ মাইল দূরে যমুনার	আগরার ৫০ মাইল
		অপর তটে অবস্থিত।	দূরে অবস্থিত।
৫০	৭	নিমতুল্লা	নিয়ামৎ উল্লা
৮১	২০	মুসলমানেরা	মুসলমানদিগের
৯৬	৩	তাঁহা	উঁহা
১০৩	২২	উত্তমর্ণের আক্রমণে	অধমর্ণের আক্রমণে
		অধমর্ণের	উত্তমর্ণের
১১৩	১৩	বিলুণ্ঠপ্রিয়	বিলুণ্ঠনপ্রিয়
১৩৬	২৭	তাঁহার	তাহাদের
১৩৬	২৮	তাঁহাদের	তাহাদের
১৪৭	১	নগর	নবাব
১৪৭	২১	এক লক্ষ ত্রিশ হাজারেরও	এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গ মাইলেরও
১৬৪	৯	সন্নিধ	সন্দিগ্ধ
১৭৭	১১	প্রতীকারের	প্রতীকারে
১৭৮	১৬	সদ্য প্রস্তুত	সদাঃপ্রস্তুত
১৮৫	৭	বিদ্বিষ্ট	বিদ্বেষপর
২০২	২৩	ব্রিগেডিয়ারকে	ব্রিগেডিয়ারকে
		গুলি করিল।	গুলি করিয়া, বধ করিল
২০৬	১২	অত্মীয়স্বজন	আত্মীয়স্বজন
২১৬	১১	বিভিন্ন	বিঘ্ন
২২৭	৬	স্থল	স্থলে
২৭৪	২১	সুখসৌভাগ্যের	সুখসৌভাগ্যের
২৭৭	৭	অশ্বরোহণে	অশ্বারোহণে
৩০৩	১২	গ্রিথেডের	গ্রিথেডের

১০৫	২০	মুহর্ত্তেই	মুহূর্ত্তেই
১০৬	৪	তাহারা	তাঁহারা
৩০৮	১৮	অন্তর্ভাগ	অন্তর্ভাগে
৩১১	৭	ইংলণ্ডের	ইংলণ্ডে
৩১১	২৬	বিরক্তি	বিরক্ত
৩৩৮	১৩	বিধ্বংশ ব্যাপার	বিধ্বংসব্যাপার
৩৩৯	৭	উদ্ধারে	উদ্ধারের
৩৪৭	২৫	নিরতিশয়	নিরতিশয়
৩৫৭	১৮	ইচ্ছায়	ইচ্ছা
৩৬০	৮	কুলানারী	কুলনারী
৩৭৩	১৪	অধিনায়কে	অধিনায়ককে
৩৭৫	৭	মৌলবীয়	মৌলবীর
৩৭৫	২১	পরিচর	পরিচয়
৩৭৬	১৪	তাহাদেন	তাহাদের
৪০৪	৭	শক্রবার	শুক্রবার
৪০৯	১	প্রাচীরে	প্রাচীরের

নির্ঘণ্ট।

অ

অক্টরলোনী ডেভিড, ১ম ভাগ, ১০৯।
অক্‌লাণ্ড লর্ড, ২য় ভাগ, ১৫১।
অক্সফোর্ড, ১ম ভাগ, ২৪৯।
অঙ্গ, ১ম ভাগ, ৩৮।
অঙ্গদ, ৫ম ভাগ, ২৫৭।
অজমীর তোরণ, ২য় ভাগ, ১৮৭, ২২৮।
অজিত সিংহ, ৫ম ভাগ, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৩৯।
অনঙ্গপাল, ৩য় ভাগ, ১৮৩।
অনন্তরাম, ৫ম ভাগ, ২৩৫।
অনুপসিংহ, ৫ম ভাগ, ১৯।
অন্ধকূপ, ১ম ভাগ, ১, ১৮২। ২য় ভাগ, ২০৯, ২১০, ২৩৪। ৩য় ভাগ, ১৭০। ৪র্থ ভাগ, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১।
অন্ধকূপ হত্যা, ১ম ভাগ, ১।
অন্নদা বাই, ১ম ভাগ, ৭৮।
অফ্‌জুল উদ্দৌলা নিজামুল্‌ মুল্‌ক আসফজা, ১ম ভাগ, ১০৪।
অম্বালা, (পূর্ব্বনাম অম্বালয়) ২য় ভাগ, ২৭, ২৮, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৮১, ২১৯, ২২৯। ৩য় ভাগ, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৪, ৪৬। ৪র্থ ভাগ, ৬৪, ৮৫, ১৩৪।
অমর সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ২০৩, ২১৩, ২১৪, ২৩৫, ২৫৩, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪। ৫ম ভাগ, ৪৪৫।
অমানে, ২য় ভাগ, ৭৭।
অমৃতসর, ৪র্থ ভাগ, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ২৮, ১২১, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬।
অযোধ্যা, ১ম ভাগ, ২, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৬৯, ২৩৮, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৫৩, ২৫৪। ২য় ভাগ, ৬, ৭, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৯, ১১০, ১৩৯, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১। ৩য় ভাগ, ৮০, ৮২, ৮৬, ৮৯, ৯০, ১২৯, ১৩১, ১৪০, ১৪৬, ১৫২, ১৫৯, ১৮১, ১৯৪, ২০৭ ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২২৯, ২৪৯, ২৬৫। ৪র্থ ভাগ, ৬, ৫১, ৫২, ৯৪, ১৪৭, ১৬৩, ১৬৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৮৪, ১৯২, ২৪৩, ২৪৪, ২৬১, ২৬৭, ২৮৮, ২৯২, ২৯৩। ৫ম ভাগ, ৩, ৬০, ৬৮, ৭৪, ৭৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৯, ১৭৫, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২ ১৯৩, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১০, ২১১, ১১২, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৪, ২৭৯, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩২১, ৩৩৮, ৩৫৫, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫,
অযোধ্যাপ্রসাদ, ৫ম ভাগ, ৩৯৬।
অর্ কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ২১০, ২১১, ২১৩, ২৩১, ২৩২, ২৩৬, ২৩৭।
অর্জ্জুন তেওয়ারী, ৫ম ভাগ, ৩৩৮, ৩৪৮।
অর্মষ্ট্রঙ্গ, মেজর, ১ম ভাগ, ১৯৫।
অর্লিয়েঁ, ৪র্থ ভাগ, ১০৫।
অলিপুর, ৪র্থ ভাগ, ৮৪, ১৩৪।
অলিফান্ট, ১ম ভাগ, ৬৪।
অশোক, ১ম ভাগ, ২, ৪৯।
অস্থিরা, ২য় ভাগ, ৫৪। ৫ম ভাগ
অহম্মদ উল্লা, ৪র্থ ভাগ, ১৮৭।
অহল্যাবাই, ৫ম, ভাগ, ১
অহর্ম্মা, ৩য় ভাগ, ২৫।

আ

আইন আকবরী, ৩য় ভাগ, ১২৯।

আউট্রাম, ১ম ভাগ, ১২১, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪। ২য় ভাগ, ১৭৮, ১৭৯। ৩য় ভাগ, ১০২, ১৫২। ৪র্থ ভাগ, ১৬৮, ১৭৬, ২৩৭, ২৭৬। ৫ম ভাগ, ৩০, ২০৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৫২, ২৫৮, ২৫৯, ২৮৩, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৮, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭০, ৩৭১।

আউস্‌লে মেজর, ১ম ভাগ, ৮৭।

আওঙ্গগ্রাম, ৩য় ভাগ, ২২৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭।

আওরঙ্গজেব, ১ম ভাগ, ১০৩। ২য় ভাগ, ১৪২, ১৫০, ২৪৩। ৪র্থ ভাগ ১৩। ৫ম ভাগ ২৭৮, ৩১০।

আওরঙ্গাবাদ, ৫ম ভাগ, ২১০।

আকবর, ১ম ভাগ, ১২২। ২য় ভাগ, ১৪১, ১৪২, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৬৭। ৩য় ভাগ, ১৮, ৩৪, ৮২। ৫ম ভাগ ৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২৭২, ৩৮৪।

আকবরপুর, ৫ম ভাগ, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৪১।

আকবরাবাদ, ৫ম ভাগ, ২৯৮, ৩০২।

আখুন্দ, ৪র্থ ভাগ ৪৬, ৫২।

আগ্রা, ১ম ভাগ, ৬, ১৫৫, ১৬৪, ১৭২, ২২৭। ২য় ভাগ, ১৯৬। ৩য় ভাগ, ১, ৬, ১৫, ৩০, ৩৩, ১৩০, ১৩৪, ১৪৯, ১৭১, ২৫২। ৪র্থ ভাগ ২৫, ১০৭, ১৫১, ১৯৪, ২৯২। ৫ম ভাগ, ১, ৩, ৫, ৬, ৭, ১৯, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৭৬, ৮৪, ৮৬, ৯৪, ১১৫, ১২০, ১২২, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ৬, ১৭৮, ২০৭, ২৯৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৮, ৩৪০, ৩৯২, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০২, ৪৫৫।

…গ, ১৪৮, ১৪৯।

…ম ভাগ, ২৬৯।

… ১৮০, ১৯৩।

… ৬।

আজিমুদ্দিন হুশেন, ৪র্থ ভাগ, ২০৯।

আজিমুদ্দৌলা, ১ম ভাগ, ১০৪, ১০৫ ১০৬।

আজিমুল্লা খাঁ, ১ম ভাগ, ১১৯, ১২০। ২য় ভাগ, ৭৮। ৩য় ভাগ, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৭, ১৬০, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৯৪, ২০০, ২০১, ২০৫, ২০৯, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২৩৮, ২৩৯, ২৫৮, ২৫৯। ৫ম ভাগ, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬১, ৪৪৫।

আজিমগড়, ১ম ভাগ, ১৩৬, ১৪১, ১৪৩। ৩য় ভাগ, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৭৮, ১৯২। ৪র্থ ভাগ, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫৫, ২৬৩। ৫ম ভাগ, ২১৫, ২১৬।

আজীগড়, ৫ম ভাগ, ৪২৯, ৪৩০।

আজুন খাঁ, ৪র্থ ভাগ, ৫১, ৫২।

আঙ্গ্লো, ৩য় ভাগ, ২৫৭।

আটক, ১ম ভাগ, ৩০। ২য় ভাগ, ১৭৮। ৩য় ভাগ, ৮২। ৪র্থ ভাগ, ৩১, ৬৩, ১২৯।

আণ্ডসন লেফ্‌টেনেন্ট, ১ম ভাগ, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ২১।

আড্রিয়ান হোপ ব্রিগেডিয়ার, ৫ম ভাগ, ৩৪৯, ৩৭৭, ৩৭৮।

আত্রাওলিয়া, ৪র্থ ভাগ, ২৪৪, ২৫৫।

আদজুম্বা, ১ম ভাগ, ১০২।

আদম, ১ম ভাগ, ১৫২।

আদন্, ১ম ভাগ, ৪৯, ২৫৪।

আণ্টোনিও, ১ম ভাগ, ১০২।

আনন্দদীন, ৩য় ভাগ, ২০২।

আনন্দরাও, (দামোদর গঙ্গাধর রাও দ্রষ্টব্য)

আনন্দ কিশোর রায়, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬।

আন্দামান, ৫ম ভাগ, ৪০০, ৪৪৫।

আনরকালি, ৪র্থ ভাগ, ৫, ১০।

আন্‌সন্ জর্জ্জ, ১ম ভাগ, ২৬০, ২৬১, ২৬২। ২য় ভাগ, ২৪, ৫০, ৫৪, ৫৬, ৫৮, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৮৩, ৮৬, ৮৮। ৩য় ভাগ, ২০, ২১, ২৯, ৩২, ৩৫, ৩৬, ১২৫। ৪র্থ ভাগ, ৩১, ৭৫।

আপা সাহেব। ১ম ভাগ, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২।

আফগানিস্থান, ১ম ভাগ, ১১০, ১৪৮, ১৭১, ২১৫। ২য় ভাগ, ৬৮, ১২৬, ১৫৫, ১৭৭।

৩য় ভাগ, ৪৩, ৪৮, ১২৪, ১৩১। ৪র্থ ভাগ, ১, ২৪, ২৫, ২৭, ৩৩, ৫২। ৫ম ভাগ, ৩, ১৬৯।
আবজাই, ৪র্থ ভাগ, ৫১, ৫২।
আবট কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ৪৪৯।
আবট কপ্তেন, ১ম ভাগ, ২১, ২২, ২৭, ২৮, ২৯. ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩। ২য় ভাগ, ২০৩, ২১৭, ২১৮, ২৩৬, ২৩৭।
আবু, ৫ম ভাগ, ১৪৭।
আবুখের মীর্জ্জা, ৫ম ভাগ, ২৭৬।
আব্দুল গণি, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬।
আবল আজিজ, ৩য় ভাগ, ২৬৭।
আমজীরা, ৫ম ভাগ, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০।
আমজুদ আলিশাহ, ১ম ভাগ, ১২১, ১৩২, ১৩৯।
আমহর্ষ্ট লর্ড, ১ম ভাগ, ২১১। ২য় ভাগ, ১৪৮।
আমিয়েটি, ৫ম ভাগ, ৪৪৩,।
আমির আলি মুন্সী, ৪র্থ ভাগ, ২৭৪।
আমীর খাঁ, ৫ম ভাগ, ১৪৬।
আয়র্লণ্ড, ৩য় ভাগ, ১১৬, ২৪০, ২৫৭। ৫ম ভাগ, ৩৫০, ৪৫১।
আরব, ২য় ভাগ, ১৭৯। ৫ম ভাগ, ৩১৭।
আবা, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ১৮০, ১৮২, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭৬, ২৮৯। ৫ম ভাগ, ২১।
আরাকান, ১ম ভাগ, ১৪৪।
আরাগণ, ৩য় ভাগ, ২৫৭।
আরাবলী, ২য় ভাগ, ১৯৮। ৫ম ভাগ, ৪৩৭।
আর্কট্, ১ম ভাগ, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১৮২, ১৯৭, ১৯৯, ২১২।
আর্গস, ১ম ভাগ, ৫০।
আর্ণল্ড্ এডুইন্। ১ম ভাগ, ৬৬, ৯২, ১০০, ১০৩।
আর্শ্মেণিয়া, ৫ম ভাগ, ১৬৫।
আলুমা, ৪র্থ ভাগ, ১৪৫।
আলবার, ৫ম ভাগ, ৪৩৭।
আলবার্ট যুবরাজ, ৫ম ভাগ, ৪৪৬।
আলমগীর, ৫ম ভাগ, ২৭৩।
আলমবাগ, ৫ম ভাগ, ২০০, ২৩৮, ২৮৭, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৩, ৩১৪, ৩২০, ৩২৩, ৩২৪, ৩৬৫।
আলাউদ্দীন, ১ম ভাগ, ৩৮।
আলেক্জান্দ্রিয়া, ৩য় ভাগ, ২৬৩।
আলি, ৫ম ভাগ, ৩১৭।
আলিওবেল্, ২য় ভাগ, ৬৮।
আলিকরিম, ৪র্থ ভাগ, ১৮৩, ১৮৪।
আলিগড়, ২য় ভাগ, ৮৬। ৩য় ভাগ, ১৫, ৩৩। ৫ম ভাগ, ১, ৬, ১৭, ২২, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৭, ৪২, ১৭৪, ১৭৫, ২৯৮, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩৪০, ৩৪১, ৩৮১।
আলি নকি খাঁ, ৪র্থ ভাগ, ১৬৬। ৫ম ভাগ, ২৩৫।
আলিবল, ৩য় ভাগ, ৮৩।
আলিবেগ, ৩য় ভাগ, ২৬৬।
আলিপুর, ১ম ভাগ, ১৭৬। ৩য় ভাগ, ১০, ১২, ১৩, ৪৬।
আলি হুসেন, ১ম ভাগ, ১০৪।
আলিসন্ কর্ণেল. ৫ম ভাগ, ৩৪৩।
আলি মহম্মদ খাঁ, ৫ম ভাগ, ৪৪২।
আলেকজাণ্ডার, ৫ম ভাগ, ৬৩।
আসকউদ্দোলা, ১ম ভাগ, ১২১, ১২৭।
আসাই, ৪র্থ ভাগ, ২২৮।
আসান্ উল্লা। ২য় ভাগ, ১৭১, ১৮০, ১৮১, ১৮৮।
আসান উল্লা খাঁ, ৪র্থ ভাগ, ১০৭, ১০৮।
আসাম, ৪র্থ ভাগ, ২৪১।
আসে লেপ্টেনেণ্ট, ৩য় ভাগ, ১৪০।
আহম্মদ উল্লা মৌলবী, ৫ম ভাগ, ৩৭৪।
আহম্মদ উল্লা শাহ, ৫ম ভাগ, ২৩৫।
আহম্মদ খাঁ ওরার সৈয়দ, ৫ম ভাগ, ৪৪৯।
আহম্মদ সৈয়দ সব জজ, ৫ম ভাগ, [illegible]
আহম্মদ নগর, ১ম ভাগ, ১- [illegible] ৩২৭। [illegible] ২।
আহম্মদ শাহ, ১ম ভা[illegible]২৬৫।
আহম্মদ সৈয়দ মৌ[illegible]০৮।

আহম উদ্দৌলা, ৫ম ভাগ, ৩৬৮, ৩৭২।
আহসন আলী, ৫ম ভাগ, ৩৯৭।

ই

ইউল্, ৪র্থ ভাগ, ২৮৭, ২৮৮।
ইছাপুর, ৩য় ভাগ, ১২।
ইটন্, ১ম ভাগ, ২৪৯।
ইটা, ৫ম ভাগ, ৭৬, ৭৭, ৭৮।
ইটালী, ৪র্থ ভাগ, ১৬৪,
ইটোয়া, ৫ম ভাগ, ১, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৬, ২৭, ৪২।
ইডেন কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ৪৩১।
ইডেন গার্ডেন, ৫ম ভাগ, ৩৭৬।
ইণ্ডিয়া হাউস্, ১ম ভাগ, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫।
ইতালী, ১ম ভাগ, ১৬।
ইন্দ্রগড়, ৫ম ভাগ, ৪৩২।
ইন্দোর, ২য় ভাগ, ৭৪। ৫ম ভাগ, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ৩৮৩, ৩৯০, ৪০১, ৪০৫, ৪২৫, ৪২৬, ৪৩৪।
ইবান্স্ বেল, ১ম ভাগ, ৪৪, ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৮১।
ইংলণ্ড, ১ম ভাগ, ২, ১০, ৩৮, ৪৭, ৪৯, ৬৭, ৭৯, ৮৭, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০৫, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৩৪, ১৪৫, ১৬৮, ১৭৯, ২০৬, ২০৭, ২১০, ২২৮, ২৩২, ২৩৫, ২৪৩, ২৪৯, ২৫০, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৪। ২য় ভাগ, ২৪, ৫৪, ১০৯, ১১০, ১৫২, ২০৯। ৩য় ভাগ, ৪, ১১৬, ১১৮, ১৪৩, ১৪৪, ২১৬, ২৩৫, ২৬২। ৪র্থ ভাগ, ৮৬, ১১৩, ১৪৫, ১৭৪, ২৩৫, ২৪০, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৮। ৫ম ভাগ, ১৬৭, ১৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ৩০৯, ৩১১, ৩২৩, ৩৩৯, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৭১, ৪০৪, ৪৪৬।
ইংলিস্ কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ২৫১, ৩২১।
·রবাড়ী, ৫ম ভাগ, ৩৬৯।
১ম ভাগ, ৫৯। ৪র্থ ভাগ, ১২১,
·, ৪র্থ ভাগ, ১৮৮।
৭, ৩৮, ৪৮, ২৬২।
ইশাগড়, ৫ম ভাগ, ৪৩৫।
ইসমাইলপুর, ৫ম ভাগ, ২৪৬।
ইস্ আলি সৈয়দ, ৩য় ভাগ, ১১২।

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ৪র্থ, ভাগ, ২৯৬।
ঈশ্বর পাঁড়ে, ২য় ভাগ, ৮৮, ১৯৯।
ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ, ৩য় ভাগ, ৬৭। ৫ম ভাগ, ২৩১।
ঈনেস ব্রিগেডিয়ার, ৪র্থ ভাগ, ১৬, ১৭, ১৯।

উ

উইঙ্গফীল্ড স্যার চার্লস্, ৫ম ভাগ, ২২৪, ২২৫, ২২৬।
উইণ্ড্সর্, ১ম ভাগ, ২৫৪।
উইল্সন্ কর্ণেল্, ২য় ভাগ, ১২২, ১২৪।
উইলসন্ ক্রাক্রফট্ জজ, ৫ম ভাগ, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬৭, ৮৩।
উইলসন্ বিশপ, ৩য় ভাগ, ৬।
উইল্সন্ ব্রিগেডিয়ার, ২য় ভাগ, ২৩৮, ২৪০। ৩য় ভাগ, ৩৯, ৪৪, ৪৬। ৪র্থ ভাগ; ৭৬. ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯০, ১০৩, ১৩৪, ১৪২,। ৫ম ভাগ, ৩৩৩।
উইল্সন্ মেজর জেনেরাল, ৪র্থ ভাগ, ৩০৬।
উইলসন্ সেনাপতি, ৪র্থ ভাগ, ২৭, ১০৩, ১০৫। ৫ম ভাগ, ২৫৯, ২৬১, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭৩, ২৭৭, ২৮১, ২৯৮।
উইলিয়ম্ পিট্, ১ম ভাগ, ৫১।
উইলিয়ম্স্ কর্ণেল, ৩য় ভাগ, ১৬০, ১৬৫, ১৭৪, ২০২। ৪র্থ ভাগ, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯।
উইলোবি জর্জ, ২য় ভাগ, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২৩৬। ৩য় ভাগ, ৯৪।
উজনালা, ৪র্থ ভাগ, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১।
উজির আলি, ১ম ভাগ, ১২৭। ৫ম ভাগ ২২।
উজিরাবাদ, ১ম ভাগ, ২২১, ২২২, ২২৩।
উজীরাবাদ, ১২৬।
উজ্জয়িনী, ১ম ভাগ, ৩৮। ৪র্থ ভাগ, ১৯৯। ৫ম ভাগ, ৩৯৫।

উড্ ডাক্তার, ২য় ভাগ, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬।

উড্‌বরণ সেনাপতি, ৫ম ভাগ, ১৩৮, ১৪১।

উড্ স্যার্ চার্লস্ (লর্ড হালিফাক্স্), ১ম ভাগ ৬৫। ৫ম ভাগ, ১৪৫।

উড়িষ্যা, ১ম ভাগ, ৮৫, ১৬১। ২য় ভাগ, ১১। ৩য় ভাগ, ৪৯। ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ১৭৮, ২৬৫, ২৮৫, ৩০০, ৩০৭, ৩০৯।

উদয়পুর, ৫ম ভাগ, ১৪৯, ৪৩৭।

উদরা, ১ম ভাগ, ২৪৬।

উনাও, ৫ম ভাগ, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯৪, ৩৪০, ৩৪৮।

উমেদ সিং, ৫ম ভাগ, ১২৫, ১৩৬।

উত্তমাশা, ১ম ভাগ, ৯৮।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, ১ম ভাগ, ৫১, ১১৩, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৫, ১৭৬, ২২২, ২২৭, ২৬১, ২৬২. ২৬৪। ২য় ভাগ, ২৪, ২৬, ৪৯, ৬৭, ৭৩, ৮১, ৯৯, ১০৬, ১০৯, ১৮০, ১৯৬, ২৩৯। ৩য় ভাগ, ১, ৩, ৪, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৭, ১৮, ৪১, ৫০, ৫১, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৫, ১২৯, ১৩০, ১৬০, ১৬৫, । ৪র্থ ভাগ, ১, ৭৬, ৮৭, ৯০, ৯২, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৬০, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৪, ২০২. ২১১, ২৬০, ২৯২, ২৯৬, ৩০৪, ৩০৬। ৫ম ভাগ, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৪২, ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৬০, ১০২, ১২০, ১২২, ১২৬, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮, ২০৭, ২১১, ২৩৯, ২৮৮, ২৯১, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৪, ৩৪০, ৩৪৭, ৩৬৭, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৪২১, ৪৩১, ৪৪৭।

উত্তর পাড়া, ৩য় ভাগ, ১১৪।

উলবার, ৫ম ভাগ, ১৫১।

ঊ

ঊণ, ১ম ভাগ, ১০২।

এ

এচিসন (চার্লস্) ৫ম ভাগ, ১৪৫।

এটোয়া, ৫ম ভাগ, ৩৪১।

এডওয়ার্ডস্ উইলিয়ম্, ২য় ভাগ, ১৫৩।

এড্‌ওয়ার্ডস্ মেজর, ৪র্থ ভাগ, ২৯, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৭, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১৪২।

এড্‌ওয়ার্ডস্ মাজিষ্ট্রেট, ৫ম ভাগ, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৯২, ৯৮, ৯৯।

এড্‌ওয়ার্ডিস্ (লেফ্‌টেনেণ্ট), ১ম ভাগ, ৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪০।

এড্‌ওয়ার্ডস্ স্যার হারবর্ট, ১ম ভাগ, ১৬৯।

এড্‌মন্‌ষ্টোন জর্জ্জ, ১ম ভাগ, ৫২, ১৫৩, ২৬২। ৪র্থ ভাগ, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮।

এডিনবরা। ৫ম ভাগ, ৩৫৪, ৩৫৬।

এণ্ডারসন্, ২য় ভাগ, ৭৭।

এন্‌ফিল্‌ড্ রাইফল, ৪র্থ ভাগ, ২৩৩।

এফ্ কারি, ১ম ভাগ, ৬, ১০।

এমামনারা, ৫ম ভাগ, ২০০।

এর্‌স্কিন মেজর, ৫ম ভাগ, ৩৯৭, ৪৪৫।

এল্‌গিন্ লর্ড, ১ম ভাগ, ২৪৯, ৪র্থ ভাগ, ১৭৬।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ মান্‌ষ্টুয়ার্ট (পরে লর্ড), ১ম ভাগ, ১০৯, ১৬৫, ২৩৫, ২৬৪, ২য় ভাগ, ১০৯, ৪র্থ ভাগ, ২২৮। ৫ম ভাগ। ১২৬, ১৩৪, ১৩৮, ১৪১, ৩৮৪, ৪০৭, ৪৩৬।

এলাহাবাদ, ১ম ভাগ, ১২১, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৩। ২য় ভাগ, ২৩৩, ৩য় ভাগ, ১, ১৫, ৫০, ৭৬, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৪০, ১৫৭, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪ ১৮৬, ১৯৩, ১৯৫, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৮, ২০৯, ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২২৯, ২৩০ ২৩১, ২৩৩, ২৫১, ২৫২, ২৫৮, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮। ৪র্থ ভাগ, ৩৪, ১৫০, ১৫১ ২২২, ২৩১, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬ ৫ম ভাগ, ৩, ৫, ২২০, ২২১, ২ ১৯১, ৩০৯, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৪০ ৪২৮, ৪৩০। ২।

এলাহিবক্স মীর্জ্জা, ৫ম ২৬৫। ২৭৬, ২৭৭। ৩০৮।

এলিস্ কর্ণেল, ৪র্থ ভাগ, ১১৭।
এলিস্ মেজর, ১ম ভাগ, ৬৯।
এলেন, ৪র্থ ভাগ, ২৮৩।
এলেন্‌বরা লর্ড, ১ম ভাগ, ১৪৮, ২১৭, ২১৯, ২২৯। ২য় ভাগ, ১৩৭, ১৫৩, ১৫৪। ৫ম ভাগ, ৭৫, ১২৩, ৩৭১, ৩৮১।

ও

ওকনর, ৩য় ভাগ, ২৪০।
ওকেনল্, ১ম ভাগ, ২৫৯।
ওড্ ওয়ার্ডিস্, ২য় ভাগ, ২০৯।
ওমদ্রুতুল ওমরা, ১ম ভাগ, ১০৪।
ওমার পাশা, ৫ম ভাগ, ৩৩৯।
ওয়াইজ, ১ম ভাগ, ১৬৩।
ওয়াইওহাম, ৫ম ভাগ, ৩১০, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৪১২।
ওয়াঁঙ্গ, ৫ম ভাগ, ৩৮৬।
ওয়াটার্লু, ১ম ভাগ, ৩৫, ১৩৬। ৩য় ভাগ, ২১৬।
ওয়ালপোল, ৫ম ভাগ, ৩৩৭, ৩৪০. ৩৪১, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮০।
ওয়াজিদ আলি মির, ৫ম ভাগ, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪৮।
ওয়াজিদ আলি শাহ, ১ম ভাগ, ১২১, ১৩২, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৭, ২৪৩, ২৪৪। ২য় ভাগ, ৬, ৭, ৭৬, ৭৭, ৭৮। ৩য় ভাগ, ২৬৪। ৪র্থ ভাগ, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯। ৫ম ভাগ, ১৭৩, ১৭৫, ১৮০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩৬৮, ৩৬৯।
ওয়াজুল্ হক্, ৪র্থ ভাগ, ১৮৭।
ওয়াক্রো ষ্ট্রবার, ২য় ভাগ, ১৯৮, ২০৯।
ওয়ারিস আলি, ৪র্থ ভাগ, ১৮২, ১৮৩।
ওয়ালিদাদ খাঁ, ৫ম ভাগ, ২৯৯।
…লিয়ত আলি, ২য় ভাগ, ২২০।
…ন কাপ্তেন্, ২য় ভাগ, ২০৩।
…র্থ ভাগ, ১৭৮।
…মোলবী, ৪র্থ ভাগ, ২০৪।
…৭৮, ২১৮।
…াগ, ৯১।
ওয়েল্‌স মেজর, ১ম ভাগ, ২০২, ২০৩।
ওয়েলার সাহেব, ৫ম ভাগ, ৮৫, ৮৬, ৯৪।
ওয়েলিংটন, ২য় ভাগ, ২৪১।
ওয়েলেস্‌লি আর্থার, ১ম ভাগ, ১৯১, ২০৮৬।
ওয়েলেস্‌লি মার্কুইস্ অব্, ১ম ভাগ, ১২৮, ২য় ভাগ, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬।
ওয়েলেস্‌লি সেনাপতি, ৪র্থ ভাগ, ১২, ১৪, ২২৮।
ওর্চ্চা, ৫ম ভাগ, ৪৫৫।
ওহিয়ো, ৫ম ভাগ, ১৬৫।

ক

কটক, ৪র্থ ভাগ, ২৬৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯।
কটন কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ১৭০, ১৭৪।
কটন সিডনী, ৪র্থ ভাগ, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৬৩, ১১৩, ১১৪।
কড়াপুর, ১ম ভাগ, ১৮২।
কাণক, ১ম ভাগ, ১৬।
কদমসিংহ. ৫ম ভাগ, ৩১৭।
কনষ্টান্টিনোপল, (কনষ্টান্টিনোপল) ৩য় ভাগ, ১৪৪, ১৪৫ ৫ম ভাগ, ৩৩৯, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৩।
কম্পসাগর, ৪র্থ ভাগ, ২৬১।
কমিল্প, ৪র্থ ভাগ, ২৮৩।
করিমনক্স, ২য় ভাগ, ২০৬।
করেরা, ৫ম ভাগ, ৩৯৭, ৪০০, ৪৫৫।
কর্টলাণ্ট, ১ম ভাগ, ১৭, ১৮, ২০।
কর্ণ, ১ম ভাগ, ৩৮।
কর্ণওয়ালিস্ লর্ড, ১ম ভাগ, ১০৪।
কর্ণাট, ১ম ভাগ, ৫৯, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১৯৯।
কর্ণাল, ২য় ভাগ, ৫, ২১৫, ২১৬, ২১৯, ২২৭। ৩য় ভাগ, ২৪, ২৫, ৩৪, ৩৫। ৪র্থ ভাগ, ৬৪, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮২, ৮৪, ৮৯, ১৩৪।
কর্ণেল কাবেনা, ৪র্থ ভাগ, ১৫৪, ১৬৬, ১৬৮।
কর্ণেল টড্, ১ম ভাগ ,৪।
কর্ণেল্ লরেন্স, ১ম ভাগ, ৬। ৫ম ভাগ, ১৪৮, ১৪৯।
কপূরতলা, ৪র্থ ভাগ, ২৩, ৮৩৮।
কর্বেট ব্রিগেডিয়ার, ৪র্থ ভাগ, ৫, ৭, ৮।

করফীল্ড, ৪র্থ ভাগ, ২৫৬, ২৫৭।
কর্ম্মনাশা, ৫ম ভাগ, ১।
কঙ্কাপ্রসাদ, ৩য় ভাগ, ২৬৬।
কর্ণফল্ড, ১ম ভাগ, ৬৪।
কলবিন, ৪র্থ ভাগ, ৯০। ৫ম ভাগ, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫২।
কলবিন্ জন্, ১ম ভাগ, ১৫৯, ২৬৪। ২য় ভাগ, ৭৪, ৯৮, ৯৯, ১৮০, ১৯৬। ৩য় ভাগ, ১২। ৪র্থ ভাগ, ১৪৮। ৫ম ভাগ, ১, ৩, ৪, ৮, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪৩, ১২০, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ৩০২, ৩৯০।
কল্যাণপুর, ৩য় ভাগ, ১৭০।
কলিকাতা, ১ম ভাগ, ৬৬, ৬৭, ৮৩, ৮৫, ৮৭, ৯৬, ১০১, ১০২, ১০৭, ১২৬, ১২৮, ১৪৬, ১৭২, ১৭৫, ১৮৩, ২১২, ২৬১, ২৬২। ২য় ভাগ, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১৪, ২৪, ২৫, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৪৪, ৪৫, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৬৪, ৬৬, ৭৬, ৮০, ৮৯, ৯৯, ১০১, ১০৯, ১৭৩, ১৯৬, ২৩৫। ৩য় ভাগ, ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ৩০, ৫০, ৮৫, ৮৭, ১১০, ১১৪, ১২৪, ১২৫, ১২৯, ১৪০, ১৪৫, ২১৫, ২২৪, ২৬২, ২৬৩। ৪র্থ ভাগ, ৯৩, ১১৫, ১২৭, ১৩৯, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৯৫, ২২৯, ২৩১, ২৪১, ২৪৫, ২৭০, ২৭২, ২৭৪, ২৮০, ২৮১, ২৮৪, ২৮৬, ২৯১, ২৯৩, ৩০০, ৩১১। ৫ম ভাগ, ৩৫, ১৬৫, ১৭৯, ১৯০, ২১৩, ২৯১, ২৯৩, ৩০৯, ৩১১, ৪৪৮।
কলিকাতা জোয়ণ, ২য় ভাগ, ১৮৮, ১৯২।
কলিকাতা রিবিউ, ১ম ভাগ, ৩, ১৫৩। ৩য় ভাগ, ১১৪, ১১৮।
কলিজ্বর, ৫ম ভাগ, ৪২৮, ৪২৯।
কলিণ্ট্প ৫ম ভাগ, ৩৩।
কসুর, ১ম ভাগ, ১, ৩।
কহিনুর, ১ম ভাগ, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৭। ৪র্থ ভাগ, ১৩।
কাঙ্গারা, ৪র্থ ভাগ, ২৩।
কাচানী, ৫ম ভাগ, ১৮০, ৩৭৩।
কাচিয়ানি, ৫ম ভাগ, ২৩১, ২৩৬।
কাছাড়, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬।
কাক্ষোষং, ৫ম ভাগ, ৩১০।
কানপুর, ১ম ভাগ, ১০৯, ১১৩, ১২১, ১২৮, ১২৯, ১৪১, ১৪৪। ২য় ভাগ, ৭২, ৭৬, ৭৯, ২৩৯। ৩য় ভাগ, ১৩, ১৫, ৩৭, ৫০, ১০২, ১০৮, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৮, ১৮১, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৯, ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২০৮, ২০৯, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৭, ২৬৮। ৪র্থ ভাগ, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০২, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৬৯, ১৯৪, ২২৯, ২৩১, ২৪১, ২৪৫, ২৪৮। ৫ম ভাগ, ৩, ৬, ২০, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ২০০, ২৩৯, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ২৫৭, ২৬৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৮, ৩০১, ৩০২, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৩, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৪ ৩৭৫, ৩৮০, ৪১৬।
কাণ্টন, ৫ম ভাগ, ১৮৯।
কাণ্টজ্ ডি, ৫ম ভাগ, ২৭, ১৭৪।
কাত্রা, ৫ম ভাগ, ৬৮।
কানোজীলাল, ৫ম ভাগ, ৩১৪।
কানোরা, ১ম ভাগ, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২।
কান্দাহার, ২য় ভাগ, ৯, ৪র্থ ভাগ, ৮।
কান্দাহার, ৪র্থ ভাগ, ২৫।
কান্দাহারী বাগ, ৫ম ভাগ, ৩২।
কাঁধজী সহায়, ৪র্থ ভাগ, ২৬৫।
কান্তকুব্জ, ৫ম ভাগ, ৩০৮।

কাপ্তেন কানিঙ্গহাম, ১ম ভাগ, ৩।

কাবুর, ১ম ভাগ, ২৩৪।

কাপ্তেন গল্প, ৫ম ভাগ, ২১৬।

কাপ্তেন নিকলসন্, ১ম ভাগ, ৩।

কাপ্তেন লরেন্স, ১ম ভাগ, ৩।

কাবুল, ১ম ভাগ, ২২, ৩৮, ১১৪। ২য় ভাগ, ৫, ৯, ৯৮, ১২৬। ৩য় ভাগ, ৩১। ৪র্থ ভাগ, ৩, ২৫, ৩৭, ৫৯, ৭০, ৭৩, ৭৫, ১১৪, ১২৮।

কাবুল তোরণ, ২য় ভাগ, ১৮৭। ৫ম ভাগ, ২৬৪।

কাবেনা হেন্‌রি, ৫ম ভাগ, ৩১৩, ৩১৪।

কাম্পবেল, ১ম ভাগ, ৩৫।

কাম্বেল স্যার কোলিন, ১ম ভাগ, ২২০,২২১। ৪র্থ ভাগ, ১৪৫, ১৭৬, ২৩৫, ২৪৮। ৫ম ভাগ, ২৩৬, ২৯৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৪, ৩১৯, ৩২০, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৯, ৪১২, ৪৪২।

কারগাঁ, ৫ম ভাগ, ৪৩৬।

কারমাইকেল, ৫ম ভাগ, ২৬৪।

কারাকট, ৩য় ভাগ, ৭৯, ৮০।

কারিশাত, ৪র্থ ভাগ, ২৬১।

কার্ক ডাক্তার, ৫ম ভাগ, ১১৮।

কার্টার বিবি, ৩য় ভাগ, ২৬০।

কার্থেজ, ৩য় ভাগ, ১৮৩।

কালাপানি, ৫ম ভাগ, ৮৭।

কালিদাস, ১ম ভাগ, ২৩৪।

কালিদাস, ৩য় ভাগ, ৮১।

কালিন্দী, ৩য় ভাগ, ৮১।

কালীকিষণ রাজা বাহাদুর। ৪র্থ ভাগ, ৩০৬।

কালীগঞ্জ, ৩য় ভাগ, ২৩১।

কালী নদী, ২য় ভাগ, ৬৭, ১১১। ৫ম ভাগ। ২৯৮, ২৯৯, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩৪১, ৩৪২।

কালো কাঁকুড়, ৩য় ভাগ, ২০৯।

কাল্পী, ১ম ভাগ, ৬৮। ২য় ভাগ, ৭৬। ৫ম ভাগ, ২৯১, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৫. ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৮৩, ৩৮৫, ৪০৭, ৪১২, ৪১৩, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪৪০।

কাশীধাম, ১ম ভাগ, ১৬। ৫ম ভাগ, ৩৮৬, ৪২৪।

কাশীপুর, ৩য় ভাগ, ১২।

কাশ্মীর, ১ম ভাগ, ৩, ৪, ৫, ৬৫। ২য় ভাগ, ৩৪, ১৫৩। ৪র্থ ভাগ, ৪৬, ৫৯, ৬২, ৭৫, ৯০, ১১৯, ১৩৩। ৫ম ভাগ, ২৬১, ৪২৫।

কাশ্মীর তোরণ (বা কাশ্মীর দরওয়াজা) ২য় ভাগ, ১৮৫, ১৮৭, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২৩৭। ৪র্থ ভাগ, ৯০। ৫ম ভাগ, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭, ২৮৩

কাশ্মীর সিংহ, ১ম ভাগ, ৩০।

কিদগঞ্জ, ৩য় ভাগ, ১০৭।

কির্‌ক্ মেজর, ৫ম ভাগ, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯।

কীটিঙ্গ কাপ্তেন, ২য় ভাগ, ৭৪।

কুঁচ, ৫ম ভাগ, ৩৮৫, ৪১৭, ৪১৮।

কুতব আলি খাঁ, ৫ম ভাগ, ১৯৭।

কুতব মিনার, ২য় ভাগ, ১৬১, ১৬৯।

কুপলাণ্ড প্রচারক, ৫ম ভাগ, ১১৮।

কুমার সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭,১৯৮, ১৯৯,২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪; ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২৩১, ২৩২. ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৬৪. ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৮৯। ৫ম ভাগ, ২৮৮, ৩৭২, ৪০৬, ৪৪৫।

কুমারিকা, ১ম ভাগ, ২, ৬১, ৬৩।

কুন্তী, ২য় ভাগ, ৫৪।

কুরুক্ষেত্র, ২য় ভাগ, ৫৪।

কূট, ১ম ভাগ, ২০৪, ২০৮।

কূপার ফ্রেডিরিক, ৪র্থ ভাগ, ১৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০।

কৃষ্ণগঞ্জ, ৪র্থ ভাগ, ৭০। ৫ম ভাগ, ২৬৫, ২৬৮।

কৃষ্ণগড়, ১ম ভাগ, ৮৪।

কৃষ্ণরাও তান্থে, ৫ম ভাগ, ৩৮৬।

কৃষ্ণা, ১ম ভাগ, ৬১, ৯৯, ১০২। ৫ম ভাগ, ৩৮৬।

কে, ১ম ভাগ, (স্যার জন্ কে দ্রষ্টব্য)
কেনেডি কর্ণেল, ২য় ভাগ ৯।
কেব্ ব্রাউন্, ৩য় ভাগ, ২৮।
কেরোলী ১ম ভাগ, ৫৯, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮। ৫ম ভাগ ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬।
কেশ্‌রা, ৪র্থ ভাগ, ১৫৮।
কৈশর বাগ, ৫ম ভাগ, ২০০, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫ ২৩৭, ২৩৮, ২৯৬, ৩২০, ৩২১, ৩৬৬, ৩৬৯।
কোক্রাইল, ৫ম ভাগ, ২৪৫, ২৪৭, ৩৭৭।
কোটা, ৫ম ভাগ, ১৫২,১৫৪, ১৫৫, ১৫৬,১৫৭।
কোটারিয়া ৫ম ভাগ, ৪৩২।
কোটস্ মেজর, ১ম ভাগ, ১৯৭, ১৯৯।
কোঠাকি সরাই, ৫ম ভাগ, ৪২৩।
কোতব উদ্দীন ইবক্, ১ম ভাগ, ১২২।
কোমায়ুন, ১ম ভাগ, ৮৮।
কোয়েলোয়ার, ৪র্থ ভাগ, ২২৯।
কোরা, ১ম ভাগ, ১২৫, ১২৬।
কোরেস্ মির্জ্জা মহম্মদ, ২য় ভাগ, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮।
কোর্ট অব্ ডিরেক্টার, ১ম ভাগ, ৬৩, ৬৪, ৭৯, ১৩৪।
কে.টলাণ্ড, ৪র্থ ভাগ, ১৬।
কোলহর, ৫ম ভাগ, ৯৬।
কোস্তিহান, ৪র্থ ভাগ, ৪৬, ৪৭।
কোহিনুর, ২য় ভাগ, ১৮৭, ২৪৩।
কোহেন ফ্রান্সিস্, ২য় ভাগ, ২২৩।
কোশলী, ৩য় ভাগ, ২৩।
ক্যালে, ৪র্থ ভাগ, ১১৩।
ক্রকোর্ড, ৫ম ভাগ, ২৭।
ক্রাডক স্যার্ জন, ১ম ভাগ, ১৯২।
ক্রিমিয়া, ১ম ভাগ, ২৩২, ২৩৫, ২৪৩। ৩য় ভাগ, ১০৩, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ২১৬। ৪র্থ ১৪৫। ৫ম ভাগ, ১৬১, ৩৫৬, ৩৬৩।
ক্রিশ্চয়ান জর্জ্জ, ৫ম ভাগ, ২০৭।
ক্রেগী কাপ্তেন, ২য় ভাগ, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ২২৩।
ক্লাইব রবর্ট (পরে লর্ড), ১ম ভাগ, ১০৩, ১০৬, ১১৯, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭। ২য় ভাগ, ১০৫। ৩য় ভাগ, ৩০, ৩২, ৪৮, ১০৬, ১৯৪। ৪র্থ ভাগ, ৩০৩। ৫ম ভাগ, ২৬৮।
ক্লার্ক স্যার জর্জ্জ, ১ম ভাগ, ৬৫, ১৫০, ১৫৪, ১৫৫, ২২৮।

খ

খন্দ, ৫ম ভাগ ২৫২।
খয়রাবাদ, ৫ম ভাগ, ২০৭, ২০৯।
খসরু বেগ, ৩য় ভাগ, ১০০।
খাইবর পাস্, ৪র্থ ভাগ, ২৪।
খাজের সুলতান মীর্জ্জা, ৫ম ভাগ, ২১৬।
খান্দেশ, ১ম ভাগ, ৮৫।
খালসা, ১ম ভাগ, ৩, ৫, ৭, ২২, ২৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫৪, ১১০, ২২০।
খাসগঞ্জ, ৫ম ভাগ, ৭৭, ৩৪১।
খাস বাজার, ৫ম ভাগ, ২৮৭, ২৯৬।
খাঁ বাহাদুর খাঁ, ৫ম ভাগ, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৮১, ৮৩, ১০৪, ২৮৭, ৩১৬, ৩৮০, ৪৪৫।
খাঁ সিংহ (অন্যতম শিখ সেনাপতি) ১ম ভাগ, ১৪। ৫ম ভাগ, ২৬৩।
খিদিরপুর, ৪র্থ ভাগ, ১৬৫।
খুর্জ্জা, ১ম ভাগ, ২৯৮, ৩০০
খোদাগঞ্জ, ৫ম ভাগ, ৩৪১, ৩৪২।
খোদাবক্স্, ৩য় ভাগ, ১৯৫।
খোর্সৈদ মঞ্জিল, ৫ম ভাগ, ৩১৯, ৩২০।

গ

গঙ্গা, ১ম ভাগ, ১০৯, ১১১, ১৫১, ২৩৪। ৩য় ভাগ, ৪০, ৪১, ৪২, ৫০, ৫১, ৮১, ৮২, ৮৬, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৯, ১১৭, ১২৯, ১৩০, ১৩৭, ১৩৮, ১৬০, ১৭১, ১৭৫, ১৭৯, ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২১০. ২১৮, ২২০, ২২১, ২৪১, ২৪৬, ৩৪৯, ২৫১, ২৫২, ২৫৯, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮। ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ১৯৮, ২৪৯. ২৫০, ২৫২, ২৬০। ৫ম ভাগ, ১, ৪, ৪৬, ৫১, ৭৮, ৮০, ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১০০, ১৭২, ১৭৮, ২৪২, ২৪৩, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪, ২৯৮, ৩০৯ ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৫, ৪২৪।
গঙ্গা দশহরা পর্ব্ব, ৫ম ভাগ, ৪২২।
গঙ্গাদীন, ৩য় ভাগ, ১৭৩। ৫ম ভাগ, ৩৫৬।
গয়াদীন, ৫ম ভাগ, ১৮।

গঙ্গাধর বাবাজী, ৫ম ভাগ, ৪২৪ ।

গঙ্গাধর রাও, ১ম ভাগ, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৭৪, ১১১ । ৫ম ভাগ, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০, ৪১৫, ৪২৪, ৪২৬ ।

গঙ্গাপ্রসাদ চৌধুরী, ৫ম ভাগ, ১৯ ।

গঙ্গারাম (ঝিন্দনের বিশ্বস্ত পাত্র) ১ম ভাগ,১৪ ।

গজনী, ৪র্থ ভাগ, ৮ । ৫ম ভাগ, ১২৩ ।

গণ্ডা, ৫ম ভাগ, ১৮০, ২২৪, ২২৬, ২২৭,৪৪৪ ।

গফ্ লর্ড, ১ম ভাগ, ১৯, ২১, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৪৮ । ৪র্থ ভাগ, ২ ।

গবিন্স্ ফ্রেডারিক, ৩য় ভাগ, ৫২, ৫৫ ।

গবিন্স মার্টিন্, ১ম ভাগ,১৫৬ । ২য় ভাগ,৭৬ ।

গম্ভীর সিংহ, ৫ম ভাগ, ৩৬৭ ।

গয়া, ৪র্থ ভাগ, ১৮২, ১৮৫, ২০৮, ২৫৯, ২৬৫, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৪ ।

গর্ডন্, ৩য় ভাগ, ৫৫, ৫৬ । ৫ম ভাগ, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪৫৫ ।

গল, ৪র্থ ভাগ, ৭১ ।

গলাবলা, ৫ম ভাগ, ৪১৮ ।

গাইকবাড়, ২য় ভাগ, ৮১ । ৫ম ভাগ, ৪৩৬ ।

গাজি উদ্দিন নগর, ৩য় ভাগ, ৪৪ । ৫ম ভাগ, ২৯৮, ২৯৯ ।

গাজি উদ্দিন হায়দর, ১ম ভাগ, ১২১, ১২৯ । ৫ম ভাগ, ৩১৭ ।

গাজিপুর, ১ম ভাগ, ১২৭, ১২৮ । ৩য় ভাগ, ৫৪ । ৪র্থ ভাগ, ২৩১, ২৪৫, ২৪৯,২৫১,২৫২ ।

গাবিন্স্ কমিশনার, ৫ম ভাগ, ১৮৩, ১৯৮, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৪ ।

গাবিন্স্ বিচারপতি, ৩য় ভাগ, ১৮৬ ।

গ্লাডষ্টোন্, ১ম ভাগ, ২৪৯ ।

গল্‌বার্ট স্যার ওয়াল্‌টার, ১ম ভাগ, ৩৭ ।

গিলেস্পি কর্ণেল, ১ম ভাগ, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯ । ২য় ভাগ, ১১৭ ।

গুজর, ১ম ভাগ, ৮২ । ২য় ভাগ, ১৯০, ২১১, ২৩২ । ৩য় ভাগ, ১৩৪, ১৩৬ । ৪র্থ ভাগ, ৫৯, ৬০, ১২৭ । ৫ম ভাগ, ২২, ৫৫ ।

গুজরাজ গঞ্জ, ৪র্থ ভাগ, ২৩২ ।

গুজরাট, ১ম ভাগ, ৩৭, ৪৮ ।

গুণা, ৫ম ভাগ, ৪৩১ ।

গুরথা, ৩য় ভাগ, ২৫ । ৪র্থ ভাগ, ৯১ ।

গুড়গাঁও, ২য় ভাগ, ৭৩ । ৪র্থ ভাগ, ১০৪ ।

গুরসাই গঞ্জ, ৫ম ভাগ, ৩০৮, ৩৪১ ।

গুরু গোবিন্দ সিংহ, ১ম ভাগ, ১৭, ২৭, ৩৩, ৪৩, ৪৭, ৪৯, ৫৪ । ৪র্থ ভাগ, ১৩, ১৪ । •

গুরুদাসপুর, ৪র্থ ভাগ, ১৩২ ।

গুরুদীন, ৫ম ভাগ, ২১১ ।

গেইট লি, ১ম ভাগ, ২৬২ ।

গোকুল চাঁদ, ৩য় ভাগ, ৬৬, ৬৭ ।

গোকুল সিংহ, ৫ম ভাগ, ৩১৫ ।

গোঘাট, ৫ম ভাগ, ২৩৫ ।

গোণ্ড, ৫ম ভাগ, ৩৮২ ।

গোণ্ডবন, ৪র্থ ভাগ, ২৪১, ২৪২ ।

গোপালপুর, ৫ম ভাগ, ২১৮, ৪১৯, ৪২০ ।

গোপাল রাও, ৫ম ভাগ, ৩৯৮ ।

গোলাপ, ৫ম ভাগ, ২৪৪ ।

গোপীনাথ, ৩য় ভাগ, ৯২ ।

গোবিন্দ গড়, ১ম ভাগ,২২৪ । ৩য় ভাগ, ২২ । ৪র্থ ভাগ, ১, ১৩, ১৪, ১৫ ।

গোবিন্দ সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২০০ । ৫ম ভাগ, ২৭০ ।

গোমতী, ৩য় ভাগ, ৭৬,৭৯ । ৪র্থ ভাগ, ২৪৯ । ৫ম ভাগ, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০১, ২২০, ২২১, ২৩৫, ২৪৮, ৩২২, ৩৬৬ ।

গোয়া, ১ম ভাগ, ৬২ ।

গোয়ালিয়র, (গোবালিয়র) ১ম ভাগ, ১৪১, ১৭১ । ৪র্থ ভাগ । ৬৮, ২৪৮, ২৪৯ । ৫ম ভাগ, ১৯, ২৫, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২৬, ১৪৪, ১৫২, ১৬৯, ১৭১, ২৯১, ২৯২, ৩০৩, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৮১, ৩৮৫, ৪১৯. ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩. ৪২৫, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৫ ।

গোরক্ষপুর, ১ম ভাগ, ১২১, ১৩৬,১৪০, ১৪৪ । ৩য় ভাগ ৫৩ । ৪র্থ ভাগ, ২৬৬ । ৫ম ভাগ, ২১৭, ২১৮, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ৩৬৭ ।

গোল্ডিং (কর্ণেল) । ১ম ভাগ, ৬ ।

গোলডি কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ৯৪, ৯৫ ।

গোলড্‌মে কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ২১১, ২১৬ ।

গোলাপ সিংহ, ১ম ভাগ, ৪৫ । ২য় ভাগ, ৩৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ৫ম ভাগ, ২৫৯ ।

গোলাম হোসেন, ৪র্থ ভাগ, ২৪৯।
গোলখাঁ. ৫ম ভাগ, ৪০৯।
গ্রাণ্ট্ চার্লস্, ২য় ভাগ, ৯, ১০১, ১১০।
৩য় ভাগ, ১১১।
গ্রাণ্ট্ জন্ পিটর, ১ম ভাগ, ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯।
গ্রাণ্ট্ জর্জ্জ, ৪র্থ ভাগ, ২৯৭।
গ্রাণ্ট্ ব্রিগেডিয়ার, ৪র্থ ভাগ, ৭৮, ১৫৪।
গ্রাণ্ট স্যার্ প্যাট্রিক, ৩য় ভাগ, ১২৫। ৪র্থ ভাগ, ১৫৪, ১৬৯।
গ্রিথেড্, ২য় ভাগ, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬,২২৮। ৩য় ভাগ, ৪৪। ৪র্থ ভাগ ৭৬, ২৪৮। ৫ম ভাগ, ১৭৩, ২৮৪, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩৪০, ৩৪৭।
গ্রিন্ওয়ে, ৩য় ভাগ, ১৯৯।
গ্রিন্ ওয়েবী, ৩য় ভাগ, ১৯৯।
গ্রীস্, ১ম ভাগ, ৩৫, ৪৯।
গ্রেট্ব্রিটেন, ৫ম ভাগ, ৪৫১।
গ্রেবস্ ব্রিগেডিয়ার, ২য় ভাগ, ২০০,২১০,২১৪, ২১৫, ২১৬। ৪র্থ ভাগ, ৭৪।

ঘ

ঘন গর্জ্জন, ৫ম ভাগ, ৪০৮।
ঘর্ঘরা, ৪র্থ ভাগ, ২৫১। ৫ম ভাগ, ২১১,২২৪।
ঘাউস্ খাঁ মহম্মদ, ১ম ভাগ, ১০১, ১০৫। ৪র্থ ভাগ, ১০৭। ৫ম ভাগ, ১৭৪।

চ

চকনপুর, ৫ম ভাগ, ৪০৪।
চট্টগ্রাম, ১ম ভাগ, ১৬৩। ২য় ভাগ, ৫৩। ৪র্থ ভাগ, ২৬৫, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৬।
চণ্ডুলাল, ১ম ভাগ, ৯৯।
চন্দন নগর, ৫ম ভাগ, ৩৩৯,
চন্দেরি, ৫ম ভাগ, ৩৮৩, ৩৮৪, ৪৩৫।
চন্দ্র গুপ্ত, ১ম ভাগ ৪৯।
চন্দ্রভাগা, ৪র্থ ভাগ, ১২৭, ১৩২।
চম্বল, ৩য় ভাগ, ৩০। ৫ম ভাগ, ১১৭, ১১৮, ১১৯।
চম্বল নদ, ৫ম ভাগ, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৪১।
চম্পারণ, ৪র্থ ভাগ, ১৮২, ২৬৬।
চাইবাসা, ৪র্থ ভাগ, ২৮৯, ২৯০।
চাণক্য, ১ম ভাগ, ১৬।
চাতরা, ৪র্থ ভাগ, ২৯১।
চাঁদনী চক, ২য় ভাগ, ২৩৫। ৫ম ভাগ, ২৭২, ২৭৫, ২৮৩।
চারবাগ, ৫ম ভাগ, ২০১, ২৮৭, ২৯৫।
চার্লস্ প্রথম, ৩য় ভাগ, ১১৬।
চার্লস্, ৩য় ভাগ, ২৫৭।
চার্লস্ নবম, ৫ম ভাগ, ৩৭০।
চিতোর ১ম ভাগ ২১২।
চিনহাট। ৫ম ভাগ, ২০৫, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ৩৭৭।
চিনিয়াবালা, ১ম ভাগ, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭। ৩য় ভাগ, ৮৩। ৪র্থ ভাগ. ২, ৯১, ১৪৫। ৫ম ভাগ, ২৬২, ২৬৩।
চিন্তামণি রাও বাহাদুর, বৈদ্য এম, এ, এল, এল, বি। ৫ম ভাগ, ৩৯৫।
চিন্তামণি রাও, ৫ম ভাগ, ৩৮৮।
চিমাজী, ৫ম ভাগ, ৩৮৬।
চিমা বাঈ, ৫ম ভাগ, ৩৮৮।
চিরকারি, ৫ম ভাগ, ৪১২, ৪২৭. ৪২৯।
চীন, ২য় ভাগ, ১৫, ১০৮, ১১০। ৩য় ভাগ, ৩। ৪র্থ ভাগ, ১৭৬।
চুচুড়া, ৩য় ভাগ, ১২। ৪র্থ ভাগ, ১৬১, ১৯৫।
চুড়াসিংহ, ৩য় ভাগ, ৭৭।
চুণার, ১ম ভাগ, ১২৪, ১২৫, ১২৮। ৩য় ভাগ, ৬৫, ৯৩।
চেম্বার্লেন্ নিবিল্, ১ম ভাগ, ৫৩। ৪র্থ ভাগ, ২৯, ৩১, ৮৩, ৮৭, ৮৮। ৫ম ভাগ, ২৫৯, ২৬৫।
চেদ, ৩য় ভাগ, ১০১।
চেষ্টর কর্ণেল, ৩য় ভাগ, ৪৮।
চৌবেপুর, ৩য় ভাগ, ১৯৩।
চৌরঙ্গী, ৩য় ভাগ, ১২। ৪র্থ ভাগ, ১৬৩, ১৬৫।
চৌহান, ৫ম ভাগ, ১৮।

ছ

ছত্রধারী, ৪র্থ ভাগ, ২৫২।
ছত্রপুর, ৫ম ভাগ, ৪২৭, ৪২৮।

ছত্রমঞ্জিল, ৫ম ভাগ, ২০০, ২৮৭, ২৯৬, ৩১৩।
ছবেলী, ৫ম ভাগ, ৩৮৬, ৩৮৮।
ছাপরা, ১ম ভাগ, ১৮৫। ৪র্থ ভাগ, ১৮০, ১৮২, ২২৩, ২২৮, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩।
ছুটিয়া, ৪র্থ ভাগ, ২৮৯।
ছুটিয়া নাগপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৬৫, ২৮৯।
ছোট উদয়পুর, ৫ম ভাগ, ৪৩৭।
ছোট নাগপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৬।

জ

জগদীশপুর, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ১৯৯, ২০৯, ২০১, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪।
জগধীর সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২৮৪।
জগন্নাথগঞ্জ, ৫ম ভাগ, ৩৭৪।
জঙ্কজী (জনকজী) সিন্ধিয়া, ১ম ভাগ, ৮৪।
জঙ্গবাহাদুর, ৫ম ভাগ, ২৯৮, ৩৫৫।
জন (ইংলণ্ডের রাজা), ৫ম ভাগ, ৩৭১।
জন ব্রাইট্, ১ম ভাগ, ৫১।
জন্ লরেন্স, ১ম ভাগ, ৬, ১১, ১২, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮।
জন্ ষ্টোন্, ৪র্থ ভাগ, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৬০, ৬১।
জন্ সাহেব, ৩য় ভাগ, ২২২।
জানোজী ভোঁসলা (আপা সাহেব বা যশোবন্ত অহয়রাও) ১ম ভাগ, ৭৬, ৮৩, ৮৪।
জব্বলপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৪১, ২৪২। ৫ম ভাগ, ৩, ১১৩, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৯৯, ৪৫৫।
জবুয়া, ৫ম ভাগ, ১৩৯, ১৪০।
জম্মু, ১ম ভাগ, ৩। ৫ম ভাগ, ২৪৯, ২৬৫।
জয় কিষন মুখার্জ্জি, ৪র্থ ভাগ, ৩০৯।
জয়পুর, ৫ম ভাগ, ১৪৬, ১৫০, ১৫১, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৭।
জয়াজীরাও, ৫ম ভাগ, ৪২০, ৪২৫।
জয়সিংহ, ৫ম ভাগ, ১৮, ১৯।
জর্জ্জ তৃতীয়, ১ম ভাগ, ১০৫।
জর্জ্জ ম্যাক্ গ্রেগর (মেজর), ১ম ভাগ, ১৬,৫৩।
জর্জ্জ লরেন্স (কর্ণেল) ৫ম ভাগ, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১।
জর্ম্মনি, ২য় ভাগ, ৫৪।
জলন্ধর, ৪র্থ ভাগ, ১, ৬, ১৪, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬২, ৭৯, ৮৩।
জলন্ধর দোয়াব, ১ম ভাগ, ৩, ৫১।
জলপাইগুড়ি, ৪র্থ ভাগ, ২৬৫, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮।
জলিম (জালিম) সিংহ, ৫ম ভাগ, ৪৩৩।
জহির উল্ হুসেন, ৫ম ভাগ, ২৩৩।
জহুরী, ৩য় ভাগ, ১৯৬।
জহোর সিংহ, ১ম ভাগ, ৩০।
জাক ব্রিগেডিয়র, ৩য় ভাগ, ১৭৮।
জাক্ লোন, ৫ম ভাগ, ৪৩৫, ৪৩৬।
জাক্সন্ স্যার চার্লস, ১ম ভাগ, ৬৪, ৭৩, ৮১, ৮২, ১১১, ১৩১, ১৩২।
জাক্সন্ স্যার মানষ্টুয়ার্ট, ৫ম ভাগ, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৬।
জান্ কিসান্ খাঁ, ৩য় ভাগ, ৪৮।
জানপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৪৯।
জার্, ১ম ভাগ, ৯২।
জাসিন খাঁ, ৫ম ভাগ, ২২২।
জাহাঁগীর, ৪র্থ ভাগ, ২৮৫। ৫ম ভাগ, ২৭৬।
জাহাঙ্গীর, ৫ম ভাগ, ১১৯।
জাহ্নবী, ৩য় ভাগ, ৮১, ১৩০, ১৬৭, ২০৫, ২১৩, ২৪১, ২৪৬, ২৫৯। ৪র্থ ভাগ, ১৯৭, ২৫৩। ৫ম ভাগ, ৪৬, ৮৪, ৯৫, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫।
জীবন লাল মুন্সী, ৫ম ভাগ, ২৭৩।
জীরাপুর, ৫ম ভাগ, ৪৩৭।
জুজুলা পাহাড়, ২য় ভাগ, ১৯৮।
জুম্মা মসজিদ, ২য় ভাগ, ১১৪। ৫ম ভাগ, ২৬৭, ২৬৯, ৩১৬॥
জেকবী, ৩য় ভাগ, ১৯৯, ২০০।
জেনিদার্ক, ৪র্থ ভাগ, ১০২।
জেন্নত মহল, ২য় ভাগ, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ২২১। ৪র্থ ভাগ, ১১০, ১১১। ৫ম ভাগ, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫।
জেমস্ কাম্বেল, ৫ম ভাগ, ৭২।

জেমিগ্রীন, ৫ম ভাগ, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪।

জেলালাবাদ, ৪র্থ ভাগ, ৭৮। ৫ম ভাগ, ৩১৪, ৩৭৯।

জোন্স কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ৭৪।

জোয়ানবখত্, ২য় ভাগ, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৬, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০। ৫ম ভাগ, ২৭৪, ২৭৫।

জ্যোতিঃপ্রসাদ, ১ম ভাগ, ১৭১, ১৭২।

জ্যোতিঃপ্রসাদ লালা, ৫ম ভাগ, ১৬৯, ১৭০।

জোবালাপ্রসাদ, ৩য় ভাগ, ১৫৯, ১৬০, ১৯৪, ২০০, ২০১, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮।

জোয়ালাসাহি, ১ম ভাগ, ২৭।

জৌতরা, ৪র্থ ভাগ, ২৩৫।

জৌনপুর, ১ম ভাগ, ১২৭, ১৩৬, ১৪০, ১৪১, ১৪৪। ৩য় ভাগ, ৫০, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯।

ঝ

ঝঙ্গ, ১ম ভাগ, ১১।

ঝঝর, ৫ম ভাগ, ৪৪৫।

ঝজ্জা সিংহ, ১ম ভাগ, ২৭।

ঝালবার, ৫ম ভাগ, ৪৩৩, ৪৩৪।

ঝালরপত্তন, ৫ম ভাগ, ৪৩৩, ৪৩৪।

ঝাঁসী, ১ম ভাগ, ৫৯, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১২১, ১৪৮, ২৩৮। ২য় ভাগ, ১৩৯। ৪র্থ ভাগ, ৭০, ৮৭, ২৪৯। ৫ম ভাগ, ২০, ১১৩, ২৮৮, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪১০, ৪১১, ৪১৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৯, ৪২৪, ৪২৬, ৪২৭, ৪৩১, ৪৫৫।

ঝিন্দ, ৩য় ভাগ, ২৪, ২৫, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৪৮। ৪র্থ ভাগ, ৬৩, ১৪৩।

ঝিন্দন (মহারাণী ঝিন্দন দ্রষ্টব্য)।

ঝেইলম, ১ম ভাগ, ২২১। ৪র্থ ভাগ, ১১২, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১৩০।

ট

টঙ্ক, ৫ম ভাগ, ১৪৭, ৪৩২।

ট ঙ্ক, ৫ম ভাগ, ৪৪৬।

টড্ সাহেব, ২য় ভাগ, ১৮৯। ৩য় ভাগ, ২০২, ২০৩। ৫ম ভাগ, ২৫২।

টম্সন্ কাপ্তেন, ৩য় ভাগ, ১৯১, ১৯৯, ২০৪, ২১০, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬।

টম্সন্ জর্জ্জ, ২য় ভাগ, ১৫৩, ১৫৫।

টম্সন্ মৌব্রে, ৩য় ভাগ, ১৩০, ১৬৩, ১৬৬, ১৭৪, ১৭৮, ২৪০। ৫ম ভাগ, ৩২৬।

টমাসন্, ৩য় ভাগ, ৪০। ৫ম ভাগ, ২১০, ৩৮১।

টরেন্স, ১ম ভাগ, ২৩, ৪৪, ৯০, ৯১, ৯২।

টর্ণান্ কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ৩৮২, ৩৮৩।

টাইটলার কাপ্তেন, ২য় ভাগ, ১৯৯, ২১৮।

টাইম্স্ পত্র, ১ম ভাগ, ৬৫। ৩য় ভাগ, ৭৬। ৪র্থ ভাগ, ২৪০, ২৯৩, ২৯৯, ৩১১, ৩১২। ৫ম ভাগ, ২৮৩, ৩৪৪, ৩৭০।

টাইরোল, ৫ম ভাগ, ৪৪১।

টিপু সুলতান, ১ম ভাগ, ৯৯, ১০৪, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৮। ৪র্থ ভাগ, ১০৯।

টীকাসিংহ, ৩য় ভাগ, ১৫৯, ১৬০, ১৭৩, ১৭৮, ১৯৩, ২০৫, ২০৯, ২২৫, ২২৬।

টীসিয়র, ডি মেজর, ২য় ভাগ, ২০৩।

টুইস্ ট্রেবারস্, ১ম ভাগ, ১৩০।

টুকর টিউডর, ৩য় ভাগ, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৩।

টুকর হেন্‌রী, ১ম ভাগ, ১৫৭। ২য় ভাগ, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭। ৩য় ভাগ, ৩৬, ৫২, ২২৯। ৫ম ভাগ, ২২১, ২২২।

টেম্পল্ রিচার্ড, ১ম ভাগ, ৫৩।

টেলার, ৩য় ভাগ, ৫৬। ৪র্থ ভাগ, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২২, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩।

টুটার, ৩য় ভাগ, ২২২।

ট্রাঙ্ক রোড্, ৫ম ভাগ, ৩২৮।

ট্রাবার্স কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১।

ট্রি বিলিয়ান, ৩য় ভাগ, ১৮০।

ট্রুপ কর্ণেল্, ৫ম ভাগ, ৬২, ৬৪।

ঠ

ঠাকুর, ৫ম ভাগ, ১৪৭, ৪০০।
ঠাকুর গোবিন্দ সিংহ, ৫ম ভাগ, ১৭৪।
ঠাকুর দোষে, ৪র্থ ভাগ, ২৯৭।
ঠাকুর বলদেব সিংহ, ৫ম ভাগ, ১১৯।
ঠাকুরাণী, ৩য় ভাগ, ১৩৫।

ড

ডগ্‌লাস্ কাপ্তেন, ২য় ভাগ, ১৮৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬।
ডগ্‌লাস্ ব্রিগেডিয়র, ৪র্থ ভাগ, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪।
ডন্‌কান্, ৩য় ভাগ, ২১৬।
ডনলুপ কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ৩৯১, ৩৯২।
ডনলোপ ম্যাজিষ্ট্রেট, ৫ম ভাগ, ৩৮১।
ডয়লি, ৫ম ভাগ, ১৫৮, ১৬০।
ডাইস্ কর্ণেল, ১ম ভাগ, ২০৩।
ডান্‌বার কাপ্তেন, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ২২৩, ২২৪ ২২৫, ২২৯, ২৩৯, ২৬৭, ২৭১।
ডাম্পিয়ার, ১ম ভাগ, ১৭৫।
ডার্ব্বি লর্ড, ৫ম ভাগ, ১৪৪, ৪৪৬।
ডাল্‌টন কাপ্তেন, ৪র্থ ভাগ, ২৯০, ২৯১।
ডিউক অব আর্গাইল, ১ম ভাগ, ৩৯, ৬৪, ৭৩, ৮১, ৮২, ৯৪, ১৩১।
ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, ১ম ভাগ, ২২৮।
ডিকিন্‌সন্ জন্, ১ম ভাগ, ৯৫।
ডিকসন্ (লেফটেনাণ্ট কর্ণেল) ৫ম ভাগ, ১৪৮।
ডিরেক্টার সভা, ১ম ভাগ, ৭৯।
ডিলাকোসী, ৩য় ভাগ, ১৮২, ২১০।
ডিস্‌রেলি, ৪র্থ ভাগ, ২৯৩।
ডুয়াণ্ড হেন্‌রী, ৫ম ভাগ, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫।
ডেনিস্ কর্ণেল, ১ম ভাগ, ২০২।
ডেমস্ কর্ণেল, ৪র্থ ভাগ, ২৪৫।
ডেলী, ৪র্থ ভাগ, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৮।
ডোমরাও, ৪র্থ ভাগ, ১৯৯, ২০০, ২০৬, ২৫৮।
ডোরিন্, ১ম ভাগ, ২৫৬, ২৫৭, ২৬২। ২য় ভাগ, ৯৯, ১০০, ১০১।
ড্রমণ্ড, ৫ম ভাগ, ৪১।

ঢ

ঢাকা, ৪র্থ ভাগ, ২৬৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৬।
ঢোলপুর, ৫ম ভাগ, ১১৯।

ত

তফ ফজল হোসেন খাঁ, ৫ম ভাগ, ৯০, ৯৭, ১০৪।
তমসা, ৪র্থ ভাগ, ২৪৯, ২৫০।
তমাসন জেমস, ১ম ভাগ, ১১৩, ১১৪, ১৫০, ১৫৫, ১৫৯। ৫ম ভাগ, ৩।
তমাস্ স্মার্, ২য় ভাগ, ১৬৯।
তরাই, ৫ম ভাগ, ৪৪৪।
তাজমহল, ৫ম ভাগ, ৫, ৩২, ১৬৯।
তাঞ্জোর, ১ম ভাগ, ৫৯, ১০৬, ১০৭।
তাড়কা, ৪র্থ ভাগ, ২০০।
তাঁতিয়া তোপী, (তাত্যাটোপে) ৩য় ভাগ, ১৪৫, ১৪৮, ১৭২, ১৭৩, ১৯৪, ২০৫, ২০৮, ২০৯।
তাত্যা টোপে, ৪র্থ ভাগ, ২৪৮, ২৪৯। ৫ম ভাগ, ২৮৮, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৬১, ৩৮৪, ৩৮৫, ৪১২, ৪১৩, ৪১৫, ৪১৭, ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪।
তাম্রলিপ্তি, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭।
তারা কুঠী, ৫ম ভাগ, ৩১৩।
তাহির বেগ, ৫ম ভাগ, ৪৪৫।
তিরুচিনাপল্লী, ১ম ভাগ, ১৬৮।
তিরু নেলুবলী, ১ম ভাগ, ২০৩।
তিরৌরী, ১ম ভাগ, ৯৮, ১২২।
তিলক পাঁড়ে, ৪র্থ ভাগ, ২৯৫।
তিলক সিংহ, ৫ম ভাগ, ২৬৪।
তিস্তা, ৪র্থ ভাগ, ২৮০, ২৮৮।
তুকাজী রাও, ৫ম ভাগ, ১২৫, ১২৬, ১৩৫।

তুঙ্গ ভদ্রা ১ম ভাগ, ৯৯, ১০২।
তুরস্ক, ২য় ভাগ, ১৭৮, ১৮১। ৩য় ভাগ, ১০৩, ১৪৩, ১৪৪, ২৬২।
তুর্কমান তোরণ, ২য় ভাগ, ১৮৭।
তেগ বাহাদুর, ৪র্থ ভাগ, ১৩। ৫ম ভাগ, ২৭০, ২৭৮।
তেজ আলি খাঁ, ৫ম ভাগ, ২১৬।
তেজ সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ১২২। ৫ম ভাগ, ৩৪১।
তেনাসেরিম্, ১ম ভাগ, ২৬৪।
তেরাই, ৫ম ভাগ, ৫৬।
তেলী বাড়ী, ৪র্থ ভাগ, ৭০।
তেহরী, ৫ম ভাগ, ৪০১, ৪০২, ৪০৮, ৪৫৫।
তৈমুর, ২য় ভাগ, ১৪৭, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০, ১৬৭। ৩য় ভাগ, ৪৯। ৫ম ভাগ, ২৭৪, ২৮০।
ত্রিপুরা, ৪র্থ ভাগ, ২৮২, ২৮৩, ২৯৬।
ত্রিপুরা স্বাধীন, ৪র্থ ভাগ, ২৮২।
ত্রিবেলিয়নগঞ্জ, ৪র্থ ভাগ, ৭০।
ত্রিমুঘাট, ৪র্থ ভাগ, ১৩২।
ত্রিহুত, ৪র্থ ভাগ, ১৭৮, ১৭৯, ১৮২, ১৮৪, ২৬৬, ২৬৮।

থ

থরনটন এড্ওয়ার্ড্, ১ম ভাগ, ৫৩। ৪র্থ ভাগ, ৫৬, ৫৭।
থর্ম্মাপলী, ১ম ভাগ, ৩৬। ৫ম ভাগ, ৩৮৫।
থানেশ্বর, ২য় ভাগ, ২৩৪। ৩য় ভাগ,২৪, ৩৪।
থিওফিলাশ্, ২য় ভাগ, ১৬৯।
থেরাই, ৪র্থ ভাগ, ২৪।

দ

দওড়িয়া, ৫ম ভাগ, ২২৯।
দড়িয়া, ৫ম ভাগ, ২২১।
দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসীনবিস, ৫ম ভাগ,৩৮৫।
দতিয়া, ৫ম ভাগ, ৩৯৭, ৪০২, ৪০৭, ৪১৬, ৪৫৫।
দন্সিয়াখেরা, ৫ম ভাগ, ৪৪৩।
দমদমা, ২য় ভাগ, ১, ৩, ৪, ৮, ১০, ২৫, ২৬, ২৭, ৮০। ৩য় ভাগ, ১২। ৪র্থ ভাগ, ১৬২। ৫ম ভাগ, ১৮৬।
দয়াল সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২০৩, ২১৩, ২৩৫। ৫ম ভাগ, ২৬৩।
দরাওপুর, ৫ম ভাগ, ২২৩।
দরিয়া গঞ্জ, ২য় ভাগ, ১৯৭, ২৩০, ২৩৪। ৩য় ভাগ, ৮৬, ১০৫, ১০৬।
দরিয়াবাদ, ৩য় ভাগ, ১০৯। ৫ম ভাগ, ১৮০, ২০৫, ২২৯, ২৩০।
দরিয়া সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২৯৭।
দল ভঞ্জন সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২০৫।
দলাজী ঠাকুর, ৫ম ভাগ, ৪১৩।
দলীপ সিংহ, (রণজিৎ তনয়) ১ম ভাগ, ৪, ৬, ৯, ১৫, ১৬, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯। ৩য় ভাগ, ৬৬। ৫ম ভাগ, ৯০।
দক্ষিণাপথ, ৫ম ভাগ, ২৮৮, ৩৬৪।
দাঁতুন, ৫ম ভাগ, ৩৬২।
দাদু পন্থী, ২য় ভাগ, ২২৭।
দানাপুর, ২য় ভাগ, ৩১। ৩য় ভাগ, ১, ১২, ১৩, ১৪, ৫০, ৫৫। ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৯১, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১১, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৭, ২৩১, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৫৯, ২৬৮, ২৭১, ২৭৬, ২৮৭, ২৮৯। ৫ম ভাগ, ২১৮, ৩১০।
দানিয়াল, ৩য় ভাগ, ১৫৬, ১৫৭।
দামোদর গঙ্গাধর রাও, ১ম ভাগ, ৬৯, ৭৩। ৫ম ভাগ, ৩৮৫, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৬, ৪০৪, ৪১৫, ৪২৫, ৪৫৫।
দারাবখ্ত্, ২য় ভাগ, ১৫৮, ১৬২, ১৬৩। ৫ম ভাগ, ২৭৩।
দার্জ্জিলিং, ৪র্থ ভাগ, ১৭৫, ২৮১।
দালিলপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৫৭, ২৫৮।
দিগ্বিজয় সিংহ রাজা, ৩য় ভাগ, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬।
দিগ্বিজয় সিংহ ভার, ৫ম, ভাগ ২২৫।
দিনকর রাও, ৫ম ভাগ, ১১৩, ১১৯, ৪২০, ৪২২।
দিনাজপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৮৭।
দিমস্থিনিস্ ১ম ভাগ, ২৩৪।

দিবল রাও সিন্ধিয়া, ১ম ভাগ, ৮৪।
দিলকোশা, ৫ম ভাগ, ২০১,৩১৪, ৩২১,৩২২।
দিলহেরি, ৫ম ভাগ, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩।
দিল্লী, ১ম ভাগ, ৪৯, ৫১, ১১৬, ১২২, ১২৫, ২১২, ২২২, ২২৭। ২য় ভাগ, ১১, ৬৮, ৭৬, ৮০, ১০২, ১০৬, ১১৯, ১২০, ১৩৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭. ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৫, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০। ৩য় ভাগ, ১, ২, ৩, ৫, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৮২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১৩০, ১৩১, ১৩৪, ১৩৬, ১৪০, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৭০, ১৭২, ১৭৪, ২২০, ২৪১, ২৫০, ২৫২, ২৫৮, ২৬৫, ২৬৮। ৪র্থ ভাগ, ৩, ৪, ৭. ১৪, ১৬, ২০, ২১, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১. ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২০, ১২১, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৬০, ১৬১, ১৬৫, ১৮২, ১৮৫, ১৯৪, ২০০, ২৪৩। ৪র্থ ভাগ, ২৯৩, ২৯৮, ৩০০, ৩০৩, ৩০৬, ৩১১। ৫ম ভাগ, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৮, ২২, ২৩, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৮, ৫০ ৫৯, ৬১, ৬৯, ৭০, ৭১, ১০১, ১০২, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৯৯, ২১১, ২২৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১৬, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫৮, ৩৬৭, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৯২, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪১৬, ৪২১, ৪৩০, ৪৪৫, ৪৪৭, ৪৪৮।
দিল্লী তোরণ, ২য় ভাগ, ১৮৭।
দীন নাথ দেওয়ান, ১ম ভাগ, ৩৮।
দীশা, ৫ম ভাগ, ৪৩৭।
দুর্গাবতী, ৪র্থ ভাগ, ২৪২।
দুর্গা সিংহ, ৫ম ভাগ, ৩৭৭, ৩৭৮।
দুলু, ৪র্থ ভাগ, ২৩৪।
দুষাস্ত, ৩য় ভাগ, ৮১।
দেওয়ানী আম, ২য় ভাগ, ১৮৭, ১৮৮, ২৭৬।
দেওয়ানী খাস্, ২য় ভাগ, ১৫৩, ১৮৭, ২৪৩। ৫ম ভাগ, ২৬৯, ৪৪৫।
দেওয়ার, ৫ম ভাগ, ১৪৮, ১৪৯।
দেবঘর, ৪র্থ ভাগ, ২৭৪।
দেব নারায়ণ রাও সিংহ, ৩য় ভাগ, ৬৭।
দেবী বক্স, ৫ম ভাগ, ৪৪৪।
দেরা, ৫ম ভাগ, ২২।
দেরাগাজি খাঁ, ১ম ভাগ, ১৭।
দেরাদুন, ৩য় ভাগ, ৪২। ৫ম ভাগ, ৩৮১।
দোয়াব, ১ম ভাগ, ১২১। ৫ম ভাগ। ৩৪০।
দোলগঞ্জ, ৩য় ভাগ, ১৭৩।
দোস্ত মহম্মদ খাঁ (কাবুলের আমীর) ১ম ভাগ, ২২। ৪র্থ ভাগ, ৩, ২৫, ২৬, ৫২, ১১৩, ১১৪, ১১৫।
দৌলত রাও সিন্ধিয়া, ৪র্থ ভাগ, ৬৮।

ধ

ধরমপুর, ৫ম ভাগ, ৯৯, ১০০।
ধর্ম্মণ বিধি, ৪র্থ ভাগ, ২৩৮।
ধাররাজ্য, ১ম ভাগ, ৮৪। ৫ম ভাগ, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪।
ধীরাজকি পাহাড়ী, ২য় ভাগ, ২২০।

ধুন্দিয়া খেয়ার, ৩য় ভাগ, ২৬৫।
ধুন্দুপন্থ (নানা সাহেব দ্রষ্টব্য)।

ন

নওগাঁ, ৫ম ভাগ, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০।
নওপাড়া, ৫ম ভাগ, ২২৮।
নওশেরা, ৪র্থ ভাগ, ২,২৪, ২৬, ৩৭, ৪৩, ৬৩।
নবাই, ৪র্থ ভাগ, ২৫০, ২৫২।
নজফ পাহাড়, ৫ম ভাগ, ৩১৭।
নজীব খাঁ, ৩য় ভাগ, ২২৮।
নট্, ১ম ভাগ, ২১৫। ২য় ভাগ, ৯। ৪র্থ ভাগ, ৮।
নথে খাঁ, ৫ম ভাগ, ৪০১, ৪০৩, ৪০৫।
নদীয়া, ৪র্থ ভাগ, ৩০৯।
ননী নবাব, ৩য় ভাগ, ১৯৩, ২১৯।
নন্দকুমার, ১ম ভাগ, ১৭১, ১৭২।
নন্দি দুর্গ, ১ম ভাগ, ২০১, ২০২।
নবাবগঞ্জ, ৩য় ভাগ, ১৪৮, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ২২১, ২৫০। ৫ম ভাগ, ২২২, ২৩০, ২৪৫, ৩৭৮।
নরবর, ৫ম ভাগ, ৪২২, ৪৩৫।
নরসিংহপুর, ৫ম ভাগ, ৩৮২।
নটন, ১ম ভাগ, ৬৫, ১৬৮।
নর্থব্রুক্ লর্ড, ৫ম ভাগ, ৪২৬।
নর্থ্ মেজর, ৩য় ভাগ, ২৪৪, ২৫৩।
নর্ম্মদা, ১ম ভাগ, ৮১, ৮৫। ৫ম ভাগ, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪১।
নর্ম্মদা প্রদেশ, ৪র্থ ভাগ, ২৪১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫। ৫ম ভাগ, ৩৬৪, ৩৮১।
নলকেরা, ৫ম ভাগ, ৪৩৪।
নসিরুদ্দিন হায়দর, ১ম ভাগ, ১২১, ১২৯।
নসির উদ্দৌলা নবাব, ১ম ভাগ, ১০২।
নসিরাবাদ, ৪র্থ ভাগ, ৭৮। ৫ম ভাগ, ১২১, ১২৬, ১২৭, ১৫৩, ৪৩১।
নসীরুদ্দিন নবাব, ৫ম ভাগ, ৩৫৫।
নাগপুর, ১ম ভাগ, ৫৯, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০৭, ১০৮, ১২১ ১৪৮, ২৫৮। ২য় ভাগ, ৭৮, ১৩৯। ৪র্থ ভাগ, ২৪১, ২৮৯। ৫ম ভাগ, ৮৩,৩৮৫।
নাগোদ, (নাগোড়) ৪র্থ ভাগ, ২৫২। ৫ম ভাগ, ৪২৭, ৪৩০।
নাগ্রা, ৪র্থ ভাগ, ২৫১।
নাজিম নবাব, ২য় ভাগ, ১১, ২১। ৪র্থ ভাগ, ১৭৯।
নাজির খাঁ, ৫ম ভাগ, ৩৪৩।
নাথ খার, ৫ম ভাগ, ৪৩২।
নাথপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৮৮।
নাদিরশাহ, ১ম ভাগ, ৩৮। ২য় ভাগ, ১৮৭, ২৪৩। ৩য় ভাগ, ২৬৩। ৫ম ভাগ, ২৭৬, ২৮৩।
নানক, ১ম ভাগ, ৪৭, ৪৯।
নানক চাঁদ, ৩য় ভাগ, ১৫৭, ১৭৫, ২৫১।
নানা অহর রাও, ১ম ভাগ, ৭৮, ৮৩।
নানা পণ্ডিত, ১ম ভাগ, ৬৮।
নানা নারায়ণ রাও, ৩য় ভাগ, ২৫০, ২৫১, ২৬২।
নানা সাহেব ধুন্দুপন্থ, ১ম ভাগ, ৫৯, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ২৩৮। ২য় ভাগ, ৫০, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৯০। ৩য় ভাগ, ১২৯, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ১৯০, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩৩, ২৩৮, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৮। ৪র্থ ভাগ, ১৩৯, ২৪৮, ২৯৪। ৫ম ভাগ, ২৮৮, ২৯০, ২৯৩, ৩২৭, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৭, ৪০৬, ৪২২, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪৫।
নারায়ণ সিংহ, ১ম ভাগ, ১০৭।
নাভা, ৩য় ভাগ, ৩৪। ৪র্থ ভাগ, ৫৭, ৫৮, ৬৩।
নাসৌরী, ৩য় ভাগ, ২২।
নিকলসন্ কর্ণেল, ৪র্থ ভাগ, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৭, ৫১, ১১২, ১১৩, ১২০, ১২৮,

১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬।
নিকলসন্ ক্যাপ্তেন, ১ম ভাগ, ৩১, ৩২।
নিকল্‌সন্ লেফ্‌টেনেণ্ট, ১ম ভাগ, ৩১। ৪র্থ ভাগ, ৯০। ৫ম ভাগ, ৩৮, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৬।
নিজাম, ১ম ভাগ, ৪৬, ৫৯, ৮৫, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১৪৫, ১৯৯, ২০০। ২য় ভাগ, ৮১। ৫ম ভাগ, ৩৮৪, ৩৮৫।
নিবেট্ কর্ণেল, ২য় ভাগ, ২৩৭।
নিমতুল্লা খাঁ, ৫ম ভাগ, ৫০।
নিমার, ২য় ভাগ, ৭৪।
নিরাশা দুর্গ, ৩য় ভাগ, ১৫৭।
নীমচ, ৪র্থ ভাগ, ১০৭, ১৪৪। ৫ম ভাগ, ১১৩, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৬, ১২৭, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ৪৩৭।
নীমা, ১ম ভাগ, ৬১, ৬৩, ৬৬।
নীল গিরি, ১ম ভাগ, ১০৭, ১৩৪।
নীল রোড্, ৫ম ভাগ, ২৫৮।
নীল সেনাপতি, ২য় ভাগ, ২৩৩। ৩য় ভাগ, ১, ১৭, ৫০, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৭০, ৮৭, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৮, ১৬৪, ১৬৫, ১৮৬, ২২৪, ২২৬, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৬২। ৪র্থ ভাগ, ১৪৭। ৫ম ভাগ, ২০, ২৫৮, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭।
নুজুফগড়, ৩য় ভাগ, ২১১। ৪র্থ ভাগ, ১১২, ১৪৪, ১৪৫।
নুজুফগড় ঝিল, ৪র্থ ভাগ, ৬৭, ৬৮, ৮১, ৮৪, ১৩৪, ১৪৪।
নুরপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৩।
নৃপৎ সিংহ, ৫ম ভাগ, ৩৭৭, ৩৭৮।
নেপাল, ১ম ভাগ, ১২১, ১২৯, ১৩৬, ১৪৮, ২২৫। ৩য় ভাগ, ২১৮। ৪র্থ ভাগ, ২০৩, ২৫২, ২৮৮। ৫ম ভাগ, ১৪৪, ২২৯, ৩১১, ৩১২, ৩৫৫, ৩৬৭, ৩৭৮, ৪৪৪।
নেপিয়ার্ রবার্ট, ১ম ভাগ, ৫৩। ৫ম ভাগ, ৪৩১।
নেপিয়ার স্যার্ চার্লস্, ১ম ভাগ, ১৭৯, ২১৬, ২১৭, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১। ২য় ভাগ, ১৬০, ২০৫। ৫ম ভাগ, ২৯৭, ৩২০, ৩৩৩, ৩৪৮, ৩৫৭, ৩৫৮।
নেপোলিয়ন্, ১ম ভাগ, ২, ৭, ৩৫, ৯১, ২৩৪। ২য় ভাগ, ২৪০। ৫ম ভাগ, ৪৪১।
নেলসন, ৫ম ভাগ, ৩২৩।
নৈনীতাল, ৫ম ভাগ, ৫৯, ৬৬, ৬৭, ৯৮।
নোনাদি, ৪র্থ ভাগ, ২৬২।
নোয়াখালি, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬।

প

পইন ঘাট, ১ম ভাগ, ৯৯, ১০২।
পঞ্চকোট, ৪র্থ ভাগ, ২৯৫।
পঞ্চনদ, ১ম ভাগ, ১৫, ৩৯। ২য় ভাগ, ৬২, ১৩৯। ৩য় ভাগ, ৩৩, ৬৬, ১৩১, ২৪৫। ৪র্থ ভাগ, ৪, ৮, ২৪, ২৮, ৩২, ৫৪, ৯৩, ১১৩, ১১৫।
পঞ্জাব, ১ম ভাগ, ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ১১০, ১১৪, ১২১, ১২৯, ১৩৪, ১৪৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭৯, ২১৯, ২২২, ২২৬, ২৩৮, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫। ২য় ভাগ, ১০৯, ১১০, ১৩৯, ২২৯। ৩য় ভাগ, ১১, ২২, ২৩, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৬৫, ৯৩, ১৩০, ১৮৬। ৪র্থ ভাগ, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২৪, ২৬, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৪, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২০, ১২৮, ১২৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ১৭৭। ৫ম ভাগ, ১, ৯০, ১৬৯, ১৯৯, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৬, ২৭৯, ৩১৪, ৩১৫, ৩৩২, ৩৪০, ৪৪৭।
পটর্মন্ মেজর, ২য় ভাগ, ২০২, ২০৩, ২১৭, ২২৬।

পণ্ডিত জলা (জ্বালা) প্রসাদ, ১ম ভাগ, ১১।

পন্‌সন্ বি জর্জ্জ, ৩য় ভাগ, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৯।

পলক, ১ম ভাগ, ২১৫।

পলাশী, ২য় ভাগ, ১০৫। ৩য় ভাগ, ৩০, ৩২, ৪৮, ১৭০, ১৯৪। ৪র্থ ভাগ, ৭৯, ৮১, ৮২, ১৭০, ৩০৩।

পল্টু সেখ, ২য় ভাগ, ৩৯, ৪০, ৫১, ২২৮।

পল্‌ব মো, ৩য় ভাগ, ২৫৭।

পাইকপাড়া, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬।

পাওয়ার মাজিষ্ট্রেট, ৫ম ভাগ, ৩৪৪।

পাওয়ারী দুর্গ, ৫ম ভাগ, ৪৩৫।

পাকিংটন স্যারজন, ৪র্থ ভাগ, ২৯৩।

পাটনা, ১ম ভাগ, ১৭৬। ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৯, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২৩, ২২৮, ২৩২, ২৩৯, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৯৫, ৩১২।

পাঁড়ে ভুমি, ৪র্থ ভাগ, ৯৫।

পাণ্ডিপথ, ৩য় ভাগ, ৩৪, ৩৫।

পাণ্ডু নদী, ৩য় ভাগ, ২৩৬, ২৩৭। ৫ম ভাগ, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০।

পাণ্ডুরঙ্গ রাও, ১ম ভাগ, ১১১।

পাতিয়ালা, ২য় ভাগ, ২২৭। ৩য় ভাগ, ২৪, ৩১, ৩৩, ৩৪। ৪র্থ ভাগ, ৬৩। ৫ম ভাগ, ২৬৩।

পাতিয়ালী, ৫ম ভাগ, ৩৪১।

পানহাট, ৫ম ভাগ, ৩৭৩।

পান্না, ৩য় ভাগ, ২৬৫।

পামার ষ্টোন্ লর্ড, ১ম ভাগ, ২৪৮, ২৫২, ২৫৩।

পারণ, ৫ম ভাগ, ৪৩৮, ৪৩৯।

পারস্ত, ২য় ভাগ, ৮১, ১০৭, ১৬৭, ১৭৮, ১৮৪। ৪র্থ ভাগ, ১৭৬। ৫ম ভাগ, ১৬৮।

পারী, ১ম ভাগ, ৪৭। ৩য় ভাগ, ২৫৭। ৫ম ভাগ, ১৬৫।

পার্ক ব্রিগেডিয়ার, ৫ম ভাগ, ৪৪২।

পার্ব্বতী নদী, ৫ম ভাগ, ৪৪১।

পার্লিয়ামেণ্ট, ১ম ভাগ, ৪৬, ৯৬। ৫ম ভাগ, ৪৫১।

পালম্ হাউ, ৫ম ভাগ, ৩৪৬।

পালাম কোট, ১ম ভাগ, ২০২, ২০৩।

পালা মৌ, ৪র্থ ভাগ, ২৯১।

পালিসর্ লেপ্টেনেণ্ট, ৩য় ভাগ, ৫৩, ৫৪, ২২৮।

পাহাড়পুর, ৪র্থ ভাগ, ৭০।

পিকক্ বার্ণেস্, ১ম ভাগ, ২৫৬, ২৫৯।

পিকিন, ৫ম ভাগ, ১৮৯।

পিঙ্ক্‌নে, ৫ম ভাগ, ৩৯৮, ৩৯৯।

পিণ্ডি, ৪র্থ ভাগ, ৫২।

পিতর, ১ম ভাগ, ২।

পিস্রো, ৩য় ভাগ, ২৫৭।

পিয়াণ, ৫ম ভাগ, ২৪৪।

পিলি, ২য় ভাগ, ২২৩, ২২৬।

পীর আলি, ৪র্থ ভাগ, ১৯১, ১৯২, ১৯৩।

পীরু, ৪র্থ ভাগ, ২৫৭, ২৬১।

পীল কাপ্তেন, ৪র্থ ভাগ, ১৭৬। ৫ম ভাগ, ৩০৯, ৩১০, ৩১৮, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৮, ৩৭৫, ৩৭৬।

পীল স্যার্ উইলিয়ম, ৫ম ভাগ, ৩৪৯।

পুরু, ১ম ভাগ, ৪১, ৫০। ৩য় ভাগ, ৮১। ৪র্থ ভাগ, ২৯৯।

পুরুলিয়া, ৪র্থ ভাগ, ২৮৯, ২৯০, ২৯৬।

পুণা, ১ম ভাগ, ১০৮, ১১০। ৩য় ভাগ, ১৪১, ২৬৫। ৫ম ভাগ, ৩৮৬।

পুরবীয়, ৪র্থ ভাগ, ৩৩।

পূর্ণিয়া, ৪র্থ ভাগ, ২৮৭।

পূর্ব্ব উপদ্বীপ, ১ম ভাগ, ৫৯।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা, ৪র্থ ভাগ, ২৮৫, ২৯৬।

পৃথ্বীপাল সিংহ, ৫ম ভাগ, ৪৪৪।

পৃথ্বীরাজ, ১ম ভাগ, ১২২। ২য় ভাগ, ৫৪।

পৃথ্বীসিংহ, ৫ম ভাগ, ৪৩৩।

পেগু, ১ম ভাগ, ৫৯, ৭৬। ৫ম ভাগ, ৪৪৬।

পেশবা, ১ম ভাগ, ৫৯, ৬২, ৬৭, ১০৮, ১০৯, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১৬৫, ১৬৬। ২য় ভাগ, ৭৬, ৭৮। ৩য় ভাগ, ১২৮, ১৪১, ১৪৫, ১৫৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২৩, ২২৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৫১, ২৬০, ২৬৩, ২৬৭। ৫ম ভাগ, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৪০১, ৪২০, ৪২২, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৪০।

পেশবর, ২য় ভাগ, ২৩৫। ৪র্থ ভাগ, ১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৬৫।
পেশাবর, ৪র্থ ভাগ, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৯, ১৩১, ১৪১, ১৪২। ৫ম ভাগ, ৩৫৬।
পেশোয়া সিংহ, ১ম ভাগ, ২৯, ৩০।
পোয়াইন্, ৫ম ভাগ, ৩৭৩, ৩৭৪।
পোয়েনী, ১ম ভাগ, ১৫৬।
পোর্সিয়া, ১ম ভাগ, ১০২।
পোলণ্ড, ১ম ভাগ, ৮৯, ৯১।
পোল হোয়েল, ৫ম ভাগ, ৬, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৭০।
পৌহায়িন, ৫ম ভাগ, ৭৪, ৭৫।
প্যাগডা, ১ম ভাগ, ১৯৪।
প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় ভাগ, ১১৪।
প্রকাশ সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ১৩৬।
প্রক্সি, ১ম ভাগ, ২৯।
প্রতাপ গড়, ৪র্থ ভাগ, ২৮৩।
প্রতাপ চন্দ্র সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬, ৩০৯।
প্রতাপ সিংহ, ১ম ভাগ, ৩৬, ৬২, ৬৩, ৬৬, ২৩৪। ৪র্থ ভাগ, ২০০। ৫ম ভাগ, ১৮, ৩৮৫।
প্রয়াগ, ৩য় ভাগ, ৮০, ৯৮।
প্রসন্ন নাথ রায়, ৪র্থ ভাগ, ৩০৯।
প্রিন্স বিস্মার্ক, ১ম ভাগ, ৫১।
প্রুশিয়া, ১ম ভাগ, ৯১।
প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ২য় ভাগ, ২৭, ৪৪, ৪৬।
প্রাট্ কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ১২৩, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৮।

ফ

ফকির উদ্দিন, ২য় ভাগ, ১৫৮, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫।
ফকিরাবাদ, ৩য় ভাগ, ৮০।
ফজল আলি, ৫ম ভাগ, ২২৮।
ফজিল খাঁ, ৫ম ভাগ, ৩৮৩।
ফত্তে খাঁ, ৪র্থ ভাগ, ৫২।
ফত্তেগড়, ১ম ভাগ, ৪৬, ৪৭, ১২৮। ৩য় ভাগ, ১৫২, ২২১, ২২২, ২৩৭। ৪র্থ ভাগ, ২৯৫। ৫ম ভাগ, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ৩০৮, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫২।
ফত্তেপুর, ১ম ভাগ, ১২১, ১৪০, ১৪৩। ৩য় ভাগ, ১২৪, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৬৬, ২৬৭। ৫ম ভাগ, ৮৮, ৯৮, ৩০৯, ৩১০।
ফত্তেপুর সিক্রী, ৫ম ভাগ, ১৫৪, ১৫৫।
ফত্তেমা, ২য় ভাগ, ২২০, ২২১।
ফরক্কাবাদ, ১ম ভাগ, ১২১, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬, ১৬৩। ৩য় ভাগ, ২২১। ৫ম ভাগ, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৪, ২৮৮. ২৯২, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৪৪৪।
ফরজান্দ আলি মির, ৫ম ভাগ, ২৪৩।
ফরব্স্, ১ম ভাগ, ১০৬।
ফর্ব্স্-মিচেল, ৫ম ভাগ, ৩১৫, ৩৩৮, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৬১, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪৪২, ৪৪৫।
ফরসিত্, ৩য় ভাগ, ২৩, ২৪, ২৫।
ফরাস খাঁ তোরণ, ২য় ভাগ, ১৮৭।
ফরিদ বক্স, ৫ম ভাগ, ২০০, ২৮৭, ২৯৬, ৩১৩, ৩১৯।
ফরেষ্ট্, ২য় ভাগ, ২০৬, ২০৯।
ফরেষ্ট্ সাহেব, ৫ম ভাগ, ৪৪৯।
ফাউলিস্ কর্ণেল, ১ম ভাগ, ২১৩।
ফাড়ি, ৫ম ভাগ, ৫৯।
ফার্ কু হর্‌সন, ৪র্থ ভাগ, ১৯৩, ২৭৩।
ফিচেট্, ৩য় ভাগ, ২৩৯, ২৪০।
ফিনিস্ কর্ণেল, ২য় ভাগ, ১১৩, ১১৬।
ফিরোজপুর, ১ম ভাগ, ৩, ১৬, ৩৮, ২১৭। ৩য় ভাগ, ২২। ৪র্থ ভাগ, ১, ৬, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ৬৯, ৭০, ১৪৪। ৫ম ভাগ, ৬২।
ফিরোজ শাহ, ৫ম ভাগ, ৩০৩, ৩৫৯, ৩৭৩, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪৩৭, ৪৩৮।
ফিরোজ সহর (ফিরু সহর) ১ম ভাগ, ৩। ৩য় ভাগ, ৮৩, ২৪৫। ৪র্থ ভাগ, ৮।
ফলিপ্স্, ৫ম ভাগ, ৭৬, ৭৭, ৭৮।
ফিলিমোর, ১ম ভাগ, ২৪৯।

ফিরোজ, ৩য় ভাগ, ২২, ২৫, ২৭। ৪র্থ ভাগ, ১, ৬, ১৬, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৭৯, ১৬০।
ফিসার, ৫ম ভাগ, ৯৫, ২২০, ২২১।
ফুলপুর, ৫ম ভাগ, ৩৬৭।
ফুলবাগ, ৫ম ভাগ, ৪২৩, ৪২৫।
ফুলা সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২৪, ২০০।
ফেন্‌উইক্‌, ৪র্থ ভাগ, ২২৩।
ফেরার, ৫ম ভাগ, ২৫১।
ফেরিঙ্গুমজা, ১ম ভাগ, ২০০।
ফৈজাবাদ, ২য় ভাগ, ৭৭। ৩য় ভাগ, ৫৪। ৫ম ভাগ, ১৮০, ১৯২, ২০৫, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৫ ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২২, ২২৬, ২৩৫, ২৪৫, ২৪৮, ৩৬৪, ৩৭৪, ৪৪৪।
ফোর্ট উইলিয়ম্‌, ৪র্থ ভাগ, ১৬৮, ৩০৭, ৩১০।
ফোর্ড্‌, ২য় ভাগ, ৭৪।
ফ্রান্স্‌, ১ম ভাগ, ৯১। ৩য় ভাগ, ১৪৪, ২৫৭। ৪র্থ ভাগ, ১০৫, ১১২, ১৪৫। ৫ম ভাগ, ৩৭০।
ফ্রেজার, ২য় ভাগ, ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬। ৩য় ভাগ, ৪১, ৪৩। ৪র্থ ভাগ, ৭০। ৫ম ভাগ, ৩০২, ৩৯৭, ৪৫৫।
ফ্রেড্‌রিক্‌, ১ম ভাগ, ৯১।
ফ্রেণ্ড্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া, ৪র্থ ভাগ, ১৭০, ১৭১,৩০২।
ফ্রেসার মেজার, ৩য় ভাগ, ৪০।
ফ্লাগষ্টাফ্‌ টাউয়র, ২য় ভাগ, ২০৯, ২১৮।
ফ্লেচার, ১ম ভাগ, ১৮৭।
ফ্লোরেন্স্‌ নাইটিঙ্গেল্‌, ৫ম ভাগ, ১৬১।

ব

বক্‌সার, ১ম, ভাগ, ১২২। ৪র্থ ভাগ, ১৭৮, ২৩১, ২৩২, ২৫৮, ৩১২।
বক্‌লি, ২য় ভাগ, ২০৭, ২০৮, ২০৯।
বখৎ খাঁ, ৪র্থ ভাগ, ৮৩, ৮৪, ১০৭। ৫ম ভাগ, ৭১, ২৬২, ২৭২, ২৭৩, ৩৫৯, ৩৭৭, ৩৭৮।
বগ্‌ লেপ্টেনেন্ট্‌, ২য় ভাগ, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫১, ৫২।
বঙ্কবাই, ১ম ভাগ, ৭৫, ৭৭, ৮৩, ৮৭, ৯০।
বঙ্গ (বাঙ্গালা) ১ম ভাগ, ১, ২, ৬০, ১০৭, ১৩৯, ১৪০, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৭৫, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ২১৭, ২৩৮, ২৪৪, ২৪৫, ২৬২। ২য় ভাগ, ৪, ১১, ৪৯, ৬২, ৮০, ৮৯, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১৫২। ৩য় ভাগ, ১, ৩, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৯, ৩০, ৪৮, ৪৯, ৬৮, ৭৭, ১৫৩, ১৬০, ১৬১, ১৯৪। ৪র্থ ভাগ, ১, ১৪৭, ১৫৫, ১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৯৪, ২৬৫, ২৮১, ২৮৫, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৭, ৩০০, ৩০১, ৩০৪, ৩০৭, ৩০৯, ৩১১।
বাঙ্গলা, ৫ম ভাগ, ৩, ৬, ১২০, ১২১, ১৮০।
বঙ্গলূর, ১ম ভাগ, ২০১, ২০২।
বড় বাঁকি, (বারা বঙ্কি) ৫ম ভাগ, ২৪৫।
বড়োদ, ৫ম ভাগ, ৪৩৭।
বণ্টন্‌ মেজর, ২য় ভাগ, ২৮।
বদলু, ৩য় ভাগ, ১৯৫।
বদাউন, ১ম ভাগ, ১৫৯। ৫ম ভাগ, ৪২, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৯২, ৯৮।
বনহাম সেনানায়ক, ৫ম ভাগ, ২২৭, ২৪৬।
বনাস নদী, ৫ম ভাগ, ৪৩৩।
বম্র্‌, ১ম ভাগ, ১৭, ১৮, ২০।
বয়ইচ, ৫ম ভাগ, ১৮০, ২০৫, ২২৪, ২২৫, ২২৮।
বরদা, ২য় ভাগ, ৮১। ৫ম ভাগ, ১৩৯, ৪৩৭।
বরপুরা, ৫ম ভাগ, ১৭, ২৬।
বরোস্‌ মেজর, ৩য় ভাগ, ৫২।
বর্গা, ১ম ভাগ, ১২৫।
বর্ণিয়র, ২য় ভাগ, ১৯৪।
বর্দ্ধমান, ৪র্থ ভাগ, ৩০৬, ৩১১।
বর্‌ ফোর্ড্‌ সাহেব, ৫ম ভাগ, ৪২, ৪৩।
বর্ম্মিংহাম, ৪র্থ ভাগ, ৬৭।
বলগড়, ২য় ভাগ, ২২৬।
বলদেব সিংহ হাবিলদার, ৫ম ভাগ, ৫৯।
বলবন্ত রাও, ৫ম ভাগ, ১৩৮, ৩৮৬।
বলরামগড়। ৫ম ভাগ, ৪৪৫।
বলরামপুর, ৫ম ভাগ, ২২৫, ২২৬, ২২৭।
বল্‌ সাহেব, ২য় ভাগ, ১৫৬।
বসিরৎ গঞ্জ, ৫ম ভাগ, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৪।
বস্‌ জজ, ২য় ভাগ, ২২৯।
বহরমপুর, ২য় ভাগ, ১, ১১, ১২, ১৩, ১৪,

১৭, ১৮, ৩১, ৩৬, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৩, ২৩৯। ৪র্থ ভাগ, ১৫৮।
বংশগোপাল, ৫ম ভাগ, ১২৮, ১৪২।
বাইঙ্, ৪র্থ ভাগ, ২৮৩, ২৮৪।
বাইজী বাই, ৪র্থ ভাগ, ৬৮।
বাইরাবল, ১ম ভাগ, ১, ৬, ২৪।
বাইশবারা, ৩য় ভাগ, ২৬৮।
বাকর আলি, ৩য় ভাগ, ১৯৩।
বাঁকীপুর, ১ম ভাগ, ১৮৬, ১৯২।
বাক্লৌর, ১ম ভাগ, ৪৯।
বাঘপথ, ৩য় ভাগ, ৪৬।
বাজীরাও, ১ম ভাগ, ৬২, ৬৬, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১৬৫। ২য় ভাগ, ৭৬। ৩য় ভাগ, ১২৮, ১৪১, ১৪৬, ১৫৭, ২৫১, ২৬০। ৫ম ভাগ, ৩৮৬, ৩৮৭।
বাট্‌সন, ২য় ভাগ, ২১০, ২১১, ২২৭।
বাপপুর, ৫ম ভাগ, ৩৮৩, ৪২২, ৪৪৫।
বাপেশ্বর, ৫ম ভাগ, ৪৩৭।
বাঁদা, ৩য় ভাগ, ২৩১। ৪র্থ ভাগ, ২৪৩। ৫ম, ভাগ, ২৭০, ৩৩৮, ৩৮৫, ৪১৮, ৪১৯, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৪৫।
বান্‌বারি কাপ্তেন, ১ম ভাগ, ১৩৮, ১৪১।
বান্‌স্ আগ্নু, ১ম ভাগ, ১২. ১৩, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪।
বানি, ৫ম ভাগ, ২৯৪।
বানিসেতু, ৫ম ভাগ, ৩০৯, ৩১০।
বাবর, ৩য় ভাগ, ৩৪, ১০৯, ১২৯। ৫ম ভাগ, ২৭২।
বাবাভট্ট, ৩য় ভাগ, ১৪৪, ১৭৩, ১৯৪, ২২৫, ২৬০।
বাবুরাম বক্‌স্, ৩য় ভাগ, ২১২।
বারাকপুর, ১ম ভাগ, ৪১, ৪২। ২য় ভাগ, ১, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ২৩, ২৫, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৬২, ৬৪, ৭২, ৮০, ৮৮, ৮৯, ১৯৯, ২৩৯। ৩য় ভাগ, ১, ৫, ৯, ১৩, ১৪, ১৫। ৪র্থ ভাগ, ১০, ১৪৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৯। ৫ম ভাগ, ৪৪৯।
বারানসী, ১ম ভাগ, ১৬, ২১, ২৪, ৪১, ৪৪, ৬২, ১২৭, ১২৮, ১৩৯, ১৭৬। ৩য় ভাগ, ১, ৬, ১৫, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০২, ১২৫, ১২৯, ১৩০, ১৫৮, ১৭১, ১৯৩, ২২৯, ২৫১। ৪র্থ ভাগ, ১৫০, ১৮০, ১৯৩, ১৯৫, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৫৫, ২৯৫। ৫ম ভাগ, ৩, ৫, ১৬৮, ২২১, ২৪৮, ৩৮৬, ৩৯০।
বারি, ৫ম ভাগ, ৩৭২।
বারি দোয়াব, ১ম ভাগ, ২৩৪।
বারেট্ মেজর, ৩য় ভাগ, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬৩।
বারো মেজর, ৫ম ভাগ, ৪৪৪।
বার্চ্চ কর্ণেল, ১ম ভাগ, ২৬২। ২য় ভাগ, ২৬, ২৭। ৫ম ভাগ, ২০৮।
বার্ড্ মার্টিন রবর্ট, ১ম ভাগ, ১৫৯।
বার্ড্ রবর্ট, ১ম ভাগ, ১৫৪।
বার্ণাড্, ২য় ভাগ, ৮১। ৩য় ভাগ, ২০, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯। ৪র্থ ভাগ, ৬৬, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ১৫০।
বার্ণেস্ জর্জ্জ, ১ম ভাগ, ৫৩। ৩য় ভাগ, ২৩, ২৪, ২৫।
বালক্লাবা, ৩য় ভাগ, ১০৩।
বালরাও, (বালারাও) ৩য় ভাগ, ১৪৪, ১৭৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭। ৫ম ভাগ, ৪৪৪।
বাল সাহেব, (বালা সাহেব) ৩য় ভাগ, ২৫৯। ৫ম ভাগ, ৩৩৭, ৪৪৪।
বালা সাহেব, ৪র্থ ভাগ, ২৪৮।
বাল্মীকি, ১ম ভাগ, ১২১।
বাহাদুর গড়, ৪র্থ ভাগ, ১৪৪।
বাহাদুর শাহ (আবুল মজঃফর সুরাজ-উদ্দিন মহম্মদ), ২য় ভাগ, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬। ৩য় ভাগ, ৮৫, ৮৬। ৪র্থ ভাগ, ৬৬, ১১০, ১১১। ৫ম ভাগ, ৪, ১৯৯, ২৭২, ২৭৫, ২৭৬, ৪৪৫, ৪৪৬।

বিওয়ার, ৫ম ভাগ, ৩০৮।
বিকতর হুগো, ৫ম ভাগ, ২০৫।
বিকল্ড্ ফীল্ড্, ৪র্থ ভাগ, ২৯৩।
বিকার্স বয়েল্, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২৩০।
বিক্টোরিয়া মহারাণী, ১ম ভাগ, ২৩২। ২য় ভাগ, ১৫৪।
বিক্রমাদিত্য, ১ম ভাগ, ২।
বিচর মেজর, ৪র্থ ভাগ, ৪৬।
বিজম, ৫ম ভাগ, ৪১৪, ৪১৬।
বিজনৌর, ৫ম ভাগ, ৩৮১।
বিজয় গড়, ৫ম ভাগ, ৩০৩।
বিজয় দুর্গ, ৩য় ভাগ, ১৫৭।
বিঠুর, ১ম ভাগ, ১০৯, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৮। ২য় ভাগ, ৭৬। ৩য় ভাগ, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৫৯, ১৬১, ১৭১, ২০৯, ২১৮, ২১৯, ২২৪, ২৩৭, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০, ২৫১, ২৬০। ৫ম ভাগ, ২৮৭, ২৯২, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৮৬।
বিডন্, ১ম ভাগ, ১১৯। ৪র্থ ভাগ, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩১০।
বিতস্তা, ৪র্থ ভাগ, ১১৭, ১২১।
বিধোয়া, ৫ম ভাগ, ৪৪৩।
বিন্সেণ্ট্ আয়ার, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭, ১৯৯, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৯, ২৪৮, ২৫৩, ৩১২।
বিপাশা, ১ম ভাগ, ৩। ৪র্থ ভাগ, ২৩।
বিবি অর, ৫ম ভাগ, ২৩১, ২৩২, ২৩৮।
বিবি ওহোরন্, ৫ম ভাগ, ৯৩।
বিবিগঞ্জ, ৪র্থ ভাগ, ২৩৩।
বিবিঘর, ৩য় ভাগ, ১২৯, ২২১, ২২২, ২২৪, ২৩৮, ২৪০, ২৪৮, ২৫২, ২৫৩, ২৫৯।
বিলোড়, ১ম ভাগ, ১৬৮, ১৭৯, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২১২। ২য় ভাগ, ৫, ১১৭।
বিস্মার্ক, ১ম ভাগ, ২৩৪।
বিহার, ১ম ভাগ, ২, ১৬১, ১৭৬। ২য় ভাগ, ১১। ৩য় ভাগ, ৪৯, ৮২। ৪র্থ ভাগ, ১৪৭, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৯৪, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২১২, ২১৪, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৭১, ২৭৩, ২৮৫, ২৮৮, ২৮৯, ৩০০, ৩০৭, ৩০৯, ৩৮৮। ৫ম ভাগ, ২৯১।
বিহিয়া, ৪র্থ ভাগ, ২৫৬।
বীডন্ সিসিল্, ১ম ভাগ, ২৬২।
বীরভঞ্জন সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২০৫।
বুদলিকা সরাই, ৩য় ভাগ, ২০, ৪৭, ৪৮। ৪র্থ ভাগ, ৬৯, ৭২, ৭৭। ৫ম ভাগ, ৩৭৭।
বুঁদী, ৫ম ভাগ, ৪৩২।
বুধপুর, ৪র্থ ভাগ, ১২৫।
বুধসিংহ, ২য় ভাগ, ২২০।
বুধোয়া, ১ম ভাগ, ১৬৩।
বুন্দেলখণ্ড, ১ম ভাগ, ৬৭, ৭১, ৭৪। ৫ম ভাগ, ৩৩৬, ৪০১, ৪২৯, ৪৩০।
বুন্দেলা, ৫ম ভাগ, ৪০০, ৪০৬, ৪১৩।
বুলন্দর সহর, ৩য় ভাগ, ৪৬। ৫ম ভাগ, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০।
বুলার্ স্যার্ আর্থার ১ম ভাগ, ২৬২।
বেওয়ার, ৫ম ভাগ, ১২১, ৩৪১।
বেকন, ৪র্থ ভাগ, ২।
বেগমকুঠী, ৫ম ভাগ, ২০০, ৩৬২, ৩৬৬, ৩৬৭।
বেগম গঞ্জ, ৫ম ভাগ, ২১৫।
বেজুলা পাহাড়, ২য় ভাগ, ১৯৮।
বেণীমাধব রাণা, ৫ম ভাগ, ৪৪৩।
বেত্রবতী, ৫ম ভাগ, ৪০১, ৪১৩, ৪৩৫, ৪৩৬।
বেদব্যাস, ১ম ভাগ, ৪।
বেল্সন্ কর্ণেল্, ১ম ভাগ, ২২১।
বেয়ার্ড্ স্মিথ কর্ণেল, ৩য় ভাগ, ৪০, ৪১, ৪২। ৪র্থ ভাগ, ৮৩, ৮৯। ৫ম ভাগ, ২৬০।
বেরার, ১ম ভাগ, ৮৫, ৯০, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ২৩৮। ৪র্থ ভাগ, ২৪১।
বেরিলী, ৪র্থ ভাগ, ৮৩, ১০৭, ১১৪, ১৪৪। ৫ম ভাগ, ৪২, ৪৯, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮৭, ১০১, ১০৪, ২৮৭, ৩৪০, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৪৪৫।
বেরেস্ ফোর্ড্ বিসি, ২য় ভাগ, ১৯৭।
বেলি কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ১৯৮।
বেলিগার্ড, ৫ম ভাগ, ১৯৮।
বেলিন্দা, ৩য় ভাগ, ২২৬।
বেলুচী, ৪র্থ ভাগ, ১৩৪।

বেল্ মেজর্ ইবান্, ১ম ভাগ, ২৪১।
বৈরাম ঘাট, ৫ম ভাগ, ২২৮।
বোন্‌টেন্ মেজর্, ২য় ভাগ, ২৫।
বোম্বাই, ১ম ভাগ, ২, ১২, ৩৪, ৪৭, ৬০, ৬৫, ৮৫, ১২০, ১৫০, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ২৪৪, ২৫৪, ২৬২, ২৬৪। ২য় ভাগ, ৮১, ১০৭, ১০৯। ৩য় ভাগ, ১২৪, ১৩০। ৪র্থ ভাগ, ৯৩। ৫ম ভাগ, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৬, ১২৮, ১৩৪, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৭৯, ২৮৩, ২৮৮, ৩৬৪, ৩৮১, ৩৮৪, ৪০৭, ৪৩৬, ৪৩৯।
বোর্‌ছা, ৫ম ভাগ, ৪০০, ৪০১।
বোরছা দরওয়াজা, ৫ম ভাগ, ৪১৩।
বোরবোঁ, ১ম ভাগ, ৯১।
বোর্ড্ অব্ কণ্ট্রোল, ১ম ভাগ, ১৩১, ১৩৪, ২০৬। ২য় ভাগ, ১৬৪, ১৬৫। ৩য় ভাগ, ১। ৪র্থ ভাগ, ৮৬, ১৫৮। ৫ম ভাগ, ১৪৪, ৩৭১।
বোলডর্ম্সন্, ১ম ভাগ, ১৫৫, ১৫৬।
বোলন, ১ম ভাগ, ১৪৫।
বোলাম্, ২য় ভাগ, ১৭৮।
বোলিও কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ২২৪।
বোল্‌টন, ৫ম ভাগ, ৩৮।
বৌকায় লেপ্টেনেণ্ট, ৫ম ভাগ, ৪১৬।
ব্যাগেট্ মেজর, ৩য় ভাগ, ২৭।
ব্যাঙ্কস্ মেজর্, ৫ম ভাগ, ২৫১।
ব্রড্‌ফুট্ কর্ণেল্, ২য় ভাগ, ১৫৩।
ব্রহ্মদেশ, ১ম ভাগ, ৫৯, ১৪৪, ১৪৮, ২৩১। ২য় ভাগ, ৫, ১৫। ৩য় ভাগ, ১২৪। ৫ম ভাগ, ৬৫, ৮৭।
ব্রহ্মপুত্র, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭।
ব্রাইট্ লেপ্টেনেণ্ট্, ২য় ভাগ, ২৫।
ব্রাউন্‌বেস্, ২য় ভাগ, ২, ৩, ৪। ৪র্থ ভাগ, ১৬১।
ব্রাড্ ফোর্ড্ ১ম ভাগ, ২২৪।
ব্রিজিস্ কাদের, ৫ম ভাগ, ২৩৪, ৪৪৪।
ব্রিটেনিয়া, ১ম ভাগ, ৩৯, ৫৯, ১৭৯।
ব্রিঙ্ ব্রিগেডিয়ার, ৪র্থ ভাগ, ১২০, ১২৮, ১৩৩।
ব্রুস্, ১ম ভাগ, ২৪৯।
ব্রুস্ কাপ্তেন, ১ম ভাগ, ২৩৮।
ব্রোটন্ লর্ড, ১ম ভাগ, ১৩১।
ব্লেক মেজর, ৫ম ভাগ, ১১৫, ১২০।

ভ

ভগিনীপুর, ৫ম ভাগ, ৩২৭, ৩২৮।
ভবানী সিংহ, ৩য় ভাগ, ১৬২, ১৮৮, ২৬৪। ৫ম ভাগ, ৫৯।
ভরত পাল, ১ম ভাগ, ৯৬, ৯৭।
ভরতপুর, ১ম ভাগ, ৬৮, ৯৫। ২য় ভাগ, ৬৮, ৯৭। ৪র্থ ভাগ, ১০৯, ২২৮। ৫ম ভাগ, ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ১৫৪, ১৫৫, ৪৩১।
ভাও গাঁ, ৫ম ভাগ, ২৭।
ভাওয়ালপুর, ১ম ভাগ, ১৮।
ভাগলপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৭৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৭।
ভাগীরথী, ১ম ভাগ, ১৮৩। ২য় ভাগ, ৮, ১১। ৩য় ভাগ, ৪, ১১৮, ২০৫। ৪র্থ ভাগ, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৮০। ৫ম ভাগ, ৯৫, ২৮৯, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪২, ৩৭৬।
ভাগীরথী বাই, ৫ম ভাগ, ৩৮৬।
ভিকা, ২য় ভাগ, ২২২, ২২৩।
ভিড়ের বাগ, ৫ম ভাগ, ৪১৪।
ভিলবারা, ৫ম ভাগ, ৪৩২।
ভিল্‌সা, ৫ম ভাগ, ৭৭।
ভীমা, ১ম ভাগ, ৬১, ৬৩, ৬৬।
ভুলুয়া পরগণা, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬।
ভূপাবর, ৫ম ভাগ, ১৩৯।
ভূপাল, ৫ম ভাগ, ৩০৩, ৩৮৪, ৩৮৫।
ভোজপুর, ৩য় ভাগ, ৩৯।
ভোলা খাঁ, ৩য় ভাগ, ১৮৮।
ভোঁসলা, ১ম ভাগ, ৭৫, ৮০, ৮২, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১০৭।

ম

মইনপুরী (মেহনপুরী), ১ম ভাগ, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬। ৫ম ভাগ, ১, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ১৭৪, ২৯৮, ৩০৮, ৩৪০, ৩৪১।
মক্কা, ২য় ভাগ, ১৭২, ২২০, । ৫ম ভাগ, ৪৪৪।
মঙ্গল পাঁড়ে, ২য় ভাগ, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৮৭।
মঙ্গল সিংহ, ৫ম ভাগ, ৩০২।

মঙ্গলোয়ার, ৫ম ভাগ, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৪।
মঞ্জু ওলী, ৫ম ভাগ, ৪০৫।
মছুলী-পট্টন, ১ম ভাগ, ২০১।
মচ্ছিভবন, ৫ম, ভাগ, ১৯৬, ১৯৭, ২০৫, ২৪০, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০।
মজঃফর নগর, ৫ম ভাগ, ২২, ২৫, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫১।
মজঃফরপুর, ১ম, ভাগ, ১৭৭। ৪র্থ ভাগ, ১৮২, ২৬৫, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩।
মটপুর, ৫ম ভাগ, ২২৪।
মণি, ৪র্থ ভাগ, ২০৮, ২৭১, ২৭২, ৩৪৯।
মণিপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৮৩, ২৮৪।
মণ্টগোমারী রবর্ট, ১ম ভাগ, ৫২। ৪র্থ ভাগ, ৪, ৫, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১। ৫ম ভাগ, ১৭৪, ২৭৯।
মতিমস্‌জিদ, ৫ম, ভাগ, ১৬৬।
মতিমহল, ৫ম ভাগ, ৩১৯, ৩২০।
মতিয়ারি, ৫ম ভাগ, ২২৯।
মতিহারী, ৪র্থ ভাগ, ১৮২।
মথুরা, ৫ম ভাগ, ১, ১৯, ২১, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৩০৩, ৩৫৯, ৩৭৭।
মদনপাল, ১ম ভাগ, ৯৬, ৯৭।
মদুদ আলি, ৩য় ভাগ, ১৫৯।
মধুপুর, ৫ম ভাগ, ৪৩১।
মধু হাবিলদার, ৫ম ভাগ, ২৬৪।
মধ্যপ্রদেশ, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭। ৫ম ভাগ, ২৮৮।
মধ্যভারত, ৪র্থ ভাগ, ২৪৩, ২৯২, ২৯৩। ৫ম ভাগ, ৩৮১, ৩৮৩, ৪২১, ৪৩১, ৪৪২, ৪৪৭।
মন্‌রো মেজর, ১ম ভাগ, ১৮৫।
মনুবাঈ, ৫ম ভাগ, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮।
মণ্টে সর্ কর্ণেল্, ১ম ভাগ, ২০০, ২০১।
মম্মু খাঁ, ৫ম ভাগ, ২৩৪, ২৩৬।
ময়না বাঈ, ১ম ভাগ, ৭৭, ৭৮।
ময়না, ৫ম ভাগ, ৩৮৬।
ময়রা লর্ড, ১ম ভাগ, ১২৯।
ময়ুরভেঞ্জয়ারি, ৩য় ভাগ, ২১৬।
ময়ুর সিংহাসন, ২য় ভাগ, ১৮৭, ২৪৩। ৫ম ভাগ, ২৬৯।
মরা, ৩য় ভাগ, ৭৬, ৭৮, ৭৯।
মরিয়াওন, ৫ম ভাগ, ১৯৫, ১৯৬, ২০১।
মরীচ দ্বীপ, ৫ম ভাগ, ৩০৯।
মরদান, ৪র্থ ভাগ, ৪৩, ৪৯, ৬৩
মর্ণিং ক্রনিকল্, ১ম ভাগ, ৮৮।
মর্ণিংটন্ লর্ড, ১ম ভাগ, ১২৮।
মর্ণিংটন, ৪র্থ ভাগ, ১৪৯।
মলাবার, ১ম ভাগ, ২০২।
মসীউদ্দিন, ১ম ভাগ, ১৪৭।
মসুর-গার্‌সিন্-দি-তাসী, ১ম, ভাগ, ১৪৭।
মহমুদ খাঁ, ৩য় ভাগ, ১৩৩, ১৮৪।
মহম্মদ, ১ম ভাগ, ৪৯, ১৭৫, ২১২। ২য় ভাগ, ১৭৯। ৩য় ভাগ, ১০১। ৪র্থ ভাগ, ৫১। ৫ম ভাগ, ৩১৭।
মহম্মদ অকবর খাঁ, ৪র্থ ভাগ, ১৮৯।
মহম্মদ আলি, ১ম ভাগ, ১০৩, ১০৪।
মহম্মদ আলী খাঁ, ৫ম ভাগ, ৩৫৪, ৩৬২ ৩৬৩।
মহম্মদ আলি শাহ, ১ম ভাগ, ১২১, ১২৯, ১৩২
মহম্মদ খাঁ রেসেলদার, ৫ম ভাগ, ৭০।
মহম্মদ গোরী, ১ম ভাগ, ১২২।
মহম্মদ নিজাম খাঁ, ৫ম ভাগ, ৬৬।
মহম্মদ শাহ, ১ম ভাগ, ৩৮। ২য় ভাগ, ১৮৭, ২৪৩।
মহম্মদ সফি, ৫ম ভাগ, ৬৬।
মহম্মদ সাদি, ২য় ভাগ, ১৮৪।
মহম্মদ সুলতান, ৩য় ভাগ, ১৮৩।
মহম্মদ হুসেন, ৫ম ভাগ, ৩৬৪, ৩৬৫।
মহম্মদ হোসেন খাঁ, ৫ম ভাগ, ২১৭, ২১৮।
মহাতাপচাঁদ মহারাজ বাহাদুর, ৪র্থ ভাগ, ৩০৬।
মহাতাপ সিংহ, ৫ম ভাগ, ৩০২।
মহাবলেশ্বর, ১ম ভাগ, ৬১, ৬৩, ৬৬।
মহারাজপুর, ১ম ভাগ, ২১৬।
মহারাও রাম সিংহ, ৫ম ভাগ, ৪৩২।
মহারাজ মিশ্র, ৪র্থ ভাগ, ১২৪।
মহারাজ রণজিৎ সিংহ, ১ম ভাগ, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৮, ৫৪, ৫৫, ৭০, ২৩৫। ৪র্থ ভাগ, ১, ১৩, ২৪, ২৬, ৬৯। ৫ম ভাগ, ৯০।
মহারাণী (কুইন ভিক্টোরিয়া) ১ম ভাগ।

৪৫, । ৩য় ভাগ । ৮, ৯, ১৮, ১২৪, ১৫৬, ১৫৮, ২০০, ২৬২, ২৬৩ । ৪র্থ ভাগ । ১৪০। ৫ম ভাগ । ২৭৬, ৩১৬, ৩৭৭, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৫১,

মহারাণী ঝিন্দন (রণজিৎ মহিষী) । ১ম ভাগ, ১, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ৩০, ৩২, ৪১, ৪২, ৪৭ । ৩য় ভাগ । ৬৬,

মহারাষ্ট্র । ১ম ভাগ । ৯৮, ১০০ । ৫ম ভাগ, ১৪৬ ।

মহারাষ্ট্র খাত । ৩য় ভাগ । ৩, ৭,

মহালক্ষ্মী দেবী । ৫ম ভাগ । ৩৮৯,

মহাবীর । ৫ম ভাগ । ৩৬৫,

মহীশূর । ১ম ভাগ । ১০৩, ১১৬, ১৯১, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০১ ২০৬, । ৩য় ভাগ, ১০ । ৪র্থ ভাগ, ৮ ।

মাক্সুরী, ১ম ভাগ, ৭৭ ।

মাক্কল্স, ৪র্থ ভাগ, ২২৩, ২২৮ ।

মাঞ্চেষ্টার, ১ম ভাগ, ৯৩, ৯৪ । ৪র্থ ভাগ, ৬৭।

মাদারীগঞ্জ, ৪র্থ ভাগ, ২৮৭ ।

মাদুরা, ১ম ভাগ, ১৬৮, ১৮২ ।

মাদ্রাজ, ১ম ভাগ, ২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১৬৭, ১৬৮, ১৮২, ১৮৩, ১৯২, ১৯৩, ২০১, ২০৩, ২০৪, ২১২, ২১৩, ২৬০, ২৬২, ২৬৩। ২য় ভাগ, ১০৯, ১১০ । ৩য় ভাগ, ১৭, ৫৫, ১২৪, ১২৫, ১৩০ । ৪র্থ ভাগ, ১৬৯, ২৭৭, ২৭৮, ২৯০, ২৯১ । ৫ম ভাগ, ১৭৯, ২৯৬, ৪৩৬ ।

মান খাঁ, ৩য় ভাগ, ১৩২, ১৩৩ ।

মানভূম, ৪র্থ ভাগ, ২৯৫ ।

মানস্ফীল্ড্ ব্রিগেডিয়ার, ৫ম ভাগ, ৩১০, ৩৩৭ ।

মান্সন্ কর্ণেল, ১ম ভাগ, ১১৩, ১৬৪। ৩য় ভাগ, ৩০ ।

মান্সেল্ চার্লস্ গ্রান্বিন, ১ম ভাগ, ৫২, ৭৬, ৮৩, ৮৯ ।

মানসিংহ, ৪র্থ ভাগ, ১৬৬ । ৫ম ভাগ, ২১৩, ২১৪, ২১৭, ২১৮, ২২০, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৬৯ ।

মানসিংহ সর্দ্দার, ৫ম ভাগ, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৩৯।

মান্নাহার, ৪র্থ ভাগ, ২৫১ ।

মামলৎদার, ৫ম ভাগ, ৩৮৬ ।

মারলণ্ড্, ১ম ভাগ, ১১৩।

মারবাড়, ৫ম ভাগ, ১৫০, ১৫১, ৪৩৭ ।

মারাথন্, ১ম ভাগ, ৩৬ ।

মারারথো, ৩য় ভাগ, ২১৩ ।

মারিবেল হারমান, ১ম ভাগ, ১৪৬ ।

মার্ককার লর্ড, ৪র্থ ভাগ, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৫ ।

মার্কিন্, ১ম ভাগ, ২৯ ।

মার্টিনিয়ার, ৫ম ভাগ, ২০১, ৩১৪ ।

মার্টিন প্রাইভেট, ৫ম ভাগ, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০২, ৪৫৫ ।

মার্টিনো লেফ্টেনেণ্ট্, ২য় ভাগ, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০ ।

মার্টিন্ মেজর, ১ম ভাগ, ৬৯ । ৫ম ভাগ, ১৮, ২৮২, ৩৩৭, ৪৪৫ ।

মার্শমান, ১ম ভাগ, ৫, ১৩৮ ।

মার্শডেন্ মেজর, ৪র্থ ভাগ, ১৬ ।

মালকম্ স্যার জন, ১ম ভাগ, ৫৩, ৭০, ৭৬, ১০৮, ১০৯, ১৫০, ২৩৫, ২৪১, ২৫৬ । ৫ম ভাগ, ৩৯১ ।

মালঘর, ৫ম ভাগ, ২৯৯ ।

মালব, ৫ম ভাগ, ১৩৮, ১৩৯, ৩০৩, ৪৪১ ।

মালবর, ৫ম ভাগ, ২৯৮ ।

মালিসন কর্ণেল, ৪র্থ ভাগ, ২১৬ । ৫ম ভাগ, ২৭২, ২৭৯, ৩৩১, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০৬, ৪১৮ ৪১৯, ৪২০, ৪২৫, ৪৪০ ।

মালিসন কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ১৮২ ।

মাণ্টা, ৩য় ভাগ, ১৪৫ ।

মাহীর, ৫ম ভাগ, ১৪৮, ১৪৯ ।

মাহোবার, ৫ম ভাগ, ৪২৯ ।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্, ১ম ভাগ, ২২৫ ।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ মেজর, ৪র্থ ভাগ, ২৭৫, ২৭৬।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ মাজিষ্ট্রেট্, ৪র্থ ভাগ, ২২৩, ২২৮, ২২৯ ।

ম্যাক্‌নাটন্ ইলিয়ট্, ১ম ভাগ, ২৫০, ২৫৪ । ৪র্থ ভাগ, ১৪, ১৫ ।

ম্যাক্‌নাটন স্যার্ উইলিয়ম্, ৪র্থ ভাগ, ১৮৯ ।

ম্যাক্‌নীল কোম্পানি, ৫ম ভাগ, ৩২৫ ।

ম্যাকফিলিপ্ জন, ৩য় ভাগ, ১৯৮।
ম্যাক্ গ্রেগর কর্ণেল জর্জ্জ, ২য় ভাগ, ২১, ৪৮। ৪র্থ ভাগ, ২৪২। ৫ম ভাগ, ২৩৯।
ম্যাক্ফারসন, ৫ম ভাগ, ১১৭, ১১৯ ২৫২।
ম্যাক্লিয়ড্ ডোনাল্ড্, ১ম ভাগ, ৫২। ৫ম ভাগ, ১৫৪।
ম্যাক্সন্ ফ্রেডরিক, ১ম ভাগ, ৫৩।
ম্যাগনাকার্টা, ৫ম ভাগ, ৩৭১।
মিকি, ৫ম ভাগ, ৩৫০।
মিচেল কর্ণেল, ২য় ভাগ, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ৩১, ৩৬, ৮৮।
মিজে, ১ম ভাগ, ২০৮।
মিথোলী, ৫ম ভাগ, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ৪৪৫।
মিয়ামীর, ১ম ভাগ, ৩, ১১। ৪র্থ ভাগ, ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৩৫।
মির্জ্জা আলি, ১ম ভাগ, ১২১, ১২৭।
মিলতাইদিস্, ১ম ভাগ, ৩৬।
মিল্নে সাহেব, ৫ম ভাগ, ৩৪৪।
মিলমান্ কর্ণেল, ৪র্থ ভাগ, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৫৫।
মিবার, ১ম ভাগ, ৩৬। ৫ম ভাগ, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৫১।
মিশর, ১ম ভাগ, ২৫৩, ২৫৪। ৩য় ভাগ, ২৬৩।
মীড্, ৩য় ভাগ, ১৩। ৫ম ভাগ, ৪৩৮, ৪৩৯।
মিরণ-কি-সরাই, ৫ম ভাগ, ৩০৮, ৩৪১।
মীর আলম্, ১ম ভাগ, ১৯৯, ২০০।
মীর কাসেম, ১ম ভাগ, ১২২।
মীর খাঁ সৈয়দ, ২য় ভাগ, ১২৬।
মীর্জ্জা খিদ্মেতগার, ৫ম ভাগ, ১২০।
মীর্জ্জাপুর, ৫ম ভাগ, ৩৮৫, ৪২৮।
মীরজাফর, ১ম ভাগ, ১৮৪। ৩য় ভাগ, ৩২।
মীরজা হাকি, ২য় ভাগ, ২২১।
মীরনবাব, ৩য় ভাগ, ১৯৩।
মীর পুনা আলি, ৩য় ভাগ, ২৬৪।
মীর মদন, ৪র্থ ভাগ, ৭৯।
মীর মন্সুর আলি, ২য় ভাগ, ১৯৮।
মীরাট্, ১ম ভাগ, ২২৭। ২য় ভাগ, ৪, ৫, ২৪, ২৭, ২৮, ৫০, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৬, ১০২ ১০৬, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১। ৩য় ভাগ, ২, ৩, ৫, ১১, ১৮, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬. ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৩১, ১৩৪, ১৫৩, ১৫৬, ২৩০। ৪র্থ ভাগ, ৪, ৭, ১২, ১৩, ১৬, ২১, ২৯, ৩২, ৩৭, ৫৩, ৬৩, ৭০, ১০২, ২৮০। ৫ম ভাগ, ৩, ৪, ৫, ৬, ২৫, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৭২, ৭৫, ৮৭, ১০১, ১৪৭, ১৮৬, ১৯৯, ২১১, ২২৪, ২৫৯, ৩০০, ৩০৮, ৩৫৮, ৩৭৭, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯২।
মুঙ্গের, ২য় ভাগ, ১৪৫। ৪র্থ ভাগ, ২৮৭।
মুচিখোলা, ২য় ভাগ, ৬। ৪র্থ ভাগ, ১৬৬, ১৬৭।
মুদকী, ৪র্থ ভাগ, ৮।
মুদকিপুর, ৫ম ভাগ, ১৯৬।
মুন্দরা, ৫ম ভাগ, ৪২৩, ৪২৪।
মুন্দেশ্বর, ৫ম ভাগ, ৩৮৩, ৪৩৭।
মুরশিদাবাদ, ২য় ভাগ, ১১, ২১। ৪র্থ ভাগ, ১৫৮, ১৭৯।
মুলতান, ১ম ভাগ, ১, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৪৫। ৪র্থ ভাগ, ১৬, ৯৩।
মুলতান খাঁ, ৫ম ভাগ, ৯২।
মুলাওন, ৫ম ভাগ, ১৮০, ২০৫, ২০৯।
মুস্তাফা বেগম, ১ম ভাগ, ১৯৪।
মুর কাপ্তেন, ৩য় ভাগ, ২০০, ২১০।
মূলগঞ্জ, ৩য় ভাগ, ১০৭।
মূলরাজ (সাবনমল্লের পুত্র), ১ম ভাগ, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ৩৩, ৩৪, ৪০।

মেইন্, ৩য় ভাগ, ২৮।
মেইন্ গার্ড্, ২য় ভাগ, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৮, ২১৩, ২১৫, ২১৭, ২১৮। ৫ম ভাগ, ২৬৩।
মেকার্টা লেফ্‌টেনেণ্ট্, ৪র্থ ভাগ, ১০, ১১।
মেকিয়াবেলি, ১ম ভাগ, ১৬, ২৫।
মেকেঞ্জি কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ৬২, ৬৬।
মেগাস্থিনিস্, ১ম ভাগ, ৫০।
মেজর এড্‌ওয়ার্ড্স্, ১ম ভাগ, ৫, ১৭।
মেট্‌কাফ্ স্যার্ তমাস্, ২য় ভাগ, ২০৫, ২০৬, ২১৪। ৫ম ভাগ, ২৮৫।
মেট্‌কার্ফ স্যার চার্লস্, ১ম ভাগ, ৫৬, ৭১, ৭২, ২৩৫। ২য় ভাগ, ১৬৯, ১৭৩। ৩য় ভাগ, ৩৩, ৭০। ৪র্থ ভাগ, ২২৮।
মেকলে লর্ড, ১ম ভাগ, ১২১, ১২৫।
মেড্‌লিকট্, ৩য় ভাগ, ৪১।
মেন্দিহসেন, ৫ম ভাগ, ৩৬৪, ৪৪৪।
মেরবন্ (মেহেরবান্) সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ৬৫।
মেরিয়ট্ কর্ণেল, ১ম ভাগ, ১৯৮।
মেরী, ১ম ভাগ, ১৩৬।
মেরী মহারাণী, ৪র্থ ভাগ, ১১৩।
মেলবিল্, ১ম ভাগ, ৬৪।
মেহিদপুর, ১ম ভাগ, ২৫৬। ৫ম ভাগ, ৩০৩।
মৈমন সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬।
মোকারব খাঁ, ৫ম ভাগ, ৩১৫।
মোগলবেগ, ২য় ভাগ, ১৯৪।
মোগল মীর্জ্জা, ৪র্থভাগ, ১১০। ৫ম ভাগ, ২৭৬।
মোন্‌রো তমাস, ১ম ভাগ, ১০৯, ২১৩।
মোবারক শাহ, ৫ম ভাগ, ৬৮, ৬৯, ৭১।
মোরাদ আলি, ৫ম ভাগ, ১৬২।
মোরপন্ত, (মোরোপন্ত) ৫মভাগ, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯৯, ৪১৫, ৪১৬।
মোরার, ৫ম ভাগ, ৪২১, ৪২২।
মোরী তোরণ, ২য় ভাগ, ১৮৭, ৫ম ভাগ, ২৬১।
মোরাদাবাদ, ৫ম ভাগ, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৭, ৭৯, ৮৩।
মোলার লেপ্টেনেণ্ট্, ২য় ভাগ, ১৩৫।
মোল্লাপুর, ৫ম ভাগ, ১৮০, ২০৫, ২২৪, ২২৯।
মৌয়েট্ ডাক্তার, ৪র্থ ভাগ, ১৬৪।
মোহন লাল, ৪র্থ ভাগ, ৭৯।
মোহম্মদী, ৫ম ভাগ, ৭৫, ১৮০, ২০৫, ২১০, ২১১, ২৩১, ৩৭২, ৩৭৩।
মৌ, ৫ম ভাগ, ১২৩, ১২৭, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪১, ১৪৩, ৪৩৪।
মৌর্য্যবংশ, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭।
মৌসুরী, ২য় ভাগ, ১৯০। ৩য় ভাগ, ২১, ২৫। ৫ম ভাগ, ৪৮।

য

যমুনা, ১ম ভাগ, ১৫১। ২য় ভাগ, ৭৬, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৮, ২০৬, ২১৪, ২২২, ২২৮, ২৩০, ২৩৫। ৩য় ভাগ, ২৩, ২৫, ২৯, ৩৩, ৪৬, ৫০, ৮১, ৮২, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৭, ১০৯, ১১১। ৪র্থ ভাগ, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮৪, ১৩৪। ৫ম ভাগ, ১, ৫, ৬, ৪৬, ১০০, ১৫৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৭২, ১৭৫, ২৯৮, ৩০৩, ৩০৯, ৩২৭, ৩২৮, ৩৪০, ৩৫৯, ৩৭৭, ৪১৮।
যমুনা দাস, ২য় ভাগ, ২২৮।
যযাতি, ৩য় ভাগ, ৮১।
যশোদা কুমার পাইন, ৪র্থ ভাগ, ২৯৬।
যশোবন্ত অহর রাও, ১ম ভাগ, ৭৫, ৭৭, ৮৩, ৮৭। ৫ম ভাগ, ১৩৭।
যশোবন্ত সিংহ, ৫ম ভাগ, ১৯।
যুক্তোকা, ৩য় ভাগ, ২৭।
যোধপুর, ৫ম ভাগ, ১৪০।

র

রঘুজী ভোঁসলা ১ম ভাগ, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৮৮।
রঘুনাথ রাও, ১ম ভাগ, ৬৮, ৬৯।
রঘুনাথ সিংহ, ৩য় ভাগ, ২৬৪।
রঘুবংশ, ৩য় ভাগ, ৮১।
রঙ্গপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৮৭।
রঙ্গ বাপাজি, ১ম ভাগ, ১২০। ২য় ভাগ, ৭৮।
রজীব আলি ৫ম ভাগ, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭।

রণদলন সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২০৩, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২৩৮, ২৫২, ২৬৪।
রণধীর সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২৩, ২৪, ১৩৮।
রতন সিংহ, ৫ম ভাগ, ২৬৩।
রত্নমণি সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২৮৮।
রথগড়, ৫ম ভাগ, ৩৮৩।
রবর্টসন্, ১ম ভাগ, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪। ৫ম ভাগ, ৪৭, ৪৮, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ২০৭।
রবার্টস্ লর্ড, ৫ম ভাগ, ২৬৭, ২৮২, ২৮৩, ৩০৬, ৩১৬, ৩১৯, ৩২০, ৩৩৮, ৪৩১, ৪৩২, ৪৪৭।
রমজান আলি কাজি, ৪র্থ ভাগ, ২৬৯, ২৭০।
রমানাথ দোবে, ৫ম ভাগ, ১৯৪।
রসুলপুর, ৩য় ভাগ, ১০৯।
রস্ মেজর, ২য় ভাগ, ৪২।
রহমত হাফেজ, ৫ম, ভাগ, ৬০, ৬৮, ৬৯।
রাইফল্ এম্‌ফিল্ড্, ৪র্থ ভাগ, ১৬০।
রাও সাহেব, ৩য় ভাগ, ১৪৪। ৫ম ভাগ, ৩৮৫, ৩৮৬, ৪১২, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৪, ৩৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪০।
রাও ভবানী সিংহ। ৫ম ভাগ, ২৮, ২৯, ৩০।
রাঁচি, ৪র্থ ভাগ, ২৮৯, ২৯০।
রাজগড়, ৫ম ভাগ, ৪৩৪, ৪৩৫।
রাজঘাট তোরণ, ২য় ভাগ, ১৮৮।
রাজপুতনা, ১ম ভাগ, ৫৬, ৯৭, ৯৮। ৪র্থ ভাগ ৮৭, ৯২। ৫ম ভাগ, ৬৪১।
রাজপতি সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২০৩।
রাজপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৫৮।
রাজস্থান, ১ম ভাগ, ৪।
রাজা গোপাল সিংহ, (রণজিতের প্রিয়পাত্র এবং লাহোর দরবারের মন্ত্রী)। ১ম ভাগ, ৩, ৪, ৫।
রাজা রাম, ৫ম ভাগ, ১৬৩।
রাজালাল সিংহ, ১ম ভাগ, ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১১।
রাজা সাহেব দয়াল, ৪র্থ ভাগ, ২৮।
রাজা হীরা সিংহ, ১ম ভাগ, ১১।
রাট্রে, ৪র্থ ভাগ, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫।
রাণিমিড্, ৫ম ভাগ, ৩৭১।
রাণীগঞ্জ, ২য় ভাগ, ১০। ৩য় ভাগ, ১৩, ১৭, ৫৫। ৪র্থ ভাগ, ২৪১।
রাধাকান্ত রাজা বাহাদুর, ৪র্থ ভাগ, ৩০৬।
রাবালপিণ্ডি, (রাওয়ালপিণ্ডি) ১ম ভাগ, ২২০, ২২১। ৪র্থ ভাগ, ৪, ৭, ২৯, ৩১, ৬৪, ৭৫, ১৩১, ১৩৩।
রাম, ১ম ভাগ, ১২১।
রামগঙ্গা, ৫ম ভাগ, ৫৫, ৩৪৫, ৩৭৮, ৩৭৯।
রামগড়, ৪র্থ ভাগ, ২৯০।
রামগোপাল সান্যাল, ৩য় ভাগ, ১১২।
রামচন্দ্র খৃষ্টান্, ২য় ভাগ, ২২০।
রামচন্দ্র পন্থ (পন্ত) ১ম ভাগ, ১১২, ১১৫। ৩য় ভাগ, ২৫০।
রামচন্দ্র রাও, ১ম ভাগ, ৬৮, ৭২, ৭৩।
রামচন্দ্র রাও দেশমুখ সর্দ্দার, ৫ম ভাগ, ৪২৪।
রামদয়াল, ৩য় ভাগ, ৩৯।
রামদীন, ৫ম ভাগ, ২৪৪।
রাম নগর, ১ম ভাগ, ৩৪। ৩য় ভাগ, ৬৫।
রামপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৬০। ৫ম ভাগ, ২২, ২৩, ৫২, ৫৫, ৫৮।
রাম বক্‌স্, ৩য় ভাগ, ১৮৯, ২৬৫।
রামমোহন রায় রাজা, ২য় ভাগ, ১৫২, ১৫৫।
রামরাও গোবিন্দ, ৫ম ভাগ, ৪২২।
রামহেত, ৫ম ভাগ, ২৬৪।
রামসে মেজর, ১ম ভাগ, ১১১।
রামায়ণ, ৪র্থ ভাগ, ২০০।
রায়চোর দোয়াব, ১ম ভাগ, ৯৯, ১০২।
রামেল সাহেব, ৪র্থ ভাগ, ২৯৯, ৩৪৪। ৫ম ভাগ, ৩৭০।
রামেল্ হেন্‌রী, ১ম ভাগ, ৯৯। ৪র্থ ভাগ, ১৬৮।
রিকেট্‌স্ জর্জ্জ, ৪র্থ ভাগ, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২।
রিচর্ জীনপল্, ১ম ভাগ, ২৩৮।
রিচার্ড্‌সন্, ১ম ভাগ, ১৭৬।
রিড্ মেজর, ৩য় ভাগ, ৪২, ৪৬, ৪৮।
রিপুভঞ্জন সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২১৩, ২১৪।
রিপ্লে কর্ণেল, ২য় ভাগ, ২০০, ২০১, ২০২।
রিলে, ৩য় ভাগ, ১৬৫।
রীজ, ৫ম ভাগ, ১৮৯, ৩৭৭।
রীড্ সেনাপতি, ৪র্থ ভাগ, ২৯, ৩১, ৬৬, ৭৫,

৭৬,৮১, ৮২,৮৫, ৮৭; ১১৪, ১১৫। ৫ম ভাগ, ১৫৪, ১৬৭, ১৭০, ১৮৩, ২৬৫, ৩০২।
রীবাঁ, ১ম ভাগ, ৬৫। ৪র্থ ভাগ, ২৪৩।
রুইয়া, ৫ম ভাগ, ৩৬৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮।
রুস্তম আলি, ৪র্থ ভাগ, ১০৭, ১০৮, ২৮২।
রুড়কী, ৩য় ভাগ, ২০, ৪০, ৪১, ৪২, ১৫২। ৪র্থ ভাগ, ৮৩। ৫ম ভাগ, ৫৫, ৩৫৪।
রুম, ৩য় ভাগ, ২৬৩।
রুশিয়া, ১ম ভাগ, ৮৯, ৯১, ২৩২। ২য় ভাগ, ৫৪, ১০২, ১৭৮। ৩য় ভাগ, ১০৩, ১৪৪, ১৪৫, ২১৫, ২১৬। ৪র্থ ভাগ, ১৪৫। ৫ম ভাগ, ৩৫৬।
রেইক্‌স্‌, ৫ম ভাগ, ১৭৬, ১৭৮, ২০৭, ৩০৩, ৩০৪, ৩৪৩, ৩৪৫।
রেইনর, ২য় ভাগ, ২০৯।
রেঙ্গুন, ২য় ভাগ, ৩২। ৫ম ভাগ, ৪৪৬।
রেড্‌পাম্‌ফ্লেট্‌, ৩য় ভাগ, ১৩।
রেণ্ড্‌ ৩য় ভাগ, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২৩৬, ২৩৭।
রেণি লেফ্‌টেনেণ্ট্‌, ৪র্থ ভাগ, ২৯৭।
রোজ স্তার হিউ, ৫ম ভাগ, ৩৮৩, ৪০৪, ৪০৭, ৪০৮, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৭, ৪১৯, ৪২২, ৪২৪, ৪৩১।
রোটস্‌ দুর্গ, ৪র্থ ভাগ, ২০০।
রোডে, ৩য় ভাগ, ২০০।
রোম, ৩য় ভাগ, ১১৫। ৪র্থ ভাগ, ৭১। ৫ম ভাগ, ১৬৫।
রোস্তম শাহ, ৫ম ভাগ, ২২১, ২২৩।
রোহতক, ৪র্থ ভাগ, ৭৮।
রোহিণী, ৪র্থ ভাগ, ২৬৫, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭।
রোহিলখণ্ড, ১ম ভাগ, ১২৫। ৫ম ভাগ, ৩, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৭,৬০, ৬১, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ১০০, ২১০, ৩০০, ৩০৯ ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮১, ৪৪৭।

ল

লজিন স্তার জন্‌, ১ম ভাগ, ৪৭।
লছমী বাঈ, ৫ম ভাগ, ৪০১।
লণ্ডন, ১ম ভাগ, ৯৬, ২৪৫। ৩য় ভাগ, ২৬২, ২৬৩। ৪র্থ ভাগ, ৬৭, ৯৪, ১২০, ১৩৫। ৫ম ভাগ, ৩৫৪, ৩৫৬।
লয়ড্‌, ৩য় ভাগ, ১৪।
লয়ার। ৫ম ভাগ। ১৬৫,
লয়েড্‌ মেজর জেনারেল, ৪র্থ ভাগ, ১৭৯,১৮০।
লয়েড্‌ সেনাপতি, ৪র্থ ভাগ, ২২৭, ২৩১।
লর্ড অক্‌লাণ্ড্‌, ১ম ভাগ, ৬৯, ১২৯, ১৩২, ২৬৪। ৪র্থ ভাগ, ৬৯, ৫ম ভাগ, ৩।
লর্ড উইলিয়ম্‌ বেণ্টিক্‌, ১ম ভাগ, ৬৮, ৭২, ১৩২, ১৫১, ২১১, ২১৫। ৫ম ভাগ ৪১৫।
লর্ড ওয়েলেস্‌লি, ১ম ভাগ, ২, ৯৯, ১০৪, ১০৬, ২০৬।
লরেন্স্‌ কাপ্তেন, ৪র্থ ভাগ, ৬।
লরেন্স্‌ মেজর, ১ম ভাগ, ৩১।
লরেন্স্‌ রিচার্ড, ৪র্থ ভাগ, ৬।
লরেন্স্‌ স্তার জন, ১ম ভাগ, ১৫০, ২০৪, ২০৮। ২য় ভাগ, ১১০, ১১৯। ৩য় ভাগ। ২২, ২৩, ২৯, ৩০, ৩২, ১৮৬। ৪র্থ ভাগ। ৪, ৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪৮, ৪৯, ৭৭, ৮৩, ৯২, ৯৪, ১০৩ ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৬, ১৪৭ ১৫২। ৫ম ভাগ, ৪৪৮।
লরেন্স স্তার হেন্‌রি, ১ম ভাগ, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৬, ১৫০, ১৬৯, ২০৪, ২০৮, ২৪২, ২৪৪। ২য় ভাগ। ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১১০ ১৪০। ৩য় ভাগ। ১৫, ১০২, ১২৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৮৬,। ৪র্থ ভাগ। ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০৮, ৩৫২। ৫ম ভাগ। ১৮৪, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২১৫, ২২৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৬, ২৬৭, ৩১১, ৩১২, ৩১৬, ৪৪৭।
লর্ড কম্বর মিয়র, ১ম ভাগ, ৬৮।
লর্ড কানিঙ্গ। ১ম ভাগ। ৬৫, ৮৩, ১০৪, ১৩৬, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৬০, ২৬১, ২৬২। ২য়

ভাগ ১, ২৪, ২৬, ৩৩, ৩৫, ৫০, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৭ ৯৯, ১০০, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯ ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫। ৩য় ভাগ। ১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮. ৯, ১০, ১১,১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২১, ৩০, ৫০, ৬৩, ৮৭, ১১১, ১২৫। ৪র্থ ভাগ। ১, ৭২, ১৪৭, ১৪৮,, ১৪৯, ১৫০ ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ২৪৫, ২৪৬, ২৯১, ২৯৩, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩১১, ৩১২। ৫ম ভাগ, ৪, ৩৪, ৩৫, ১৪৪, ১৫৩, ১৭৯, ১৯৯, ২৫২, ২৯৩, ৩১১, ৩১২, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৭১, ৩৭৯, ৪০৭ ৪৫১, ৪৫৩,

লর্ড ক্লাইব, ১ম ভাগ, (কাম্প্‌বেল্‌ দ্রষ্টব্য) ৫ম ভাগ, ৪৪৩।

লর্ড ডালহৌসী, ১ম ভাগ, ১, ২, ১০, ১৯, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৫, ৫৭, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮. ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১২১, ১২২, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৬৯, ১৭৫, ১৭৯, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮. ২৪০, ২৪২, ২৪৮, ২৫৪, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯ ২৬২, ২৬৩। ২য় ভাগ, ৮. ৭৮, ১০৯, ১৩৯, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১ ১৬২, ১৬৩, ১৬৪ ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭। ৩য় ভাগ, ১৬, ৬৫, ৮৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৭১, ১৯৩, ২০০, ২১৬। ৪র্থ ভাগ, ১২৯। ৫ম ভাগ, ৩১২, ৩৪৮, ৩৫৬, ৩৮৫, ৪২৮, ৪৪৯।

লর্ড্‌ লরেন্স (পূর্ব্বে স্যার জন লরেন্স)। ১ম ভাগ, ১১, ২৮।

লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১ম ভাগ, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ১০, ৫১, ৫৬, ১৩০, ১৩২। ৪র্থ ভাগ, ২। ৫ম ভাগ, ৭৫।

ললতপুর, ৫ম ভাগ, ৪৩৫, ৪৩৬,

লস্কর, ৫ম ভাগ, ৪২৫।

লস্কর শাহ, ৫ম ভাগ, ৩৬৮।

লক্ষ্ণৌ, ১ম ভাগ, ১২৩, ১২৭, ১৪২, ১৪৬। ২য় ভাগ, ১২, ৫০, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৫, ১০২, ১৪০। ৩য় ভাগ, ৬, ১৫, ৩৩, ৭৮, ১০২, ১২০, ১২৫, ১২৭, ১৪০, ১৪৬, ১৪৯, ১৫১, ১৫৭, ১৫৮, ১৭১, ১৮৬, ১৯৩, ২২৪, ২২৫, ২৫২, ২৫৬, ২৫৯, ২৬৬, ২৬৮। ৪র্থ ভাগ, ৫২, ৭২, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৬৯, ১৮৪, ১৯১, ১৯৪, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮, ২৪৯, ২৮০। ৫ম ভাগ, ২০, ৮৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৯, ২১০, ২১২, ২১৩, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৯, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০১, ৩০৮, ৩১০, ৩১২, ৩১৩, ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৪০, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬১ ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮০, ৪১৬, ৪২১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৭।

লক্ষ্মণ রাও, ৫ম ভাগ, ৩৮৮, ৩৯৯, ৪০৫।

লক্ষ্মণ সিংহ, ৫ম ভাগ, ১৮, ১৯, ২১।

লক্ষ্মীবাঈ, ১ম ভাগ, ৭০, ৭১, ৭৫, ২৩৮। ৪র্থ ভাগ, ২৪৯, ৫ম ভাগ, ৩৮৪, ৩৮৫। ৩৮৮, ৩৮৯ ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৪, ৪০৬, ৪০৯ ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৫, ৪১৮, ৪১৯, ৪২১, ৪২২, ৪২৫, ৪২৬।

লাজ্‌, ১ম ভাগ, ১৭২।

লাড্‌লো, ১ম ভাগ, ৪৫, ৬৫, ১৬৮।

শাহ জঁহাবাদ, ২য় ভাগ, ১৯৮।
শাহজাদ সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ২০৩।
শাহজাহানপুর, ৫ম ভাগ, ৪২, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৮৬, ৮৭, ১৮০, ২০৫, ২১০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪।
শাহ নজিফা, ৫ম ভাগ, ২০০, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২১, ৩৫৯, ৩৬৬।
শাহপুর ৪র্থ ভাগ, ২৩২।
শাহমহমুদ হুশেন, ৪র্থ ভাগ, ১৮৭।
শাহ সুজা, ১ম ভাগ, ৩৮ .
শাহাবাদ, ১ম ভাগ, ১৭৬। ৪র্থ ভাগ, ১৭৮, ১৮২, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১১, ২১২, ২১৫, ২১৬, ২৩৯, ২৫৪, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৫।
শিক্রোল, ৩য় ভাগ, ৫২।
শিখ, ১ম ভাগ, ৩, ৫, ১১, ৩৭, ৪৯। ৪র্থ ভাগ, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ১৪, ১৫, ২৩, ২৬, ২৮, ৩২, ৩৩, ৪৮, ৫৭, ৫৮, ৬৯, ৮৩, ৯৩, ১২০, ১২৮, ১২৯, ১৩৪। ৫ম ভাগ, ২৫২, ২৬৩, ২৬৫, ৪৪৭।
শিখযুদ্ধ, ১ম ভাগ, ১, ৫।
শিন্দে মহারাজ, ৫ম ভাগ, ১১৩, ১১৭, ১২৯।
শিবচরণ, ৩য় ভাগ ১৬০।
শিবপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৫২।
শিবরাজপুর, ৩য় ভাগ, ২৬৮। ৫ম ভাগ, ৩২৮, ৩৩১, ৩৩৮।
শিবলাল, ৫ম ভাগ, ১২৯।
শিবাজী, ১ম ভাগ, ৬১, ৬২, ৬৩, ১০৬, ১০৭। ২য় ভাগ, ৭৯, ২৪৩। ৫ম ভাগ, ১৩৮।
শিবালিক, ৫ম ভাগ, ৪৬।
শিবাঙ্গিগোল,, ৩য় ভাগ, ১০৩, ১৪৪। ৪র্থভাগ, ৭১, ১০৯। ৫ম ভাগ। ৩৫৩।
শিমলা, ১ম ভাগ, ১০, ১৯, ২২১। ২য় ভাগ, ৫১, ৬১, ৬৫, ৮৮। ৩য় ভাগ, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ২৮। ৫ম ভাগ, ১৯৮।
শিরোজ্ঞ, ৫ম ভাগ, ৬৩৫।
শিবৃহল, ৩য় ভাগ, ২৬৭।
শেকেন্দর পুর, ৪র্থ ভাগ, ২৫১।
শেখপুর, ১ম ভাগ, ৮, ১৪, ১৫ ১৬।
শেখ পুরা, ৫ম ভাগ, ৭৯, ৮০।
শের শাহ, ২য় ভাগ, ২৬৭। ৪র্থ ভাগ, ২০০।
শের সিংহ রাজা, ১ম ভাগ, ১৮, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩।
শোণ, ৪র্থ ভাগ, ১৯৮, ২১৬, ২২১, ২৩১, ২৬০, ২৬২।
শোর ফ্রেডরিক, ১ম ভাগ, ১৪৬।
শোর স্তার জন্, ১ম ভাগ, ১২৭, ১২৮।
শ্যামাচরণ মল্লিক, ৪র্থ ভাগ, ৩১১।
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৩য় ভাগ, ১০৭।
শ্যাল কোট, ১ম ভাগ, ৩০। ২য় ভাগ, ২৭, ২৮, ৮০। ৪র্থ ভাগ, ১১২, ১১৭, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ২৯৪।
শ্রীজী রাও ঘটকে, ৪র্থ ভাগ, ৬৮, ৬৯।
শ্রীরঙ্গপত্তন, ১ম ভাগ। ২৬৩। ৪র্থ ভাগ। ৮, ১০৯।
শ্রীরামপুর, ২য় ভাগ, ৩৪। ৪র্থ ভাগ, ১৭০।
শ্রীশচন্দ্র রায়, ৪র্থ ভাগ, ৩০৯।
শ্রীহট্ট, ৪র্থ ভাগ, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭।

ষ।

ষ্টানলি লর্ড, ৫ম ভাগ, ১৪৪।
ষ্টিফেন্‌সন্ মেজর, ৩য় ভাগ, ২৬৪।
ষ্টুয়ার্ট্ মেজর, ১ম ভাগ, ২৪১।
ষ্টুয়ার্ট্ শারলোট্, ১ম ভাগ, ২৪৯।

স।

সই নদী, ৫ম ভাগ, ২৯৪।
সণ্ডার্স সাহেব, ৫ম ভাগ, ৫৮, ৫৯, ২৭৫।
সতীচৌর, ৩য় ভাগ, ২০৪, ২০৮, ২৫৮। ৫ম ভাগ, ৪৪২।
সদাশিব পন্থ দাদা, ১ম ভাগ, ১১১।
সদাশিব রাও নারায়ণ, ৫ম ভাগ, ৩৯৭,৪০৭।
সবজী মন্দির, ৩য় ভাগ, ৪৮। ৪র্থ ভাগ, ৭০, ৮১, ৮২।
সবেদা কুঠী, ৩য় ভাগ, ১৯৩,২০২,২১৮, ২২১।
সমর সিংহ, ২য় ভাগ, ৫৪।
সমস্ উদ্দিন, ৩য় ভাগ, ১৬১।

সমারসেট্ ব্রিগেডিয়ার, ৫ম ভাগ, ৪৪২।
সম্বলপুর, ১ম ভাগ, ৫৯, ১০৭। ৪র্থ ভাগ, ২৯১।
সরফ উদ্দৌলা ৩য় ভাগ, ২৬৬।
সরফ্জী, ১ম ভাগ, ১০৬।
সরাই ঘাট, ৫ম ভাগ, ৩২৮, ৩৩৮।
সর্দ্দার খাঁ সিংহ, (মুলতানের দেওয়ান) ১ম ভাগ, ১২, ১৩, ২০।
সর্দ্দার ছত্র সিংহ, ১ম ভাগ, ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪২।
সর্দ্দার তেজ সিংহ, ১ম ভাগ, ৩।
সর্দ্দার সিংহ, ৪র্থ ভাগ, ১০৭।
সর্হিন্দ, ২য় ভাগ, ২৩৯।
সলিম গড়, ২য় ভাগ, ১৮৬, ১৮৭।
সলিম গড়ের দরওজা, ৪র্থ ভাগ, ১১১।
সলার জঙ্গ, ৫ম ভাগ, ৩৮৪।
সল্কেল্ড, ৫ম ভাগ, ২৬৪।
সহায় সিংহ, ২য় ভাগ, ১৯৮।
স্কট্ কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ৪২৯, ৪৩০।
স্কট্ লণ্ড্, ৩য় ভাগ, ২৪৩। ৫ম ভাগ, ৩৫৪।
স্কলি, ২য় ভাগ, ২০৭, ২০৮, ২০৯।
স্টিস্উড্ কর্ণেল, ৩য় ভাগ, ৫৭, ৫৮, ৫৯। ৪র্থ ভাগ, ৪৩, ৪৪।
সা ২য় ভাগ, ২০৯।
সাইলক্, ১ম ভাগ, ১০২।
সাউদি রবর্ট, ১ম ভাগ, ২৩৮।
সাওয়ার্স্, ৫ম ভাগ, ৪৩১।
সাঁওতাল পরগণা, ৪র্থ ভাগ, ২৭৪।
সাগর, ১ম ভাগ, ৮১, ৮৫। ৪র্থ ভাগ, ২৪১। ৫ম ভাগ, ৩, ৩৬৪, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৯৮।
সাণ্ড্হার্ষ্ট্ লর্ড, ৫ম ভাগ, ৩১০।
সাতথার পুর, ৪র্থ ভাগ, ২৫৭।
সাদত আলি, ১ম ভাগ, গ১২১, ১২৭, ১২৮, ১২৯।
সাদত আলি নবাব, ৫ম ভাগ, ১৯৮।
সাদদ খাঁ, ৫ম ভাগ, ১২৮, ১৩৬, ১৪২।
সাদতগঞ্জ, ৫ম ভাগ, ৩৬৮।
সাফ্টস্বারী লর্ড, ৪র্থ ভাগ, ২৯৩।
সাবনমল (মুলতানের শাসনকর্ত্তা) ১ম ভাগ, ১০।
সাথেডার হাউস্, ৩য় ভাগ ১৯৩।
সাম্সাবাদ, ৫ম ভাগ, ৩৪৫।
সামুয়েল্স্, ৪র্থ ভাগ, ২৭৩, ২৭৪।
সারণ, ১ম ভাগ, ১৭৬।
সার্কিট্ হাউস্, ৪র্থ ভাগ, ১৮৮।
সার্কুলার রোড্, ৪র্থ ভাগ, ১৬৪।
সারজন লিটলার, ১ম ভাগ, ৬,১৯। ২য় ভাগ, ১৬৮।
সার্দ্দিয়ানিয়া, ৩য় ভাগ, ১০৩, ১৪৪।
সালোনি, ৫ম ভাগ, ২১১, ২২২, ২২৩, ২২৪।
সাহারণপুর, ৫ম ভাগ, ২৫, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৮।
স্কাইস্ কর্ণেল, ২য় ভাগ, ১৩৮।
স্পাকি সাহেব, ৫ম ভাগ, ৪৫, ৪৮।
স্পার্জ্জেন, ৩য় ভাগ, ১২৪, ১২৬।
স্পার্টা, ৩য় ভাগ, ১১৯।
স্মাইথ্ কর্ণেল, ২য় ভাগ, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৮২, ১১৮, ১১৯, ১২০।
স্যার জনকে, ১ম ভাগ,, ১১, ২৩, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৫৬, ৯০, ৯২, ১৩৩, ১৪৫, ১৭৬, ১৯৯, ২৩১। ২য় ভাগ, ১৫৬, ১৬৭, ১৮১, ২৩৮। ৩য় ভাগ, ৬৭, ৭০, ১১২, ১২৩, ১৬৩, ২০৯, ২২২, ২৩৭, ২৪০, ২৬২। ৪র্থ ভাগ, ১২৭, ১৫৫, ১৬৪, ১৮৯, ২৩৫। ৫ম ভাগ, ১, ১৯০, ২২৭, ২৩০, ২৮০, ৩৯০, ৩৯৫, ৪৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪৪২।
স্যার ফ্রেডরিক কারি, ১ম ভাগ, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭। ৯৫, ২৬২। ২য় ভাগ, ১৬৮।
স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, ৫ম ভাগ.১০২, ১০৩।
সিওলী, ৫ম ভাগ, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩১।
সিকার, ৫ম ভাগ, ৪৩৭।
সিক্রোরা ৫ম ভাগ," ১৮০, ২০৫, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৫৭।
সিগৌলি, ৪র্থ ভাগ, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮।
সিডেন্হাম কাপ্তেন, ১ম ভাগ, ২০০।
সিন্ধিয়া, ১ম ভাগ, ৬৫, ৬৬, ১০০।
সিন্ধু, ১ম ভাগ, ২, ১৪, ১৮, ৩০, ৫০, ১৭৯, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২৯, ২৪৪।
সিন্ধুনদ, ৪র্থ ভাগ, ২৪, ২৭, ৫৭, ১১৭। ৫ম ভাগ, ৪৪৮।

সিগ্রি, ৫ম ভাগ, ৪৩১, ৪৩৯, ৪৪০।

সিবল্ড্র্, ৫ম ভাগ, ৬০, ৬৪।

সিবাস্তপল, ৩য় ভাগ, ১৪৪। ৪র্থ ভাগ ৭১, ১০৯। ৫ম ভাগ, ৩৫৬।

সিম্সন্ কর্ণেল, ৩য় ভাগ, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ১০৫।

সিরা, ২য় ভাগ, ১৮০।

সিরারার কর্ণেল, ৪র্থ ভাগ, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮৬।

সিরাজ উদ্দৌলা, ২য় ভাগ, ১০৫। ২য় ভাগ, ২৩৪। ৩য় ভাগ, ৪৯। ৪র্থ ভাগ, ৭৯, ১৩৯ ১৪০।

সিমুর, ৩য় ভাগ, ২১।

সিসিরো, ১ম ভাগ, ২৩৪।

সিসিলি, ৩য় ভাগ, ২৫৭। ৫ম ভাগ, ১৬৫।

সিংহভূম, ৪র্থ ভাগ, ২৯১, ২৯৬।

সিংহ রামপুর, ৫ম ভাগ, ৯৫।

সিংহল দ্বীপ, ৪র্থ ভাগ, ১৯৫।

স্কিন কর্ণেল, ১ম ভাগ, ২৪৬।

স্কিনার ৫ম ভাগ, ২৬৫।

স্মিথ্ কর্ণেল, ১ম ভাগ, ১৮৭। ৩য় ভাগ, ২০। ৪র্থ ভাগ, ১১, ৮৩। ৫ম ভাগ, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ২৬৪, ৪২৩।

স্মিথ ফিল্ড্, ১ম ভাগ, ১৩৬।

সিমান কর্ণেল, ১ম ভাগ, ১২১, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৯। ৫ম ভাগ, ১৮৬, ৩৮১।

সীকর, ৪র্থ ভাগ, ৭১।

সীটন কর্ণেল, ৫ম ভাগ, ৩৪০, ৩৪১।

সীতাকুণ্ড, ৪র্থ ভাগ, ২৮২।

সীতাপুর, ১ম ভাগ, ১৪৬। ৩য় ভাগ, ২৬৪। ৫ম ভাগ, ৮৮, ৯০, ১৮৩, ১৯৭, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ১১১, ২২৯, ২৩১, ২৩২, ২৪৮।

সীতাবল্দী, ১ম ভাগ, ৮৮, ২২২।

স্কীন কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৭, ৪৫১।

সুএজ, ১ম ভাগ, ২৫৫।

সুচণ্ডী, ৫ম ভাগ, ৩২৭, ৩২৯।

সুজাউদ্দৌলা, ১ম ভাগ, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭।

সুজুসন্ ১ম ভাগ, ১৯।

সুধানন সিংহ, ৩য় ভাগ, ২৬৫।

সুন্দর পুর, ৫ম ভাগ, ৯৪।

সুল্লি, ২য় ভাগ, ১৮০।

সুবর্ণ রেখা, ৪র্থ ভাগ, ১৭৭।

সুরতসিংহ, ৩য় ভাগ, ৬৫।

সুরধুনী, ৩য় ভাগ, ২০৬।

সুরাজুল্মুলক্, ১ম ভাগ, ১০১।

সুলতান পুর, ১ম ভাগ, ১৪০, ১৪১। ৪র্থ ভাগ, ২৪৯। ৫ম ভাগ ১৮০, ২০৫, ২১১, ২২০, ২২১, ২২২, ২৪২, ২৪৮।

সুলতান মাহমুদ, ৫ম ভাগ, ৩৭।

সুলতান সুজা, ৫ম ভাগ, ৩১০।

সেকেন্দ্রা, ৩য় ভাগ, ২৬৫।

সেকেন্দর বাগ, ৫ম ভাগ, ২০০, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৯, ৩২২, ৩৫৯, ৩৬৬।

সেকেন্দর বেগম, ৫ম ভাগ, ৩৮৪।

সেকেন্দর শাহ, ১ম ভাগ, ৪১, ৫০, ১২২। ৪র্থ ভাগ, ২৯৯।

সেক্সপিয়ার মাজিষ্ট্রেট্, ৩৮১।

সেক্সপীয়ার স্যার রিচ্মণ্ড্ রেসিডেণ্ট্, ৫ম ভাগ, ৪২৫।

সেখ ইমাম উদ্দিন, (কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা), ১ম ভাগ, ৫।

সেখ পুর, ১ম ভাগ, ২৪।

সেণ্ট্ জর্জ্জ দুর্গ, ১ম ভাগ, ১৯২।

সেণ্ট্ ডেবিড্, ১ম ভাগ, ১০৩।

সেণ্টপিটর্স্‌বর্গ, ১ম ভাগ, ৯২।

সেণ্ট্ বার্থল্ মিউ, ৩য় ভাগ, ২৫৭।

সেতারা, ১ম ভাগ, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৬, ৮১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০৮, ১১৯, ১২০, ২৩৮। ২য় ভাগ, ৭৮, ১৩৯।

সেফার্ড, ৩য় ভাগ, ১৩৫, ১৩৬, ১৮০, ১৯৫।

সেফার্ড্ টুকর, ১ম ভাগ, ৬৪।

সেবক তেওয়ারি সুবাদার, ৫ম ভাগ, ১৯৪।

সেমুর হেনরী, ১ম ভাগ, ৯৫।

সেরার, ৩য় ভাগ, ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৪৭, ২৫০।

সেলিম গড়, ৫ম ভাগ, ২৩৭।

সেক্ষপিয়র, ১ম ভাগ, ২৩৪।

স্পেন্, ৩য় ভাগ, ২৫৭।

সৈয়দ বাদ, ৩য় ভাগ ১৬৯।
সৈয়দ্ উল্লা খাঁ, ৫ম ভাগ, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬।
সোরাও, ১ম ভাগ, ২, ৩। ২য় ভাগ, ৩৮। ৩য় ভাগ, ৮৩। ৪র্থ ভাগ ৮, ৯১, ১৩০।
সোয়ার্ট, ৪র্থ ভাগ, ৪৫, ৩৬, ৫১, ৫২।
সোলাপুর, ১ম ভাগ, ১০২।

হ

হচিন্সন্, ২য় ভাগ, ১৯৪, ১৯৫।
হজরত মহল বেগম, ৫ম ভাগ, ২৩৪, ২৩৪, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭৩, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫।
হজরৎ গঞ্জ, ৫ম ভাগ, ৩৬৯।
হনুমান, ৫ম ভাগ, ৩৬৫।
হনুমন্ত সিংহ, ৫ম ভাগ, ২২৩, ২২৪।
হয়দরাবাদ, ১ম ভাগ, ৫৬, ৫৯, ৯৯, ১০৪, ১৯৪, ১৯৯, ২০০, ২০১। ২য় ভাগ, ৮১। ৪র্থ ভাগ, ৫২, ৫২। ৫ম ভাগ, ৩৮৪।
হরকরা, ৪র্থ ভাগ, ১৫৮, ১৬৮।
হরচাঁদ পুর, ২য় ভাগ, ২২৩।
হরদেব, ৩য় ভাগ, ২০৪।
হরদেববক্স, ৫ম ভাগ, ৯৯, ১০০।
হরবন্স্ সহায়, ৪র্থ ভাগ, ২৬৫।
হরিদ্বার, ১ম ভাগ, ২২৭। ২য় ভাগ, ১৯০, ২০৯। ৪র্থ ভাগ, ২৩। ৫ম ভাগ, ৪৬।
হরিপুর, ১ম ভাগ, ২৯।
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩য় ভাগ, ১১১, ১১২। ৪র্থ ভাগ, ৩০১।
হরে কৃষ্ণ, ৪র্থ ভাগ, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২৩৮, ২৬৪।
হলওয়েল, ৪র্থ ভাগ। ১৩৮, ১৪০, ১৪১।
হলদিঘাট, ১ম ভাগ, ৩৬। ৫ম ভাগ, ৩৮৫।
হলাণ্ড কাপ্তেন, ২য় ভাগ, ২২৮।
হলমেস্, ৩য় ভাগ, ৭০, ১৮০। ৫ম ভাগ, ৪৩২, ৪৪২।
হলমেস্ মেজর, ৪র্থ ভাগ, ১৮৩, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯।
হাউইট জায়, ৫ম ভাগ, ২৫১।
হাজস ফোর্ড কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৩।
হাচিন্সন কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১।
হাজরা, ১ম ভাগ, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০।
হাজারী বাগ, ৪র্থ ভাগ, ২৭২, ২৮৯ ২৯০, ২৯৬।
হাত্রাস্, ৫ম ভাগ, ১৭৪,
হাবড়া, ২য় ভাগ, ৩১। ৩য় ভাগ, ১৭।
হাবেলক কর্ণেল, ৩য় ভাগ, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৯৫, ২১৬, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৬, ২৬৮। ৪র্থ ভাগ, ৯৩, ১৪৭, ১৬৯, ২৪৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৩। ৫ম ভাগ, ২৩৬, ২৪৮, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৬, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬।
হাবেলক লেপ্টেনেণ্ট, ৪র্থ ভাগ, ২৪৯। ৫ম ভাগ, ২০৫।
হাবেলক সেনাপতি, ৫ ভাগ, ২৯৭, ২৯৮, ৩০১ ৩০২, ৩০৮, ৩১০, ৩১২, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩৩৮, ৩৬০, ৩৬৫।
হামিণ্টন্, ১ম ভাগ, ৮৮, ৯১।
হামিণ্টন্ রবর্ট, ১ম ভাগ, ২৫৪। ৫ম ভাগ, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৩৯, ৩৯০, ৪০১, ৪০৫, ৪১৬।
হায়দর আলি, ১ম ভাগ, ১০৩, ১২৩, ১৯১, ১৯২, ২০৮। ৪র্থ ভাগ, ২৯১।
হায়মান্ মেরিবেল, ১ম ভাগ, ৫।
হারিংটন্, ১ম ভাগ, ২৬২।
হারিস্ লর্ড, ১ম ভাগ, ২৫৫, ২৬৩। ২য়, ভাগ, ১০৯। ৫ম ভাগ, ৪৩৬।
হারুবি, ৫ম ভাগ, ৩৯, ৪০।
হালিডে, ১ম ভাগ, ১৩৯, ২৬২, ২৬৩। ৩য় ভাগ, ১৯১। ৪র্থ ভাগ, ১৭৫, ২৬৬।
হিউইট, ২য় ভাগ, ৮২, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১২০, ১২৪, ১৩৭, ১৩৮, ২৩৮। ৩য় ভাগ, ৩২। ৪র্থ ভাগ, ৩২।
হিউম্ এ, ও, ৪র্থ ভাগ, ২৯৮। ৫ম ভাগ, ১৮, ১৯. ২০, ২২, ২৩. ২৫, ২৬।
হিকমমৎ উল্লা খাঁ, ৩য় ভাগ, ২২৯, ২৩২।
হিঙ্গন লাল লালা, ৩য় ভাগ, ৭৯, ৮০।
হিন্দনদী, ৩য় ভাগ, ২০, ৪৪, ৪৫।

হিন্দু কলেজ, ৩য় ভাগ, ১১৪।
হিন্দু পেট্রিয়ট, ৩য় ভাগ, ১১১। ৪র্থ ভাগ, ৩০১।
হিন্দুস্থান, ১ম ভাগ, ২২। ৪র্থ ভাগ, ৩১২।
হিবঁর, ১ম ভাগ, ১৪৩,
হিমগিরি, ২য় ভাগ, (হিমালয় দ্রষ্টব্য)।
হিমালয়, ১ম ভাগ, ২, ৫০, ৬১, ৬৩, ১৮১। ২য় ভাগ, ৫৩, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৮৫। ৩য় ভাগ, ২০, ২১, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৬, ৮০। ৫ম ভাগ, ৪৬, ২৯৮।
হিয়ারসে জন, ১ম ভাগ, ১৪১, ২২২। ২য় ভাগ, ৯, ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬ ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪১, ৫৬, ৫৮, ৮৮, ১১০। ৪র্থ ভাগ, ১৬১।
হিলর্সডন, ৩য় ভাগ, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৮৯, ১৯০। ৩য় ভাগ, ১৮৯।
হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ৫ম ভাগ, ৩২৪, ৩২৫, ৩৭৮, ৩৭৯।
হীরালাল দোবে হাবিলদার, ৫ম ভাগ, ১৯৪।
হীরা সিংহ, ২য় ভাগ, ৬৯। ৫ম ভাগ, ৩০৩।
হুউটিং, ৩য় ভাগ, ২০০।
হুইলর কর্ণেল, ২য় ভাগ, ৯।
হুইলার লেপ্টেনেন্ট, ৩য় ভাগ, ১৯১।
হুইলার স্তার হিউ, ৩য় ভাগ, ১৫, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৫৭, ১৬১, ১৬৫, ১৬৭, ১৭১, ১৭৪, ১৭৭, ১৮৬, ১৯১, ২০০, ২০৮, ২১৭,। ৪র্থ ভাগ, ৯৩, ৯৪, ১৫০। ৫ম ভাগ, ২৭২, ২৪৫, ৩১১, ৩১২, ৩২৬, ৩৬১।
হুইস কাপ্তেন, ৫ম ভাগ, ৫৬।
হুইসলিং ডিক্, ৫ম ভাগ, ৪০৮।
হুইস সাম্পসন্, ১ম ভাগ, ১৯, ৩৭।
হুগুইনট, ৩য় ভাগ, ২৫৭।
হুগলী, ৩য় ভাগ, ১১৪।
হুহুল, ৫ম ভাগ, ৩৯।
হুমায়ুন, ২য় ভাগ, ১৬৭। ৪র্থ ভাগ, ২০০। ৫ম ভাগ, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭, ২৮১।
হুলাশসিংহ, ৩য় ভাগ, ১৯৪, ২৬২, ২৬৫।
হুসেনকক্স, ৫ম ভাগ, ১৯৪।
হুসেন্নাবাদ, ৫ম ভাগ, ৩৮১।
হে কাপ্তেন, ৩য় ভাগ, ২৫২। ৫ম ভাগ। ২৫৪।
হেতমপুর, ৪র্থ ভাগ, ২৫৭।
হেনেরি, ৩য় ভাগ, ২৫৭।
হেন্‌রি লরেন্স স্তার (পঞ্জাবের প্রেসিডেন্ট)' ১ম ভাগ, ৫, ৭, ৯, ১০, ১২, ২৭, ২৮, ৩৪ ৩৭, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৯৫ ৯৭, ৯৮। ২য় ভাগ, ৭৬।
হেষ্টিংস্ ওয়ারেণ, ১ম ভাগ, ১৬৩। ৫ম ভাগ ৬৮।
হেষ্টিংস্ লর্ড, ১ম ভাগ, ৭৫, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ১২৫, ১২৬, ২. । ৪র্থ ভাগ, ১৪৯।
হোনার ব্রিগেডিয়ার, ৫ম ভাগ, ৪৪২।
হোপগ্রান্ট, ৫ম ভাগ, ২৬৫, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০ ৩১৩, ৩১৪, ৩১৮, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৬৫, ৪৪৫।
হোপার আণ্ডিন্, ৫ম ভাগ, ৪৪১।
হোম, ৫ম ভাগ, ২৬৪।
হোলিংস্, ৪র্থ ভাগ, ২৭১, ২৭২।
হোলকার, ১ম ভাগ, ৬৬, ১০০। ৫ম ভাগ, ১২২, ১৩৭, ১৪৩, ১৪৪।
হোসেনি খানু, ৩য় ভাগ, ২২৩।
হোসেন পুর, ৫ম ভাগ, ৯১।
হোসেন সৈয়দ মহম্মদ, ৩য় ভাগ, ২৩২।

অতিরিক্ত সূচী।

অ।

আকবর, ৫ম ভাগ, ১০৮।

আ।

আগরা, ৫ম ভাগ, ৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১০৬, ১১২, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫২।
আজমীর, ৫ম ভাগ, ১৪৮, ১৪৯।
আমীর খাঁ, ৫ম ভাগ, ১৪৬।
আলীগড়, ৫ম ভাগ, ১১, ১২, ১৪, ১৫।
আবু, ৫ম ভাগ, ১৪৭।
আবুল ফজেল, ৫ম ভাগ, ১০৮।

ই।

ইংলণ্ড, ৫ম ভাগ, ১০৫।
ইটোয়া, ৫ম ভাগ, ১২, ১৫, ১৬।
ইন্দোর, ৫ম ভাগ, ১০৫, ১০৮, ১০৯, ১৪৫।

উ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, ৫ম ভাগ, ১০, ১১, ১০৫ ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২।
উদয়পুর, ৫ম ভাগ, ১৪৯।
উলবার, ৫ম ভাগ, ১৫১।

এ।

এচিসন (চার্লস) ৫ম ভাগ, ১৪৫।

ক।

কর্ণেল জর্জ্জ লরেন্স, ৫ম ভাগ, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১।
কর্ণেল ডুরাণ্ড, ৫ম ভাগ, ১৪৫।
কলবিন, (উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট) ৫ম ভাগ, ৯, ১০৫, ১০৬, ১১২, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫২,।
কলিকাতা, ৫ম ভাগ, ১০৯, ১১০।
কাপ্তেন নিক্‌সন, ৫ম ভাগ, ১০।
কাপ্তেন সাওয়ার্স, ৫ম ভাগ, ১৪৯, ১৫০, ১৫১।
কুপল্যাণ্ড, ৫ম ভাগ, ১১১, ১১২।
:ক (ঐতিহাসিক) ৫ম ভাগ, ১৫০, ১৫১।
কোটা, ৫ম ভাগ, ৯, ১৫২,।
কোয়েল, ৫ ভাগ, ১১, ১২।

খ।

খন্দ, ৫ম ভাগ, ১০৯।

গ।

গোয়ালিয়র, ৫ম ভাগ, ৯, ১০, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১৫২।

জ।

জয়পুর, ৫ম ভাগ, ১৪৬, ১৫০, ১৫১।
জয়াজীরাও শিন্দে, ৫ম ভাগ, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১০।
জাঠ, ৫ম ভাগ, ৯, ১০।

ট।

টঙ্ক, ৫ম ভাগ, ১৪৬, ১৪৭।

ঠ।

ঠাকুর, ৫ম ভাগ, ১৪৭, ১৫১।

ড।

ডিক্সন, ৫ম ভাগ, ১৪৮।

দ।

দিনকর রাও, ৫ম ভাগ, ১০৮, ১০৯।
দিল্লী, ৫ম ভাগ, ৯, ১৪, ১৫, ১১০, ১১২, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২।
দেওয়ার, ৫ম ভাগ, ১৪৮, ১৪৯।

ন।

নসীরাবাদ, ৫ম ভাগ, ১৫০।
নীমচ, ৫ম ভাগ, ১৫০, ১৫১, ১৫২।

প।

পঞ্জাব, ৫ম ভাগ, ১৪৫।
পনিয়ার, ৫ম ভাগ, ১০৬।
পাঠান, ৫ম ভাগ, ১৬, ১০৭।
পিণ্ডারী, ৫ম ভাগ, ১৪৬।